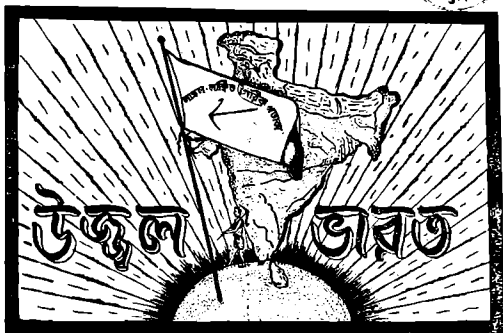


শ্রীমৎ জাযী পূজ্যব্রাহ্মণ অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠিত
নবন্যায় আশ্রমের যুগপত্র



সৌখিন্যসাংগাল-বাপী

"নিষ্ঠা-অনিষ্ঠা সম্বন্ধ। আত্ম-অনাত্ম সম্বন্ধ।
জ্ঞান-অজ্ঞান সম্বন্ধ। সাকার-নিসাকার
সম্বন্ধ। আত্ম-নিসাকার সম্বন্ধ।
সাকার-নিসাকার-নিসাকার সম্বন্ধ।
কণ্ড-অকণ্ড সম্বন্ধ। চৈতন্য-
অচৈতন্য সম্বন্ধ। বৈত-
অবৈত সম্বন্ধ।
সর্ব সম্বন্ধ।"

আদি বিশ্বনাথিক

"এই বিশ্বই আমার মহামা"

শ্রাব-শ্রাবন ১৩৭১, ১৩৭৩

সম্পাদিকা—চরণ মিত্র

২৬-তম বর্ষ, ১৯১৩

“ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিবিক্ত হোক দিবে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আশ্র পবিত্র জরিমানার টাকা গুণে দিতে আগতে হচ্ছে। এমন কি তার বশাবসর্গ বিকিয়ে দাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আশ্র শীতল হয়েছে, তার কারণ এই যে, সে একচ্ছ হৃদিশের মত জ্বলন্তো না যে, যে দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না, সেই দিক থেকেই ব্যাধের মুহূর্ত্তান এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিতভাবে কাণা ছিল—প্রকৃতি তাকে মুহূর্ত্তান মেরেছে।

একথা যদি সত্য হয় যে, পান্ডিত্য জ্ঞান প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুলদাত করবার জন্যে একেবারে উন্নত হয়ে উঠেছে, তা হালে একথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের অক্ষয় অন্তিমিক থেকে এসে তার মর্য স্থানে বাজবে।

মূল বাঘের ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয় তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে তারা আত্মীয় রূপে থাকে। বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয় সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

“অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কৃত্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত, তা হলে পরস্পরের ঘোরে তারা প্রবল বলী হত। সেই মূল বন্ধনটা বিদ্যুত হওয়াতেই তারা কেবলি বলেছে—‘হয় আমি মরব নয় তুমি মরবে।’

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্তভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি, তা হলে আমাদের ভিত্তিকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, ‘আমি মরুক আমি থাকি’; আত্মা বলে, ‘প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি’। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্তৃকেই প্রচণ্ড এবং উপভবনকেই প্রচণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়াবান্য নেই, বিরাম বিজ্ঞান নেই। এদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির দলকে একেবারে তুলে দেয়, নানা প্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নিমূল করতে চেষ্টা করে—জানে না, সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার ত্যাগও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাধীর, পরম সহায়, মাহুব তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই কারণ এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাবানী”।

—রবীন্দ্রনাথ



উজ্জলভারত

মাস-কাল্পন ১০৭২ বঙ্গাব্দ, খ্রি: ১৯১০

১৬৩২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আগমনের কথা

"উজ্জলভারত" পত্রিকার নতুন বঙ্গের আবেশ হইল, ২৪ বঙ্গের পার হইয়া ২৮-তম বঙ্গের। তারতীয় প্রবন্ধ-ত্রয়ের অব্যুত-ভাষ্যকার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অব্যুত প্রতিষ্ঠিত "উজ্জল ভারত" পত্রিকা এই মাস ১০৭২-তে তাহার ২৮-তম বর্ষ আরম্ভ করিল। বহু দুর্ভাগ্য বহিরা এ পর্যন্ত সে আসিয়াছে—নিজস্বই আরও দুর্ভাগ্যের ওস্তাদতাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহাই হো! ভাষ্যকার, বাঙালি থাকিতে চাহিলে বিশেষতঃ সামাজ্যের দুহ্মা লইয়া বাঙালি থাকিতে চাহিলে দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়াই চলিতে হইবে। কেবল উজ্জলভারতের প্রভা ও প্রেরণানাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও ঐশ্রীনিভাঃপাদেশের নিকট প্রার্থনা পুত দুর্ভাগ্য পার হইয়াও যে কথা বলিতে উজ্জলভারতের ওস্তাদতাহা যেন সে বলিয়া যাইতে পারে, সেই শক্তি তাহার। তাহাকে বিন, দুর্ভাগ্যেও সামাজ্যের পথের সন্ধান যেন সে পায়।

"উজ্জলভারত" কোন্ কথা বলিতে প্রস্তুত এখন পরিগা-ছিল? উজ্জলভারত নবনারায়ণ আশ্রমের মূখ্যম। এই দুইয়েরই প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাহার নর-নারায়ণ আশ্রমের আশ্রম উদ্বেগ-সাক্ষ্য সৎকে বাহা নিখিয়া ছিলেন এই উজ্জলভারতেই পৃষ্ঠায় একুশ বঙ্গের আগে তাহারই মধ্যে উজ্জলভারতেরও কথা রহিয়াছে:

"বিশ্ব-স্বস্তির মূলে রহিয়াছে নর ও নারায়ণ। একা নরও স্বস্তি করিতে পারে না, একা নারায়ণও স্বস্তিতে অকম। বিশ্ব-স্বস্তিতেই কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য-উপশম ও উপরম মূর্তি

ধারণ করিতে পাবে নর ও নারায়ণের পারস্পরিক স্বস্তির মধ্য দিয়া। নরও স্বস্তি করিতে অসমর্থ না পরিয়া নারায়ণ কিছুতেই বিশ্বের বসন্তীয় সন্তান 'বাস্তব' সমাধানে করিতে পারেন না। ... তারারও একটা স্বস্তি পূর্ণ নর: নর-নারায়ণের মূগ্ধ স্বস্তিই বাস্তব (real)। 'বা মূগ্ধী সদ্ভা সবায়া সমানঃ কৃষ্ণা পরিমহুভাতে'। এসই বিশ্ব-কৃষ্ণকে দুইটি সোনার বরণ পাবী নর ও নারায়ণ আশ্রম করিয়া আছেন, যেমন অর্জুনের রথে সমাদীন নর-অর্জুন ও নর-সবা কৃষ্ণ-নারায়ণ। দুই-ই এসই রথে যুদ্ধের মাঝে সমাদীন যুদ্ধকে পুরুষোত্তম-রাধা স্থাপনের অতুলে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা।

নরনারায়ণ আশ্রম সর্ববর্ষ সংবৎ ও সর্বজ্ঞান সমগ্রতের ত্রিভিজেই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে ধাক্কা করাইতে চায়...। প্রচলিত বর্গজ্ঞান বর্গ-কৌলীয়া ও আশ্রম-কৌলীয়ার বিধে কর্মপ্রতিষ্ঠা। প্রচলিত বর্গজ্ঞানে চলিতেছে বৈষ্ণব নিরবর্ণের সম্বর্ধ, সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যের সম্বর্ধ। উহারের সম্পর্ক পাশ্চ-বায়কের সম্পর্ক, শোষণ-শোষণের সম্পর্ক। ইহার ফলে সমগ্র সমাজটাই ক্রীড়ার পথে নিমজ্জিত হইয়াছে। নর-নারায়ণ বেধের তপস্তার গুণ প্রয়োজন হইতেছে এমনই বর্ষ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। তাহার মধ্যে ব্রহ্ম-করিয়-বৈষ্ণ-পুত্র প্রতিটি বর্ষই থাকিবে কুলীন ও বংশপূর্ণ, তাহার মধ্যে সন্ন্যাস বাণপ্রাণ গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য প্রতিটি আশ্রম থাকিবে কুলীন ও বংশপূর্ণ এবং তাহার। সবসেই হইবে পারস্পরিক 'বিনিময় ধর্ম' বীক্ষিত যেমন তেজ অল ও মাটি 'বিনিময়

যর্দে' বীজিত বসিয়াই বিপদগ্রিতে লক্ষ্য হইয়াছে। ... নরনারায়ণ আশ্রমের সাধনা সমগ্র জীবনের সাধনা, অমৃতের সাধনা ... জীবন প্রতিষ্ঠা একান্ত 'ধর্ম'-এর সম্বন্ধ বসিয়াই উহা 'সর্বধর্ম'-এর সম্বন্ধ ... অমৃতিক, প্রাণমৃতিক, মনোমৃতিক, বিজ্ঞান-মৃতিক ও আনন্দমৃতিক সম্বন্ধ হইবে এই পটঙ্গল। নাতির যুগেই ... নরনারায়ণ আশ্রমের প্রায় উৎসর্গই যুগের 'উজ্জলভারত' পত্রিকারও আদর্শ উদ্ভূত সাধনাও ইহাই। এই কথা বলিতেই 'উজ্জলভারত'ের স্বরূপ—সত্য পটিন বস্ত্রের পরিচয়। এই কথাই 'উজ্জলভারত' বসিয়া আসিয়াছে। সর্ব বর্ষ ও সর্ব আশ্রমের সম্বন্ধিত যে সামগ্রিক জীবন-চেতনা তাহাতে প্রত্যেকে স্থানী, প্রত্যেকে স্বাংপূর্ণ, কেউ সেখানে পোষণও নাই, পোষিতও নাই; কাহারো সহিত কাহারো ব্যক্তি-ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাই। এই সামগ্রিক জীবন-সাধনা শুধু আধ্যাত্মিক নয়, শুধু বৈশ্বদিক নয়, শুধু রাজ-নৈতিক নয়, শুধু অর্থনৈতিকও নয়। জীবন কোন একদেশ-দর্শী বসে চেতনা নয়—উহা মাত্রের নয় বরঞ্চ বৃত্তি বা সত্ত্বের একটি দ্বন্দ্ব স্বাধীন সামগ্রীকৃত বস্তুই প্রকাশ বাহ্য বাহ্যিক বটে, সমগ্রও বটে, বাহ্য পোষণও করে না, পোষিতও হয় না। ইহাই 'উজ্জলভারত'ের কথা—এই কথাই সে গত পটিন বস্ত্রের বসিয়া আসিয়াছে, এই কথাগুলিই আগামী দিনগুলিতেও সে বলিবে।

'উজ্জলভারত' কি ধর্মী পত্রিকা? ইহা অনেকের নিকট এই ভ্রমই প্রচলিত পিয়াছে যেহেতু ইহার প্রচ্ছদ-টে যে লেখকদিগের মূর্তিত্ব হয় তাহার দ্বারা আংশিক অস্বাভাবন বস্তু সত্ত্ব হয় নাট। সমাজের ধর্ম বসিয়া বাহ্য প্রকাশিত ভাষা বলিতে পারে নাই। আমি ব্রহ্ম বেদন, তেজস্বী আমি শিশুনাগরিকও; তাহার 'সর্ব' শব্দও ব্রহ্ম' বলিয়াছে। প্রাচীন জীবনের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তবতার বাহিরে থাকিয়া—তাই প্রতিদিনের জীবনধারণকে ব্রহ্ম বসিয়া হৃদয়বির কোন প্রত্যেক তাহারে ছিল না। উজ্জলভারত এই ব্যক্তব জ্ঞানগম্যপদ্ধতির স্বরূপের সমাজতত্ত্ব জীবনের মধ্যে থাকিয়া এই সময়ে ব্রহ্ম হওয়া ও বিশ্বনাগরিক হওয়ার কথা বলে। ভারতীয় সংস্কৃতি সত্যতার কথাই উজ্জলভারত সে সবেহ নাই; কিন্তু সে কোন্ সংস্কৃতি? "সে সংস্কৃতি

ও ধর্মই একদিন যৌব সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, রাজ্য অশোভের সময় হারিয়াছে, পরে ভিত্তিগত্রে এবং সমাজে হিন্দুসমাজের কোটি কোটি মাত্রকে যৌব ধর্মের কোলে আশ্রয় পাইবার পথ মুদ্রণ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের উপর নির্ভরনয় করিয়াছে, সবলভাবে যৌব সংস্কৃতি ও ধর্মকে ভারতের আকতার বাহিরে বিতাড়িত করিয়াছে, আবার যৌবসমাজের পর যে সংস্কৃতি ইসলাম সংস্কৃতির হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারে নাই, কোটি কোটি হিন্দুর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পথ বন্ধ করিতে পারে নাই, হিন্দু-ধর্মের সংগ্রামকে পাকা-পোতাঁই করিয়া রাখিয়াছে, আবার যে সংস্কৃতি এই ভারতবর্ষে পরম্পর বিবর্তমান হিন্দু মুসলমান শিব যৌব লইয়া পাকাত্য সংস্কৃতির আক্রমণ সামলাইতে না পারিয়া তাহারই কোলে স্বাধীনতা পত্রিকাছিল।"—এই ভারতীয় সংস্কৃতির কথা উজ্জলভারত বলিতে আসে নাই। "সে সংস্কৃতি বিধাতার মাত্রকে ও তাহার সংস্কৃতিকে হ্রাস করিবার পটিন দান করিতে পারে না, বস্তু যুগে সরাইয়া যাবে, ধর্মের ছেলেকে পরের বসিয়া থিয়ার সাধনার পথেই উন্নত, বাহ্য বাহ্য বিধির নিগড়ে অষ্টপুর্বে বস" সে সংস্কৃতির কথা বলিতে উজ্জলভারত চাহে নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত সংস্কৃতি বর্ধনশীলতার উপর, নেতিবাচকের উপর প্রতিষ্ঠিত। উজ্জলভারত সেই নেতিবাচক জীবনবিধি সংস্কৃতি সত্যতা ধর্মের কথা বলিতে আসে নাই। "তথাপি একথাও সত্য ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরেই এমন কিছু সার্বজনীনতা ছিল যাহার অস্ত্র ভারতবর্ষে সত্যই বৈদেশিক আক্রমণকারীদের দ্বারা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, সে আশ্রয় আবার বিশ্ব-সত্যের সাধনে দ্বারা করিয়া থাকিবেতে চাহিতেছে", তাহা হইলে আভিচার, ভারতের সংস্কৃতির রূপ ও ধর্ম কি?

উজ্জলভারতের প্রচ্ছদে শ্রীমদ্ভাসোপদেশের যে পরম্পর শিল্পীতের সম্বন্ধ ব্যক্তিহীনভাবে তাহাই এই বর্ধমান ভারত-সংস্কৃতি ও ধর্মের মূলমন্ত্র। তত অর্থক সম্বন্ধিত, চার্বাক-পন্থের সংবর্তিত পুরুষোত্তম রূপই আভিচার জীবনধর্ম। "শ্রীকৃষ্ণই একাধারে মহা নাতিক ও মহা আভিক"। এতদিনকার "প্রজাণাধী ভারতবর্ষে মন্বন্তর করিয়া তাহারই

অন্তরতন প্রদেখে যে আর একটি গ্রাণ-প্রজাটন-বিত
দিয়া ভাতেরই তারতেরই পুঙ্খবোতন ঐক্য পাঁচ হাজার
বৎসর পূর্বে দীর্ঘরূপে আগান করিয়া গিরিয়েন বাহা
প্রজাবাদী ভারত ও প্রাণবাদী ইক-রাশিয়া-আমেরিকাকে
সমবিত করিবার পথে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আবর্তিত
হইয়া আনিতেছে, বিশ্বের এই বোটানার মাঝে" ব্যক্তিকার
দিনের সমাধান খুঁজিতে হইবে। উজ্জলভারত এই দুইয়ের
মিলাইবার দর্শন দিতে চাহিয়াছে, চাহিতেছে।

"গ্রাণ পাশ্চাত্যের, রাজনীতিক ও দার্শনিকের সংস্কার
এর আরই নতন করিয়া বিশে উপিত হয় নাই। ইহা
কৃষ্ণ হইবার ভয় পুঁথির আগাধে বাতলে শহরিন হইতেই
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; উৎকৃষ্ট মনত্বিক বৈশ্বিক চিন্তা-
প্রবালীর অতাবে ইহা আরও কমিয়া উঠিতে পারে নাই।
এই সেদিনও ভারতের রাজ্য-সাম্রাজ্য, cyclonic biud
খানী বিবেকানন্দ গ্রাণ-পাশ্চাত্যের মিলন-গীতিই সারা
জীনে গাহিয়া গেছেন। তবু তাঁহাদের সে স্বপ্ন সফল
হয় নাই। কেন? বেহেস্তে প্রচলিত দর্শনশাস্ত্রের ভিতর
তদুপযোগী কোনও বিশেষ সংঘটিত হয় নাই।...যে পথে
চলিলে, যে পথে ভাবিলে তদুদর্শন ও অজ্ঞদর্শন সমবিত
হয়, সে বৈশ্বিক দর্শন কি আরও আমরা পাইয়াছি?
সংসার প্রয়োজন বলিলেই তো সংসার হইবে না। কেন
জড় ও অজড় পরস্পরবিকল্প, কোন্ চিন্তাবাদ্য বহিরাই বা
পরস্পরবিকল্প জড় ও অজড় প্রত্যেকের স্বয়ংমর্ধ্যা ও স্বয়ংমুখ্য
রাখিয়া পরস্পরের পরিপূরক হইতে পারে, তাহার দৃশ্যই
মনত্বাত্মিক পরিচর লাভ না হইলে আরও কয়েক হাজার
বৎসর চলিয়া বাইতে পারিবে, তবুও সংসার আসিবে না।

এই সংসার কোন্ চিন্তাবাদ্যর কোন্ সাধনার প্রতিষ্ঠিত
হইতে পারে, তাহারই কথা করিতে উজ্জলভারতের দৃষ্টি।
জড় অজড়ের পরস্পরবিকল্পতা ঘূর করিয়া তাহার যে
প্রত্যেকেই স্বয়ংমর্ধ্যা ও স্বয়ংমুখ্যস্বরূপ এবং তাহার যে
পরস্পরের পরিপূরক হইয়া বর্তমান তথা ভবিষ্যৎ সভ্যতার
ভিত্তি রচনা করিবে উজ্জলভারত তাহার প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীমৎ পুঙ্খবোতনানন্দ অবদুত ও প্রেয়সাদাতা শ্রীশ্রীমিত্ত-
দোপানের দেওয়া সেই বাক্যকিটাই গত পটিল বৎসর
ধরিয়া ধরিয়া বাইতেছে—আগা রাখে গ্রাহক অগ্রগ্রাহক
ও বিজ্ঞানমহাতারের সহযোগিতা পাইয়া দীর্ঘ ভবিষ্যতেও
ধরিয়া বাইতে পারিবে। আমরা "উজ্জলভারত"
সংক্রমিত বাক্যগুলি অগ্রবাহন করিতে এবং তৎসংসারে
বিপদভাতা দেহতবে স্বয়ংসম্মত হইতে চক্ষা পাইয়া উজ্জল
হইয়া উঠিতে পারে, তাহারই ভয় সহযোগিতা করিতে
সংসার নিবট আবেশন কানাইতেছি। তাহার উজ্জল-
ভারতের বাঁচিয়া থাকিতেও মনে সহোদ্য করেন। মোকবল
অর্ধেক উজ্জলভারতের নাই বলিলেও চলে; ইহার
অসমীহিত শক্তিতেই এতগুলি বৎসর সে পার হইয়া
আসিয়াছে—সে শক্তি বর্তমান যুগের উপযোগী দর্শন যে
ইহার মধ্যে বহিয়াছে সেই শক্তি যাহা অজ্ঞবাদের চূড়ান্ত
স্তম্ভ ও অজ্ঞবাদের চূড়ান্ত স্তম্ভে জাতিয়া চূড়িয়া নতন
করিয়া একটি নতন চিন্তাবাদ্যর প্রতিষ্ঠা তুলিবে। আমরা
আবারও বিশ্বশক্তির নিকট প্রণত হইয়া বিশ্বের সেবা
করিবার শক্তি বিশ্বের নিকট এবং বিশ্বশক্তির নিকট
প্রার্থনা করিতেছি। জয় নতন যুগের চিন্তাবাদ্যর স্বয়ং
জয় নতন যুগের মাঘবের স্বয়ং।

লাঙ্গল-লাঙ্কিত গৈরিক পতাকা

[‘লাঙ্গল-লাঙ্কিত গৈরিক পতাকা’ নরনারায়ণ আশ্রম তথা ‘উজ্জলভারত’ের পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারত কবে আমরা ইতাকে অভিবাদন জানাই। তাই এই পুস্তকোত্তমসংকলনে সাক্ষ্যে ইহার যে অর্থ নিবন্ধিত গিয়াছিলে তাহা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের মাঝে মিলিত হইয়া একান্তে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক বাহ্যের চিহ্ন—আর একটিকে বাস্তব জগতের অত্যাশ্রয়—লাঙ্গল বাহ্যের চোতর—এই সনদ্বয়ন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব এতই সতে ‘অহং ব্রহ্মাশি’ এবং ‘আমি বিশ্বনাগরিক’ এই দুই-ই আশ্রয়ন করিবে। —স:—উ: ভাঃ।]

বিশাল রচনার শুভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অগ্রসরী ‘কাল’-চক্র ও চক্ৰী ‘পুরুষ’ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়া একটি ‘অশোকচক্র’ পড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকায় অস্বনিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লোকসমূহের সম্বন্ধে ‘ব্রাহ্মসংহতা’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুস্তকপ্রধান ভারতীয় ভবি-সত্যতার দৃষ্টি ছিল অস্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাক্ষাত্তের বাসপ্রধান সত্যতা চক্রে বাহিরে মনুষ্যরাজ প্রতিষ্ঠার অস্ত। কোনও একটি একান্ত নয়। ঐক্য-

সত্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিতে বলা হানে ও মানে বহুবিধ করিয়া অস্তর ও বাহিরের তৎপল্লভ্য হইতে বিধকে বন্ধা করিতে সমর্থ। ব্রহ্মসংহতাই এই সত্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা অস্তর গোষ্ঠে যাঠে ব্রাহ্ম-বৃক্ষের ঐক্য ও উহার ষোড়শভাঙ্গা লঙ্গলধারী বসায়নের মূল দ্বিন্দে বাহ্যেরাভ্যুত্তি আশ্রয়ন করিয়াছি। ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার ব্যাখ্যাত্তর রূপ লোকসমূহের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকেই ঐক্য কুলক্ষেত্রের বৃক্ক দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে দাঁড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। সীতাপাশ্রে ভদ্রক তাই এই সত্যতার আদর্শ। ভদ্রক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাবী-পালা জনক। ভারতের মাটিতেই চাবী-রাক্ষসি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কলিতনিজম হৃদয় হইয়া দিয়া বিশ্বের বৃক্ক তাহার উন্মূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আশ্রয়ন করিবে। ঐক্য গো-গোপসংঘাত্ত। কৃষি-ক্ষেত্র-বিভাগকারী বসিয়াই তিনি ‘কৃক’। ‘কৃষ’-বাস্তু হইতে ‘কৃষী’ ‘কৃষ’ ও ‘কৃক’ শব্দ নিশা। এই কৃকক্ষেত্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বসবাস। ভারতের অস্তর দৃষ্ট হইবে হলধরেরই বেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা ‘লাঙ্গল-লাঙ্কিত গৈরিক পতাকা’।

উজ্জলভারতের একমুগট এই পতাকাই ভিত্তি রাখিয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে তাহাকে অভিবাদন জানাইতেছি।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

৮৪

১০. ৭. ৪৭—আষাঢ়ী পূর্ণিমা শুক্লপূজার দিন—ঈশ্বর-
পায়সতে শুক্লপূজার প্রকৃষ্ট দিন। শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান
মুগের শুক্ল; বর্তমান শুক্ল বর্তমান বিধে দিয়ে গেছেন, কেউ
সব মতবাদে সম্মিত করে তিনি এসেছেন—সব মতবাদকে
তার নিজস্ব মান দিয়ে সবলের হাত ধরাধরিতে তিনি
এক মহা দার্শনিক হিসেবে তথা বলে গেছেন...সেইরূপ
মহাদীর্ঘাণ মঠকে তিনি শুক্লীষ্ট বোধেছেন। মুগে মুগে
দেশে দেশে বেউ কর্মগাথ, বেউ জ্ঞানবাদ, কেউ যোগ, কেউ
ভক্ত, কেউ ঈশ্বর, কেউ আর কোন ধর্মবিশ্বাস...দিয়ে গেছেন।
এই সব গুরুত্ব মতবাদ নিয়ে একটা কাড়াকাড়ি চলছে...।
এই সব মতবাদের সামগ্রিক করার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল,
শ্রীনিত্যগোপাল তাই করেছেন।...যেতাব্যেকর উপনিষৎ
বলেছেন, বস্তু নেবে পরাকর্ষিত, বস্তু দেবে তথা তথ্যে
তথ্যে কথিত। হার্বা: প্রকাশিত মহাশক্তি—সেবতা ও
গুরুত্ব বার পরাকর্ষিত, এমন মহাশক্তির কাছে উপনিষদের
কথিত অর্থ প্রকাশিত হবে।...পরাকর্ষিত সম্বন্ধে শ্রীনিত্য-
গোপাল লিখছেন,.....শিবের প্রতি জীবের আশ্রয়ের
অবৈতন্যতা বোধ হইলে শিবের প্রতি জীবের যে ভক্তি
হইয়া থাকে, আশ্রয়ের বিবেচনার তাহাকেই পরাকর্ষিত
কলা বাইতে পারে। সাধারণতঃ ভক্তির মধ্যে বৈতন্যভূতি
আছে—কিন্তু পরাকর্ষিতের তরে দুইজন—গুরু বা সেবতার
নিজের একান্ততা বা অবৈত বোধ হয়। বিশ্বব্রহ্ম আশ্রয়ের
এর চেয়ে সহজ পথ নেই...। আশ্রয় আছে ইষ্টপ্রত্যক্ষ
মন, শুক্ল এসে যদি তা দেখিয়ে না দিচ্ছেন তবে কি
কোন তত্ত্ব আশ্রয় জীবনে প্রত্যক্ষ হত?—প্রথমে নিত্য-
গোপালকে গুরুত্বপূর্ণ গাই...কবে তিনি আশ্রয় ইষ্টরূপে
এক হয়ে যান।...শুক্ল ভক্তি দ্বারা এমন একটা একান্ততা

পাত তরে দেখানে আকাশ আর মাটি, দেবতা আর গুরু
এক হয়ে যায়, আদর্শ ও বাস্তব এক হয়ে যায়।...।
নিত্যগোপাল তাঁর চিত্তবৃত্তি মূর্তি স্থান করেন...এই চিত্তবৃত্তি
মূর্তি ইষ্ট, সেবতা...আজ সত্যদিন মনে হচ্ছিল...
মানুষ যে বৈশিষ্ট্যের মালিকানা চেড়ে দেয় না। শুক্লকে
যে সেহ মন গ্রহণ দেই, তা শুক্ল মুগে দেই...আশ্রয় সেহ
মনের মালিকানা চেড়ে দেই না। মালিকানা বিলে মুগে
থাকত না...। অহংকার হইল নিজে, অহংকালীন...।
এ হয় না। অহংকালীন দেহ মনের সাথে অহংকারও
দিয়েছিলেন...আশ্রয়ই মনে করছেন, এ দেহ তো
আমার নয়.....এ দেহ ঈশ্বর...। অর্জুনকে কৃষ্ণ
বলেছেন, নিঃস্বার্থে বা গোপা: মাংসে উপাসিত...
অহংকালীন দেহের বৈশিষ্ট্য বলে উপাসনা করে...।
এর চেয়ে উৎকৃষ্ট অহংকার আর নাই।...। শুক্ল মনের মত
হয়ে কে চলেতে চায়?...রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,....হয় বোল
আনা পাব, নয় বোল আনাই হাতাব।...মন থেকে
কাছের মন...এই মন গেলেই অহং পুরুষোত্তমকে ভাল
লাগবে।...অহংকার বলছেন, আমি মন বুদ্ধি অহংকার নই।
তল বলছেন, মন বুদ্ধি অহংকার সৎ কৃষ্ণ...।তোমার
প্রত্যেক ব্যাপারে বুদ্ধি দেখতে হবে তিনি বুদ্ধি বলেন
কিনা...। গুরু প্রতি পরাকর্ষিত মন দিয়ে ইষ্টের সঙ্গে
একান্ততা না হলে শিবের রহস্য উন্মোচিত হবে না। এই
একান্ততা না হলে 'লোচন বলে সেই শাস্ত্রী এল আর
বেল'।...এই এল আর সেলর দলে বেল আদ্য না পড়ি।
...আশ্রয় কৃষ্ণ বাস—বিনি সত্যজীবন নিত্যগোপালকে
স্বীকার করেন নি...তিনি বৃত্তার কৃষ্ণ আগে বলে গেছেন...
যেই নিত্যগোপাল সেই কালাচাঁদ।...কাল শুক্লপূজা

আমরা শ্রীনিভাগোপাধায়ের পুঁজা করব...এক ঘেঁষ এক ঘন
এক গ্রাণ হয়ে গুলপুঁজা করব...তিনি শুক, বিধক...
কেননা সপল শুকর মতই তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ধারার
হুপি হোক ব্রহ্মপুঁজি, ধারার মতব হোক ব্রহ্মনাগর।

গুণপুঁজিমা ত্রিধি...২৩শে আশ্বিন ১৩০৪—১১ই জুলাই
১৯৪৪। ভারতবর্ষের সব সম্রাটের এই দিনে দার দার
শুকপুঁজা করে আসছেন। শুক বে, পুঁজা তি, পুঁজা করলে
কি ফল হয়...সে বধা কাঁধবার দিন আশ। এক বছর
ধরে জীবনে...জীবনে নিয়ে...শুককে কতটুকু পুঁজা করা
হয়েছে...তাই তেবে আশ আশার রঙনা হতে হবে।
শুক বে? প্রত্যেক ত্রিধি ত্রিধি সম্রাটের ত্রিধি ত্রিধি
শুক আছেন...এক এত ত্রিধি ত্রিধি শুক আশ অচল...
আশ অবশ্য বিশ্ব রঙনার হুপি। রাঙানীতিতেও তার পরিচয়
পাওয়া যায়। তাই সবল শুককে আশ সমন্বিত হতে
হবে। সমস্ত মতবাবকে যদি একত্র হতে হয় তবে সমস্ত
শুককে নিগতে হবে।...শ্রীনিভাগোপাধায় সর্বমন্তের সমস্ত
করেছেন বলে সর্বশুকর সমস্ত তিনি, সব ইষ্টের সমস্ত
তিনি। তিনি বিশেষ সম্রাটের শুক নন...তাই তিনি
কোন বিশেষ আচারের উপর ভোর দিচ্ছেন না...বিশেষ
কোন রঙে তো সব শুক সব ইষ্টের সমস্ত হয় না। প্রত্যেক
সম্রাটের তার তার পতাকা নিয়ে মহানিবাণ ঘটে সমবেত
হবে এমন কথা তিনি না কি বলেছেন।...ব্যক্তি ও সমষ্টি
জীবনের সামগ্র্য হলে তবে তো তাঁরা আসবেন...
নিজের মত হয়েও সবলকে আবার এতটা ব্যাপক হতে
হবে যে অপরকের সাথে বেলা যায়—শ্রীনিভাগোপাধায়
সেই ভিচারারা নিয়ে পেছেন...এই এতবাণি ঘাণকতা
পতীতারা তার মধ্যে আছে তিনিই হলেন শুক।.....

পুঁজা হল সমর্পণ...সমস্ত ছেড়ে দিলে...নিজের
অধিকারের খুঁটি, নিজের আশক্তি বিচ্ছেদের শক্ত নোড়
...ছেড়ে দিলে তবে পুঁজা সম্ভব হবে। দুয়ার কেঁদেছে...
জ্যোতির্ধর তিনি এসেছেন...কি কৃতিতে তিনি এসেছেন।
...ছুরেখ পথে তিনি আসেন।...তিনি আসতে চাইছেন...
আশাকে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে...[অপেক্ষে হুয়ার,
এসেছে জ্যোতির্ধর গানটি গদা হয়]...আমার জীবনের

ভার জুনি পও...। অধিকারে চারদিক চেয়ে গেছে
আশ...এমনই অধিকার বিদ্যার করে জুনি এসেছে...সমস্ত
কলহের মধ্যে উদার হবার নিয়ে...। যে বিজয়ী বীর
শ্রীনিভাগোপাধায়, একটা অধিকার হুপি চলে গেছে...নবীন
আশা নিয়ে এসেগেতে হবে—এর মন হতেই হবে—আর
কি নেই। এই নিজের মন ছাড়তে দেবার ভয় এতদল
দোকের দরবার। নিভাগোপাধায়, ব্যাঝে কোন ব্যক্তিগত
যেয়ালের জুনি পরোয়া রাখ না। নতুন হুপি-দুটি
প্রগতে জুনি নতুন ব্যক্তি নিয়ে এসেছে, এসেছে কত সাধে
—প্রত্যন্ত-দুটি এসেছে কত সাধে—আশাম, সব, আশঙ্ক্যের
দিন নেই। নতুন সম্পর্ক মিলীতহবে আশ জীবনের নতুন
হুপিগেহাংগে—শিতা-পুষ্ক, বামী-দুটি, রাঙা-প্রকা, তোতা-
কোণের সম্পর্কে আশ নতুন করে নতুন হুপি ঘাপন
করতে হবে। অলপ বহিঃপ্রাণে চিত্র মধ্যে...সমস্ত সেহ
মন গ্রাণ তাঁর মধ্যে জুনিয়ে আশি শিব হয়, সব হয়।
তিনি জীবনে এসে এই সব লক্ষ্য প্রকাশ পাবে।...অতীত
হুপের আশারা কেউ নই। অলপ কলহাংগের রথ বিশ্বের
মাছুষ চালাবে। নিভাগোপাধায় আশও অচল, তাঁর
রথ চালাতে তিনি ভাগছেন...। কেউ এগো না কেননা
তিনি জুলাই নিষ্ঠুর...। আশি একলা তোমার রথশঙ্ক
ধরে চানব...আর আমার জামকে হাড়া করে মেঘার
আশনজন কেউ থাকে...সে এগিয়ে আস।...পুঁজা করলে কি
হয়? একান্ততা আসে। বিরাটের সাথে এই একান্ততাই
জীবনে এসে ঘের দ্বিতি, শক্তি, আনন্দ, তৃপ্তি। আমার মনের
তিনি নন, আমার প্রাণের তিনি প্রাণ...তোমার সঙ্গে
আমার দিল হলে দাগের হুপি উঠবে। তোমার ছায়া
নেই...আশি তোমার ছায়া...অপ্রকাশ কুন্দের ছায়া
অপ্রকাশী। শুক শিবের দিল যে মহাদিল। ভগবানের
সঙ্গে অকেন দিল হলে সমস্ত দুয়ার হুপি যায়, চতুর্দিকে
আনন্দের ঢেউ বেলে যায়। তিনি জীবনে আসলে
আমার দ্বিধা আর কুকা বলে না, আমার গা বিশেষ
যায় না...আমার সব দালিকানা তোমার দিলে ঘেঁষ...
আমার সেহ মন প্রাণের দালিক জুনি। আশি পুঁজায়ে
ঈশ্বর ব্রহ্মসাপীষের সঙ্গে অধুর্দ্যাক বলছেন, নিজ ঘেঁষে

তার কৃক বলে দেখেন। আমার অধঃকৃত্যের তিনি।
আমি মজবে বস করতে চলে, পোড়ার মত টুংরা টুংরা
করব না...বিভিন্ন ধারে নিজেদের টুংরা টুংরা করব না...

আমার কোন পুত্রা হওয়া উচিত নয়...সুদূর থেকে
না তোমরা আমি প্রতীক—পুত্রা নিত্যগোপাল...
কৃক তিনি, তোমরা তাঁর পুত্রা করবে—বিশ্ব বন্দো
মনে করো না যে পুরুষোত্তমানন্দ বলে পুত্র কোন দ্বন্দ্ব
কিছু আছে...। তাঁর সাথে আমার মিলনে রাজনীতি-
ক্ষেত্র এতদিন বেশ খেতে উঠেছিল...যদিও বর্ননক্সের
সেই দোশ আমবার ভ্রম আমার সব সময় একটা ঘান
চলেছে—কৃক কীবাঙা ভ্রমে প্রবর্তিত হইয়া নামজ্ঞানের ক্ষেত্র
আধাধন করিতেছেন...কীবাঙা ভ্রম দিচ্ছে বলে তিনি ভ্রম
পাচ্ছেন।...নিত্যগোপাল, তোমার ককা আমি কটিকে
বোঝাতে পারি নি...তুমি ক্রোধের ব্যক্তিকে সাগরে নিতে
চাও—বিশ্ব আমি যে ক্রোধের মধ্যে বেশ আছি।...অন্য
তুমি...আমার চোখের ভ্রমের পুত্রা গ্রহণ কর।...বয়স
শেষ হয়ে এল—কিছুই করে যেতে পারলাম না...।
বেশিরেই তো দিচ্ছে তুমি আমি মিলে একটা প্রাণের
মধ্যে চলেছি...। সবলে বন্দন স্বাক্ষর দেখে, আমি
তো স্বাক্ষর দেখি না...তুমি জ্যোতির্বিদ, তুমি বিশ্বকর্মী...
তোমার জর হউক। বাইরের পুত্রা আমার পেছে...
আমার আমার গেছে...আমার যথা তুমি গ্রহণ কর...।
তুমিই যথা দিচ্ছেলে, তুমি গ্রহণ কর (এগাম করিতে
করিত)।...আমার নিত্যগোপাল আমার ব্রহ্মগোপাল...
বিশ্বনাগরিক/বিশ্বরূপ তুমি...। তুমি এসেছ, তোমাকে চিনি
দেবার স্বস্তি কত দুরূহ...। জাগো জাগো...দ্বন্দ্ব-
নির্বাণের ভিত্তি দিয়ে আসে ওঠ...। আমার বল দাও
আমার আমি কড় বহাই। আমি নাই, তুমি আছ,
আমি নাই—আমি সত্ত্ব হারা দ্বন্দ্ব...

১৭, ১, ৪৭—প্রভাত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,
'যো যঃ প্রজ্ঞা সা এব সঃ'—যে যাকে প্রজ্ঞা করে, সে-ও
তাই। উপনিষদ বলেছেন ব্রহ্ম ইব ভবতি, হরিলে লাগি
গ্রহণে তাই, তেহা বন্দন বন্দন বনি যায়। প্রজ্ঞা সেই চিত্ত-
বৃত্তি বা দিয়ে আর একজনকে ধারণা করা যায়...এ

পরিণত রূপ আত্ম-সমর্পণ...আমি আতি প্রজ্ঞাশীল হয়ে
পেছে...। তাঁর মত করে আমাকে চাই না, আমার মত
করে চাও চাই...এটা আত্মী মানসুতি...প্রজ্ঞা এসেই
আমি মৃত হয়ে যাবে...আমার মনসুতি তাঁর মত চলে যাবে।
He takes rice—এটাও যে শুধু শুধু এ কথাটিকে তো
আমার মনে নিতে হবে...বিভিন্ন শিখরে গিরে আকর্ষণ
হিনে মানবার চিত্তবৃত্তি হুঁচ পেতে। আমরা নিত্যগোপালকে
প্রজ্ঞা করতে এসেছি—এই মধ্যে নভাস্বর নেই...উৎক
প্রজ্ঞা করে নিত্যগোপাল হয়ে যাবে। তাতে তাঁর মন বৃষ্টি
আমি পাব...। ধারণ করা প্রকৃতির বর্ন—উৎক ধারণ
করতে হবে। তিনি স্বপ্ন, তুমি এসেছ। বস—সব বস
মিললে স্বপ্নকে ধারণ করা যায়...তোমার অভিযোগ
উৎক স্বপ্ন করবে না...কৃত্যের ব্যক্তিকে সাগর কত বড়
কি করে বোঝান যাবে...।মনে—যে মন either-or-
এর মধ্যে ছাড়া ভাবতে পারে না এই মনে—লজ না করলে
শোণ হয় না...।নিত্যগোপাল হতে হবে...উৎক প্রজ্ঞা করে
উৎক জীবনে কৃত্যে তুলতে হবে...এই হল এই সম্প্রদায়ের
শেষ কথা...।নিত্যগোপাল পূর্ণ ব্রহ্ম সন্ধান; আবার তিনিই
বিশ্বনাগরিক...এই ব্রহ্ম ব্রহ্মই নরনারায়ণ আশ্রমেই ইষ্ট। এত
দিন বিশ্বকে ভালবাসবার কোন দায় ছিল না...আজ বিশ্বকে
বাস দিয়ে বিশ্বনাথের সৎসনা অচল এবং বিশ্বকে ভালবাসতে
গেলে বিশ্বনাগরিক হতেই হবে...তুমি নিজের ব্যক্তি-জীবন
নিজে থাকলে চলবেই না। বিশ্বনাগরিক না হলে এখানে
আমার কোন স্বর্গই হয় না...মন থাকতে বিশ্বনাগরিক
হওয়া চলবে না...।মনঃ এব ব্রহ্মাণ্য ব্রহ্মমোক্য কারণম্...
মন বহি মনে বসে আমি বস তাহলে আমি ব্রহ্ম, মন মৃত মনে
করতে পারলে মৃত...।রসবস্তুর হাতে গড়া এই সত্যের
খিট্টাই ছিল।...জন করতে হবে...আমি ব্রহ্ম, আমি বিশ্ব-
নাগরিক...।কেবেছিলাম 'হাই হায়া' প্রতিষ্ঠিত করবে...এই
তো আমার বস ছিল...রসবস্তুর ব্রহ্মবস্তুর প্রকৃতি...
প্রত্যেক নারীর ভিত্তর শ্রীরাধাকে কৃষ্ণে তোলা...।বিশ্ব-
ব্যাপকে ব্রহ্ম করবার ভ্রম রাধারানীর ভাব এসেছে—সার্ব-
জীবন এই ভ্রম ধারণের জীবনে পৌছে দেবার চেষ্টা করে
গেলাম।...মেয়েরা বাবা এসেছে তাদের ব্রহ্মবস্তুর ভ্রম কৃষ্ণে

কুলধার চেঁচাই করলান—তারের নদীছিন্নভূতকে তো বুঝতে দিতে পারি নি। নারীর অমমী রূপ প্রীতি, জননী রূপময়ী রূপ কানী... এই উৎসর্গিনী (আমের স্বাধীনক প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রানী) হিয়ে তাকে নামিয়েছিলান : ...বিশ্ব আত্ম ভর হস্তে পৃথিবী বেগে বিদায় নিচ্ছি।... যেরকো আত্ম ২০০০০০ টাঙ্গা মাইনের চাকুদী করছে... কিছু প্রিয়াগ তবু টেঁকু তাক করতেই আসেন নি...প্রীতিবা আত্মস্বাভায়ে হাবাদার নদীরান নারী কি ভাবে সংসার জীবন, সামগ্রিক জীবন যাপন করতে পারে তারই ধর রেখে গেছেন। মঙ্গলদায়িত্ব ভারতে নারীর স্বয়ং নেত্র—অর্থিক সে চিংড়ন পরগনাম—নিজের মঙ্গলবোধ হাবাদা নিয়ে গাড়ি বার তার কোন অধিকার ছিল না।... নিত্যগোপাল রাধারানীর জীবন দিয়ে এই স্বর্গদায় নারীতে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন।... নিত্যগোপাল, রাধারানী...তোমাদের তো প্রতিষ্ঠিত করতে পারলান না। নারী ভাগ...রানী ভাগ, জননী ভাগ।...রানীকে প্রতি একটা নারীর প্রভা নিয়ে জীবনে প্রতিপদে চলে...কিন্তু কিছু তো করতে পারলান না...পুরুষোত্তমসম্মান দায় সংসার থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে...বাঁধা নাওয়া বড় কথা নয়—বিগ্নব হুড়ানোই বড় কথা।... জয় প্রীতিবা মনে জয় ধরায় হুপি...। নিত্যগোপাল, তোমার প্রতিষ্ঠিত করতে অর্থিক মাত্রবের মঙ্গলবোধ হাবাদার তারের জীবনকে গাড়ি করতে তাদের জীবনকে সামগ্রিক করতে—পারলান না... প্রাণপণ চেঁচা করে সেলাম। আমার কর্মের সাগর, জ্ঞানের সাগর, তত্ত্বের সাগর নিত্যগোপাল, তোমাকে তো মাত্রবের বোকাতে পারলান না...? আমি কুরো, আমি সাগর হব...। বিবেচনী,...আমি তোমার বিশ্ব ভক্তাব...। মাপো, হয়তো পারলান না, তবু তোমার জয় হোক...।

২৭, ১, ১৭। ও...। বুজদের পুত্র থেকে জগৎ পুত্রী কথা বলেছেন। একটা দুই অর্থাত্মক। বহু থেকে আরম্ভ করলে সে পুত্রী টেঁকে না—Clean examples have the curious method of multiplying itself—গাড়ীকী। খুব বড় করে ২/৪টে মাত্রবের জীবন অনেক কিছু টেঁকে নিতে পারে, রিকেরাই নিজেদের বাড়িয়ে নিতে

পারে। বোনী লোক এখানে আসবে না...। বিবেচনাম বনজিগেন, বেবানে শক্তি সেখানে লোক বার...। আমার লোক নেই কেননা আমি পুত্র থেকে আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম : পুত্র থেকে আরম্ভ করা মানে জীবন থেকে আরম্ভ করা... বহু লোক এলে কর্তৃক জ্ঞানের সামগ্রিক হস্ত : বহু বার না...প্রীতিব বলেছেন জ্ঞানকর্ম বাণী পর্যন্ত তত্ত্ব হয় না। কিন্তু জ্ঞান কর্ম তত্ত্ব সমান রাখতে হলে অল্পপরিমার রাখতে হবে পর্যবেক্ষণ...বহু শিষ্ট না করিয়ে...মন্ত্রে...নাচের পুত্রলোক করবার সময় নাই...। শিল্পের মধ্য দিয়ে না গেলে জ্ঞানকর্ম তত্ত্বের সামগ্রিক করা যায় না...জীবনে একটা টানে না এলে বিগ্নব আসবে কি করে?...বানী বেজেছে...। নৃতন পুত্রী মোড়ার বানীর আদান আর চরম লাহনা এক সম্মে চলে...। বীজ রেখে যেতে চাই—নৃতন পুত্রীর বীজ। এখন তো মহীকম্ব হবে না...। মাথা টিক রাখতে, ছয় টিক রাখতে অল্পের মধ্যে থাকতে হবে...। এই যান্নেই সে একদিন সকলের গাড়িবার ছায়া একটা আমি মনে করি...সংসারের সব সম্পর্ক কণাত্মক হয়ে গেছে, সেটাই হয়ে গেছে...। আমি সব সম্পর্কে বনাত্মক (positive) করতে চাই...মশটা লোকও যদি একান্ত হত...। পাগলের কি কাণ আছে? বাবা কুম্বোর আদানী, কাল তাহের আটকে রাখে...বিগ্নবের মেবতা ঐনিত্যগোপাল—বিগ্নব আমার পাগল করেছে...। তারি, অলবার মন্ত্র দিলি যোরে, তাই তো জলি, কেবল জলি, জলি জীবন ভয়ে...। বার পছন্দ নেই সে কোন দিন পুত্রী করতে পারবে না...এ যেনে ১০টা/৪টা মাত্রব যদি বিগ্নবী হয়ে থেরিয়ে আসতে পারতো...। প্রাণের সাধক আমি...। আম আর কাল করতে ইচ্ছা করে না...। কর্তৃক যদি জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশ না হয় সে কর্তৃক করতে আমার ইচ্ছা হয় না—সে হযোগ তৈরী করতে পারছি না তাই কর্তৃক করতে আর ইচ্ছা হয় না...। নিত্যগোপাল, তোমার বর্ণন দিয়ে আমি হয়েছে একলাই চলে যায়...আমি তোমার চরণে চেয়ে গড়ে থাকব, তোমার জয় হোক, তোমার বর্ণনের জয় হোক।

সার্থক হোক; আমার বেহে দিয়ে, গ্রাণ দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, আত্মা দিয়ে তোমার নন্দন। আমার মূলি হোক
 ত্রুণ-মূলি...। ত্রুণ-ত্রুণ-ত্রুণ হয়ে নগাই সঙ্গার ককট...।
 নরনারায়ণ আশ্রমের মূলি কৃষ্ণবনের মূলি হোক। নর-
 নারায়ণ আশ্রম আমার কৃষ্ণবন...সকল ক্ষেত্রে কৃষ্ণবনে
 গড়িয়া কুণ্ডিতে চাষ নরনারায়ণ আশ্রম...। আমার বাগ
 হুয়ার এগরিন পূর্বে বগেছিলে আমি আশ্রমেই আছি।
 ১.৩.৪৭...বহরিন আগ খেবেই সত্ত্ব গড়ে কুণ্ডার একটা
 উদ্বাহ দালদা আমার গেয়ে বসেছিল। এ সত্ত্ব হরোহিন
 তোমাদের মা বিনি তাঁকে গেয়ে, নইলে এ আত্মা...।
 আমার অমুহেই খিনট হত...। সত্ত্ব গড়ে হলে যে
 সব বেগাভা নজরে দরকার তা ঠিক ছিল...। প্রকৃতিই
 সত্ত্ব গড়ে তোলে। পুঙ্খ একা, সূত্রী তার কথা নয়...
 প্রকৃতিই সূত্রী করে...। সত্ত্বের সত্ত্ব মেলামেলা করে
 থাকবার এখন একটা সহজ বর্ষ ঠিক ছিল যে সত্ত্ব সত্ত্ব
 গঠন সত্ত্ব হরোহিন...। ঠিক কাঁচে আমাদের পরিবারের
 গৌরা নিরোহের মনের জুগের কথা বলত...। উনি
 কোন দিন কোন কেরবুড়ির মধ্যে ছিলেন না...। কারো
 মূলের উপরে কোনদিন কই থাকে বা কষ্টের বাক্য বলেন
 নি...। তাদের কথা জাবের কাছে, এগের জুবলতার
 কথা অপরকে কোনদিন বলেন নি।...কোনদিন বিদ্যাসিতার
 প্রমদ বেন নি, বহিও বনীর সত্ত্ব'ন উনি!...ওর ছোট
 কাইবোনের খিয়েতেও উনি বহরকে কেল সেলেন না
 ঐ! আমার জীবনে পতীর রেখাগাত করেছিল...। বাগের
 বাড়ী যেতে বেরেরা পাগল..., সতীও...। এ কি কব
 নাসাতা? পারিবারিক জীবনের কোন একটা ঘটনার
 লেখিলেন, হরের ও সব কথা শুনে পুরুষের কি দরকার?
 দাপন ছেলেদের সত্ত্ব পয়ের ছেলেদেরদের একদৃষ্টিতে
 দখবার অনন্তপাখাল বোয়াতা শুঁর...। আমি কৃষ্ণবনে
 সে সেলে বাগার কি দাপন কই হয়েছে! কোনদিন
 তা মূহ হুটে যেন নি আমাকে এত কষ্টে রেখেছেন...।
 জীশ দাপওর জিহ্বা করে ছিলেন কত টাকা হলে
 গবে? উনি চাইলেন ২০ টাকা!...চাইতে উনি আনেন
 ১।-২০। তাই এনে বাগের বাড়ী দিয়ে বেতে চাইলে

বলেন, আমাকে এখানে রেখে গেছেন, আমি এইখানে
 থাকব।- বাগের বাড়ীর কথা নিয়ে ছেলেদেরদের
 যেমন ছিলেন, পাড়ার ছেলেদেরদেরও তেমনি ছিলেন।...
 ছেলেদের ঠিক কাপড় কোটা দিয়ে নিতে পরেছেন...কোন-
 দিন বলেন নি ছেলেদেরেরা কই পাবে...। তার সব অলতার
 আমি বঃগ্রেসে দান করে নিঃশেষ করেছি...কোনদিন
 তা নিয়ে এতটুকু অকিবাগ বা হা হুতাগ করেন নি...
 বলেছিলেন, ছেলেদেরদের কথা তো কুমিই তাহ
 আমি আর কি তাহ?...বাইরে আমার আশা ছিল...
 হাঙনীতি...বরাণ্যপার্ট...। কিন্তু গের এলে পরম শক্তি
 পেতাম। কোনদিন গুরুদের দাননে বড় করে কথা
 বলেন নি...আর আমদান ছেলেদেরেরা গুরুদের কত
 অশমান করে...। আমার ছেলেদেরেরা দাক তাত থেরেও
 একদিন কুপ ছিল...কোনদিন তখন কিছু চায় নি...
 পুঝার সময় বাপড় বেগার ব্যাগার ছিল না তো—
 থেপেনের ছেলেরা নিত্যব্রতকে বলেছে তোরা চাকর
 কিনা তাই পুঝার কাপড় হয় না।...পু ছোট ভুকারাম
 একবার আমার বড় ভাইর নেয়ের ছেলের পুঝার কাপড়
 বেখে ঝেয়েছিল। এতখানি ত্যাগ বৈরাগ্য নিয়ে এরা
 দায়ব হয়েছিল।...আমার বাউরা জীবনে এলা আর
 কিছু? আনিবে সত্যব্রতকে দিয়ে বাড়ীর অস্ত্র ছেলেদেরদের
 বেওয়াতাব।...শিবুক বে অপরকে দিয়ে বেতে হয়।...
 বাঃ জীবিত থাক পবিত্র আমার স্ত্রী কাঁকরাতে বাবার
 কাছেই থেয়েছেন...। আবার মোঠভুতো কাইদো
 ঠকে দিয়ে চিঁড়া হুটীরে তার ছেলেদের পাঠাভেন,
 সত্যব্রতদের ছিলেন না...। কোনদিন এ নিয়ে কোন
 অকিবাগ করতেন না।... অকিবাগ না করে সঙ্গারে
 থাক। সত্ত্ব সোকেব মখে একজন পাগা বাবে না।...
 অকিবাগ পরিণাক করা, দায়বের বই কথা পরিণাক
 করা...সত্ত্ব গঠনের মূল কথা। তাহয়েছে তাই থেরেছে—
 নিজের পাওয়া পরা নিয়ে কোন কথা কোনদিন বলেন
 নি! এই বাক্যের দায়ব থেরেছিলার বলেই সত্ত্ব গঠনের
 আশা সেইখান থেকে এসেছে। আর সত্ত্বের সত্ত্ব একটা
 কিন্তু ঠিক করিয়েছি, এখন এ দ্বিবিদ্যাগোপালের দর্শন-

দায়ী হয় সেই চিন্তা।...খাওয়া খাবে তাহের খেতে অনুবিধা হবে বলে কোনদিন উপাধিহী বা ছেলেরা আমার উপর চাপ দেন নি...এতক আদি তাহের প্রতি স্তম্ভ... ঠিক আছে কইতে ইচ্ছা করে আমার সন্ধ্যা পর্যন্তের মূল পুষ্টি উনি... ঠিক কীকটা আদর করতে তোমরা চেষ্টা করো... সকলের সঙ্গে নিপেদিশে থাকতে পারেন...স্বপ্নেও এক হয়ে...সকলতার এসেও বাজীর দোকানের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন না...সকলকে কালবাগীর গ্রন্থ, সইবার প্রাণ, অভিব্যোগ না করা, বস্ত্রে সন্তুষ্ট হওয়া অথচ উচ্চ ভাষা রাখা...খাচাপ নন, বাধে কথা কোনদিন বন নি, বেশ গল্প করে সময় কাট্টিরে বেগুতা এ কোন দিন করেন নি—সংসারে এত তো হয়...আজ তোমাদের ঘরের লোক ননে করি—ওর কীকনের ঐ সব গুণগুলি তোমরা আদর করো... এখনও বুড়ো বয়সে পরিত্রা নড়তে চেষ্টা করেন...সারাদিন খাটতেন। কোন দিন বেউ ওর হাঙ্গি মূখ ছাড়া যেখেন নি...অধিকার যথো যেতেও হাঙ্গি মূখ যেতেছেন। কোনো মূখ তো কখনও আনি দেখতে অসমর্থ নই...কোন স্ত্রী স্বামী সন্তুষ্টে অভিব্যোগ করে না?...পরম্পর কথা কাটাকাটি, পরস্পরের দোষ দেখার চেষ্টা, আড্ডা দেওয়া, মূখ কালো করা এ সব বেন তোমরা করো না...ছেলেদের কাগড় না খাওয়া এ করনন না সইতে গেলে ছেলের বাপকে পীড়িত করত না?...সবং আইন অমান্য করতে চলে গেলেন...। কখনও ঘরের দৌ সংসার ছেড়ে ছেলেরে নিয়ে গাছের কবির হয়? ওর এই বোধ্যতা ছিল বলেই সন্ধ্যা পড়ার কথা তাহতে পেরেছি...ভাল ভাত খেয়েও নাহব হওয়া যায়। তোমরা এক হও। সন্ধ্যা খাত গড়ে, গাড়ে, আজ বেগে তার অস্ত মৃতন করে দলপল্ল গ্রহণ কর। বিশ্বের পথম কল্যাণ আর বিশ্বের কল্যাণ মিথিলে নিতে শেখ।...

১২.৫৭। বর্তমান মূল ভাগ্যত ধর্মের মূল অর্থাত্ত ভগবান যে ধর্ম বিশ্বের জীবনে আচরণ করেছেন, সেই ধর্ম ভাগ্যত ধর্ম তার মূল। ভগবান ঠিক ঠিক ধর্মকে ভগ্নতে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তা যদি না হিতেন তাহলে

মানুষকে অস্তন করে নিতে হতো—বেদতারা ঠিক অবতরণতে গুণ করার সময় বশেচেন, তোমাকে তো অস্তন করা হাত না...আমার পার্শ্বিক বিচ্ছেদের (সাপ-ঘেব) মীনাংকতা নিয়ে তাঁকে কি করে বুঝ?...তিনি ঠিক জ্ঞান পূর্ণ বর্ম পূর্ণ কিছু বেদিত্তে বললেন—এই আনাকে বৈ...আমার ভাগ্যত আর ভগবানের ভাগ্যত কি এক?...কীককে আশ্রয় বেগল বস্ত্র, তার চিন্তা ও বর্ষে এতটা ভিত্তি দেবার ভ্রম তিনি এলেন। তিনি যদি পরীক্ষা না হয়ে তত্ত্ব বলেন তাহলে সে তত্ত্ব আমার বোধ-পূর্ণ হবে না।...

ভগবানের ধর্ম কি?...বিশিষ্ট বেগুতা—কিছু না চেয়ে বেগুতা...মূর্খ এই ভাবতে ধর্ম আছে বলে (একে বলে প্রকাশ-ধর্ম, আশ্রয় ও তাই) সে মুঠো মুঠো আলো প্রাণ ছড়িয়ে থাকে, নিজেতে বিশিষ্টে মিছে।...আলো প্রকাশ-ধর্ম বলে জোরও তাতে নিজ কাণে লাগাচ্ছে, লাগুও তাতে নিজ কাণে লাগাচ্ছে। প্রকাশধর্ম বৈ তার কাছে চাইতে নেই।...ভগবানের কাছে দ্ব্যত এমন ভিন্নিষ আছে যা তুমি বলনও করতে পার না।...ভগবান যেন, তুমিও নিঃ; তিনি চান না, তুমিও চেগো না। তুমি বৈ কি পেরেছ তাও জান না।..... বলতে কি পার জুগের কথা আর বলিব না যা পেরেছ তাই পেরে আছি হায়ে? নাহবে কথাই হচ্ছে পাই নাই, পাইব। এই বলনা নিজেই মাহব অঙ্গসর হয়। অনেক পেরেছি, যা পেরেছি তার ভুলনা নেই, যা পেরেছি তাই মুঠির ভুলগ, ছড়াতে ছড়াতে, বিলাতে বিলাতে চমক জীব তো এখন করে কাণে না। তার কেবল নাই নাই, পাই নাই, আতো লাও। ঠাকুরের শিবা গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের কাছে আশার আগে অতি নিষ্ঠুর জীবন যাপন করতেন...এখন মূখ ভ্রম জীবন যাপন করছেন। তত্ত্ব ভিত্তি নেই...ঠাকুরকে বলছেন আমার কিছু হল না। ঠাকুর বললেন, গোবিন্দানন্দ, কোথায় ছিলে? আজ কোথায় আছ?...নিজের গন্ধে ঠিক কোনটা প্রয়োজন তাও মাহবকে আগে জানতে হবে। জানে না বলেই মাহব চাইতে সেলেও কুল করে, পেতেও কুল করে। হীনকের

স্নেহ ঘোরা চুলে স্ত্রী লগে...নাহু ঘোরাই করে বসে।
 নাহুঘের ভিতরকার পরিচয় আসক্তি বিচ্ছেদে ঘর্ষিত
 'আধি-স্ট্রী' থাক। পর্যন্ত চিনবে কি করে?...১০১২
 সনের ১০ই অগ্রহায়ণ বে বিপদে পড়লান তার থেকে
 টেনে নিলে, ১০১২ সনের ১০ই অগ্রহায়ণ হীরা। গিরে
 সেখনি স্থান দিলে... বসেছে তুমি—তোমরা পার আর না
 পার সব তার আবার উপায়...কিন্তু তিনি আমার তার
 নিতে চাইলেই কি আমি তাঁকে পরখানা সাক করার তার
 দিতে পারি? তিনি তার নিতে চেয়েছেন তাঁর ধর্মাত্মার
 —আমার ধর্মাত্মার আমি তাঁর তার লগে বসে, তাঁর
 তার আমি খই...তোমরা সব চলাব সবল পেয়েছে
 এমন চলেতে হবে তোমাদের...দীটার বসছেন, তিনি
 গভীরতর্জ্যব্রতশাক্তি...আমার বাঙালার ধোপাক্ত
 করেছ, কেউ বেড়ে নে তাই তুমি সাক্ত, লগে যদি
 সাক্ত হই—তুমি বিধা...তিনি আমার স্ত্র প্রাণ ঘিচ্ছেন
 আমিও প্রাণ দেব।...কপূর নিজেই বিসিয়ে দেয়,
 ধূল নিজেই বিসিয়ে দেয়; তপস্বিনীও নিজেই বিসিয়ে
 দেবার স্ত্র, নাহুঘকে এই বিসিয়ে দেওয়া সেখাবার
 স্ত্র আপন...শিতাবতার কাছে কি চাইবে? তাঁরা
 যে দেবার স্ত্রই বলে আছেন। কিন্তু দিনেই তো শু
 রে না—দেবার অন্য ট্রেনিং থাক। চাই—নিরে তো সৌ
 চলে লাগতে আনতে হবে।...বিজ্ঞা যদি বিনয়ের সঙ্কে
 দিলে না থাকে, সে বিজ্ঞার অহর হয়।...একজন আনন্ড
 হল হয়ে গেছে—যেহেতু তিনি আশাবের তার নিরে-
 ছন। কিন্তু আনন্ড যদি নাহুঘ হতাম তারলে বলতে
 পারতাম তিনি আশাবের তার নিরেছেন, আনন্ড তাঁর
 গয় দেব। অস্তুর তার তপস্বিন বেন, তপস্বিনের তার
 স্ত্র বেন।...তিনি তাঁর ধর্ম ও তাঁর জীবন রেখে গেছেন,
 আমি তাঁর সেবা ও বিয়ের সেবা করব। আমার আনন্ড
 আমি তাব না—আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিজেই
 বিসিয়ে দিয়ে তাঁকে স্থাপন করব। এইটাই শিখেছি
 বিসিয়ে দিতে হবে নিজেই কপূরের স্ত্র, চন্দ্রহর্ষের
 স্ত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।...প্রকাশনীর হও...চাইলে পায়ে
 ১, মান অভিবান হাবী পরিচয় কর...উবে বাও, মুছে

বাও...এক বলে স্ত্র নির্বাণ।...স্কট চান বিয়ের মধ্যে লর,
 শিখা হবে স্কটর মধ্যে লর। খুব সাংখ্যান ও সস্তর হয়ে
 নাহুঘের সেবা কর, প্রকাশ-ধর্মের সাধনা কর।...যেহেতু
 তিনি বেন, সেইহেতু আরও দাবী করতে হবে? না, তা
 নয়। হওয়া বা পাওয়াই নিম্নের আমি দিয়ে নাহুঘ
 নই করে...অহরস্ত না হলে কাজেক কিছু দেওয়া হবে
 না।...তপস্বিনের বিস্ত্র ঐহর্ষও আছে।...খোমোকে গিয়ে
 যদি তিনি বসেন, তখন বস নাহা কুটেও আর তাঁকে
 পায়ে না।...তিনি এত দিয়েও কিন্তু এক মুহূর্তে স্ত্র
 হাঁড়তে পারেন...। তিহাটারের পাওকটি দেওয়ার পরটি
 আন তো? ছোট ছেলের হাঁড়াক্তি করে সবলের আসে
 বাঙালার স্ত্রী করত না, সকলের শেষে সবচেয়ে ছোট
 কুটিটা দিয়ে তৃষ্টির লগে চলে যেত। এই তৃষ্টির লগ
 সে একদিন কুটির মধ্যে সোনার মুখা গেল।...তৃষ্টি হল
 প্রদান কথা। গোষ্ঠীর কাছে অনন্ত দায় তবিয়ে,
 নির্দোষের কাছে ছোটও অনন্ত হয়।...তৃষ্টির সন্ধ্য
 সেই ছোট ছেলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে হাতার হস্তচূষন
 করে আনত।...সে কিছু চায় না, স্ত্রের সস্ত্র। যা পেয়েছি
 তাই পেয়ে হবে আচ্ছ, আচ্ছ হয়—হুংগের কথা
 অস্ত্র বসিনা একথা ঘোঁরের সন্ধ্য বলে এসেতে হবে।
 নিত্যগোপাল, বিশ্ববানবের সামনে জোয়ার কথা ছড়িয়ে
 দিতে চাই।...আত্মনিবেশন ছাড়া কিছুই তুমি পেতে
 পারবে না। তাঁকে পেয়েও বেন নিজের স্ত্র বৃদ্ধি
 বার। তাঁকে মাগতে গিয়ে পাওয়াই যদি না করি।
 তাঁর হত্যাব দেওয়া, আমার হত্যাব বেন হয় দেওয়া...
 আমার বা কিছু আছে তাই বেখ।...চাওয়ার কুল উঠে
 থাক। তপস্বি হবার মূলি ব্রহ্ম-মূলি।...অনন্ত ঘিচ্ছেন
 তিনি। না চাওয়ার নাম পাওয়া। শিব চান না, জীব
 চায়; শিঃ বিঃ বান, জীব বসগোষ্ঠা বেতে চায়।
 ...নিতে হলেও যে বর্ষে তপস্বিন অনন্ত হয়েছেন, সেই
 ধর্ম আচরণ করে নিতে হবে...। নিত্যগোপাল নিত্য-
 গোপাল...।

১০০৪ বিজ্ঞানবন্দী, ৩. ১০. ৫১। বিনিত্যগোপাল ১০১২
 সনের ১০ই অগ্রহায়ণ বে ধর্মাত্মার আমার জীবনে প্রবেশ

করিয়ে দিয়েছিলেন সেইদিন থেকে হৃৎকের তুর্ধ্ব বামবার
 অর্ধ নুতনে পেরেছি...। আগে ছিলাম কুনো, বহির্জগতের
 সঙ্গে সম্পর্কে অবিচার বেলা বলে জানতাম। আর
 নিত্যগোপালের প্রদায়ে ভেদেছি বহির্জগৎও তিনী-
 যা, কতখানি পুণ্ডা করতে পেরেছি আমি না, সঙ্গ জীবন
 দিয়ে জোনাকে আশ্রয় করবার চেষ্টা করেছি। অতঃপরে
 মধ্য দিয়ে তোমার মহাকালী রূপ ফুটে উঠে...সপ্তমী-
 পূজার দিনে অতীতের সংস্কারের—তা দুই হট্টক বা
 দুই হট্টক, মধ্য আটকে গড়ে থেকে নুতনে গ্রহণ
 করতে না পারার চিত্তকে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করবার
 সাধনা নিতে হবে...বর্তমানে সকল সম্পর্ক তেজে গেছে...
 নুতন বস্ত্র পত্তন হল অষ্টমী পূজার দিনে...একটা
 জ্যোৎস্না বিধের মতো একটা উজ্জ্বল বিধের চিত্র ফুটে
 উঠল। সেইদিন থেকে বিশ্ব আবার ভাঙে। ১০১১-এর
 ১ই ফেব্রুয়ারী আবার বেরিয়েছি পথে...নরনারায়ণ আশ্রয়
 চোখের জল দিয়ে বিশ্বের অঙ্গাঙ্গে দায়ের পুঁজা করে
 যাচ্ছে। ব্যক্তিগত সংসার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বনাথের সংসার
 করবার ইচ্ছা করজনার আছে? আমি না কে আসবে...
 আমি স্বপানে একলা পুঁজা করব...আমি বেশ নেই—
 বড় জালা...সংযতনপূর্ব্বক সেই অগ্ন্যাতা মহালক্ষ্মী—
 থাকে কে ভালবাসবে? ছোট সংসার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বকে
 ভালবাসে এমন করেবটা ছেলেমেয়েও কি পাওয়া যাবে
 না?...আবার সাথের ঘর ভেঙে গেছে, বিধেবধী, সারা-
 জীবন যাত্রার হৃৎক বইবার চেষ্টা করেছি, বা কিছু
 আমি পেরেছি আমি তো কোণ করিনি।...শিব যে
 আমার পিতা—বিশ্ব-পিতা—আমি বিশ্ব ছাড়া কিছু ভাল-
 বাসি না—চোখের জল দিয়ে চলেছি বিশ্বকে যাত্রার
 ভাল লাগবার চেষ্টা করে...। আরকে সকল সম্পর্ক
 হয়েছে গোঁড়ামিদের সম্পর্ক...এই গোঁড়ামিদের সম্পর্কে
 সত্য সম্পর্কে পরিণত করবার চিন্তাধারা জানতে হবে...
 নুতন কবীর সামনে স্বপানে ঝড়ের আছে পুরুষোত্তম-
 সাধক।...কোণা বস্তুকে কি ভাবে ধাবড়ায় করতে হবে—
 তাই হচ্ছে মহা সরস্বতীপূজার কথা...। কোন্‌দিক কলতে বা
 কিছু একজন নিষেধ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগতে চায়...।

অমিয়ার অমিতোষ বরতে চেয়েছিল, বহির্জগৎ কোণ
 করতে চেয়েছিল...তারই কোণ অমিতোষের অমিতারী পেল,
 বহির্জগৎ বর্তমানে চরম পঙ্কজ: কোণ করতে হচ্ছে...।...
 আর সেগ অমিতা—অমি আর বস দেয় না...। পুন্স
 আর জৈব বেমনা নারীকে সে এতদিন পুতুল করে রেখে
 তাকে নিজের উচ্চৈশ্ব কোণ করতে চেয়েছিল...বর্তমান
 ও অবিজ্ঞ বিধে হৃৎক পাত্ত চলবে না, চলবে ভয় পাত্ত।
 ...বস্তুকে ব্রহ্মণ্য প্রদান করলেই বস্তুকে ভয় করা
 হয়। বিজ্ঞ অর্ধ ব্রহ্ম-বর্ষাধা হ'ল করা...তোমার মত
 অমিত বস্তু...। আমি সবসেই স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীনে স্বাধীনে
 সংঘর্ষ না বাঁধিয়ে স্বাধীনে স্বাধীনে কোণালুসি করে থাকতে
 হবে...। কেন সর্ব্ব সম্পর্ক এসেছে...সব গিছুকে কোণা
 করতে বাওয়ার প্রতিজ্ঞার...। ইংরেজ ভারতবর্ষকে কোণা
 করে রেখেছিল—তার তো হাতছাড়া হয়ে গেল...। কোণ
 করতে গেলে বস্তু, অমি গুটিয়ে যায়...। বিজ্ঞ প্রত্যেককেই
 স্বাধীন করে দিতে হবে—কেউ কারো—বস্তুও বস্তু গ্রহণ-
 কারীর—অধীন নয়—অমি মিলেমিলে কোণালুসি করে
 থাকতে হবে—এই-ই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা—এই-ই
 হচ্ছে পুরুষোত্তমানন্দের দুর্গাপূজা...। পুরুষোত্তমানন্দের এ
 দুর্গাপূজা যেখানে কেউ আগে না...এ এই নুতন কথা—
 জেন কেউ দুর্গাপূজা করতে পারে না।...মুণ্ডা ঘের নি বলে
 অমিতোষের অমিতারী পেল, কুনোয়ের কুনোয় পেল—এগুলি
 কেন বাতব জীবনের কথা—ভেদনি অগতের কুনো ঘের
 নি কলই যে আত্মস্বিকৃতা আমি মিথো হয়ে গেছে—
 এই-ই তব যে কার বরছে সর্ব্ব—এ কথাটা আর বোঝান
 যাচ্ছে না।...সংসার উপনিষৎ আমি বেটে এই ব্রহ্মস্বিকৃতা
 আমি আশ্রয় করেছি...। আমার বা কিছু সম্পদ তা
 বিশ্বের...আমার অধ্যাত্মসম্পদ...। একলা গায়ের দোরে
 ব্যক্তিগত সংসারও চলবে না, বিশ্বের স্বাধীনতাও চলবে
 না।...আমি যে অচৈতন্যের চৈতন্যের চৈতন্যকে তার প্রাণা
 কুনো থেকে বস্তু করা হল তাও এই প্রতিজ্ঞার এবং
 ঐক্য সত্য ব্যবস্থা নয়—এতদিন চৈতন্যকে অতীত্বা বেগা
 হয়েছিল বলেই এই প্রতিজ্ঞা।...যা কুনোয়ের চেয়ে ছোট-

লোককে ভালবাসেন...রাম গুহক চণ্ডালকে ভালবেসে বিহার
লাভ করেছিলেন...। চণ্ডীতে বনন দগা বন লক্ষের ক্ষুধা
না, সবলের তুষ্টি পুষ্টি না—তার মানে হচ্ছে আমিও ত
যায়েই—লক্ষের তুষ্টি পুষ্টি হলই আমারও তুষ্টি পুষ্টি হবে
—এতলা আমার তুষ্টি পুষ্টি শান্তি তৃপ্তি করা বাঞ্ছনীয়...।
এই কাণে সংসারের একটু অতীত না হলে সংসার করা যায়
না...উপরে উঠতেই হবে একটু...। সব ঘটনাকেই যেন নিয়ে
আবার সব ঘটনার একটু উপরে থাকার ভরসা, স্রীপুত্রব্রজা
পাছে আমার শেষে বসে তাই পরিবারের বাইরে বহির্জালের
কাছ করেছে, বহির্জাল পাছে শেষে বসে, সেজন্য বাংলার
কাম করেছে...এমনি করে নিজেকে বিভূত করে যিরে
চলেছি...। শিখেরই তো বাংলার সভা...লক্ষ্যাদি শিখেরই
শক্তি সৌন্দর্য...। নিজের সংসার গুহাতে তো তিনি
ভাবেন নি...বিশ্বের সংসার গুহাতে তিনি ভেবেছেন...।
লক্ষ্যেরই বসি নিজের সংসার নিয়েই বাত বাতে, তাহলে
সমাজে বেগুনি বিশেষ বিশেষ সমস্ত লোকটির ভ্রম তাৎপরে
কে...বিশ্বের জুড়ে কে মূহন করবে?...জুড়ের পথেই তো
তাকে পাওয়া যায়...। শুষ্ক কৃষ্ণার চেয়ে শুষ্ক অনেক
বড়...। সৌন্দর্যের মর্যাদার নিব সৌন্দর্যগতি, শিখের মর্যাদার
সৌন্দর্য নিগানী...। সত্যায়ী ভাণ দিয়েছেন যেসেদের ঐশ্বর্য,
জ্ঞান...। নারীর শক্তি পুঙ্খ, পুঙ্খের স্থিতি নারী...। শিব না
বাঁকলে শক্তি উজ্জ্বল...। জীবনে বিশ্ব লাভ করতে হলে
কোন কিছু দূর্য্য করা চলবে না...। একটা মাহুদ না বা বলে
কীবে, তপস্বান তপস্বান বলে কীবে—কে তার খোঁজ রাখে।
কম জন এমনি কীবে...। নারীর শুভ পেয়েছি—অপ...ব্রহ্ম
যারের কাছ থেকেই তো শিখতে হবে...। বিশ্বদ্বার মিনে
আমি আবার নতুন করে অরহন্ত করলাম...। এই নতুন করে
ব্রাহ্মা করার মিনে ব্রাহ্মা বাতং দূরীতে আমার কেউ নয়
আমি তাহের মিনে ব্রাহ্মা করছি...। সেই সঙ্গে অরহ বসি

বাঁকা-মাকে—নতুন করে আবার সংসারে ব্রাহ্মা করছি—
...নিভাঙ্গোশাল, ভোবার দুর্ভ জুড়ের পথে বাজ...। তাই
তো আমি নিশ্চিতে দুমাই না—ভোবার কথা যে বেশে
থেকে পারল্যাম না সেই বেনার আমার পাইতে দেখাও
নাই, নিদ্র নাই চোখে...। ১৪ বৎসর আরম্ভের মিনে
আবার চলব আমি...তোমাদের দাবির চলতে ইচ্ছা
না করে, তাহা আমার চুক্তি দ্বাও...অপর পাওবেয়া পথে
গড়ে ছিল...দুর্ভিক্ষকে শেষ পর্যন্ত চলতে হয়েছিল...। আবার
ব্রাহ্মা করব...। ব্রাহ্মার মধ্যে আছে—ব্রাহ্মার সময় বেহর
বৎস, মঙ্গল-বঙ্গল, পণিকার বাড়ীর বাড়ি ইত্যাদি সামনে
রাখতে হয়...পণিকার তাহলে...তত লক্ষ্য! বত বড়
বিন্নবী চিত্তাধারা! অর্থাৎ কটিকে হেঁট মনে করলে
বিশ্বর আনবে না...। যেদিন তারতবর্ষ নিজেদের মধ্যে
দুখ্য করেছে, সেই দিন মুসলমান এলো, ইংরেজ
এলো...। মহাশয়ের যা এই-ই—বড় অজ্ঞান, চৈতন্য
অচৈতন্যের মিলন, কোলাহলি—এই তো বিশ্বর...।
আবারও বসি—জীবনে বিশ্বর আনতে হলে সংসারের অরহ
অর্থাৎ বাবতীর বস্তুকে ব্রহ্মাঙ্কিতে দেখা...এ সংসারে সব
কিন্তু অরহ—কোণ করার দূরীতে বিশ্বের কিছুকে দেখতে
হবে না, দেখতে হবে তখন। করার দূরীতে...ব্রাহ্মা কর
বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বের মধ্যে...। আশে তোমাদের সের-
সারচর আমি ভিক্ষা চাইছি...। I will walk with God
—নিভাঙ্গোশাল, ভোবার পথে আমি ব্রাহ্মা করব—নিগানী
সংসারে (বাবত বাড়ীতে) এসেছিলেন, আবার শিখের
কাছে ব্রাহ্মা করবেন...। যদি আমার চোখের অলের কোন
দুখ্য তোমাদের কাছে থাকে তবে একটা কথা মনে রাখ—
ব্রহ্মাঙ্কো সব কিছুকে দেখা...বতখানি পার নিজে
বিদিয়ে যিরে চলে...। সর্ববলম্বলগো শিখের সবার্ধ-
শান্তিকে মনোযোগ অরহ সৌন্দর্য্য নারায়ণী নমস্কে!

“আমি ব্রহ্মাঙ্ক বসি না চাইয়া চাই
তবেই তো একপাথে সব কিছু পাই।”

কবি ইনিয়ট

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে আনন্দের আনন্দেরে বলতে পারি যে, তিনি তাঁর যুগের প্রতিনিধি। তাঁর কাণ্ডে অঙ্কিত হয় যুগের প্রতিচ্ছবি। উদাহরণ স্বরূপ ক্রিষ্টিয়ান যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরের কথা উল্লেখ করতে পারি। টেনিসন, ব্রাউনিং, রসেলি, আরনল্ড প্রভৃতি কবিরের কাণ্ডের মধ্যে আনন্দের সেই যুগের একটি স্বন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল কবি তাঁদের যুগের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও আদর্শবাদের যে চিত্র তাঁদের কাণ্ডে অঙ্কিত করেছেন, তা থেকে আনন্দের দেখতে পাই যে সে যুগের এক দিকে ছিল সম্বোধ ও নৈরাশ্যবাদের চিত্র, আর অন্য দিকে ছিল একটা বলিষ্ঠ আশাবাস ও তক্তির চিত্র। কিন্তু সম্বোধন ও নৈরাশ্যবাদ আশঙ্কা বলিষ্ঠ আশাবাসই ছিল এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশ তখন উন্নতির উচ্চস্থানে অবস্থিত। দেশ নিরাপন্ন। বহিঃশত্রুর আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই। ইংলণ্ডের হাতে আছে সুদূরবিদ্যুত সাম্রাজ্য। জনসাধারণ সুখী ও বুদ্ধিমত্তা বোধে অত্যন্ত। নির্ভরবোধ ও নিশ্চিন্ত মনে সাধারণ মানুষের দিনগুলি কেটে যায়। এই যুগে বহু কবি ও শিল্পী আনন্দ ও স্বপ্ন কোলাহলের মধ্যে সুখের স্বপ্ন দেখতে অত্যন্ত। তাঁদের অনেকে উপলব্ধি করছেন যে এই স্বপ্ন ও আনন্দের পাশে সম্বোধন ও নৈরাশ্যকে প্রস্তর দিলে জীবনে ছন্দ পড়ন ঘটবে। সামাজিক নিরাপত্তাবোধে কবি ও শিল্পীকে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সহিত একটা আপোষ রচনা করতে উৎসাহ দিল। সেই-জন্ত সমাজোচ্চকরণ এই যুগকে বলেছেন, এ যুগ হচ্ছে "স্বিতাবস্থা ও আপোষের যুগ"।

ক্রিষ্টিয়ান যুগের অবসান জট উনিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু জুও কিলুদিন পর্যন্ত ক্রিষ্টিয়ান যুগের স্বকণ্ঠস্বতা ও আশাবাস বেঁচেছিল। উনিশ শতাব্দীর

প্রথম দশাব্দেই প্রথম হ'ল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে ক্রিষ্টিয়ান যুগের সব আদর্শ পরিপক্বিত ও প্রসারিত হতে লাগল। স্বকণ্ঠস্বতা, অশিক্ষিততা, তদারকত, হতাশা ও ক্ষমণীয়তা মতবোধ মনের উপর নানা প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। এই সময় মতবোধ সম্বোধন নিরীক্ষণবাদের দিকে মূর্খতা পড়ল। সোটা সমাজব্যবস্থার মধ্যে বেশ একটা ভাঙন ধরল। লোকের সমাজে সমাজ-প্রচলিত নীতিনীতি-গুণিকে কণ্ঠে আরম্ভ করল। প্রথম দশাব্দের ক্রমে ক্রমে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করল এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন সমস্তার উদ্ভব হতে লাগল। এ সমাজকে আর যেন চেনা যায় না। তাইবার লেন ক্রিষ্টিয়ান যুগের স্বকণ্ঠস্বতা, আর কোথায় লেন সে বলিষ্ঠ আশাবাস।

প্রথম দশাব্দের অবসানের পর দেখা গেল যে গোটা ইংল্যান্ডে এক নতুন সমাজের উদ্ভব হয়েছে। সুখ, সৈন্ত-সংগ্রহের উত্তম, পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আর ধর্মের বীকসে ধূলা, এ সম্বন্ধে মধ্যে কবিচিত্র উদ্বেষিত হয়ে উঠেছিল। এই যুগে শৈলী কীটের মত কবির উদ্ভব অসম্ভব। সমাজ-ব্যবস্থা কেবল পড়তে গেলে, প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ শিথিল হতে লেগেছে। তারপর আরও প্রচণ্ড আকারে আরম্ভ হ'ল দ্বিতীয় দশাব্দ। রোমান্টিক যুগে কদাচী বিপ্লবও প্রথমভাবে কবি-মানসকে ঢকল ও বিক্ষিপ্ত করতে পারেনি। এ যুগের কবির নিবর্তন মনে হ'ল যে "বর্তমানী" যেন একবারেই ভাঙা ও বিশৃঙ্খল, আর ভবিষ্যৎটা একবারেই দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের অন্ধকার ঘূর্তে কি জীবন জালা ঘরাই না নিশ্চিত আছে। ক্রিষ্টিয়ান যুগের আপোষ রচনার আদর্শকে আর সম্বন্ধ করা সম্ভব হ'ল না। কবি টেনিসন ও ব্রাউনিংয়ের আশাবাস ও তক্তিবাদ দু'টি প্রচণ্ড যুদ্ধের দাক্ষ্য

হুমায়ূন হয়ে কেহে বেশ। ২২তম দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের জীবনে এত উত্খিত। দেখা দিল যে কোন কবিই মনের গভীরে কোনও প্রণয় ছিন্নতা লাভ করতে পারেন না। ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক তি হবো সে সম্পর্কে কোন ছিন্ন দিচ্ছো জ্ঞান: সত্ত্ব হ'ল না। এই মনর বেতে আরও কঠোরভাবে জীবনের সমস্ত আশ্রয়প্রাপ্ত করল— শিল্পবিরহ নৃতন নৃতন সমস্তা সৃষ্টি করতে লাগল। ততরায় এই যুগে রোমান্টিক যুগের চিত্রাবাস্য অথবা ক্রিষ্টোহিমা যুগের আশাবাস্য দ্বার বহিঃপক্ষে ব্যক্তি করতে পারেনা না। কবিগণ নৃতন পদ্য ও নৃতন বিবাহের নিয়ে কবিতা রচনা করতে অসম্মত হলেন। তাঁদের রচনা নবীন হ'ল সম্পূর্ণ পরিবর্তন। শৈলী কীটনের যে কোন কবিতার সহিত যুক্তোক্ত যুগের কবিতার তুলনা করলেই বুঝা যাবে যে এই যুগের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে বিরাট ব্যাধান।

এই নৃতন যুগের স্রষ্টা কবি হলেন টি, এল, ইলিয়ট। ইলিয়ট নৃতন যুগের নায়ক। নৃতন যুগের পরিণতিত অবস্থার মধ্যেই তিনি কাব্যলোচনা করেছেন। তাঁর স্রষ্টা কবিতার প্রধান অংগেই হ'ল বর্তমান যুগের নায়কের সৈন্যসৈন্য জীবনের সমালোচনা। কবি ব্যাখ্যায় আরম্ভ করেছেন যে কবিতা হচ্ছে জীবনের সমালোচনা। কবি ইলিয়টের কবিতায় দেখি জীবনের সমালোচনা।

জুটো বিশ্ববুদ্ধ কেহে দিচ্ছে নায়কের আশ্রয়কে ও বহু-মাধ্যকে। নায়কের মনে এল জীবন সত্যকে একটা অসীম নৈরাশ্য। কথির নিকট মনে হ'ল জীবন মৃত, মর্য্য বিরহাৎ অর্থহীন আর বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঠাকা। সমস্ত শাস্ত্রাত্মা সত্যতাই এওটা অর্থহীন আশ্রয় বলে মনে হ'ল; অর্থনৈতিক সঙ্কট পার্থিব জীবনের স্বখ্যাচ্ছবকে দিবার দিতে লাগলো। বর্তমান যুগের সর্বগোষ্ঠী কার্যতার বিরুদ্ধেই হ'ল ইলিয়টের কাব্যের মূল প্রেরণা। ইলিয়ট কঠোর সমালোচক। তাই বেশি বর্তমান সমস্তার নয় ভাগটাই তাঁর কাব্যে বৃত্ত হয়ে উঠল। তিনি দেখাতে চাইলেন যে শাস্ত্রাত্মা যুগের জীবন-চর্চার মধ্যে পাতি যুগ ও ব্যক্তি একাক অত্যাধ। কিন্তু তিনি হ'ল ইলিয়ট পরলোক গমন করেছেন। তিনি জীবনের শেষ ক' বছর

ইংলণ্ডেই কাটিয়েছেন। ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞ তাঁর জন্মস্থান আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে: মিসুরী প্রদেশে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মিলে লেক্টর তারিখে তিনি কয়গ্রহণ করেন। অল্প তাঁর পুণ্ডপুণ্ড ইংলণ্ড খেবেই আমেরিকায় আসেন। তিনি তাঁর শিটার পদম ও কনিষ্ঠ সন্তান। কবির প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল একটা প্রাচীন পাঠশালাতে। তারপর তিনি বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি কাব্য ও সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতে তিনি কতিপয় কবিতা প্রকাশ করেন। তাঁর সেই সময়কার রচিত কবিতার মধ্যে কবিত্বের স্রষ্টা কবির ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এককল মোকের দ্বারা যে কবিকে নানা বিবরণ পড়তে হয় না, সানাত্ত কিছু দেখানুভাই যথেষ্ট; তারপর কাগজ কলম নিয়ে সাহিত্যচর্চা করলেই কবি হওয়া যায়। অগ্নেকার যুগে হারত এমন সত্ত্ব ছিল। কিন্তু এ যুগে যুগ কবিই ঠাকি দিয়ে কবি হতে পারেন। এ যুগের কবিগণ নানা মায়ে পারদর্শী। কবিকে বহু বিবরণ পড়তে হয়, জানতে হয়, গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। বহু প্রে ও বিবরণ পাঠ না করে কোন কবিই গুণগুণ বিবরণ নিয়ে কবিতা রচনা করেন না। তাই এ যুগের কবির মধ্যে কাব্যজ্ঞ ও পাতিত্ব দুইই থাকা চাই। ইলিয়টকেও বহু প্রে পাঠ করতে হয়েছে। তিনি কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে ক্লিনিক বা র্পন-পার অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৯১০ ও ১৯১১ সালেটা গ্যাবিলে অধ্যয়ন করেন। সেখানে কলানী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং কলানী র্পন পাঠ করেন। তারপর পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিন বছর হারভার্ডে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি র্পন, তর্কশাস্ত্র ও মনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। এমন কি অপর সময় তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষাও শিখা করেন। ১৯১০-১১ সালে কিছু দিনের জ্ঞান হারভার্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে র্পনের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তার পর তাকে Travelling Fellowship দেওয়া হয়। তিনি অবিকল্প অতিক্রান্ত

অর্থনের প্রথম আত্মজীবনীতে আসেন এবং প্রথম মহাশয়র আদর্শ হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি আত্মজীবনীতেই অতিব্যক্তি করেন এবং অস্বচ্ছন্দে একটি কলমে প্রাচীন দর্শন অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এই সময় দ্বয়কটি দার্শনিক পরিকাতে দর্শন সংক্ষেপে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯১৯ সালে *Mouist* পরিকাতে 'ছুটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সব গ্রন্থে তিনি দার্শনিক লাইব-নির ও ব্রাহ্মণের দর্শন চিন্তার তুলনামূলক সমালোচনা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর একটি কবিতাও প্রকাশিত হয়—কবিতাটির নাম *The love song of Alfred Piefrock*। তাঁর কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে।

কীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা অজিততা লাভ করে অবশেষে তিনি লণ্ডন শহরে বসবাস করতে লাগলেন। বর্তমান যুগে ইন্দিট ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে বিবেচিত। তাঁর প্রথম যুগের কবিতার তিনি কেবল যুগের ছন্দ নিরাপার কথা বলেছেন। যুদ্ধোত্তর যুগের অসারতা ও হুটলতাকে নিপুণ ভূমিকার অঙ্কিত করেছেন। কীবনের শেষের দিকে তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিকে অকুণ্ট হয়েছিলেন। বোম্ব দর্শন তাঁর পরবর্তী যুগের কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তারতের বহুদীকার তাঁর মনে ভাবান্তর এনেছিল। তিনি কবিতার বিষয়বস্তুকে একটা নতুন পথে পরিচালিত করেছেন। তাঁর সব নব টেকনিক ও পদ্ধতের ক্ষমতা ছিল অসুত। তাঁর কাব্যের প্রত্যেকটি কথা ছবিরক স্পর্শ করে।

ইন্দিটের কবিতা সংক্ষেপে ক্রিষ্ণ আশোচনা করে এই প্রথম শেষ করব। *Hollowman* অর্থ্যাৎ 'কাগা মানুষ' ইন্দিটের একটি প্রতিনির্মিত কবিতা 'হলোমান' বলতে তিনি বুঝছেন এ যুগের সেই সব মানুষের যাদের বাইরে দেখার প্রচুর আভ্যন্তর কিন্তু ভিতরটা তাদের অস্বাভাবিক কাগা। তিনি দেখেছেন যে এ যুগের মানুষের মধ্যে নাই কোন প্রকার বাহ্যিক প্রাণকণ অসুত। তাদের উপরটা বেশ পরিপাটি করে রাখেন। কিন্তু ভিতরটা আছে গুরুতর জা। এরা উপর উপর

চাকলা যেবার। কিন্তু এদের সে চাকলা ইন্দিটের সব সেই ইন্দিট যে কৃষ্ণের তাগাতের ভিতর সামান্য পায়ের কল ছুটোছুটি করে। এই সব লোকে আছে বাক্যে কবে ছটকটানি। কিন্তু বিরাট বোম্ব আ এদের নাই। সামান্য হুটুটো নিয়েই এদের কারবা এ যুগের মতব এই কবে ভেঁদামোড়ি ছুটোছুটি ক নিষেদেরকে আহত করে। কীবনে সেসময় বাহ্যিক মিটার সহিত ভাল যেরে এরা চালা, ভিতরের 'ইম্যান' আংগে বা স্বাভাবিক কীবনের লক্ষ্য তার সহিত এ কোন সম্পর্ক নাই। এই সব কাগা মোকদ্দম একবার অসুত। এদের কীবনটা যেন সমগ্র বহু থেকে বিচ্ছিন্ন এরা প্রাণহীন কলের পুতুলে পরিণত হয়েছে। *Hollow Man* কবিতার মাধ্যমে কবি ইন্দিট বর্তমান যুগের আ সামান্য দিকটাই ছুটিয়ে তুলেছেন।

ইন্দিটের অন্য একটি বিখ্যাত কবিতার নাম *Waste Land* বা 'পড়াছড়ি'। ১৯২২ সালে এই কবিতা প্রকাশিত হয়। আর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে স ইংরেজি সাহিত্যে ইন্দিটের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সে প্রকাশের কয়েক বছর পরেই এই কবিতার অন্য দি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হয়। এটি একটি রূপক কবিতা *Waste Land* বা 'পড়াছড়ি' যেন পথহারা আত্ম এই কাব্য-গ্রন্থে ইন্দিট নানা দেশের নানা যুগের হ এঁবেছেন। আত্মার দীর্ঘাঙ্গা অস্তিত্ব হয়েছে যে অতীত কালে। পৃথিবীতে কত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, ক নগর ধ্বংস হয়েছে, নহন্যারী কত পরিবর্তন হয়েছে—এই দীর্ঘ পথ ধরে সেগেছে আত্মা অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে। এই কাব্যগ্রা তিনি উপনিবেশ দ্বারাও বিচ্ছিন্ন প্রভাবিত হয়েছেন। ত এতে উপনিবেশের কাব্যও অস্বিকৃত আছে। বর্তমান যুগে বিস্ময়করী পরিবেশের মধ্যে কীবন বহন অতিষ্ঠ হা উঠে, বহন আশার কীণ আশোক নির্ধিকোণ হতে পা তখন ইন্দিটের কাব্য মনকে লাঘবা দেয়, সম্বন্ধে স্থানে এসে বের বিলাস। ছন্দ ও নিরাপার মধ্যে আর আনন্দ ও আশার স্বপ্ন কিরণ।

আলোর মর্তনালী

(বিজ্ঞান সারিকা)

। অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম. এ. এম. বি. ।

প্রথম অঙ্ক—১২ পৃষ্ঠ

সূর্য্যদেব—(ক্লান্ত) অসম্ভব বিরাট নীহারিকা গিওর
বেঁকা; বয়ে হুগ হুগাৎ কাটিয়ে গিয়েছি। আমারই লামা
একটু অংশ চলমান এক বিশাল তারকার টানে বিচ্ছিন্ন
হয়ে সৌর জগতের দৃষ্টি করেছিল সে কেন্দ্র প্রাচীন
অতীতে। আর সেই সৌর জগতের আদিত্য নাকি
বেজাদিগতি, একজন্ম সম্রাট। সৌরজগতের বাসিন্দে
মঙ্গল, বুধ, পৃথিবী, শুক্র, বৃহস্পতি, নেপচুন ও প্লুটো প্রভৃতি
অগণন আনাকে প্রদক্ষিণ করে বৃহৎ। কারোর বিজ্ঞান
নেই। এতটানা এ আদিত্য আর ভাল লাগছে না।
বিজ্ঞানীদের অতিমত আবার তেতরকার তাপ একটু
একটু করে নাকি কমে আসছে। সূর্য তব্বিতে আমার
সেই ঐতল নিখর হয়ে এক মহাপ্রগয়ের স্থল। কহবে।
কবে সে হুদিন আসবে তে জানে!

ঐ ভাবানুহুত সত্যাপঃ কান্তসেবঃ মহাদুর্ভিঃ

জ্যোতিঃ সর্বগাণ্ডঃ প্রগতোহপি দিবাকরঃ।

[উপরোক্ত শ্লোক, আগুতি বরিতে করিতে হঠক
আগন্তক গ্রহের কবিরে—আগন্তকের তাপসের বেশ]

সূর্য্যদেব—কে আগুনি, মহান পুরুষ?

আগন্তক—[মাথা নত করিয়া হুল্ল করে প্রণামান্তে]
আমি সর্বোচ্চ তারকা যাত্র। তাপসের বেশ নিয়ে এসেছি।

সূর্য্যদেব—আমি তা বৃত্তে পেরেছি। সৈবকতি না
বাৎসল্য কারোর সাধ্য নাই আমার সারিণ্যে এসে উপস্থিত
হয়। কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন হলু।

আগন্তক—মহারাজ, সে অনেক কথা। পৃথিবীটা
সেবার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই দিন নেই রাত নেই এক
ক্রমে তিন দিন প্রলম্বণে লক্ষ লক্ষ মাইল অতিক্রম

করে পৃথিবীর দিকে দ্রুটে পৃথিবীর লোকের চুবলাম।
বিশ্ব শেখটার আবার উপরে কিয়ে আসতে হল বৃহত্তর
গ্রহের টানে। পৃথিবীতে বস্তু জীব জন্তুর বড়ের আগুণ
বস্তু কলকারখানার শব্দ, ইঞ্জিন, কামান ও মহাসাগরের
টেটে প্রভৃতির গর্জন—বিশ্ব কি আশ্চর্য্য কোন শব্দই কানে
পৌঁছানো না।

সূর্য্যদেব—এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। পৃথিবীর চার-
দিকে নাকি যাত্র দেউলো মাইল অগ্নি আছে বাতাস।
তারপর অক্লান্ত মহাপুরুষ, আগুনি পৃথিবীর হাজার
হাজার মাইল ব্যাংধানে ছিলেন, যেখানে বায়ুর সেনা
ছিল না। শব্দের অস্তিত্ব বাহন হল বায়ু। কারণই বাহন
অভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন আগুণের কলকোলাহল আগুনার
প্রতিশ্রোত কি করে হয়ে হলু।

আগন্তক—তবে তাই হবে মহারাজ। এখন বৃত্তে
পারলুম। [কলকাল কবে] বিশ্ব মহারাজ, আলোকে কি
করে আগুনি পৃথিবীতে পঠান?

সূর্য্যদেব—আমার অসম্ভব গ্যাসপিও থেকে নাকি অগাধ
ক্ষুদ্রিক কথা প্রবল বেগে দ্রুটে পৃথিবীতে যায়। ঐ কথা-
তসের সম্পর্কে এসে পৃথিবী আলোয় হয়ে ওঠে। বাতাসের
চোখে পড়লে মাহু পায় দৃষ্টি অস্বচ্ছ।

আগন্তক—সে কি মহারাজ! লামাত্র একটা বায়ুকণা
চোখে চুকলে মাহু অধির হয়ে পড়ে। আর আপনার
অসম্ভব গ্যাসের কথা অত বেগ নিয়ে মাহুয়ের চোখে পড়লে
তার কি আর রহস্য আছে?

সূর্য্যদেব—[ক্লান্ত:] তাই তো, একে তো কোন ভাল
জবাব দিতে পারছি না। শেখটার এ আদিত্য অক্লান্ত

পরিচয় পেয়ে যাবে। [প্রকান্তে] সেখান মধ্যরাত্ৰ, এক তো নিঃশব্দ ভীষণ অন্ধকারে নিয়ে কাল কাটাতে হচ্ছে। তার উপর মণ মণটা গ্রহ ও আরও কত উপগ্রহের কান্নায় বিভ্রান্ত আছি। এ সব চিন্তার সময় কোথায়? আলোকে এখনকার ভাবলেন হয়। আলো আছে?]

আলো—এই যে শুকনো, আমি তো অংশনার সাথেই আছি [আলো পূর্বেই স্বর্গদেবের অজ্ঞাতে তার এক পাশে আশিরা দণ্ডায়মান থাকিবে]।

স্বর্গদেব—[আলোর দিকে তাকাইয়া] আচ্ছা বাপু বলতে পারো তুমি কেমন করে পৃথিবীতে যাও?

আলো—কে ধেন আমার হয়ে নেয় আমি কিছু করতে পারি না। তবে পৃথিবীতে বাগার ও চলাকের সময় একটা অনির্বচনীয় স্পন্দন বা কম্পন অকৃত্য করি।

স্বর্গদেব—তা হলে বাগারটা তো সহন নয়। বেশ একটু ভাবিয়ে তুললে দেখছি। সব না হয় বায়ুওয়া বাহিত হয়। বায়ুস্ত্র মহাপুস্ত্রেও হ্রদী পথ চলায় কে তোমার সাহায্য করবে? তোমাকে বহন করার ক্ষমতা তো কিছু চাই।

[হেলে হুলে ধনকূলশোভিত তাম্র বালকের যেনে ইধারের প্রবেশ]

ইধার—আমিই আপনাদের আলোর বাহন শুকনো।

স্বর্গদেব—বালকের বেলে কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

ইধার—আমি ইধার—[বলেই ইধার গান শুরু করিবে]

[ইধারের গান]

আমি আকাশে গেতেছি ঘর বিন চরাচরে
অনেকা আকার গড়িয়ে রয়েছি চিনাব কেন্দ্র করে
লক্ষগুণহীন আমি নিরাকার
বিজ্ঞানী কবির কল্পিত ইধার

তাপালোক বহি এই বোর কাল চকিতে চকল দিয়ে।

ইধার—[গান সমাপনান্তে] নমস্কার শুকনো,

আমার পরিচয় পেলেন তো?

স্বর্গদেব—পরিচয় বা হোক শেলায়। কিন্তু তুমি অবেদী, তুমি আলোকে কি করে হয়ে নেবে, ইধার?

ইধার—আমি অবেদী হলেও আমার ক্ষমতা কম নয়। আপনাদের অলঙ্কার স্যান্ডিওর তেতর বে অলঙ্কার কণিকার কম্পন চলতে সেই কম্পনেই আমাকে চকল করে তোলেন। শুধু আমি এক প্রকার টেই বা তরঙ্গ সৃষ্টি করি—ভলে ডিল ছুঁতলে যে তরঙ্গ বেধা বাহ অনেকটা তাইই মত। তার পর আমার সেই তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে এক মাইল নয়, এক হাজার মাইল নয়—এক লাখ ডিয়ামি হাজার মাইল বেগে চতুর্দিকে বিস্তার হয়ে ধন পৃথিবীর সংস্পর্শে আসে। তখন পৃথিবী গরম ও আলোয় হয়ে ওঠে, আর মানুষের চোখে পড়লে তার হয় চর্শন অস্তিত্ব।

স্বর্গদেব—এত বেগে কিছু চলতে পারে এ যে হাজার বছর অতীত।

ইধার—হ্যাঁ শুকনো, এত প্রচণ্ড বেগ আছে বলেই তো পৃথিবীতে আলোর পৌঁছাতে মাত্র আট-দশ মিনিট সময় লাগে।

আপুস্তব—এতক্ষণে সমস্তার সমাধান হল। [সরসা ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া] নহাশ্রাক, অনেক কথা ছিল। হঠাৎ আনার উপর এক বৃহৎ গ্রহের টান অস্তিত্ব করছি। আমি আর থাকতে পারছি না। আপনি আমার বিদায়-নমস্কার গ্রহণ করুন। এই বলিয়া নতমস্তকে করছোড়ে প্রণাম জানাইয়া আপনাদের অন্তর্ধান।

স্বর্গদেব—[ইধারকে দৃশ্য করিয়া] আচ্ছা ইধার, আনার আলো ও তাপ ছাড়া অস্তিত্ব তোমার তেতরে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না?

ইধার—পারে বৈ কি। যেখানেই অস্তিত্ব বা কৃত্রিম কোন আলোর উৎস থাকবে সেখান থেকেই আমার তরঙ্গ চারদিকে একই বেগে ছড়িয়ে পড়ে আলোর প্রকাশ ঘটায়।

স্বর্গদেব—এ ব্যাপারে তেজি, তেরোসিনের বাতি যোমবাতি ও বিদ্যুৎ বাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইধার—ঠিকই বলেছেন, শুকনো।

স্বর্গদেব—আচ্ছা, আকাশে যে অলঙ্কার উজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে ওরাও তরঙ্গের সৃষ্টি করে। তা হলে রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে কেন?

আলো—তর নেই তাই। তোমাকে নিয়ে একটু সৌভূত বর্ণনা। ভূত টুট গিল্ল নেই। আলোর সোনা চলার পথে কোন অবস্থান ছিন্থি থাকলেই তার পেছনে ছায়া হবে। বস্তু ছিন্থি যেমন জল, মাংস, বা কাঁচের মধ্য দিয়ে বসন ঘাই তখন কোন ছায়াই সৃষ্টি হয় না। সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের কথা শুনেছো তো? এগুলোও এই ছায়া তৈরীর কল। চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে হয় সূর্য্যগ্রহণ, আর পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের মাঝখানে এসে হয় চন্দ্রগ্রহণ।

মটরক মাছ—আমি মৃতবধু লোক। ও লব গোপোণ টেরোনের কথা মাঝায় চুকবেনি। বাড়িক গিন্না, আগনের কথায় ভরজা কাইটা সেলো। একটু মেধাপড়া যদি লিখতাম তা আলি কি এমন বোটার মত তর পাত্যাম। আচ্ছা, তাই, বেলো অনেক আইছে, অমন নাঠের পানে বাতি হইব।

[ওঃ মাংয়ের গ্রন্থান ও মৃত লেব]

প্রথম দৃশ্য—ওর দুগ্ন
(আয়না, চৌকোণ কাঁচ)
[আয়নার গান]

ছিন্নিয়ারী দেখছো লবাই নিঞের মূখটি অমননা
রয়ে বেতো লাবা জনম না থাকিলে এ আয়না।

প্রতিবিম্ব নিম্নের মূখ,
দেখে লবাই পাঙ্কে স্বপ্ন

আলোর পরশ পেয়ে আমি দেই যে রূপের নিশানা।

[গান সমাপনান্তে চৌকোণ কাঁচের প্রবেশ]

আয়না—এই যে চৌকোণ কাঁচ, এসো। তারপর কি ধবর।

চৌকোণ কাঁচ—তোমার গান শুনে এসুয়, আয়না।
ব্যক্তিবই তোমার স্বীকন বস্তু। রাহব যে নিত্যকে
যেহতে বৃত্তে পারলো সে তোমারই বোলতে। (অবগল
তেবে) আচ্ছা, তোমার সাথে আলোর আচরণ কি রকম?

আয়না—সে অনেক কথা ভাই। আমি তোমার মত
আলো সফাফী হলেও আমার পিছন দিকে লাগানো কি
একটা প্রলেপ ঐ স্বচ্ছতা নষ্ট করে দিয়েছে। তাই

আলো বসন আমার উপর পড়ে তখন একে আবার ফিরে
আপতে ছা, আমার তেহর দিগে যেতে পারে না। আমার
উপর পড়ে আলোর এই ফিরে আসার নাম প্রতিফলন।

চৌঃ কাঃ—খুব মজার কথা তো! আচ্ছা, আলো
কি যে দিগে মূখী সে দিগে ফিরে যায়?

আয়না—তা কি হয়! প্রতিফলনের একটা লক্ষণ
নিয়ম আছে।

চৌঃ কাঃ—কি নিয়ম তাই?

আয়না—আলোরদি যদি সোজা সমকোণ করে
আমার উপর পড়ে তবে ও এই দখেই বিপরীত দিকে
ফিরে যাবে। কাত হয়ে পড়লে সেটি হবার স্রো নেই।

চৌঃ কাঃ—তখন এর অর্থ কি হয়?

আয়না—সোজা কথায় তা বলতে পার্বী না। একটু
ছায়াভিত্তি তাবা ব্যবহার করতে হবে। লব কাকে বলে
আনো তো?

চৌঃ কাঃ—(অবগল চিত্রা বস্ত্রার পর) হ্যাঁ, হ্যাঁ,
ইয়েরকীতে বাকে বলে নখার বা পারশেওকুলার।
কোন সরল রেখা সমকোণ তৈরী করে আর একটা
সরল রেখার উপর দাঁড়ালে ওকে বলা হয় লব বা
পারশেওকুলার।

আয়না—বেশ কথা। এখন আসল কথায় আসবো।
আলোরদি কাত হয়ে আমার দেখানটা স্পর্শ করে
সেখানে আমার উপর একটা লব বসনা করা যাক।
এই লব রেখার সাথে দৃষ্টা আপত্তন কোণ তৈরী করে
আলোরদি আমাকে স্পর্শ করে, লব রেখার অপর পাশে
ট্রিক তত্তটা প্রতিফলন কোণ তৈরী করে আলো রদি
ফিরে বাতালেয় মধ্য দিগে চলে যায়। অল কথায়,
প্রতিফলন কোণ আপত্তন কোণের সমান। এ নিয়মের
কোন ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

চৌঃ কাঃ—আচ্ছা ভাই, তোমার সামনে কোন ছিন্থি
থাকলে তোমার পেছনে ওর একটা ছায়া দেখা যায়
কেন? আর এমন আকর্ষ, ছিন্থিটা তোমার দৃষ্টা
সামনে ছায়াটা ট্রিক তত্তটা তোমার পেছনে তৈরী হয়।

আয়না—আকর্ষণের বিধু নয়। ওটাও প্রতিফলনের

নিঃশব্দে ঘটে। তবে তুমি থাকে ছায়া বললে ওটা ছায়া নয়, ওটা শিবিঘটীর প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। আস্তর সামনে শাভ, শাখর, মাছব ইত্যাদি অস্তরায় থাকলে হয় তদনের ছায়া। আর আনন্দের মত প্রাণতকলক যেমন ঘর্পণ, শাশিণ করা খাছু, মল্লের শাভ উপরিতলে প্রকৃতির সামনে কিছু থাকলে হয় ওর প্রতিবিম্ব। কোন বস্তু ও তার প্রতিবিম্বের আকার যে কোন ক্ষেত্রে সমান হবেই। কিন্তু কোন বস্তু এবং ওর ছায়ায় আকারের এ নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই। প্রতিবিম্ব যদি ছায়াই হবে তাহলে মস্তক কি হলে তার মূণকানা দেখে এত আনন্দ পেতে পারতো?

চৌঃ কঃ—তোমার কথা শুনে আমার ব্যাপারটাও দেখছি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

আরনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ; এবার তোমার সাথে আলোর ব্যাপার কি হকম ভ্রমতে হবে।

চৌঃ কঃ—ভ্রমেই থেঁটি ? [অলপ ভেবে] তোমার সাথে আমার তফাৎটা নিশ্চয়ই জানো। আমার আবার এক একটা পিঠের চারটা করে সংযোগ আছে। একত্বে কোণে কীট নামে আমার পরিচয়।

আরনা—তোমার পরিচয় তো শোনান। এমন আসল কথা বলো।

চৌঃ কঃ—হ্যাঁ বলছি। ভাখো, আমার এক পিঠে যে আলোর-রশ্মিগুলো লব্ধভাবে গড়ে চললো সেগুলো আমারে কেন করে বিপরীত দিগে বেরিয়ে বায়ুতে প্রবেশ করে, কোথাও একটুই বেঁকে না। কিন্তু যে রশ্মিগুলো কাত ভাবে গড়ে সেগুলো অমন ঘুরা করে না। ওরা আমার কেন্দ্র প্রবেশ করলেই একবার বেঁকে চলা শুরু করে। তার পর সোঁবা গিয়ে বিপরীত দিগে দিয়ে বাতাসে ঢোকার সময় আবার বেঁকে চলা শুরু করে। তা হলে দেখলে, আমার কেন্দ্র দিয়ে আলো ছুঁবার বেঁকে চলে। আলোর এক্স চলার নান প্রতিকরণ।

আরনা—অস্বপ্নে কথাটার মানে ভাবনাম। এ যেখি তুমি একটা নুতন কথা শোনালে। বিজ্ঞানের কথাগুলো সত্যিই কাণ্ডোটা ধরণের। আচ্ছা, প্রতিসরণের কোন নিয়ম নেই ?

চৌঃ কঃ—নিশ্চয়ই আছে। যে কোন দুইটি নির্দিষ্ট বস্তু, ধর বায়ু ও কীট সম্পর্কে নিম্নমিট ঘটবে। নিম্নমিট হোলো আশ্রয়ন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের আন্তরিক সংযোগ একটা ক্রমক অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণের।

আরনা—আচ্ছা, প্রতিসরণ আর কোন শিবিঘের কেন্দ্র দিয়ে লভবে ?

চৌঃ কঃ—হল, রিফ্রাক্টিভ ও ইন্ডেক্স মত বস্তু যে কোন তরঙ্গ বস্তুর কেন্দ্র দিয়ে লভবে। আবার বাতাসের মধ্যেও লভবে হয় যদি বাতাসের বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব অসমান হয়।

আরনা—আচ্ছা তাই, প্রতিসরণের ওর অসুত কিছু ঘটনার কথা শুনেছো।

চৌঃ কঃ—ভ্রমেই। ব্যাপারটা ঘটে মলকে দিয়ে। ছোট একটা ছেলের তার ঠাট্টার লালিখানা দিয়ে মল-পূর্ণ গোলাকার তলা থেকে নিম্নমিট একখানা পান্থা তুলছিলো। লালিখানা মলে ভেগানো মাত্র ছেলেরা দেখলে, লালির ভেগানো অংশটা ছুঁতে বেঁকে গেছে। ছেলেরা তো ভয়ে অস্থির। তার পর মল থেকে লালিখানা তুলে যখন দেখতে গেলে লালিখানা টিক সোঁকাই আছে তখন তার কি আনন্দ! আলোর প্রতিসরণের ক্ষতই যে ব্যাপারটা ঘটে তা ছেলেরা তো জানতো না।

আরনা—এ সম্পর্কে আর কোন মজার ব্যাপার তোমার জানা আছে।

চৌঃ কঃ—আছে যথি। একজন দার বয়সী লোক কোন কাগজার বাগার অতিক্রম নিয়ে দীর্ঘ রাতার পূর্ব থেকে একটা খেণ চওড়া নালার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। নালার উপর পাঁচোটি নড়কতে ছিল বলে ওর উপর দিয়ে নালার পায় হতে অলস সেলো না। অথচ নালার অতিক্রম করে ওর এগোতেই হবে। নালার মল ছিল বেশ বন্ধ টলটলে, তার কেন্দ্র দিয়ে নীচেকার যটি অনেকটা উচুতে বেগা যাচ্ছিল। লোবটা মনে করলো মল হাঁটুর উপর উঠবে না। এই না ভেবে যেমনি সে কাগজ খাখা কুচিয়ে মলে সেলো হাঁটা শুরু করল অমনি আবক মলে ভিলে গেল। লভব্য মলে ঐ অবস্থায়ই

তার বেতে হলো। আলোর প্রতিসরণের জন্য যে আলো নীচেকার মাটি বেশ উপরে দেখা যাচ্ছিল তা সোপানি নিম্নতাই জানতো না।

আরোনা—ত'হলে তো তারি রংয়ের ব্যাপারই হয়েছিল [অপকাল মৌন থাকিয়া] সত্যি তাই, আলো না হলে এসব কিছুই হোতো না। আলোর মতে আগুন আলোরের পরম শৌণ্ড্যের দখা বলতে হবে।

চৌ: কা:—তা আর বলতে। অ'জ্ঞা তাই, অনেকজন কথা হলো, এবার যাওয়া যাক।

[উভয়ের প্রস্থান ও দূত পের]

প্রথম অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য

[মক্হূনি—প্রথম ও দ্বিতীয় পথিক]

প্রথম পথিক—উঃ, হেঁটে হেঁটে হেস্টায় গ্রাম বাংলার যোগাড় দেখছি। লম্বের সজিত জল দেখে করলে পরে কি হবে? এই দরত্বনে জল পাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। যে দিকে চাই, সে দিকেই খুঁ বু বাগি আর বাগি। [সহসা চোখ উকীল করিয়া] সেতুছি, সেতুছি, ঐ যে ঘুরে একটা গাছের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে [বাগির সমস্ত দৃষ্ট থাকবে বিপরীত উইংয়ের দিকে] জল না থাকলে এ প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কোন কারণই দেখছি না। [বনিয়া ক্ষত পাগলকে বিপরীত উইংয়ের দিকে ঘাইবে, পথিক পরম আক্ষেপে বেন জলাশয়ের দিকে ঘাইতেছে, বিপরীত দিক থেকে যুগলং দ্বিতীয় পথিক প্রবেশ করবে।]

দ্বিতীয় পথিক—বন্ধু, কদিকে কালের আশার ছুটছে। জল শুধানে নেই। তুনি মরীচিকা ছাড়া বিব্রত হয়েছো।

[দ্বিতীয় পথিকের গান]

জলো মরীচিকার ভূস করোছো পথিক,
আলোর বেলা জানিলো চেপে বশন কুহেলিক,

বাতাসেরি ঘরে ঘরে

আলোর পিছা ফিরলো ঘুরে

তার কলমে বাবু হুক কাটা কালমিক।

প্রঃ পাঃ—মরীচিকা। সে আবার কি তাই। লোহার

মরিচা খরার কথা শুনেছি। তবে এ চামড়েক-টিকের তাই নাতি?

বিঃ পাঃ—আজ্ঞা তাই, আমার হৃদয় থেকে ভাল দিচ্ছি। আলো জল পেয়ে তোটা মিটিয়ে হুহ হয়ে নাক, তারপর সব জানতে পারবে।

[প্রথম পথিকের জল পান করণ]

প্রঃ পাঃ—ওঃ এতক্ষণে বুকে বস পেলাম।

বিঃ পাঃ—মরীচিকা বৃত্তে পারছো না! এ আলোর মীমাংসনা। আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ কাকে বলে নিম্নতাই জানো?

প্রঃ পাঃ—ও হুটো আলোর সংসর্গ ঘন বলে জানা আছে। আরোনা বা দর্পণের উপর আলো পড়ে যে কিসে আলো গুরনান হোলো তোমার দিগে প্রতিফলন। আর বাতাস থেকে জল বা কীচের তেতর বেতে আলো যে বৈকে সোঝা চলে যায়, কিসে আলো না, তা হোলো তোমার দিগে প্রতিসরণ।

বিঃ পাঃ—ভাল কথা। এখন এই যে মক্হূনি দেখছো এর পৃষ্ঠের ঠিক উপরের বায়ুর স্তর স্তর আছে। একেবারে নীচের স্তর স্তর বায়ুর ঘনত্ব সব চেয়ে কম তুপুঠের এসেও তাপের জন্য বত উপরের স্তরে গুঁটা যায় তত বায়ুর ঘনত্ব বেশী, তাপ কম থাকার জন্য। ঐ যে গাছটা বাড়িয়ে আছে ওর গা থেকে আলোর দিগ ঘন বাতাস থেকে নীচের পাতলা বাতাসের দিকে যেতে বেশ কয়েকবার প্রতিসৃত হয়ে এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যেখানে আলোর আর প্রতিসরণ হয় না। ওটা শুধন সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে বাগির পৃষ্ঠের তলার গাছের ঠিক নীচে আরনার মত প্রতিবিম্ব রচনা করে। এই কাল্পনিক প্রতিবিম্বই মরীচিকা। দর্পণে আরনার বা স্তির আলোর উপরতলে যে প্রতিবিম্ব হয় তা ঘটে সাধারণ প্রতিফলনের জন্য। আর মক্হূনির বন্ধ বাতাসের ঘনত্ব বৈষম্যের দরুন যে প্রতিসরণ ও সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে তার জন্য হয় মরীচিকা।

প্রঃ পাঃ—মক্হূনির বায়ুর ঘনত্ব সব চেয়ে বেশী এবং ওর উপরের স্তরগুলির ঘনত্ব ক্রমে কম হলে কি হোতো?

কি পা—তা হলে মর্হীড়িকার দর্শন সম্ভব হোতো না।
শাতলা মাথায় খেতে ঘন মাগনে আলো হুপি ঢলার সময়
প্রতিসরণ হবেই, বরনও বন্ধ হবে না। প্রতিপক্ষে বন্ধ
না হলে সম্পূর্ণ প্রতিফলনও ঘটতে পারে না।

এঃ পা—এই মর্হীড়িকা। মক্কুনি ছাড়া আর কোথাও
যেবা যায় কি ?

বিঃ পা—হ্যাঁ, সবুহক্ষে বরনো সবনো যেবা যায়।
অতুল অস্বাভাবিক আলোকের উল্টা কুলু কুলি
অনেক সময় নাহিলেরা দেখতে পায়। সবুহক্ষে ঠিক
উপরের ঘরের বায়ুর ঘনত্ব সব চেয়ে বেশী। বত উপরে
উঠা যায় ঘনত্ব বনে আসে তাই আলোক আলোকের
গা থেকে আলোরশ্মি ঘন বাতাস থেকে ক্রমে শাতলা
বাতাসে প্রবেশ করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়।

এঃ পা—মর্হীড়িকার দর্শন লাভ নির্ভর করে কার
উপরে ?

বিঃ পা—মর্হীড়িকার দর্শনলাভ নির্ভর করে দর্শকের
অবস্থানের উপর। গাছ বা বাহারের গা থেকে আলো
ক্রান্তিত প্রতিফলিত হতে হতে বনে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত
হতে দর্শকের চোখে পড়ে তখনই সে মর্হীড়িকা দেখতে
পায়।

এঃ পা—আমি তোমার কাছে অনেক কিছু জানলাম ও
বুঝলাম। বস্ত আলোপঞ্জি, বস্ত বিজ্ঞান।

বিঃ পা—আচ্ছা, এইবার এক্ষেত্রে হুগনে গল্প করে এই
মক্কুনি অতিক্রম করা যাক। একা একা এতক্ষণ হাটতে
ঘোটেই ভাল লাগছিল না।

[উভয়ের প্রধান ও দৃঢ় শব্দ]

শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দের দিনগঞ্জী

—১৯৫৪—

(৪৪)

ওগো অটল হুটনা প্রকৃতির নমন-বন, সবিশুঃ সরগা-
ব্রহ্মতর্প হামরাই অ'মার, তুমি অবাচিত কল্পার অসিয়া
হাড়াইয়া ছিলে আমার জীবনের দুঃস্বপ্নে। মনে বন্ধ
আশা ছিল তোমার পরশে অ'মার উটল-হুটল প্রাকৃতিক
আবেষ্টনও ব্রহ্ম রূপে উদ্ভাসিত হইবে। ওগো কুব-ভার
আরাধিতা হাবিকা অ'মার, বিশ্বের নৃতিমতী আরাধনা
আমার, আমার পরাক-পুত্রনী শ্রীমা, তুমি ছাড়া
আমার জীবনে গর্ব করিবার কি আছে ? তুমি আমার
বিবা ব্রহ্মমতী ব্রহ্মীভাষা, সতল ব্রহ্মীভাষকে পুরুষোত্তম বর্ণে
আমিরা ব্রহ্মলীলা বিস্তার করিতেছ। ওগো হাসবিশাদিনী,
তোমার বর হউক। আমার শত লাহনা শত অবিচার
অত্যাচার উদন করিয়া তুমি গড়িয়া ওঠ। তুমিই আমার

জীবনের 'প্রায়শ্চিত্ত', পুরুষোত্তমের হইবার শক্তি। গাটার
লীলা ও পুরুষতা রাগাঘাট চলিয়া যায়। একটা মশারী
দিয়া বেওয়া হয়; তাহার পুতা কাটার আর ২ টাকা
প্রদানী দিয়া যায়। বাওয়া বাবব ১ টাকা দিয়া দেই।
বেণু, কুমার ১১টার বাহির হয়—অনেক স্থানে যায়।
কেবের সজ্জা...আমি আর মঠে বাওয়া হয় নাই। কি
করিব দিয়া ? উহাদের সহিত কেনও কিছুতে আমাদের
যেলে না। আমার পথ বিজ্ঞের পথ, আশিরা নৃতন করিয়া
গড়িবার পথ। তারিখিগু পুণ্ডা অর্জনা বাহিরের বিজ্ঞের
উপর এত জোর যেন যে, পুণ্ডা-অর্জনার প্রাপই শুকাইয়া
গিয়াছে: সব কিছু প্রাপহীন।...আমি একা। একেবারেই
একা বিদ্রো এক ঠাহরকে লইয়া।...২৪৫৭ আহহারী ১৯৫৪

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া এই নিঃশব্দ যাত্রাপথে চলিয়াছি। আমার জীবন-ধন !.....বে রূপে আমি তোমাকে পাইয়াছি, সে রূপে তোমার সম্ভাষণ তোমাকে চায় না। আমার তুমি আর তোমার তুমি কত পৃথক। বিবর্তী তোমাকে আমি বিশ্বের বুকে স্থাপন করিব—এই ছিল আমার সত্যের আশা। তাহা কি তোমার কাণে পৌঁছিতে না? কেন এই সম্মুখের পথে আমাকে টানিয়া আনিবে? যাহা বিস্তৃত করিলাম, যাহা বিস্তৃত বসিলাম, সব বিস্তৃত কি কোলাহল, না তোমারই কোলাহল? ওহা বলে যে, আমার মত তোমার নামে ঢালাইতেছি। ইহা কি সত্য? আমার সমস্ত বিবর্তন তুমি ঘূরিয়া ফেল। আমাকে তোমার চোখে গতিয়া তোল, তোমার সেবাশোষণেই করিয়া গতিয়া তোল : তোমার মত আমি হইব যেন আমারে দেখিয়া লোক তোমাকে চিনিতে পারে। তুমি আমার স্বরূপ, আমি তোমার প্রতি রূপ। হৃদয় অনেক কারবার করে। রেণু, এ ঘূষাকী, এম বি সয়কার, বামী সেলে ধার। সম্ভার ভরা আসে কিছু মিষ্ট লইয়া। বাইরা প্রায় সটার দার। আজিও ঘটে বাই না। বিবর্তিত আদাকে দার বিহার !.....ত্রিভুজ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভার সভাপতির বক্তৃতার বলিয়াছিলেন, 'বক্তার শাস্ত্রের বিস্তার এক নতুন দৃষ্টি প্রদান করে'। সত্যিই, ঠাকুরের কৃপায় সব শাস্ত্রকে এক নতুন আলোকে পাইয়াছি। হীরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্র ঘূষাকী, শি এম ঘূষাকী এক চিত্রিত থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির ভেনারেল সেক্রেটারী পাটনার পূর্বসূন্যারায়ণ সিংহকে আমার সমস্ত জানাইয়াছিলেন, 'He has a Life, he has a call of Life, he feels the Life'। আমার ওহ একটি মানসিক ভাণ্ডার অসমোহন করিবার ভরও বলিয়াছিলেন। বাহিরের দিক হইতে বলিতে গেলে সত্যই কি আমার শাস্ত্র-পাঠ আছে? কিন্তু একটা 'পুত্র' রূপা আমি পাইয়াছি। এই 'পুত্র' ঠাকুরের দান। 'দদামি দিব্যং তে চক্ৰং'—ইহা আমার জীবনে সার্থক হইয়াছে বলিতে পারি। সেবানন্দ আপন কিতাবখানায় দার। আনিই ওহা আমি কেমন আছি তাহা জানিবার ভর।

এসাদের উষ্মগটাও বাড়িয়াছে, বাড়ের নীচেও একটু বেধনা। ভগ্নিশাফা না বাওয়াই একজন স্থির। দেখানে গেলে বৈচিত্র্য অসুবিধাও হইবে প্রচুর। পরসিদ্ধ নারায়ণ দার এক ইনভেস্টিগেশন উদ্ভাবনারত ৯৫ ও ৯৬ বই কি নিশ্চয় পাইয়াইবার ভর বলিয়াছেন। হৃদয় নিরাশ্রিত, দেখা হয় নাই। ২৬শে মার্চদার।

ঠাকুর, আমি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ মাত্র ঘমতা দিয়া, আমার বিশ্বাসলব্ধি 'দেয়া তোমার' তালপাশিৎ। আমার 'বিশ্ব' হইবে তুমি। তোমায় বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে আশা আমি শোনে করিয়া চলিয়াছি, তাহা কি তোমার কাণে পৌঁছিতে না? আমি দেখানে দেখানে রই বা যাহা বিস্তৃত হই, 'মাত রত কুটা পলকে'। যাহা বিস্তৃত অসমোহন দান, তিক্ত দান দিয়া আমার কুণ্ডল ভগ্নোচ্চি, তাহা পূর্ণ হউন, 'রক্ত হউক'। তোমার দর্শনার দান বৈতনবদীন দান, বলিদান-বদীন দানে আমার পুত্র জীবন পূর্ণ হউক। তোমার দান আসে 'গোপনে' হৃদয়ের মধ্যে দিয়া। ইহার মধ্যে আধির করিবার মত কোন ঘটনাই নাই। তুমি বরাই-বরাহস্বর। তোমার দানও বরাহ, আশ্রয়প্রদান-বদন। তোমার দান পবিত্র মিহন। ধূনিমণি বিস্তৃত তাই তুমি আমাকে নেও নাই। আমার জীবনে তাই কিছুই ঘন সম্পদ আসে নাই। কেন না, সবই যে গোপন-মণি। তুমি বর। দোহের স্নেহ 'বিকার দান' ভরা তাহার। সঠিক দিগন্তে.....হৃদয়ের মাঝে চিত্র আসে। কত সেবা (হৃদয়ের মা) করিগাছে : এল লাগিবে : আধির সেবা উহার মধ্যে আছে 'ভাতিয়া উদ্ভব হইয়াছিল'। আমি তো সারা জীবন মাতঙ্গের অশেষ করিলাম। আজিও পথের দিকে 'ভাতিয়া' আছি। সে-তো বুঝাবনে আগাইয়া আসিয়াছিল। ... লবনের সঙ্গে ছিল আমার বন্ধনটান প্রাণবন্ধন। নইলে কি এত চাড়াই বেধনা সহ করিতে পারিতাম? আমার ছিল অনাগন্তের আশঙ্কা। যে কোনও চণ্ডগায় আটকাইয়া পড়িতে পারিতাম। ঠাকুর নিশ্চিন্ততার পেশ দিয়া রক্ষা করিতেছেন। কাহারও তো 'দ্য'—আমার

তোমার বসিরা বেঁধে নাই। সকলের স্বাক্ষরে
পুরুষোত্তমকে ছুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ করিতাম। সব
বিভাগ দশ লাইবার ভর। দারিদ্র্য না লাইবার কাছাকাছিও
তালগানি নাই।—হুই কিন হর খুং গরি। মঠে খাই নাই।
২৬শে ভাদ্রয়ারী।

ঠাকুর, সারাজীবন গুটিল পরিস্থিতির মুকুট চিহ্ন
চলিয়াছি। তুমি সঙ্গে আছ, তাই আমিও যাবা তুলিয়া
চলিতে পারিতেছি। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধনহীন
প্রবিশ্বজন। আমি 'সংসার' জীবনের খোঁজ পাইয়াছি, যে
জীবন সকল গুটিলতার সঙ্গে জড়াইয়া ব্যথিত ও অস্ব-
স্তিহীন। বোঝার গুটি অগুটি, তালমত, ইংকাল পরকাল।
সব গদিয়া গিয়া সহস্র জীবনে একাকার হইয়া গিয়াছে।
সহস্র জীবনে তোমার সঙ্গে আমার অনন্ত ইচ্ছা-এর সন্ধ,
অনন্ত রসের সন্ধ। তুমি আমি এক, হুই, আরও তত।
আমার প্রাণ নিত্যগোপাল, প্রাণের ত নিত্যগোপাল।
তুমিই আমার স্থিতি, তুমিই আমার গতি। সূর্য্যর বাহির
হয়, কয়েক ঘন্টা যায়। তেঁপু এ ঘূর্ণাভীতে যায়। ওঠার
পর। বিমলা আগে তাহার হাতে প্রস্তুত করি লইয়া।
ইতিমধ্যে বীষেরদাবু (বেলাগার) আগে। কথাবার্তা
হয়। প্রকৃতি বরগত: গুটিল-হুটিল। গুটিলতা ব্রহ্ম-
জ্ঞানীকে কাছে 'মায়া'। তাহার সোকা করিতে গিয়া
বিকৃত গুটিলতার কাছে নার খাইতেছে। 'আরু স্বপ্নে
পরং পরং তত: পরং পরং'। এই বিখ্যাত পাথর।
বাহ্য্য এই বিশ্বাসপন্থকে অসমান্য করিল (অনাস্ত
বুদ্ধবল্লভঃ), তাহার সোলাক হইতেও পতিত হইল।
প্রকৃতির হাত হইতে পলাইবার পথ নাই। বরা পড়িতেই
হইবে। পুরুষোত্তম তাই আদিলেন প্রকৃতিতে 'এক
করিতে, 'খা' করিতে। সাংখ্য বলেন প্রকৃতি (আবেষ্টম)
নিভা সত্য, আবেষ্টমই মাত্রকে বাঁধে বা মুক্তি দেয়।
বোঝা বলেন, পুরুষই আবেষ্টমকে ভিড়াইয়া রাখে ও
ইহা হইতে মুক্ত হয়। হুই-ই আনন্দ সত্য। পুরুষোত্তম-
জীবনে পুরুষ ও আবেষ্টম অস্ত্রোপাশ্রয় অথচ অস্ত্রোপ-
নিয়ন্ত্রক। তেঁপু বরা বা পলাইয়া যাবা হুই-ই বন্ধন।
৬। টার রিকসার সীতা-কখনে খাই। ৩। টার সত্য

আরও হয়। আমি চাই সত্যপতি। প্রার্থনার পর
কিষ্ণ চোরাহমান, সেক্টরী ও ট্রেনারের খির হয়।—
২৭শে ভাদ্রয়ারী।

নিত্যগোপাল, তুমিই বিজ্ঞাপতি, বিবেক ব্রহ্মবিজ্ঞার
মহা প্রকাশে পড়িবার ভর তুমি আদিত্য। ব্রহ্মবিজ্ঞা
মুখতি আমার সীরাধা। দানাতী, চির নবীনা, বিশেষ
জ্ঞানোদা। আমার জীবন নিত্যগোপাল ব্রহ্মবিজ্ঞানী
হটক। এখন হুইতে বিবে ব্রহ্মবিজ্ঞা হুটাইয়া পড়ুক।
মানবাবু বীরেন আগে। মঠে খাই ওঠার। ওঠার
কিরি। মঠে তুলিয়া মল্লেন গ্রামণিক দাবা গত ২৬শে
ভাদ্রয়ারী মল্লগার মেহরকা করিয়াছেন। তাহার কাশীর
বাড়ী নাকি অতুলকে দিয়াছেন। অতুল নাকি বটকে
সেখানে প্রবেশ করিতে মানা করিয়াছে—ইত্যাদি।
তুলিয়া বেদনাবোধ হইল। জাবিনাথ, ঠাকুরের কে
আছে? ঠাকুরের দর্শন ও জীবন বিধে দরবারে পৌঁছাইবার
ভর বহুর মাথাবাখা আছে? তারিখীবা নাকি সন্ধ্যাবে
খাইয়ে—সেখানের বেবেবেবীরের কানীতে আনিবার
ভর। তিনিই বা কি করিবেন? ঠাকুর, আমার বল
দেও, শক্তি দেও, বুদ্ধি দেও, সুখোপ দেও। ২৮শে
ভাদ্রয়ারী

ঠাকুর, তোমাকে আমার করিবার কে আছে? তোমার
মত এমন অনাস্ত কহাওও দেখিতেছি না। এমন
দর্শন এমন জীবন তো নাই। অথচ কেহ তাহা চিনি
না, তাগাতে চিনতে চোঁড়া করিল না। টাকা কড়ি
তো অনেকের আছে; তোমাকে দেয় কে? এই তো
নগেনরা চলিয়া বলেন। তুমি ঠাকুর অনেক টাকা।
তোমার প্রজারের ভর যাও হাজার টাকা দিয়া সে
তা পারিতেন। ওয় হুতুল পাইবে, নর তাহার বেলে
বট। তোমার ভর কে দিয়া আছে? আমি তোমাকে
গ্রাণ দিয়া তালগানি। তুমি তো তবু বাহু আচরণ
তালগানিতে না। চরিতে গ্রাণ। আত্ম প্রাণী
আচরণ তোমাকে ভিড়িয়া আছে। তোমাকে সকল গ্রাণ
দিয়া আমার করিবার যোগ্যতা আমাকে দেও। তুমি
আমার দেবার তুল্য হও। তোমার মত হুই কহাওও

যেথেকেছি না। সব থাকিয়াও তোমার কিছু নাই।
তুমি কি এমন কাগিয়া যাইবে? ... রাণী ও বতীন মজুমদার
আসে। বতীনের চাকরীর কথা শুনি। আমি যে
তোমাদের সঙ্গে জীবনের তিস্ত দিয়া হুকু চেষ্টাছি,
তাঁরা বলি। চটায় পর যাত্রা ... তারতরং এতাদ
অতঃপর নিখাচিল বলিয়া তহোর anti-thesis
শাস্ত্রোত্তর অতঃপর তারতরং প্রাপ্তি হইয়াছিল। প্রিয়-
কৃষ্ণ কি সেই অতঃপর anti-thesis অতঃপর আশ্রয়
প্রদায় করিয়া গেলেন? তাহা হয় না। ... ততঃপর তিনি
নিভাগোপাঙ্গলের স্বপ্ন বসিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু নিভা-
গোপাল প্রবল বাবা দিয়াছেন। আজ 'কাল' (time) তাঁহার
কথা বলিবে। সম্ভব-ক্রান্ত বিশ্ব এই সমস্যা-মুক্তি দেখিবে।
২০শে কাশ্যরী

নিভাগোপাঙ্গল, সমস্যা-মুক্তি আমার, বর্তমান মুখে
যাত্রা সমস্যের বার্তা প্রদায় করিয়াছেন, তাঁহারা
প্রদায়কের তোমাদের প্রদায় করিয়াছেন। ... অতঃপর
সমস্যা-মুক্তি মনে উত্তর চলাগলে তে পান করিবে এই
শিবে তুমি চাড়া? বিশ্ব যে দুর্নীতির শিবে অতঃপর,
যে উত্তরকে কখন করিবে নীলকণ্ঠ অতঃপর শিবে তুমি
চাড়া? সকল ক্ষেত্রে যে সমস্যা প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহি-
তেছে, তাহা তো। তোমারই প্রদায়। কিন্তু বর্তমান
না তোমার মর্মান ও ভীষন তাঁহার সঙ্গে হুকু চেষ্টাতে,
অতঃপর তি চাড়া রান্না করিবে? ঐক্যের কার্য-স্বত
চেষ্টা? জাগো জাগো নিভাগোপাঙ্গল। আমার বুকের
মস্তক কত দাঁড়িবে চতুর্দশ দিবার শক্তি দেও, তদেগ
দেও। পশ্চিমীকৃত বৃত্তকে বৃত্তে অতঃপর তুমি নিভাগোপাঙ্গল।
আজ মস্তক-জীব দিগন্তে তব সিংহ এখন চেষ্টাতে প্রতি
বিনিবার উত্তর অতঃপর তব চাড়া প্রদায়, আলোচনা
প্রদায়িত্ব কথা হয়। প্রম-প্রিয়। এমনি রোগ একে-
বারে এক। এমনি কুমার আলার আলোচনার প্রদায়
ধাক্কা উচিত। কুমার 'মস্তক'িতে যেহুই দেখা প্রিন্সি-
পোপাল প্রদায়ের দিকী অতঃপর তরে ও শ্রম ... তাঁর
ও বর্ষের নিভাগু পত্রিকা রোগ পত্রিতে আরম্ভ করে।
৩১শে কাশ্যরী

নিভাগোপাঙ্গল, আমার জন্মের রাজা, আমার সকল মা-
ধাকার বৃত্তে তোমার বাবা তুমি উঠুক। আমি
পাশাপাশি, তুমি দেখানে চেষ্টা, আমার বেধে তুমি দেখা, প্রাণে
তুমি প্রাণী; আমি ছাড়া, তুমি কত। আমার না-খাওয়া
মহন করিয়া তোমার খাওয়া তুমি উঠুক নাগনের মত।
আমার আমি তুমি-ই। তোমার আমার বেধে দুটিয়া
হাউক, তুমি আমি এক অতঃপর হইব। আমার সর্বস্ব
তুমি। আমি 'বাক্য', তুমি তাহার 'অর্থ'। আমার বেধ-
প্রাণ-মন তোমাকেই প্রতিশ্রুত করুক। আমার সকল
ইঞ্জিরদ্বারা তোমার সেবার অধিকার দেও। আমার বেধ-
প্রাণ আত্মনিবেদনদ্বারা রাখার কাবে কামিত হউক।
তোমার সেবার উপযোগী ততঃপর আমার হউক। আমার
জীবনে তোমার জন্ম হউক। ১১শে কাশ্যরী
আসে। ... মীতর জন্ম, রোগ ২ বলা রাজা করে। চটায়
মঠে যাই উত্তরকারত নিভা। ... যতঃপর 'আন'দের কথা
ও অতঃপর গুলি পাঠ করেন। কিন্তু পরে কুমার দায়।
সে 'গোবর্ধন'ের বেধ অংশ পাঠ করে, বেধ'নে
প্রিয়মতক ও প্রিন্সিগোপালের প্র-পার্শ্বকোষ কথা আছে।
কুমার জানায় অতঃপর গুলি আদিত্যে। রোগ উত্তরকারতের
ঐ অংশ অতঃপর পত্রিকা পুনায়। তাঁহুরের অধিক-
মাগার তরে প্রতিষ্ঠিত খাওয়ার কথা আলোচনা হয়।
অতঃপর ও জন প্রদায়ের (শক্তিতানী) বাক্য ১০ টাকা দিয়া
দায়। ... সর্বস্ব অতঃপর সমস্তাশ্রিত মাগবের সামনে নিভা-
গোপাল, তুমি চাড়া যে প্রদায়িত্তে পাবে সমস্যা-মুক্তিতে?
তোমাকে আমি সকল জন্ম দিয়া অতঃপর বাক্য। আমার
জীবন-ধন তুমি। কোনও সমস্যা-ই তো চরম সমস্যা
হইল না, ততঃপর মাগবীক, আটকাইয়া গেল। তুমি চাড়া।
সে প্রতি যে মোগেন করিবে? দার্শনিক বিদ্রো চাড়া চাড়া
সমস্যা নয়। তোমার সিংহাসন, ততঃপর মোগেন ও তাত্ত্বি-
মর্মান বা নিভাগমর্মান অতঃপর প্রম। তোমার মত পত্রিকাই বা
করজন আছে? তুমি ১০ বৎসর আগেও তত অতঃপর।
৩১শে কাশ্যরী

ঠাহুর, তোমারই প্রদায়ের কথা করিবে, স্বপ্ন:ব সকল
অতঃপর মঠে তোমার ঐ রাজুল চরণের দিকে চাহিয়া

হইবে। আমার জীবনে তুমি তোমার কোন প্রয়োজন লান্বে তুমিই আন। তোমার বিশ্বরম্যকে আমি কোন্ পাট মে করিব? আমার বেহেশাদার দ্বিতীয় তোমার প্রয়োজন তুমি শিখ করিয়া লও। আমি তোমার হাতের মুকুল হইব। আমার বেহেশাদারনে তুমি রম্য কর, আমার বেহেশাদার তোমার হাতে গড়িয়া উঠুক। তোমার কাণে ও রূপে আমার সব কিছু আঁত ও রসিত হউক। তুমি আমি এক হই। আর কখন হইবে, তেহু সাহস্য করে।—
বৈকালে নীরবকক (বাঙাইটি) আসে সেখানের ছায়ার তথা বসিতে। তখনই রেণু ও কুমার তাহার ভক্ত-রথানার ১২টার মধ্যে বাইবে। মঠে বাই নাই। লম্বার পর গুপ্তি পাতার বীণা আসে।—কালনা নবীণে বাঁকা উঠিয়া কহিয়াছে, তাহার পরিক্রান্তিত উঠানের সঙ্গে একত্র হইয়া কিছু করিবার সারল আমার নাই। বাইতে পারিব না বলিয়া ছুঁত। তবে পরবর্তী কোনও এক সময়ে বাইবার ক্ষমতা রাখব রহিলাম। বাইব বলিয়া যাওয়া হইল না—আমিও খুব বেদনা পাইব। উপায় নাই। পরীক্ষার বিকে চাহিয়াও সাহস হয় না। কিছু দরে হুঁশা আসে। ১লা কেক্সারী।

নিত্যযোগ্যাস, তুমি আমার নিরঞ্জন, কালিদ-রহিত। কোন কালিন, কোনও সংস্কারের দাগ তোমাকে ল্পন হয়ে নাই। তোমার পরণে আমিও নিরঞ্জন হইব, পরণে আমি লাক করিব। নিরঞ্জন: পরম সাব্যসুপ্তি—তোমার ক্ষে, তোমার বিশ্বের সঙ্গে পরম সাব্য লাক করিব, এক ইং, তুমি বলিয়া বাইব, তোমার বিশ্ব বলিয়া বাইব, পরণ-তির কিতর দ্বিতীয় তুমি আন অষ্টেত। আমার পণ্যগত আমিও তুমি। তোমার আমার এই অষ্টেতগিতির কিতর আমার সকল অন্তর দুঃখ বাইবে, আমি বহু নির্দল কৃতকে হইব। তোমার রূপে আমাকে রূপগন কর, আমাকে সার্থক কর। তুমি আমার সারা দিনের ধ্যান। নিস্তর আঙণ জর চাড়ে নাই, সোপারও নয়...। লু ২টার পর আসে। রাহু ও টাকা পাঠাইয়াছে। লু সবে আমার জীবনের কথা হয়। ঠাকুরের জীবনের জীবনের ঘটনাঃ লিন চাহিয়া ওঠানার মধ্যে খাঁপ

দিয়াছিলাম। 'কি হবে কি হবে না, কি হবে কি হবে না' বিশ্বীর এই কাননা কোনও দিন কাঁপে নাই। অথচ 'বিশ্ব' গড়িয়া উঠিয়াছে শিখনে। ইহাই আমার সারা-জীবনের তত্ত্ব। আমার জীবনে টাকা বা কোন সুযোগ আসে নয়। আসে হইতেছে যাহা ক্রান্তে হইবে তাহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া খাঁপ মেওয়া। টাকা সুযোগ পাকিয়া লইতে হয়। নুতন লুপের পশন ক্রান্তে চার বাগার তাহাদের নীত হইয়া নাকি অন্ত হইতে পারে না। তৈরী হইলে খাঁপ তাহার হইতে চাড়ে না। ক্রান্তেই তাহদের আনন্দ। আমার জীবনের এই তত্ত্বের সন্ধান করণে ব'হারা আমার অন্তঃকরণে ক্রান্তে চার। নীলুর সঙ্গে ব্যাধ হই, সে ক্রান্তেই চাড়ে যাহা। আমি মঠে যাহ। ক্রান্তেই কাল ওঁস্তাখা বাইবে। নীলু প্রাণিগণ দিতো করিবে। তত্ত্বাত্মকের সংবাদিতায় বহুদূর অপমান করার অপমান করিয়াছে। ডিমান লকলের মাঝে মোরাইয়াছে। আমারও চার। আমি বলিলে সে শতাব্দিকীর কাহ করিবে, তাহিইয়াই বলিলেও করিবে না, ক্রান্তেই বলিলেও না। কাগরও অপমান আমি করি নাই। নবীণে তাহাদের লজ্জাতিবে দস্তুরিত লকার আমি দিয়াছি। তাহারা সেই সুযোগ লইয়া অপমান করিয়াছে। আমি আর তাহাদের কাছে পা দিব না। আমার কি? কোনও অস্তিত্ব আমার নাই। বহুজন আমার মস্তক ঠাকুরের পায়ে থাকিবে, ততদিন আমার মাঝা উঠু থাকিবে। কাগর কাছে মস্তাবদেহ পরীক্ষা দিও। উঠাও তো ঠাকুরের কিছু পড়ে নাই। উঠাও ঠাকুরকে লইয়া যাহা লুপিত করিতে পারিবে, আমি তাহা পারি না... ২২৩ কেক্সারী।

নিত্যযোগ্যাস, 'কালিদা হেঁথি এ তিন তুণে তুমি ছাড়া নাহিক আর'—রাধা বলি কেহ তাহাতে নাই ঠাকুর কাগর কাছে? আমার কেহ নাই ঠাকুর। তোমাকে বৃত্তে করিয়া একা পব বলিয়া চলিয়াছি। তোমার জীবনের ঘটনার সঙ্গে আমার জীবনের ঘটনা (event) বিনাইবার এক প্রাণগণ করিয়াছি, 'কি হবে কি হবে না, কি হবে কি হবে না' কিছুর কান্নাই তো কাঁদি

না কোন বর্ষ বর্ষ কাম মোক্ষাঙ্গিদি আমার ভিল না। তোমার আবার নিম্নের মতে সব আবার সংহার উঠাও হইয়া গিয়াছিল। আমার সব-বর্ষ ভূমি, সব বর্ষ ভূমি, সবকাম ভূমি ভূমিই আমার মৃত্তকন। তোমার বাহিরে আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাই। 'কৃষ্ণ-ময়ী কৃষ্ণ বার ভিতরে বাহিরে', 'বাহ্য বাহ্য নেত্র পড়ে তগা কৃষ্ণ মূর্তি' ... মীত বেণা আঙিও তাঁত ধার না। ... রেণু ও কুমার রাজা করে। হঠাৎ পর মঠে বসে। মীলনরতনাব্দুর সঙ্গে আলোচনা হয়। সম্বন্ধের তত্ত্ব জানি বলিয়াই নবধীপে নিত্যপ্রকাশনের সন্ধানটিতে বক্তৃতা দিতে পারিয়াছিল। তাহার হাতে যে অর্থ দিয়াছিল, সে তাহার অঙ্গপ্রয়োগ করিয়াছে। ইহার পরও কালনার উঠায়া ঘল পালাইয়াছে। শক্ত না হইলে উঠায়া পাইয়া বসিবে একবার যদি পূর্বের মত এই দর্শন লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তখন মহানির্ব্বাণ মঠের সংস্কার করা সম্ভব হইবে। 'মাত্রা পছা'। ঐষ্ট্রী হওয়ার কথা উঠায়া বলেন, হওয়া এক দিক দিয়া উঠিত। ওখানে ই ডাইয়াও মূর্তি হব, একটা বক্তৃতা থাকে। ঐষ্ট্রী না হইলে একাধিক বাহিরের থাকিতে হয় মানানো তখন 'কটিন' হয়। মহানির্ব্বাণ মঠের বর্তমান এই দুঃস্থায়ী ভক্ত হারী শুকস্রাভাগ, বিশেষভাবে — সাধনতত্ত্ব, চরিত্র সংশোধনের কোন বাংলাই ওখানে নাই। বাহিরের শক্তি লবণ করিয়া ওখানে ঠাকুরিতে পারিলে ওখানেই আবহাওয়া বিভক্ত হইবে। একটা বড় ছাড়া এই ধূমিত আবহাওয়া কি করিয়া শুভ হইবে? মঠের ব্যক্তি হইতে মঠে শুভ আনিত হইবে ... ওয়া ফেডারারী।

নিভাগোপাল, প্রাণ, মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ। ভূমি জাগিতেছে পরনে এখনে ভাগরণে। তোমার কোলে 'ব' আদিতোছে, জুড়িতোছে। তোমার কোন স্থান নষ্ট, নিরাধার। অথচ ভূমিই সঃ গিহুও আবার। ভূমি সঃভর, বিশ্বের সব বৈচিত্র্য ভূমি তরুণ পরিভেদ। ভূমি সব আভিতে, মস্তকে কীটপতঙ্গ, প্রতি ধূনিভায়া। তোমার তঃ-অভুতি নাই, ভাগবৎ নাই, ভূমি নিঃশব্দ, নির্লেশ, তোমাকে কোন দাপ লাগে না। ভূমি অব্যুত ... আমি প্রাণ-উপাসক, প্রাণের নরপ লইয়া সর্বের নরপ লইয়া। উদ্বাসিত

কুমার রেণু বাঙলিবাঙি ভাষণে দেখিতে যার ১১টার পৌচায় ২টার মীলনবাবুর ওখানে। ফেরে ৬টার। ভাষণা 'পঞ্চম হইয়াছে। ১৪০ টাকা কঠা। প্রতিভা আসে হঠাৎ। বুনো মাদারেরই মাঝে জীনেরদেও ওতা ভূমি রাখিবে। মীলু রাখিবে ত কি ও কাঠা নিকের মাঝে। বাঙলিবাঙিতে পৌটাকিল আছে—মেগনকুনগর। বেলগাছিয়া হইতে ট্রেনে বাতায়াত—কত্যা ১০, বানা ... আঙ আর মঠে বসে না। প্রজাবের উৎসব রাখিতে যুব থাকে। স্পেসিক ১২২ ৪ বার বসে ... ৪টা ফেডারারী।

নিভাগোপাল, আমার জীবনের প্রত্যহায়া, তোমার নগনে নহন রাখিয়া আমি এই তৎকালস্থল তৎকালস্থল সাগরের বুকে পথ বহিয়া চলিব। তোমার ঝাঁলে ঝাঁলে বাঁধিয়া, তোমার পথ-চলার তালে তাল মিশাইয়া, তোমার জীবনের ঘটনার সঙ্গে ঘটনা মিলাইয়া, তোমার জীবন স্পন্দনের সঙ্গে আমার স্পন্দন মিলাইয়া তোমার সঙ্গে ভূমি বন্ধিয়া গিয়া আমি চলিব। তোমার পথই আমার পথ, তোমার বিশ্বব্রহ্ম আমার গৃহ—আমি সেই গৃহের গৃহিণী, তোমার বিশ্বজনই আমার জন। তোমার বাহ্য তাল লাগিত তাহাই আমার তাল লাগিবে। তোমার চাওয়াই আমার চাওয়া। ভূমি আমি অনাগত বিশ্বব্রহ্মীর আদি পবিত্র, বৃক বৃক মিলাইয়া চিরিচ্ছি ... কুমার এটি স্টলে বই গিয়া আসে। ... রেণু এটি গ্রাহকের চায়া আসে। ... মঠে ৪টার পর বসে। বীরেন বানানী ও তাহার এক বন্ধু আসে। অনেক কথা হয় নারায়ণের অন্তরল কাহিনী, প্রজাবের 'প্রায়েন ঘেব' ... , তারতর্কের synthesis চিহ্নন মত (thesis on a higher plane); পাকাতোর synthesis দুঃখ-মিত চিত্র। ইনিভাগোপালের ভক্ত অকৃত সম্ভব হুইকেই embrace করিতেছে—'কৃত্তি কৃত্তি শূণ্য হায়ে' 'তায় হঃগদ্যঃ সেনা'—ঐক্য মৌর্য ও নিভাগোপালের evolution-এই processes পাই—'পূর্বের অর্থ'—'পূর্ববন্ধন আর নিঃ পূর্বত্ব'—'আকাশঃ স্রিয়া পূর্বত'—তঃ ত্রেত্র মৌর্য 'udabharan'-এর ব্যাখ্যা ইত্যাদি। 'মাতৃঘের ব্রহ্মমী ত্রণ বানী এবং ব্রহ্মস্বের ব্রহ্মমী ত্রণ হাণ'। ... এই ফেডারারী।

सायनिकी

ছোট ছোট নয় কেমন :—হু হু করে এটা হয়ে আসছিল যে ছোট্টা ছোট্টাই—সত্যি, বুদ্ধি, অর্থতে ব্যাড়া ছোট—ভাবা ছোটই। আর সঙ্গে সঙ্গে এইটাকে সবাই কানতে ব্যাড়া ছোট ভাবা অবহেলিত, অনাদৃত এবং সেই জন্যই অপমানিত হইবে। সেইজন্য প্রায় অবহেলিত, মূঢ় অপ্রহেলিত, অধিক অবহেলিত, বীদ্যোক্ত অবহেলিত। কিন্তু এই চিন্তাধারার পাশাপাশি এই ছোট্টই মূল্য প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে যোগ্য। একটা ব্যাড়াও এই ভারতীয় সত্যতার পাশাপাশি ছিল। যদিও সেটা তেজস্কার হয়ে সমাজ-জীবনে বা রাষ্ট্র-জীবনে ভ্রম পাঠানি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই ছোট্টের মূল্য যেবার ভ্রম পোষানোয় যোগ্য পদাশলি করে তাঁর দিত বরেন্দ্রটা ব্যাট্টিয়েছেন। বীদ্যের আত্মবাস্তবের অধিকার ছিল না বলে শ্রীমদ্বৈবে সম্বন্ধে যোগ্য ভ্রমপোষীদের তিনি আত্মবাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হতে ভাব দিয়েছেন। বড় হয়ে ব্যাড়াও বহির্বি সংস্পর্শে যেমন তিনি ব্যাপ্ত জানিয়ে কোণ দিয়েছিলেন তেমননি মিথে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে সকলের দৃষ্টি ধোঁয়া। কাত নিয়ে প্রদান করেছিলেন যে—কোন ব্যাড়াই যেমন ছোট নয় তেমননি কোন ব্যাড়াও ছোট নয়। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের পরে ব্যাড়া বানের জীবনেও যোগ্য ব্যাড়া হলেও তিনি বনের বানর, গৃহ্য চণ্ডাল, অশুভা পথী ইত্যাদি সব ছোট্টেরও পদন ব্যাড়া। এঁদের পরেও এই পেমিনে ব্রীন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের এ ব্রীন্দাবন ছোট্টের বৃক ভুলে নেওয়ার চেষ্টা হলে পেতেন।

এর পরে এসেছে সত্যের স্বাভাবিক সচেতনতার যুগ।
দোঁটকে জাক দিয়ে, প্রমিতকে আশ্বস্তকর করে তুলেছেন
স্বাভাবিক নেতারা। কাজটা বুঝি প্রয়োজনীয় ছিল সমর্থ
নাই। কিন্তু এতটা extreme অবস্থা থেকে বের করে
আনতে আর এতটা extreme অবস্থা-ই একমাত্র পথ বলে

[illegible]

অথও সমাধ। ভূমি আমি মানে সমাজের প্রত্যেক—ছোট বড় বনী নির্ধন কৃশীল অকৃশীল রাজা প্রজা নর নারী। কাউকে নিঃশেষ করে অপর বেটী আত্মপ্রতিষ্ঠা হতে পারবে না। হানাহানি করে মজবুতমাত্র টিকতে পারবে না—এ কি মজলের শক্তির বেঁচে থাকার প্রায়? যদিও একথা সত্য। শোকা খেয়ে পাখী বাড়ে, পাখী খেয়ে মানুষ বাড়ে, তথাপি মানুষ-সমাজকে বাঁচতে হবে কাউকে নীচে ফেলে নিয়ে বড় হয়ে নয়, এক মলের ঘনে মানে বোনীনে শক্তিতে বড় হয়ে নয়, কলেই স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বরাট হয়ে। স্বার্থ আমি স্বরাট এটা যেমন ভোমকে বীকার করতে চলে, তেমনি ভূমিও স্বরাট এটাও আমাকে বীকার করতে হবে—এই স্বাধীনে স্বাধীনে, তেউ কাউকে নীচে ফেলার চেষ্টা না করে, আঙ নিলে নিলে বাঁচতে হবে। সবলের চেয়ে বড় হতে পার শুধু প্রাণে, শুধু বাহ্যিকের জলধারায় শুধু বাহ্যিকের সেবার—তারও মধ্যে তোমার অস্বাভাবিক প্রতিকূলন দেখালে চলবে না—তার মধ্যে থাকতে হবে বল্যাপবুদ্ধি—সামাজিক বল্যাপবুদ্ধি। কি ব্যক্তিগতভাবে, কি গোষ্ঠীগতভাবে সকলে মিলে বাঁচব, আনন্দ ও স্বস্তি তোমাকে বাঁচাব—এ চিন্তাধারা আনা ছাড়া সমাজ-জীবনে কোনভাবেই সমতা দিতে পারে না।

এই যে ছোট বড় বনী নির্ধন ধনিক শ্রমিক কৃশীল সুস্থ প্রত্যেকেরই স্বরাট হওয়ার অধিকার—এ সম্বন্ধ হল কোন্ দার্শনিক দৃষ্টিতে? সেইটে সবলের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার। ছোট ছোট নয় তেন। সুস্থ সুস্থ নয় তেন। শ্রীমতীমোগলা তাঁর চর্চিত চিন্তাধারায় এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি এর দার্শনিক সূত্র দিলেন, 'অল্প অল্পও পূর্ণ, অধিক অল্পও পূর্ণ অল্প অল্পও অধিক অধিক হইতে পারে। পরিমিত সজ্জিবানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সজ্জিবানন্দও পূর্ণ পরিমিত সজ্জিবানন্দও অপরিমিত সজ্জিবানন্দ হইতে পারে'। অল্প যে একাত্তই অল্প নয়, ছোট যে ছোট হয়েও অল্প এইটে বুঝতেই শ্রীমতীমোগলা এই দূর দিলেছেন। পূর্ণ মানে complete in itself। শ্রীমৎ গুরুগোবিন্দানন্দ দিগ্ভঞ্জন—'পূর্ণ রহিত্যে অল্পেরই বৃত্তে অল্পেরই পরিপূরকরূপে, অল্পের সংস্থান বিকাসরূপে, অল্পেরই

একটা চক্র-রূপে—যেমন রহিত্যে অধিকের অন্তরে। পূর্ণ বৃত্তটা পরিমাপসত্ত্ব নয়—সে পরিমাপ মেন্যগতই হউক বা কাশ্যগতই হউক। যে কোনও দেশে যে কোনও কালে পূর্ণ 'বেগ' থাকিতে পারে। তাহার অর্থহীনতার ভয় মৌ পরিমাপ মেন বা কালের বা যুগের প্রত্যেক নয়। পূর্ণ অল্প বেগে বা অল্পকালে বা অল্প যুগেই সমভাবেই থাকিতে পারে বলিয়া দেশকালের যে কোন পরিমিত স্বয়ং হইতেই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা চলে, ভূমির মধ্য দিয়া তাহাকে পূর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চরম। পূর্ণ বৃত্ত তো অপরিসর। তাহার পরিমাপ নয়। যেটির মধ্যে পূর্ণ ভ্রমপূর হইয়া থাকিতে পারে বলিয়াই ছোট মানুষ ছোট বেগে থাকিয়া, ছোটকালে বসিয়া ছোট আচার-ব্যবহারের মধ্যে থিরা-পূর্ণের সঙ্গে প্রত্যেকেরে যুক্ত হইয়াছে।" পূর্ণের অর্থ বুঝতে তিনি অল্পও নিশ্চয়, 'স্বভাব প্রকৃতি কাল-কালও এক হিসাবে পূর্ণ গতা, যেমন না, সত্যের যে কোন অংশে প্রাণ বহির্ভূত পূর্ণ বৃত্ত স্থান হয়। ... কালের যে-কোন অংশে বাস করিলেই তাহাতে 'কায়তব্যগী' বলা হইয়া থাকে। ... প্রতি সাত্ত্ব অল্প থাকিতে পারেন এবং 'অল্প' বলিয়াই পারেন। অল্পের কাছে অল্পবিশেষের যে-কোন পরিমাপও ভূমিভাবে স্থান। তাই তিনি 'অল্পবিশেষ' মহত্যা মৌচাক' তিনি অল্পের মহতে সমন। ...

এইখানে পাড়িয়েই ছোট আঙ ছোট নয়—প্রত্যেকের ব্রহ্মস্বরই আজ আধারন করবার দ্বিবা। আজ তা'ট প্রমিত বহন সম্বন্ধে হয়, নারী বহন আত্মস্বাতন্ত্র্যের স্বাধীন মৌর্যাবৃত্ত জীবন লাভ করে, পূর্ণ বহন সমাজের অর্থ মন কনের—মাত্র মজবুতের মানদণ্ডে স্বকীয় মজবুত ওঠে, তখন বড় আনন্দ হয়। অধিক নারী পূর্ণ মজবুত বেকেই এতদিন vested interest-এর পক্ষ অত্যাচারিত অপরমানিত হয়ে এসেছে, তা'রা আজ জীবন-ময় জীবন লাভ করবে। কিন্তু তা'রা মজবুতের মজবুত লাভ করতে দিলে বহি আবার অপর পক্ষে 'অধিক' করে পাড়তে চায়—তা'দেরও আবার কুল হবে—যে কাল তা'হলে আজ এ পক্ষ জিতবে, কাল ও পক্ষ চিন্তে।

অত্যাচার অস্ত্রায় সমানই চলতে লাগবে। এটা তো কোন সমাধান হল না। বুঝতে হবে যে প্রতি দ্বাদশই ঘণ্টা হবে, নিজের আত্মঘাতারায় মর্গদ্বার ঠাকাবে— সেখানে প্রথমেই 'সম্রাট'কে ভাগ করে ফেলবে। সত্যকে আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। তাই ছোটরা ছোট নয় যেমন, ছোটরা যেমন অত্যাচারিত অপমানিত হবে না, তেমনি অন্যকেও ছোট করতে চাওয়া, অত্যাচার অপমান করা চলবে না। যে যেখানে আছে সেখানে থেকেই সে ব্রহ্ম। আমি কুঁড়ে ঘরে থাকি বলে আমি ছোট নই—আমাকে বড় হতে গেলে যে আমাকে জোঁকী তলার অধিকারী হতে হবে তাও নয়—কুঁড়ে ঘরে থাকলে আমার বেঁধে রাখা পাখি না বা আমার অন্য নামাকারে বিকশিত হওয়ার অস্ববিধা হয় এইজন্য কুঁড়ে ঘরটাকে আমার ফেলাতে হতে পারে। কিন্তু এ চিন্তাটা এতদিন মায়ের মাথায় আসেনি—তারা জানে যে কুঁড়ে ঘরের

যানে জোঁকীতলার অধিকারী না হলে—দর্পদ্রকার শক্তির অধিকারী না হলে—বুড়ি বড় হওয়া হয় না। মায়ের মত বীচিতে বড়টুকু বা প্রয়োজন তা লাগবে সবসময়েই ধনো—কিন্তু কুঁড়ে ঘরে থাকি থগেই আমি ছোট হয়ে যাই না এইটেই আনন্দের কারণ বুঝতে হবে। ছোট ছোট নয় কেন লোক তাও ভুলপনতভাবে বুঝতে হবে, গোড়াতে হয়ে এবং প্রত্যেকে তার অস্বনিহিত মহাব্যয়ের প্রকাশ ঘাই বরাট হবে—এও জানতে হবে। প্রতি ঘণ্টা একক মাত্রণ এখন সম্বন্ধে হয়েও বরাট থাকবে তখনই বটে অল্প অল্প থেকেও অনেক, ছোট ছোট হয়েও পূর্ণ, সার্থক। কিন্তু ছোট বড়র এই তত্ত্ব না বুঝে ছোট বহি পরিমাণ দিয়ে শক্তির অধিকারী হওয়ার পথে চলে, বড় হওয়ার তথাকথিত 'রাসে' যোগ দেয়—তাতে সে দেরকম বড় হয়েও বড়ভাবে পাবে না যেমন বড়রাও আজ শক্তিতে বড় হয়েও সত্যিকারের বড় নয়।

উজ্জ্বলভারত : সূচীপত্র : মাস-কাল্পন ১৩৭৯, ১৩৮০

১। আশ্বিনের কথা	১	৬। আলোর মণ্ডলীনা (বিজ্ঞান মাসিক)	১৮
২। লাক্ষ্মী লাহিত সৈনিক পতাকা	৪	অধ্যাপক রাধেন্দ্রনাথ দাঁপ্তর	
৩। প্রাচীনকালীন ভাষা	৪	৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাসের দিনপঞ্জী	২৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাসের গ্রন্থ		—১৩৪৪-৪৫	
৪। কবি ইলিট	১৪	৮। স্মারিকী : ছোট ছোট নয় কেন ?	৩০
জনাব রেডাউল কবির			

শ্রীমৎ দ্বিত কবুক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইখাটি, পোঃ অধিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, পঃ, বোম্বেনবাগান সেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

২৪ গরগণা জেলার অধিবাসীদের কাছে আবেদন ।

- খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনে সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন ।
- আপনার উপর ধার্য "লেভীর" ধান বা চাউল আজই দিবে দিন ।
- যেন রাখবেন সময়মত লেভীর ধান বা চাউল না দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ ।
- আপনার ধান নির্ধারিত মূল্যে নিকটবর্তী অনুমোদিত এজেন্টের (ডি. পি এজেন্ট) কাছে বিক্রয় করুন । এবং বোনাস লাভ করুন ।
- ধান চালের মজুতদার এবং চোরাকারীদের ধরার কাজে সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন । এই সম্পর্কে খবর থাকলে নিকটবর্তী থানা বা চেক পোস্টে খবর দিন ।
- নিশ্চিত জানবেন আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও শুষম বণ্টন সম্পর্কিত নীতি সাফল্য-মণ্ডিত করা সম্ভব নয় ।
- কোন কিছু জানতে হলে স্থানীয় উন্নয়ন আধিকারীকে (বি. ডি. ও) সংগে যোগাযোগ করুন ।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ।

উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠ * বিক্রয়ে সর্বাধিক



সুলেখা স্পেশাল
 সার্মোনেষ্ট : স্প. - স্মারক *
 রয়েল - ১৯ * স্মারক *
 ওয়ানবল : রয়েল স্প *
 রয়েল * টাইন।

সুলেখা একজিকিউটিভ
 সার্মোনেষ্ট : স্প. - স্মারক *
 রয়েল - ১৯ * স্মারক *
 ওয়ানবল : রয়েল স্প *
 রয়েল * টাইন।

সুলেখা জেনারেল
 সার্মোনেষ্ট : স্প. - স্মারক *
 রয়েল - ১৯ * স্মারক *
 ওয়ানবল : রয়েল স্প *
 রয়েল * টাইন।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
 কলিকাতা * পশ্চিমবঙ্গ

সীতাপাত্রী মনসী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ত্রিগীতা (সীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)

৮'৫০

ব্যাগানে বাঙালী

৪'০০

ত্রিভুজ ও ভাগবতধর্ম

৭'৫০

বীরবে বাঙালী

২'৫০

কর্মবানী

১'২৫

বিজ্ঞানে বাঙালী

৪'৫০

ঐশ্বর্য

২'০০

বাংলার ফবি

৩'৫০

ভারত-আখ্যার বাণী

৬'০০

বাংলার বিহুবা

৩'০০

Soul of India Speaks

৬'০০

বাংলার মনীষী

১'৫০

শিক্ষাবীর বর্মশিক্ষা

১'৫০

জীবন গড়া

৭'৫০

পঞ্চট সীতা

০'৫০

রাজবি রামমোহন

১'৫০

আগোষ জগদীশ

২'৫০

শ্রীমীলিমা মোষ এম. এ., বি. ঙ

অ'চাও প্রমুখচন্দ্র

১'৫০

ছোটবেলা গল্পগুচ্ছ

২'৫০

গুণাচাও বিবেকানন্দ

২'৫০

বিজ্ঞানগর্ভ

১'১৫

রবীন্দ্রনাথ

৩'০০

প্রোগ্রামার নৃত্যম গল্পের বাংলা অভিধান

বার্ষিক শব্দকোষ ১২'০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্ট্রাট : : কলিকাতা-১২

আজই সঞ্চয়
করুন

আয় বৃদ্ধি
করুন

অল্প সঞ্চয়ের প্রকল্পগুলি জানুন।

- ★ ১. ৩. ৫ বছর মেয়াদী পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিট প্রকল্প—বার্ষিক সুদ যথাক্রমে ৬% ৭% ৭%।
- ★ পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক একাউন্ট—করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৪%, সমগ্র বার্ষিক বছরে ন্যূনতম ১০০ টাকা জমার ৪% ও ২ বছরে বন্ধ আমানতে ৪%।
- ★ ৫, ১০, ১৫ বছর মেয়াদী কিউম্যুলেটিভ টাইম ডিপোজিট প্রকল্প—করমুক্ত বার্ষিক সুদ যথাক্রমে ৪.৭৫%, ৪.৭৫ ও ৫% (চক্র বৃদ্ধি হারে)।
- ★ ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রকল্প—করমুক্ত চক্রবৃদ্ধিহারে ৫% কিউম্যুলেটিভ টাইম ডিপোজিট এবং ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রকল্পে আরকরের রিবেটও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্টঅফিস বা জেলা সঞ্চয় আধিকারিকের
সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

“২৪ পরিশোধ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত”

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

- | | | |
|--|-----|--|
| 1. Place of Publication | ... | Naranarayan Ashram
Vill. Baguiati
P. O. Ashwininagar, (Calcutta 59)
24 Parganas, West Bengal. |
| 2. Periodicity of its publication | ... | Bi-monthly. |
| 3. Printer's Name | ... | RENU MITRA M. A. |
| Nationality | ... | Indian. |
| Address | ... | Naranarayan Ashram
Vill. Baguiati
P. O. Ashwininagar, (Calcutta 59)
24 Parganas, West Bengal. |
| 4. Publisher's Name | ... | RENU MITRA M. A. |
| Nationality | ... | Indian. |
| Address | ... | Naranarayan Ashram
Vill. Baguiati
P. O. Ashwininagar, (Calcutta 59)
24 Parganas, West Bengal. |
| 5. Editor's Name | ... | RENU MITRA M. A. |
| Nationality | ... | Indian. |
| Address | ... | Naranarayan Ashram
Vill. Baguiati
P. O. Ashwininagar, (Calcutta 59)
24 Parganas, West Bengal. |
| 6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital | ... | RENU MITRA M. A.
Naranarayan Ashram
Vill. Baguiati
P. O. Ashwininagar, (Calcutta 59)
24 Parganas, West Bengal. |

I, RENU MITRA, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 21st February, 1973.

Sd. RENU MITRA,
Signature of the Publisher.

সাংখ্য প্রকৃতির স্বয়ংকর্তৃব স্বীকার করেন, অথচ সেখানে পুরুষের সান্নিধ্য বাতীত প্রকৃতির কোনও প্রবৃত্তি হয় না। পুরুষের সান্নিধ্য ও প্রকৃতির স্বয়ংকর্তৃবরূপ বিপরীত ঘটনাভয়ের মীমাংসা সাংখ্য দিতে পারেন নাট। যে কর্তৃবের মূলে বহিরাছে আর একটি স্বস্তর সান্নিধ্য, তাহার সেই কর্তৃব 'বহা' কি করিয়া? বেদান্তের দিক হইতে এই প্রশ্নের উত্তর সাংখ্য দিতে পারেন নাই। সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির উপর এবং প্রকৃতির উপর নিষ্কেষ উপর হিংসাই করিতেছেন, কেন না প্রকৃতির 'কেবল' রূপ তিনি স্বীকার করেন নাই, প্রকৃতির স্পন্দনের জন্য পুরুষের সান্নিধ্যের একান্ত আবশ্যকতা নিষ্কেষ ও প্রকৃতির কাছে প্রতিপন্ন করিয়া তিনি প্রকৃতির 'মানে'-র হানিই করিয়াছেন। অপূর্ব পুরুষোত্তম-সাংখ্য এই গীতা প্রকৃতির উপর মানহানির দ্বার হইতে পুরুষকে মুক্তি দিয়া প্রকৃতিকে স্বর্গতোভাবেই স্বয়ংকর্তা স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতিও শেষগের চাপ হইতে মুক্ত হইয়া আজ কেবলা, স্বাধীনকর্তৃকা। পুরুষোত্তম-স্তরে প্রকৃতি-পুরুষ এমন অনন্ত ব্যবধানবৃত্ত যে, পুরুষের তরফ হইতে প্রকৃতির উপর কোনও টান ধরাই পড়ে না, কোনও সাধনায়ই এই টান উপলব্ধির মধ্যে আসে না, এমনই পরকীর তাহার; অথচ প্রকৃতি পুরুষ গলা ধরাধরি করিয়া রাসত্বে বিভোর। পুরুষোত্তম-স্তরে প্রকৃতি পুরুষ সম স্বার্থ ও সম পরার্থ বলিয়াই উভায়ের সাংযোগ উপাধিবিশুদ্ধ সহজ, ঐ সাংযোগ জীবনের মধ্যে এত সহজ হইয়া বহিয়াছে যে উহা কোনও বুদ্ধির মাপকাঠিতে বরা যায় না, টান বলিয়াই চেনা যায় না। সাংখ্য পুরুষের যে সান্নিধ্যকে প্রকৃতির বাহিরে দেখিয়া বিপদে পড়িয়াছেন, অপূর্ব সাংখ্য গীতা সেই সান্নিধ্যকে প্রকৃতির স্তরে স্তরে, দূরে নিকটে, অন্তরে বাহিরে ছড়াইয়া দিয়া পুরুষের পৃথক দৃষ্টরূপ এক প্রকাণ্ড চাপ হইতে প্রকৃতিকে মুক্তি দিয়াছেন। অপূর্ব সাংখ্য গীতার ভাষায় বলিতে গেলে প্রকৃতির চলিবার পথের কৌশল বা যোগ ভাড়া পুরুষ আর কিছুই নন। পুরুষের এইরূপ ন-রূপে নিজেকে মুছিয়া ফেলিবার যোগ্যতা অর্থে বলিয়াই নিরীশ্বর সাংখ্য নত হুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। এইখানেই ছুই ছুই হইতে মুক্ত হইয়া, কেবল-কেবলা হইয়া রাস-লীলায়ত।

তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি স্থাপন করা ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গেই তাহার উচ্চল বৃত্ত।
সব মত-সম্বন্ধের সঙ্গে সব পদ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধ-বৃত্তি ইতিহাসগোপালের জীবনের দৃষ্টান্তে সে সংসার
আছে। আর আছে বামিক নিবিকল্প সদ্যবিশ্ব পূজ্য কি করে বিগ্রহী হতে পারে, এক-জন রচনার তালে,
মাহাত্ম্যের স্বরা মাহাত্ম্যের পোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে—

নীচের বৈকলিতে তার বোঝা পাবেন।

ঐশ্বর্য পুরুষোত্তমাবল্য অবধূতের

মুক্তি

পাত্রলিপি

১। প্রথম (অবধূত ভাষা)

১ম বক্ত (চতুঃপত্রী)

২.০০

২য় বক্ত (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত)

৮.০০

৩য় বক্ত (৩য় অধ্যায় পর্য্যন্ত)

১.০০

৪। উপোপনিষৎ

২.০০

৫। তেনোপনিষৎ

১.০০

৬। কঠোপনিষৎ

৩.০০

৭। প্রাণোপনিষৎ

১.০০

৮। ইতরেগোপনিষৎ

১.০০

মাহাত্ম্যোপনিষৎ

৯। শ্বেতাশ্বততোপনিষৎ

২.১৫

১০। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

৩.০০

দ্ব্যুপোপনিষৎ

১১। ইতিহাসগোপাল—জীবন ও কর্মের

৩.০০

১২। বরাহমিহ পুর্নরূপ

০.৫০

১৩। শ্রীভক্তরত্নী

০.৫০

১৪। উচ্চলভারত (পুস্তিকা)

০.৫০

১৫। বরাহমিহ পুর্নরূপ ওষধিভক্তি লব্ধে

পুরুষোত্তম-বৃত্তি প্রতিষ্ঠা আশোচনা

৩.০০

(মাতৃ-স্বাক্ষরিত ওষধি প্রকাশিত)

১৬। ইতিহাসগোপাল

১২.০০

প্রতিভা সারস

১। নারী-প্রগতির ভঙ্গিমা

১.২৫

২। ঐশ্বর্য পুরুষোত্তমাবল্য-পিতৃ নিত্যগোপাল

ও পিতৃ হবার কথা

০.৫০

৩। ঐশ্বর্য পুরুষোত্তমাবল্য

৫.০০

ঐশ্বর্য স্রেণ্ড মিত্র

১। সম্বন্ধমিহ ইতিহাসগোপাল

০.৫০

২। স্বীকৃতি-স্বাক্ষরিত ওষধি

২.০০

৩। পুরুষোত্তমাবল্য

৫.০০

৪। ইতিহাসগোপাল

৫। স্বীকৃতি-স্বাক্ষরিত

৫.০০

৬। প্রাথমিক শিক্ষা

৫.০০

নরনারায়ণ প্রামাণ্য

গ্রাম : বাগুটআটি পোঃ অধিনীলপুর, (ভায়া—কলিকাতা-৫২) ২৫ পরগণা। ফোন : ৫৭-২৫৪০

প্রতি সংখ্যা : ০.৫০, বার্ষিক ৫.০০

স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গাভ্যাসন অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র



স্বাধীনতাশোভা-বাণী

“নিষ্ঠা-অনিষ্ঠা সমন্বয় : আস্থা-অনাস্থা সমন্বয় :

জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় : শাক্তির নিরাকার

সমন্বয়। আত্মনিরাকার সমন্বয়।

আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।

স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সমন্বয়। চৈতন্য-

অচৈতন্য সমন্বয়। বৈত-

অবৈত সমন্বয়।

সর্ব সমন্বয়।”

“আমি বিশ্বনাগরিক

“এই বিশ্বই আমার মহাসমুদ্র”

চৈত্র-আষাঢ় ১৩৮০, ১৯৭৩

সম্পাদিকা—রেশ্মা মিত্র

২৬-তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।



বরষার পথে ভদ্রসা

কমর ওয়ার্ডের মতো
টেকসই এবং হালকা, এই লোফার
জুতা-টিয়ে হয়ে না। ১০২৫
উজ্জ্বল কালোয় তৈরি, হালকা
মধ্যে হালকা স্ট্রাপে। পুরো
অংশেই বাকার থাকবে। আর
জুতা-পেছনটির একটি স্ট্রাপে
যে লোফার পা বন্ধ হবে না।



কালো
পুরুটি ওয়ার্ড
সাইজ ৯-৭
৫.৭০



কালো ওয়ার্ড
সাইজ ৫-১০
৭.১০



কালো লিটল
সাইজ ৫-১০
৫.৭০



কালো
পুরুটি ওয়ার্ড
সাইজ ৫-১০
৭.১০



নব্বনাশ্রাঙ্গণ আশ্রমের আবেদন

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকাকালীন ১১খানি প্রধান উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বসম্বলন সামগ্রিক জীবনার্থে অবধূত-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্র, ৯খানি উপনিষৎ ও শ্রীগীতাভাষ্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমানে 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ'-খানি মুদ্রিত করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব সকলের নিকট কাতর আবেদন জানাই—যিনি যাহা পারেন অর্থ-সাহায্য করিয়া শ্রীত্রানিত্য-গোপালের প্রাপ্ততত্ত্ব সাধারণের নিকট উপস্থিত করুন।

সূচীপত্র : দ্বৈষ্ট-আষাঢ় ১৩৮০

১। প্রাৰ্থনাকালীন ভাষণ	১১	৪। আদি মনে করি (কবিতা)	২১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-প্রবৃত্ত		ত্রিকহিদাস সাহা	
২। একটি চৈতন্য	৮০	৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপতী	২২
শ্রীমৎ চক্রবর্তী		১৯৫৪	
৩। মানবতা কীদে কিরে (কবিতা)	৮৪	৭। বেমন দেবেছি (কবিতা)	১০৩
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী		শ্রীকলীক	
৪। সর্বাভি-সম্বরণ	৮৬		
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ			

একটি যোগা !

ফিক্সড ডিপজিট স্ক্রীম ইউনাইটেড

স্বদের হার বাড়লো !

ইউ বি আই-এর ফিক্সড ডিপজিট কীমে এখন টাকা জমাদানো বেশী লাভজনক।
এ বছর পরমা এপ্রিল থেকে সুদের হার আরও বাড়িয়েছে। যার ফলে দিন থেকে
পাঁচ বছরের বেশী সময়ের মেয়াদে টাকা জমা রাখা যায়। মেয়াদ অনুযায়ী শতকরা ২৫
থেকে ৭৫ হারে সুদ পাবেন। ইউ বি আই-এর ফিক্সড ডিপজিট কীমে বেশ মোটা
রকম সুদের আয় হয়।

পূর্বসূর সুদের হার	মেয়াদ	নতুন সুদের হার
২%	১৫ দিন থেকে ৪৫ দিন	২.৫%
৩%	৪৬ দিন থেকে ৯০ দিন	৩.৫%
৪.৫%	৯১ দিন এবং তার বেশী কিন্তু ৬ মাসের কম	৪.৫%
৪.৫%	৬ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ৯ মাসের কম	৫.৫%
৫.৫%	৯ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ১ বছরের কম	
৬%	১ বছর এবং তার বেশী কিন্তু ২ বছরের কম	৬%
৬.৫%	২ বছর থেকে ৩ বছর অবধি	৭%
৭%	৩ বছরের বেশী থেকে ৫ বছর অবধি	
৭.৫%	৫ বছরের বেশী	৭.৫%



ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBFI-7388



উকুলভারত

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, খ্রী: ১৯৭০

২৬তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

শ্রীশ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

৮৪

১৪. ১০. ৪৭। যে অনিশ্চিতের মধ্যে গেরি-
হিলাম, তা ক্রমে বেদান্তের তাৎপর্যে নিশ্চিত হন
নিঃ—মর্ত্যের সঙ্গে অন্তর্জাতে বেঁধে দেবার ভক্ত
নিভাগোপাসনের আস্থান গুনেছিলাম—এই সংসারের তত্ত্ব
দেবার ভক্তই রাজনীতি করেছি—নর থেকে নারায়ণ,
নারায়ণ থেকে নর—বীরে বীরে গড়ে উঠল
নরনারায়ণ—তারপরে নরনারায়ণ আশ্রয়—এখানে
রাসবিহারী প্রতিষ্ঠাতে [—তাইই শাখা কৃষি ও
বলদখারে] তারপর সেখান থেকে এই সেফৎ বঙ্গ
হল এখানে এসেছি।...যে সেসাইর ব্যাণারী ব্রহ্ম
ছিল তা কাল থেকে বাইরের সম্পর্কে বড় হতে
চলল—সক্তিংবাবুর ভক্তই বিশেষ করে এটা ধন
(ঐশক্তিং ব্রহ্মার গুহ্যত্বের আশ্রয়ের সেসাই ব্রহ্ম
ও লাইব্রেরীও যে সমাজ-সেবার কাজ ছিল তাহা
সোসাইটি এ্যাক্টিভার। যেজীবিত করেইবার গ্রন্থন
উভোক্তা ছিলেন)। একজন সক্তিংবাবুকে আমার
আনন্দ জানাই। উবাদিনীকে বাম দিগে কোনদিন
কিছু করি নি—কাল উবাদিনীকে সকালে আনলে
বিশেষ আনন্দের কারণ হবে।...আমার ঠাকুর আমার
হাত ধরে নিয়ে বেকান—(পান পাইলেন) আমার
নিয়ে বেকার হাত ধরে—মুখখানি সে ধরে মোড়ার—
আমার মুখের পানে সে তেরে থাকে—হাসলে হাসে
কাঁদলে কাঁদে কতই রাখে আমারে—আমি জানতে
এলাম তাই কে বলে যে আপনার নাই...। নিভা-

গোপাল, তুমি আমার আর—কারো থাকুক বা না
থাকুক নিভাগোপাল তুমি আমার আর তুমি বলেছ—নরৎ,
ব্রহ্ম বেদার আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রতি
পদক্ষেপে তুমি সামনে আছ—সামনে পড়তে
মক্ষিণে বামে আমার আগ্রহি রেখেছ—নাইলে কোথায়
জেনে যেতাম সংসারের নিষ্ঠুর আক্রমণে...। আমি
অপ্রতিকার, অপর—কারো বিরুদ্ধে অর কোনও করতে
জানি না—তুমি আমার ভক্ত অর ধারণ কর...। প্রজ্ঞার
মত তুমি আমার কোলে করে রেখেছ—আমার নিভা-
গোপাল সোনার গোপাল—তিনিই কৃষ্ণগোপাল হরি-
গোপাল ব্রহ্মগোপাল—নরনারায়ণ আশ্রয়ের এই কর্তৃ-
ক্ষেত্রে তুমি অগ্রগামী—তোমারই অহংকার করিব—এই
শিরশ্চিহ্নে তুমি বিজ্ঞাপতি, তুমি কলাপতি...। আমার
শ্রীরাধা—আমার চতুর্থী কলার বনীভূত ভ্রম শ্রীরাধা—
তোমার ঐ রূপ আমার বিদিত্য বহিরাছে—আশ্রয়ের এই
শিরশ্চিহ্নে তোমার পাদপীঠ রচনা করুক...। অর্পিতা,
আমার বিবেদিতা,—তুমি আমার জীবনের আশা আভাস
পূরণ করিতে চাহিয়াছিলে—কিন্তু তুমি অবশেষে চলিয়া
শেলে। তোমারই—নামে অর্পিতা-সম্ম করিয়াছিলাম—এই
শিরশ্চিহ্নে তোমারই কাণ করিবে—শ্রীরাধা,—নৃত্য
কর্মের রাজা হুক হোক তোমারই চরণতলে...। নিভা-
গোপাল, বিশ্বের মাঝে তোমারই প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে
চাহিয়াছিলাম—ধন নাই, জন নাই—তবু আছে গ্রাম—
মহাগ্রাম—নিজের আসন নিজে প্রতিষ্ঠা কর—স্বয়ং রাখে,

জয় নিত্যশোণাল—হরিরোম—

১৪. ১০. ৪৭। তাপ্তভ্রমর জ্ঞানবাহু বিধি বাতব-
বহু—বাতবহু বহু বেতু—তাপ্তবহু ১০। ১। তপ্ত বহু
বহু নি—বাতব বহু আমার আশক্তি হিরে বে বহুকে
চাই, সেই বহু বাতব বহু না—তী স্বামী স্বামীকে
বহি তপ্ত বেতু, তাহলে বাতব স্বামীকে সে জানি না—
তী স্বামী স্বামীকে স্বামী হিসেবে, স্বত্বের পুত্র হিসেবে,
বেতুর তাই হিসেবে, সমাজের ও রাষ্ট্রের একজন হিসেবে
অর্থ একজন মাহুদের সব তাহে বেতুতে পারে, তখনকার
সেই স্বামী বাতব বহু ...আমাদের বাগকে আছে আপানে
নেক অলঙ্ক—মন দিয়ে অসীমকে জানা যায় না ...
পুত্র মতি কথ্য ...আমার স্বামীই বিভিন্ন রূপে—এটা
বুদ্ধিতে হলে চাই তাপ্তভ্রমর ...বিরে তখন হয় প্রসার।
হাস্যকরো যাহা বিদ্যুৎ ইন্দ্রিয় স্বামী বিদ্যে বিচরণ করে,
তখন সে বির প্রসার। ...লাত অসার, অসারস্বত্ব, পুত্র-
হুত্র সব কথ্য কুত্র স্বীকার—তোমার আশক্তি হিরে
করতে হলে লাতে হুত্র, অসারকে বিদ্যে—লাত করতে
হিরে তেই লাত করতে পারে নি... তোমাদের যা
টোনটানি করলে আমার শেতন না...সংসারের হিসাবে
লোকসান করেছেন...তু তিনেই কিতে সেসেন... ছেড়ে
হিরেই আমাকে ১৬ জানা পাওয়া যায় ... বাতব বহু
লতন সম্পর্কে ভিন্ন করবার যোগ্যতা চাই...মহুত্ব
তিনেই কালী, দিত্যরূপে শিব, স্বামীরূপে কুত্র—এ বে
তাহতে না পারে, নিত্যশোণাল অলঙ্ক তার ব্যতিক্রমী
অক্তি... ...দব রূপে বেতুতে পারলেই বাতব বহুকে হেবা
হয়... লাত অর্থ অসার, অসার অর্থ লাত—এও
বুদ্ধিতে হবে... যেদিন চাকুরী ছাড়লাম অনেকই চরম
বিষয় মনে জেনে ব্যাধক উঠেছিল—উদাসিনী তো চোখে
জল ফেলেন নি। ...এ বিবে লোভের বশবর্তী হয়ে কেউ
কিছু পারে না...ছেড়ে দিয়ে বহু লাভ করতে হয়...।
হাস্যরাসী কায়বাহু ঘটনাটী স্বাণ স্বাণে হবে—যেখানে
লবল সোণী ছিল একটী মেহ। ...সাইনট্রনের চতুর্ভাষিক
মেহে লাত লোকসান—এই স্বাণ-সাদা...।

সে কোন্ ভোজন যেণ নই রে

অগণন চকোর মধুগানে বিতার

... ..

সাকার ভূমি মরে নিরাকারে হুণে

নিরাকার হুণে ওঠে সাকারের রূপে

বে বেণের অভ্যাসে হুণে মানে হুণে

সে কোন্ ভোজনবেণ নই রে।

...তপ্তবহু বা হিরে তা-ই তিনি অনস্বায়িত করে
ভিরিয়ে যেন...। বাগবেতুত পুত্রের চোখে লাত
লোকসান বহলে গেছে...। বিধির অতিক্রম চলার পথ
মহানাস্ত্রণ আত্ম বেতু প্রচারিত হবে...। আমার
জীবনে আমার স্বী আমার সমস্ত বর্ধের লহারক—গিহটান
মন ...চাকুরী ছাড়লাম, পাল যেন নাই; কৃষক সোম
হাতি সেন নাই। ...কোন সময়ে বুদ্ধিত আমাকে উদাসিনী
দিখলেন, সব ছেলেপুলের জলবল, পায় বহি এসে...।
পরদিন চিঠি হিলেন আমার বহু হুণে সেন এসে থাকেন—
না আসলেও চলবে। ছেড়ে দিলেই পায়...। এতগুলি
লোকের বে এ প্রাণে চল থাকে, সে কি আমার চাকার
জোরে? ...জলস্রবের ঘোরে...। স্বাণী আশ্রয়ের কলে...।
এ বিধে লব প্রসার। বিদ্যে স্বাণীর অস্বায়িত নিয়ে প্রসার
পাওয়া যায় না ...চাকুরী নিয়ে সংসারের কাপাকতি
স্পর্শ করা যায় না ...সংসার কান্ডে বাবা মেহ, প্রলোভকে
সংসার বাবা মেহ নি...। কৃষকের বহু বিধে সংসার
এসেছিল। সংসারবেই কৃষক করবার লজ...কিন্তু এই
সংসার মেহে, তোমাদের স্বাণ চালচল মেহে যে আমার
অভিমান বহলে দিতে হচ্ছে...। আমার হুণে বহু হয়ে গেছে। ...
...সাবী কথ্য না—সাবী কথ্য কিছু পাবে না...তপ্তবহু
আপনি স্বা মেহেন...তপ্তবহু স্বা...। নিত্যশোণালকে
আমার বাবামেহের কথ্য বলেছিল, তিনি উত্তর দিয়ে-
ছিলেন—তোমার বাবামেহের কথ্য আমার মনে থাকবে।
...নিত্যশোণালের মনে তো ছিলই—নিত্যশোণাল নিত্য-
শোণাল করে বাবা মেহ সময়ে পারল হয়ে সেসেন—
যোগেশ্বরের মত চল সেসেন...। জোয় হুণে করে কিছু

পাশে না—যুব কালে। বয়ে কিছুই পাশে না...
হাসিমুখে চল...হাসিমুখে ছাঃ বয়ঃ সয়...।
‘নিত্য-অভিধান’ একটা নিখণ্ড ইচ্ছা ছিল...নয়-
নায়াংগে আশ্রয়ের এই নৃতন বধা কবে যজ্ঞে নেবে?
...এ বিধে পাণ্ডুর কৌশল হচ্ছে রাগশোধ-বজিত হয়ে
ছেড়ে দেওয়া হাসি মুখে...উৎসাহিতরী জীবনের একটা
স্বপ্ন যদি নিখতে পার জীবনে কল্যাণ লাভ করবে...।
রামচন্দ্র অথোখা ছাড়লেন—তিনি যে শুধু অথোখারই নন—
তিনি বিশ্বের—তারই প্রদান করতে অথোখা ছাড়লেন...।
করতের হাতে রাগশোধ হিলে তো বাণীর রাগশোধ থাকে...।
একটা বিশ্বস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাপকতা নিয়ে অথও
অথোখা গেলেন...।...যদি রাগতে চাপ, ছাড়ো, মুক্তি
হাও...। বার ধূনি হোক প্রমুখি, বার রাগন বোক
প্রমুখি...।

১৬, ১০, ১৭। তদগান তালবতে বলেছেন গিডা
এবং অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম আদার দুইটী তত- তাই নন...।
তদগানকে পেতে দুটোকেই অধ্যয়ন করতে হবে।
অথচ দুটো বিচ্ছিন্ন হটে—উত্তরমীমাংসা বিভাক্রে সত্য
বলে বর্ষকে অথ বলেছেন, পূর্ব-মীমাংসা বর্ষকে সত্য
বলে জানকে অথ বলেছেন...।...সাবধানীভাবোপ-বাণেই
বিকৃ যদি—সেটা না থাকলে কর্ম ঠিক হয় না...বর্ষকে
হুটভাবে করতে বিকৃকে সরকার হটে...।...নিত্য আসন হয়...
কর্ম...। কিন্তু উত্তরমীমাংসা বলেন বিকৃ তৃষ্ণার অর্থ বর্ষ।
...আজকের দর্শন হল জীবনে কোন একটাই সর্বদা
সৌন্দর্য, নয়, সর্বদা সুখ নয়...হুটাকে সত্যভাবে গ্রহণ
করেছেন স্বয়ং মাহব ঐক্য-কর্মজির জানেন্ত্রি তিনি
সমানভাবে চলিয়েছেন। স্বয়ং মাহব গড়তে এই-ই
চাই—দাখা ও হাতপা, জান ও কর্ম...। নয়নারায়ণ
আজকেও সব একত্র চালাতে হবে—কিন্তু বিপদ হচ্ছে
তোমরা কি তা নিখলে?...ইচ্ছা হয়েছে, এইবার
বাগান বন্ধ হবে..., পাঠ হলেই তোমাদের বাগান
করা বন্ধ...আবার আদি যদি বাইরে বাই, শুধন তো
আবার আর এক কাছ...।...মন থাকতে এ সাংকল্প আনা
হবে না...সেবারুদ্রি নিয়ে বর্ষ করলে ঠিক...সময়ে প্রাপ

কেনে উঠবে...মনে পড়ে থাকে...সেবা বৃদ্ধি মনে করিয়ে
দেবে। মন গোবিন্দে অদিত হল বধা আর কাছ
হুটী সন্তন হয়...।...শান্ত প্রাণে সন্তন হলে সেবা-বৃদ্ধি
নিষে করলে হবে, নহে...। তোমাদের জীবনে সত্যাবুধি
হবে—এ আদি বলে দিচ্ছি...। বর্ষজান সাংকল্প করতে
হলে অনেক সন্তন...। সরকার, অনেক নমনবর্ধনীপতা
সরকার, অনেক অহংকারপূর্ণতা সরকার। অহংকারপূর্ণ
হলে শক্তি বাড়বে—সংস্কৃত শক্তিই বাড়বে...। মোকীর
আর ছিবড়ের বত...। তোমরা তোমাদের পরিচয় করতে
বত থেকেই শক্তি পাওয়া যায়...।...সত্যটা পরিচয় নয়,
কাছটা প্রাণ...। অল্প পূর্ব, এটা সেবারুদ্রি বাড়বে, প্রাণের
কাছে—নইলে পরিচয়ের সীমা দিয়েই বিচার...। মোকীর
কাছে আর ব্রহ্ম নয়...। অতঃ (অর্থাৎ যে কোন বস্তু)
ওজঃশক্তি পেতে হলে প্রাণ সরকার ব্রহ্ম বহুলাতে হবে...।
...যারা সারা সময় ব্রহ্ম দেখে, তাদের যুগ্মেতে হয় সৌন্দর্য,
বাসের শান্ত জীবন তাদের যুগ্ম হয় পাশে...। কেন
করে সৌন্দর্য কাছের মধ্যে পূর্ণতা...।...সত্য
হিলে মিলে সত্যবোধিতা করে করা সরকার...।...সত্যজি
বুড়ি না থাকলে নয়নারায়ণ আশ্রয় চলবে না...বর্ষজান-
অতি মিলিয়ে, গলা স্থব সন্তন নয়...। অহংকার পেলে
সিংহের শক্তি লাভ হয়, বনভূমি হওয়া যায়...। স্বয়ং
সংস্কৃত বৃদ্ধিমান কর্মী হও ...

১৭, ১০, ১৭। কঠোপনিষদে নটিকের পিতা বলে
বেছে বেছে সেই সব গন্ধ ছিলেন বেঙলি ছুছমোহা,
নিরীজিয়া, পীতোদ্বকা—যারা সত্য গন্ধ বেছে হান—এটা
মিন্‌সই বন্ধ সন্তন প্রদান করা নয়...। নটিকের পিতা
প্রমাণ আবিবেশ—তার মনে হল এ ব্রহ্ম ব্যাপার বিনিময়
হলে কেওয়া কেন? এ কি, এক অসম্ভব? হিতে হলে
উৎকর্ষ বৃদ্ধি হিতে হয়...।...তাই শিত্তিক জিজ্ঞাস করলেন,
আমাকে কাকে দেখেন?...যার বার জিজ্ঞাসিত পিতা
বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—যত্নে দেব...।...গরব সন্তন
নটিকের পিতা বহুশ্রী গেলেন—বহু অসম্ভব...। নটিকের পিতা
অসম্ভব করে বলে রইলেন...।...এই বলে বললেন, অতিথি
অতিথু...,...আগনি বর প্রার্থনা বর...।...নটিকের পিতা তিনটি

কর চাইলেন—শিতার খেঁচ রাতে হুনিরা হুহ, খেঁচ তিনি আবার প্রতি কই না হন, অবিভাঃ ব্রহ্মবিজ্ঞা খেঁচ আবার অবিভক্ত হয়।...আবার জীবনে শ্রীমত্যাগোপাল-প্রসাদে একটা লজ্জা চুকেছিল...। ১৩২২ সনে তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও তিনি প্রথম থেকেই আবার মধ্যে একটা লজ্জার ভাব দিয়ে রেখেছিলেন...নারীত্বের প্রতি লজ্জা হিনের পর দিন আবার বেড়ে উঠেছে...। কৃষ্ণাংনে শ্রীরাধা বন্দন আবার পেতে বসলেন তখন থেকে ঐ রাধা-নারীত্বের চাঁচে মেয়েদের গড়ে ভুলবার আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই হয়েছিল।...আমি যে যেখানেই নিত্যরোগ্যপালের পা সতী নারীও স্পর্শ করেছে, সেখা করেছে, আবার মানীবারু রক্তিতা ও তারের নেত্রও সেখা করেছে।...বিশেষত্বের অপরাতে নৃত্য দেখে হাসিত্যের কথা মনে করে বিম্বন হয়েছি, সোনাসাহীতে নাচ দেখে ভক্ত হয়েছি...বিশ্বালে বাগারের মেয়েদের মধ্যে গিরে ভাগবত পাঠ ইত্যাদি করেছি...। মেয়েদের গভীরভাবে আমি লজ্জা করে এসেছি।...অথচ আবার পরিবারেই পুরুষেরা নারীত্বের প্রতি যে কাব্য ব্যবহার করতো, তা মোটেই সমানজনক নয়। সে কাব্যের প্রতি প্রতিবাদ আমার তিকরে প্রথম থেকেই ছিল।...পরিবারে ছেলেরা সাধের যে ভাগ পায়, বোরা তা পায় না—আমি বৌদের নাছ খাওয়ার প্রবর্তক—সেই কত বৎসর আগের কথা—বৌদের অন্নও মাছের ভাগ রাখতে হবে—এই ছিল আবার ব্যবস্থা।...এ সবার পেছনেই মেয়েদের প্রতি লজ্জা।...এ জীবনে আবার স্বী উবাদীশীকে আমি কোনদিন অপভাষা প্রয়োগ করিনি—অথচ পুরুষের পক্ষে এটা কভই সাধারণ।...রাখনীত্বও মেয়েদের প্রতি এই লজ্জা নিয়ে সমাধের মধ্যে সেটা অহম্মশেষের চেষ্টা করে গেছি—অমর চাটুগো বসেছিলেন, নারী আশোপদ করতে হলে শরৎ বোঝকে ভাক...। নারীত্বের ব্রহ্মদূর দেওয়া...কক যে দূর্য্য দিয়েছিলেন সে দূর্য্য দেওয়া সমগ্র সমাধের মাছের পক্ষে কভদিনে সম্ভব হবে কে জানে?...ঐক্য বোঝাবে রাধাকে বর্ষা দিকে—হেন, রক্তিতাকে বর্ষা দিয়েছেন, রৌপসীকে বর্ষা

দিয়েছেন, তাদের আদর করেছেন, সমগ্র মাহুই খেঁচিন লকলকে এমনি বর্ষা হিতে পারবে—সেদিনই মাছের সঙ্গে মাছের স্পর্শ সম্ভব হবে।...খামী হিসেবে, পিতা হিসেবে, শুক হিসেবে আমি প্রত্যেকের শুকবারিষ নিয়েছি—সমগ্র জীবন তা প্রাপ্যপণে বহন করতে চেষ্টা করব।...নরেনকে কেন এসেছি?...শিষ্টের সম্ভ্রান্তকে নিম্ন সম্ভ্রান্ত বলে মনে করি—বতটা পারি সে সম্ভ্রান্ত সমাধানে সাধাধা করি।...মেয়েরা তো খেঁচ আছে—তারা যে কি কাব্যে অপমানিত হয় এ অপমান-বোধ কি তাদের আছে?...এ বেন সংসারের মধ্যে আমাকে ঠাণ্ডা পানিয়েছেন...কি করতে পারব আমি না—তবে সারা জীবন তবে নিপীড়িত কাকিত অপমানিতকে বর্ষা দিয়ে এসেছি তার মূল্য—বর্ষা করে নয়—, আদর করে এসেছি।...দীকার এক বৎসর পরে কক তাঁর গুণ নিয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করেছেন—সেই গুণের একই স্পর্শ পেয়ে আমি মেয়েদের ভাকতে পেরেছি...। নারীত্বের প্রতি গভীর লজ্জা ছিল, বলেই তিনি কুৎসা-পতি হতে পেরেছেন...। বস্তার মাতে আবার সৌরীকে চেয়েছি...। নেত্র মছকে পুঁজার সময় দেখতে গেছি...। সংসারে ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধ খামী ৬০ বৎসরের গ্রীকে পীড়ি চাপা দিয়ে ধরে—এই তো সংসারে আদীতীর স্পর্শ...আমাদের এখানে মেয়েদের শিল্প বৈজ্ঞ বা শিক্ষাবৈজ্ঞ করার পেছনে এই বৃথ ছিল যে নারীকে ব্রহ্মদূর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দাব...। সংসার থেকে কত দূরে চলে এসেছি...সংসারে মাছের প্রতি মাছের ব্যবহার, লজ্জা আমাকে পীড়িত করে...। জীবনে শুচি চাই লজ্জা...। তিনিও বলেছিলেন অর্জুন, আদার এ জানকে লজ্জাহীনতার কাছে দিত না।...কাবুতা তক্তি নয়।...এক লজ্জাহীনতার মধ্যে যেখানে স্পর্শ নিয়ে মাছ খিচিনি খেলে, স্পর্শকে লজ্জা করে না, সেখানে একলা আমি ঝাচ কি করে?...যাদের ভাকলায়, তারাও তো খেঁচ আছে...। নারীত্বের অপমানের অধাষ দিতে শ্রীরাধা এসেছিলেন...। বিদ্যবতী কানী রাধা... আমাকে লজ্জা দান কর...। সব বস্তুর, বর্ষকে, স্পর্শকে লজ্জা করার পক্তি আদার দান কর...। সংসার নিয়ে পুতুল খেলা

আমি যেন না বেদি...। নিত্যগোপাল, যিনি আমাকে গীতাতে
চাও, আমাকে ঐ মনোভাব নিয়ে মাঠথকে গভীর
পথের প্রবেশ করে দাও...।

১৩. ১৭. ৪৭। শ্রীনিবাসগোপাল এক ও বহুর সমন্বয়
বলেছেন—এটা একেবারেই নতুন কথা। আর পঞ্চ
হয় একের শাস্ত্র দেখা হয়েছে বহু বার দিয়ে, নয় বহুর
শাস্ত্র দেখা হয়েছে এক বার দিয়ে। কিন্তু বহুকে বার
দিয়েও এক সত্য নয়, এককে বার দিয়েও বহু সত্য নয়।
মাছের বুদ্ধি দুটোকে সামঞ্জস্য করতে পারে না বলে
কখনও এটাকে বড় করে, কখনও কটাকে।...নাক্ষত্রের
প্রথমে অক্ষও একটা। জীবনদশা প্রকাশিত হয়—হিমান
মায় সৎ...একোহুত। প্রথমে সেই সত্য—সেই সত্য-জীবন
বহুর দিকে রঙনা হল—মাধবপ্রকাশকোষ...। এটা তৈরিত
শক্তি সত্য শক্তির দিকে চলল।...হাত দুটো, চোখ দুটো
—আবার চোখেরই কত অংশ, হাত হাত হিসাবে এক,
কিন্তু বহিঃশক্তি, পা পা হিসাবে এক, কিন্তু এক পায়ে
কতগুলি খণ্ড।...একও আছে, বহুও আছে।...কোথার
এক আছে বহু ছাড়া, বহু আছে এক ছাড়া?...বর্ধও
যে জীবন-বস নিয়ে বর্ধ, তত্ত্বও সেই জীবন-বস নিয়েই
তত্ত্ব...। নির্বিকল্প সমাধি নির্বাণ বা লয় হচ্ছে জীবনের
সেই শিখনে নাক্ষত্রের একে বাগ্ম্য।...আমাদের
পশ্চিমের বাতীর পুষ্করের ধারের বহুলগ্নাচ্ছের একটা
পাতাও অল্প পাতাটার মত নয়।...স্বয়ং এক...অবশ্য প্রতি
মাছের পলার স্বয়ং অলোম...যে কোন মাছের বহুর
সঙ্গে অস্ত্রের বহুর পার্থক্য...তাহলে এক মাছকে বহু
বর্ধজ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মাখনে নিত্য-
গোপাল বলছেন, জীবনের কোন কোন ঘটনার জ্ঞান
মাখনে, তত্ত্ব শিখনে, অপর কতকগুলি ঘটনার তত্ত্ব
মাখনে, জ্ঞান শিখনে।...বলছেন দিলে এক আশ্রয়—
হাতপা ছাড়া মাছই হয়?...মাখার (জানের) সন্তান
অর্থাৎ হাতের উপর জোর দেওয়া হল, ক্রয়ের (তত্ত্বের)
সন্তান অর্থাৎ ভালবাসার উপর জোর দেওয়া হল,
হাতপায়ের (বর্ধের) সন্তান...। এগুলি সব একই
মাছের মধ্যে রয়েছে—কোনটা সর্ব সময়ের দৃষ্ট ছোট বা

বড় বহুর তো কোন প্রয়োজন নেই—তা সত্য হয় না।...
লব্ধ পুষ্কর মাছ ফেলে এক করেছেন, কিন্তু নিত্য-
গোপাল করেছেন পুষ্কর রেখে এক। চক্ষুর পুষ্কর মাছ
কিন্তু এমন পুষ্কর নয় যে সেহকে চিনতে পারে বহু না।
এই-ই হচ্ছে নিত্যগোপালের তথা নরনারায়ণ আশ্রয়ের
কথা।...বহু বহু থাকিরা এক হয়ে। বাসানী বাসানী,
বিহাটী বিহাটী, তবানি প্রত্যয়েই ভারতবাসী...। জ্ঞান
সম্বন্ধে তাই।...কিন্তু বুদ্ধিতে এ স্বপ্নও হয় না...বুদ্ধিও
যে তাঁর প্রকাশ।...নির্বুদ্ধিতাক একটা প্রকাশ...। লয়
কর—নিজের অংশ লয় কর। এ ছাড়া পথ নেই। জীবনের
মতো চক্ষু নিজেকে লয় কর, হাত নিজেকে লয় কর...।
জ্ঞান লয় না দিলে কিছুতেই পোন সত্য রঙনা হবে
না...তোমার পরিষ্কার বুদ্ধি ওপর ব্যাপক বুদ্ধির মধ্যে লয়
না করলে কিছু হবে না...। অথও জীবন লয় করতে
হবে...। সৎজীবন সম্বন্ধে তোমরা কিছু জ্ঞান না অথচ
আমার উপর বুদ্ধি চালাও।...বর্তিত বর্ধ, বর্তিত জ্ঞান,
বর্তিত বুদ্ধি দিয়ে কেনদিন জীবন লাভ করা যায় না।
...কিন্তু শিক্ষার এই কথাই বলছেন যে আমার মধ্যে এসে
বিশি বাজাতে হবে। সবলে দিলে দিলে এক হতে না
পারলে নরনারায়ণ আশ্রয়ের জীবনদশা হল না।
চোখের পুষ্কর দাবী সম্বন্ধে চোখ জীবনের মধ্যে...এমনি
প্রত্যেকটি অঙ্গ যেমন দেহের ক্ষেত্রে, তেমনি প্রতি মাছের
পুষ্কর দাবী সম্বন্ধে সৎজীবনদশা-দেহের মধ্যে সে—এ ছোট
সামঞ্জস্যই আনন্দিকতম সমাধান।...আমি জীবত চক্ষু হয়,
আমি জীবত কন্ঠ হয়...। এতবড় গভীর ব্যাপক শাস্ত্র
দার্শনিক ভাষায় নিত্যগোপাল ছাড়া কেউ যেন নি...।
প্রত্যেকেই জীবন, আবার এই প্রত্যেকে এক মহাজীবনে
জীবিত।...জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রত্যেকটি অঙ্গ
তকিয়ে থাকে।...আমি বুদ্ধির ভাষায় কথা বলি না।...
বুদ্ধির দিক দিয়ে দেখলে আমি তোমাদের চেয়েও নির্বোধ...
আমি কথা বলি 'তব কি, টেনে তুলব' এই নিত্যগোপাল-
বাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে। নিত্যগোপাল, আমার বুদ্ধি
ভুনি...সবল বোনের যে মহামোক্ষ, আমি সেই বোনে বোপী
হতে চাই...অথও বলব গভীরে নিত্যগোপাল এগেছেন।

২১. ১০, ১০৪৭। সমস্ত শায়ের সাধারণ বলেছেন
ঐক্যবান ভক্তবৎসল—সোম্বাতি খেনন বাহুরের ভক্ত গ্রাণ
দিত্তে পারে, ভগবানও ভক্তের ভক্ত সব কিছু করতে
পারেন।

অন্যভাষিকদেরা মাং বে জনা পদ্যগানসতে।

তোমাং সন্ততমুতানং যোগকেন বধানহ্নং।

কখন করেন তার কাছে?—আমি ছাড়া আর অন্য নেই,
আমাকে যে অন্য মনে করে না। নিত্যগোপাল ছাড়া
আমার অন্য কেউ নেই, তিনিই আমি। আমাকে অনন্ত-
ভাবে চিন্তা করে, আমাকে গতি উপাশতে—সব দিক
দিন্দা কাছে কাছে থাকে, আমাতে নিত্য উপস্থিত...
আবার ভগবানকে যে আপন মনে করে, নগ্নার তাকে
সবদা অতিক্রম করে; তিনি প্রেমের পুরাণ। নিত্য
কল্মস কেনে; যে হারকোশ জানে না...তোমার প্রয়োজন-
বোধের বাইরেও তিনি তোমার প্রয়োজন নেটোচ্ছেন।
নিজের প্রয়োজন কুলে দাও—তুমি দাতব্যগ্রাণ হয়ে
থাক, চেয়ে না কিছু। নিজের চরিত্র দিয়ে ভগবানের
চরিত্র কিছু বৃদ্ধি—আমি তোমাদের আদর করতে
চাই, আমার সব দিতে চাই; কিন্তু তোমরা অঙ্গপত
না হলে আমি দিতে পারি এই? এই ছোট্ট মেয়ে দুটি কেবল
চায়...না চেয়ে আমার কবিরত চপলে কত দিতে
পারতাম! নিত্যগোপালও তো আমাকে এখন কত আদর
করতে পারছেন...আমি বতুঁতু অঙ্গপত হয়েছি, ততটুকু
পেরেছি তাকে।...

নিজেরটা নিয়ে রেখে না—কেবল কথামত কাম করে
দাও, গ্রাণ দিয়ে ভগবান, গ্রাণ দিয়ে কাম কর।...নিজের
অহংকার চাঙ্গিয়ে রাইব পাশ্চাত্য্য করছে...আমাদের অর
বোধের দায়ব চায় না, সোলামী করে, কিসে করে
অর পাঞ্জাই তার স্বভাব। কুবানন আমদের সেন।...
৪০ টাকা মাইনের চাকুরে ছিলাম আমি...সেই আমি
বোম্বের ভক্ত সিংহ...এই নিত্যগোপালের পারে একটু
মাঝা ঐক্যবৈশিষ্ট্য বলে, একটু অনন্ত বৃত্তি তাঁর মনে
হয়েছিলাম—তাইতে আম আমি বোম্ব-বক্তা।...খলা
যেতে পারে আমি আত্ম কুলে কলাগাম...। বোম্বকথ

তিনি বলে দিয়ে গেছেন। নিজেরা যা হচ্ছে,
বোম্ব তো যে লজ্জা চায় না, তবু তাকে
বোম্বার ভক্ত গ্রাণ কেমন আত্মগাম করে।
আমাদের বোম্বার জনা ভগবানের ততোধিক করে।
নিত্যগোপাল, বাহিরের এই ভিকাকরা খালি, এমার মনে
নিঃশেষে হয় খালি।...মায়ের গ্রাণ বেবে বিক-মায়ের
গ্রাণ বৃত্তি।...আমার স্বভাব হেবে ভগবানের স্বভাব
বৃত্তি: মাহমকে ভগবানসতে যে কী কখন আমার গ্রাণ
চায়—আমার বা কিছু আছে মাহমকে দিতে চাই...।
যে লজ্জা মায়ের মূখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে
বোম্ব কি মূখ। যে লজ্জা খাই খাই করে...সেই তাকে
নিত্যক মায়ের ঠেকে...ভগবানকে দায়। ভগবানে ভগবের
দায় দায়, মূখে মূখে তাই হয়েছে।...লগ্নারের লোক
যে তোমাদের এখনও তাকে তার মানে এখনও
পদ্যগাননা হয়নি, এখনও অনন্ত উপাশনা হয়নি...
লগ্নারের লোক ভগবানের ভক্তকে লাইনাই যেনে তুমি।
...নিত্যগোপালের কাত থেকে বা কিছু পেরেছিলাম তা
মাহমকে দিয়ে যেতে পারলাম না এই দুঃখই তুমি
আমার।...নিজের প্রয়োজন নিজের মূখ নিজে বৃত্তে?
অঙ্গপত—তোমার কত প্রয়োজনের কথা তুমি জানই না।
...নিজের প্রতিষ্ঠা চেয়ে মা—কলতে পেয়ে—তোমার
কাছে যে হার যানি সেই তো আমার অর।...আমার
প্রতিষ্ঠা নিত্যগোপাল দিয়েছেন।...নিজের মাঝা নিজে
উঁচু রাখতে চাও?—লগ্নারের ভগ্নে চাশা পড়ে থাকে...।
ভক্ত কাছে হুঁহ দাও, ভুবে দাও...কেবল লক্ষ লোকের
মাঝা তোমার চরিত্রসে লুটবে।...ভগবানের মত আদর
সোহাস করতে পারে লগ্নারের লোক?...ভগবানের বিদ্যা
আদর।...বহাগ্রহ কল্মস—ভাববানী খেলিতে আইশাম
লক্ষ্মীপুর—গ্রাহক নাই...অজ্ঞান মূখ পাইলে ইহাই
খেলি।...মায়ের মত ভগবান তোমাকে লাইনাই চান...।
ভগবানের রূপভগ্ন কিছু নেই...তককে তিনি তা দিয়ে
দিয়েছেন।...পরং যোগ দায়া ছিল না...কে তাকে দায়া
করে দিল?...বতুঁতু নিত্যগোপালের অঙ্গপত হয়েছি
ততটুকু দায়া হয়েছি...। ভগবানের এই আদর নিজেই

তো। সারা জীবন বসেছিলো।.....নিত্যপোপাল আবার
দিকে চেয়ে আছেন...। তিনি আমার প্রতিটা দিকেই
তাকে যেন আমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।.....নিত্যপোপাল,
তুমি নিজে অনেক, অথচ আমার তুমি পরিচিত করে

দিয়েছ।...তুমি পরিচিত হও, আমি আমার অপরিচিত
হই...। তুমি প্রতিষ্ঠিত হলে ধরার ধূনি হবে ব্রহ্ম-ধূনি।
ধরার মাড়ব হবে ব্রহ্ম মাড়ব।...

একটি চেতনা

॥ শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ॥

আমি আমি একটা সংসারে নতুন কোরে জন্ম নিয়েছি।
এর সীমানা খুবই ছোট কিন্তু দূরী বঁধা পায় না কোন
সীমানায়, বসে খুঁজি ওপরে ওঠা যায়, ঢাল ফোঁস না
যাথা। এখানে অস্ব-অধিকারে জীবনের সূচায়ন নয়,
জীবনের অধিকারে জীবনের সূচা। তাই ছোট হলো
সারা আকাশটারও স্থান অকুলান হয় না।

আমার সংসারের নাম নরনারায়ণ আশ্রম। নাম
আশ্রম কিন্তু দৌধিক দূরিতকী অপমানিত হয় না।
সম্রাটের নেতি-নেতিব নেই, আছে সংসারের স্মৃতি।
ব্রহ্মসংসার বন্ধন নেই অথচ সংসারের সাথে আছে একাত্মতা।
বিশেষের সংকীর্ণতার আশ্রম না হয়েও যে বিশেষতাই
ইষ্ট করা যায় তার একটা অদ্বুত দূরিতকী আছে আমার
এ সংসারে। এর ইষ্ট হচ্ছেন শ্রীনিত্যপোপাল, যিনি ব্যক্তি
হয়েও ব্যক্তির অতীত পরম পুরুষ, যিনি ভারতবর্ষে জন্ম
নিয়েও অতীতের বিশ্বনাথিক। তাঁকে সাধাৎ যেখিনি,
চিনেছি। জানতে পারিনি, পেয়েছি। যাকে জানিনা তাঁকে
পেয়েছি এটা বিরোধী হলেও সত্য—আমার উপলব্ধ
সত্য।

ছোটবেলায় আমার জন্ম হয়েছিল সনাতনীর ভারতবর্ষের
একটা ছোট গ্রামে যার প্রত্যেক নিরা-উপনিষদের
বয়ে চলছে অধ্যাত্মগীতি চিন্তাধার, শত শতক আচারের
বেড়াধায়ে বিচার-বেগানে দ্বুত, বর্ষ বৈশাখের মধ্যে খোঁজেন
পরম্পরের পরিচয়। এই সনাতন-মননের মধ্য দিয়ে আমার

হস্তে প্রগাথিত হয়েছিল শ্রেষ্ঠ-কৌশল। আর তার
সাথে সূত্র হয়েছিল অধ্যাত্মজীবনধারা। অধ্যাত্ম জীবনের
ভাঙনায় এখন দুটে চলেছিলো অদ্বুতের সন্ধানে তখন
ঠান কোয়েই মাটির পৃথিবীতে পড়ল টান। শুধু টান
নয়, উনা-পোড়েন। মাটির পৃথিবী আর অদ্বুতলোক
এ দুটোকে কিছুতেই বেলাতে পারছিলাম না। এখন
জু শুনেছিলাম “কবে তুহিত এ মক ছাড়িয়া দাইব
তোয়ারি হসাল নখনে” তখন আর এক বর্ষ থেকে প্রতিবার
এল—না, “কবে তুহিত এ মক গড়িঃ তুনিব তোয়ারি
হসালনখনে” (পুরুষোত্তমানন্দ)। এখনই অতীত এল এর
প্রতিধ্বনি, তখনই গোগ হল আমার অদ্বুতলোকের সাথে
মাটির পৃথিবীর। দুটে এসেই এই মস্ত্রের ধারক নর-
নারায়ণ অশ্রমে। এলে দেখলান নিত্যপোপালকে। তাঁর
সঙ্গে কিছুটা তামিনি অথচ শেগাম তাঁকে। কারণ
“প্রত্যন্ত তি হস্তির অংগানে? এখনই তিত কেলোছে
তনেছ হাটী, তখনই এসেছে প্রত্যন্ত” (বীরব্রাহ্ম)।
কামেই এখনই এসেছে তাঁর হাটীর সত্যতাকে বীকার
বস্ত্র প্রতিক্রিয়া, তখনই পেয়েছি তাঁকে।

বিনিমিরের বঁধার প্রতিধ্বনি ছোট্ট খেয়ে খেয়ে চলছিল
বে-জীবন, আমার এই ছোট্ট সংসারের অতীত ছোট্ট
পরিসরে বঁধাধীন সীমানার ছুটেতে গেলে সে বাঁচল। জীবনটা
এখানে একগুণে হয়ে পড়ে না, কেমন অদ্বুত ভারসাম্য
বঁধার বেবে সাবলীল দৃতিতে এগিয়ে চলে। এখান থেকে

সাধনা। এর মধ্যে ব্যক্তি-অনুভব-আধারনের পার্থক্য নেই। এতে আছে সামগ্রিক মিলনের আনন্দ-মুগ্ধ গান। সমস্ত পৃথিবী মধ্যে যে ঈশ্বরের প্রকাশ, তাতে যায় দিয়ে যে অতীতির অংকন, তাই হুহ মানসিকতাকে হুহুতে বেতে বাগ। সেই চরম আনন্দের হাত থেকে মাগনের রক্তা পাখার মত ফিরে গেলেন শ্রীনিভাগোপাধ্যায়।

আমি আন আনায় হারিয়ে যাবো আমিও ফিরে গেয়েছি সকলের মাঝে হারিয়ে গিয়ে। পৃথিবীতে বিন্দু বাতাসে কেলে আসে মহাদিলের অনুভব। আনায় আমি নিঃশেষ হয়ে যায় সবায় আমিও মতো। আনায় যে ঈশ্বর-সত্তা এতদিন ছিল তবু তবুতে আবিষ্কারের পূর্ণতা, যে পূর্ণতার আমি দিনের পর দিন হয়েছি কতবিকৃত, যার প্রকাশ দেখবার একত ঘাদনা দিয়ে ধরের রহস্য জানাশা বন্ধ কোরে অতীতের চোখ বুনে ছিলাম বসে—আজ এতটা আনন্দিক দমকা বাতাসে সেগুলো ধুলে যেতেই তাঁর প্রকাশ দেখতে শেলাম অশ্রুতে পরমশ্রুতে।

নারায়ণ নৃতি পরিগ্রহ করলেন নয়ের মাঝে, জীবনের মাঝে। এতট পূর্ণগতি নর-নারায়ণ—এই ব্রহ্ম এবং জগতের মিলন। ব্রহ্ম যখন একান্ত ব্রহ্ম এবং জগৎ যখন একান্ত জগৎ, তখন হুই-ই মিথ্যা,—হুই-ই মাতা। ব্যবহ জগতের অতীতহিত ব্রহ্মের অতীতের স্বীকৃতি দিতে পারে না। যেমন বেংগল খুলে পরমার্থের আধার ছাড়া প্রাণ বা আত্মার প্রকাশ হুতির গুরে সম্ভব নয়। এই হুই-এর মিলনেই হুই-এর প্রকাশ। এইখানেই "জীবে ব্রহ্ম"।

আমি সেই জীব-ব্রহ্মের উপাসক হতে চাই, পূর্ণ হতে চাই নরনারায়ণকে দেখা কোরে। আনায় এই চোটে সংসার গোক মহাধারের মহাদিলের তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই মন্ত্রের এতদন্তি মাধব শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের তাহার বলি—এই "ধারার পুণি হটক ব্রহ্মপুণি, ধারার মাধব হটক ব্রহ্ম-মাগব"।

ওঁ নমো নিভাগোপাধ্যায়

মানবতা কেঁদে ফিরে

॥ শ্রীদেবপ্রমোহন চক্রবর্তী ॥

এ ধরায় সত্যতার মিথ্যা অধিকা
ঢাকি রাখে নরতার—হিংস্রতার হানি—
আমিও পড়ব। এখনো তো বরা হতে
যেত-কুক বর্জিতের নহে বিধ্বস্ত !
সত্যতার ইতিহাসে বলকের ক্ষুধার
লক্ষা নাহি পায় হেথা মানব সত্যতা।
অজ্ঞেয়ী বিশ্বের বিষয়, মহাকাশ জয়,
মহানুভূতি—শ্রীনিব—গ্রহাঙ্কর ব্যাঘ্র,
চন্দ্রোদয় উজ্জ্বল অন্নগ্রাস।
বিজ্ঞানের জয় দেখা মানবকল্যাণ

নাহি সাথে। মানবদিকন বজ্র
অস্ত্রের সত্যত—পরমশ্রুতিকোষণ।
বহির্ভার বন্ধ চিহ্নি দুগত ধনিতা
অনন্ত সম্পদরাশি বরি আধরণ
অতল সমুদ্রতল মথিতা এখনে
ভোগ্যবস্ত্র বত। উত্তম আবাসস্থরী
হর্ম্যরাশি পাড়াইয়া হয়ে শর্দূকর।
হেথায় প্রকৃতিংক ভালেলা গড়ে
তবু কেন বর্জিত নহে অশ্রুত—
মানবতা কেঁদে ফিরে যার হতে যারে ?

সর্বজাতি-সম্বন্ধ

খ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

[আশু থেকে ২৪ বৎসর আগে উজ্জয়িন্যরত ও নর-
নরায়ণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় প্রাধান্যের অবধূত
ভাঙসার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁহার জীবন-
সেবতা শ্রীশ্রীনিয়োগাল গুপ্তের প্রস্থাপিত চিত্রাখ্যায়
অবলম্বন করিয়া সর্ব জাতি সম্বন্ধের যে বর্ণন দিখিয়া
রাখিয়া দিয়াছিলেন, অক্ষণ তাহা আধ্যাত্মের পক্ষে বিশেষ
ভাবেই প্রদীপ্যমানযোগ্য ও পবন-প্রদর্শক। তাই ২৪ বৎসর
আগের লেখক এইখানে পুনঃ প্রকাশিত করিলাম। সঃ—
উঃ তঃ]

সম্বন্ধযুক্তি শ্রীনিয়োগাল তাঁহার 'জাতি' বর্ণন বা
নিত্যধর্ম-এর দিখিয়াছেন—“ব্যাসদেবিতার তৃতীয়া-
ধ্যায়স্থলারে ব্রাহ্মণ ক্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেই পুত্র্য
জাতোক্তা বলিতে হয়। ঐ অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ধর্মের
পক্ষে পুত্র্য নির্দিষ্ট তাহার নির্ণয় হয় নাই বলিয়া অনেকে
বলেন যে, পুত্র্যপেক্ষা ব্রাহ্মণ ক্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবিধই স্রেষ্ঠ
বলিয়া ঐ ত্রিবিধের পক্ষেই পুত্র্য নির্দিষ্ট হইতে হইবে।
যদ্যপি এই বহু শাস্ত্র-স্বপ্নায়েই পুত্র্যপেক্ষা ব্রাহ্মণ ক্রিয় বৈশ্যকে
স্রেষ্ঠ বলা যায়। কিন্তু শাস্ত্রস্থলারে চাইলে এক পিতার
সন্তান, যেরূপ চারেরই উৎপত্তি ব্রহ্মের বাহ্য হইতে।
চারের প্রত্যেকের পক্ষেই চাইলে ব্রহ্মস্বয়্য ছিলেন।

অথ হাতীভগ্ন-হিতাধির মতে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মের ষোষ্ঠ
পুত্র, ক্রিয়াকে মধ্য, বৈশ্যকে তৃতীয় এবং পুত্রকে চতুর্থ
বা বলিতে পুত্র বলা হইতে পারে। এক পিতারই চারি
পুত্র হইলে সেই চারি পুত্রই কি ভ্রাতৃত্বঃ এবং ধর্মতঃ এক
জাতি হয় না? অতএই হয়।

কতাব এবং জনগণ-স্বপ্নায়ে ব্রহ্মের চারি পুত্রের তেহ
পার্শ্বকা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা অতএই নির্ণয়
করিতে পারেন। জাতি-প্রভাঙ্গস্বপ্নায়ে। যে ব্যক্তি জাত
হইয়াছে, তাহারই জাতি আছে। এক হইতে বহুপি চারি

ব্যক্তি জাত হন, তাহা হইলে কি চারি ব্যক্তির চারি প্রকার
জাতি নির্ণয় করা হইবে?....এক পিতার চারি সন্তান
হইলে অতএই চারি সন্তানেরই একই জাতি স্বীকার করিতে
হইবে। অতএব একই ব্রহ্মের চারি আশ্রমের চারি প্রকার
জাতি নির্ণয় করা হইবে কেন? এক প্রকার বৃক্ষের
সমস্ত ফলই অতএই সেই বৃক্ষ হইতে জাত; অতএব সেই
সমস্ত ফল কি এক প্রাতীত্ব নহে? অতএই সেই সমস্ত ফলই
এক জাতীয়।

অতএব শাস্ত্রস্থলারে ব্রাহ্মণ ক্রিয় বৈশ্য পুত্র্য ভোজন
করিলেই বা কি দোষ হইতে পারে? ষোষ্ঠ জাতাপণ
কেনই বা বলিবারে আর ভোজন করিতে পারিবেন না?।
ষোষ্ঠ জাতাপণের বলিষ্ট জাতীয় আর ভোজন করা
অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব নহে।...পুত্র্য বহুপি ব্রাহ্মণ
ক্রিয় বৈশ্যের প্রায় ব্রহ্মের সন্তান না হইতেন, তাহা হইলে
বহুপ ব্রাহ্মণ ক্রিয় এবং বৈশ্য পুত্র্য ভোজন সম্বন্ধে আপনা-
দের অতিক্রান্তি অসম্ভারে আপত্তি করিলেও করিতে
পারিতেন।”

“ওষৌর্য পুত্র্যের, ত্রিগুণগুণের বা ব্রহ্মের অঙ্গ হইতে
চতুর্ধর্মেই উৎপত্তি। সেইজন্যই বলিতে হয় ব্রাহ্মণের
উৎপত্তি যে বংশে, ক্রিয়ের উৎপত্তিও সেই বংশে,
বৈশ্যের উৎপত্তিও সেই বংশে এবং পুত্র্যের উৎপত্তিও সেই
বংশে।...তবে সেই এক মহান বংশের চারিধর্মের পরস্পর
স্বাভাবিকতা, মহা বিধান সুপ্রীপোক্ত হইতেছে কেন?
চারিধর্মই কি জানেন না যে, চারিধর্মেরই এক পুত্র্য,
ত্রিগুণগুণ বা ব্রহ্ম পিতা? চারিধর্মই কি জানেন
না সর্বগাভ্রনতেই চারিধর্মই পরস্পর জাত? সত্য
কহিয়া চারিধর্ম, বল যেবি ভোবাসের মতে কে কহায় আর
না এধণ এবং ভক্ষণ করিতে পারেন? এক জাতীয় আর
অপর জাতা এধণ করিতে পারেন না, এ কি প্রকার

তোমাদের মূগ:স্বাং? ...এক বৃক্ষ এক প্রাণ যে চারি
বর্ষের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। এক হইতে ঐ চারের
উৎপত্তি নদিয়া এসেই চার, চারেরই এক যে তাহা তি
তোমরা জান না? সত্য করিয়া উত্তর সমক্ষে বল
যেণি, একই শরীরের কেন্ অংশটা অপরী? কেন্
অংশটা সেই একই শরীরের অংশ সেই একই শরীর
নহে? আশ্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক পূর এই চারিবারেই
কি সেই একই অংশ শরীরের চারি প্রকার অংশ বা
বিকাস নহে? তবে চারিবারের জাতিতত্ত্ব লইয়া এত
বিবাদ বিবাদ কেন? চারিবারের মধ্যে বাহার মূর্ত্তা
আছে, বাহার অজান আছে, সেই চারিবারের স্বতন্ত্র বস্তু
নির্দেশ করে। সে ব্যক্তি বস্তুনি সর্বত্র অধ্যয়ন করিয়া
যাকে তথ্যনি তাহার জ্ঞানোত্তর হয় নাই অতঃই স্বীকার
করিতে হইবে। ...প্রকৃত অধৈর্যজন হইলে স্বল্পমত সর্ব-
শাস্ত্রজ্ঞানই চারিবারের অতঃপরই স্বল্পমত হইয়া থাকে।
তখন সেই চারিবারেই এক অংশ বস্তুনি বোধ হয়, তখন
চারিবারেই সেই অংশবস্তুর এক সর্বত্র।

"বৃক্ষের উর্দ্ধদেশে যে কল হয়, তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ,
বৃক্ষের নিম্নদেশে যে কল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ,
বৃক্ষের অঙ্গ কোন স্থানে যে কল হয় তাহাও বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ।
অতঃপর শরীরের মূহ হইতে বাহার বিকাশ, তিনি সেই অংশের
শরীরের অংশ অংশ শরীর, অংশ শরীরের মূহ হইতে
বাহার বিকাশ তিনিও সেই অংশ শরীরের অংশ অংশ
শরীর; অংশ শরীরের উর্দ্ধ হইতে বাহার বিকাশ, তিনিও
সেই অংশ শরীরের অংশ অংশ শরীর, অংশ শরীরের
মূহ হইতে বাহার বিকাশ তিনিও সেই অংশ শরীরের অংশ
অংশ শরীর ...তবে অংশ করিয়া বৈজ্ঞানিক পূর এত প্রত্যয়
কর কেন? প্রকৃতপক্ষে চারি জাতি নহে। প্রকৃতপক্ষে
একই জাতি। যিনি আশ্বন তিনিই করিয়া, যিনি আশ্বন
তিনিই বৈজ্ঞানিক, যিনি আশ্বন তিনিই মূহ। কোন বৃক্ষের
উর্দ্ধভাগের কল যে জাতীয়, সেই বৃক্ষের নিম্নভাগের কলও
তাই জাতীয়। ঐ প্রকারে অংশের বৈজ্ঞানিক বৃক্ষের
সর্বভাগের কলই এক জাতীয়। উর্দ্ধভাগই পূর্বে বলা হইয়াছে
অংশের বৈজ্ঞানিক আশ্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক পূর এক জাতীয়।"

"অধিকন্তু অংশের সংস্কৃত জাতি এক জাতি হইবে।
সংস্কৃত জাতি এক বর্ষ মানিবে। তখন বর্ষ সংস্কৃত তাহারো
প্রতি তাহারো বিজ্ঞান বাণিজ্যে না।"

—ত্রিনিদাদ:পাল

ত্রিনিদাদ:পাল-বিবর্তিত এই 'জাতি-বর্ণন বা নিত্য
বর্ণন' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩০ সনে মনোহরপুর
মহানির্ণাণ মঠ হইতে। দ্বিতীয় এই গ্রন্থ যে লেখা হইয়াছিল
১৮৩১ সনেরও পূর্বে তাহা ১৮৩০ সনে প্রকাশিত ঐ পুস্তকের
'নিবেদন' অংশ হইতে শাইই বুঝা যায়। এই গ্রন্থটির
বিষয়ক হইতেছে শাস্ত্রীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে
ব্যবহারিক জগতে সর্বজাতির মধ্যে অধৈর্যজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা।
বর্তমান জাতি সংস্করণে ইহার প্রয়োজন অতুলনীয়। কোন্
দৃষ্টিকোণে গীতা ইয়া পুস্তকীয় গ্রন্থের এই বাস্তবের বেশে
সর্বজাতি সংস্করণে প্রতিষ্ঠা দৃষ্টিকোণে এবং কোন্ দৃষ্টিকোণে
কলৌ বা এ দেশে অতীতে ও বর্তমানে জাতিসমূহের মধ্যে
এক জুড়িত প্রভাব পড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে, তাহারই
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থের মধ্যে দিব।

পারমার্থিক অধৈর্যজ্ঞান ও ব্যবহারিক অধৈর্যজ্ঞান

বাহার্য বস্তুনি উত্তর অধৈর্যজ্ঞানীয় আত্মতত্ত্ব বস্তুনিও
জাতিতত্ত্ব মানিত না, অতঃপক্ষে সে সর্বজাতির মধ্যে একমুখ
অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার এই কথাটি বুঝিয়া যান যে,
এই যিনি যে অধৈর্য-আশ্বন তারতম্য জাতিসমূহের মধ্যে
করিয়াছে, তাহা আসৌ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নহে। সর্ব-
জাতির উর্দ্ধ উঠিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওপরে নির্দেশের
ক্ষেত্রেই সে আশ্বন করিয়াছে সর্বজাতিবিশিষ্ট এক
অধৈর্যজ্ঞান। পৃথক পৃথক জাতি কোন্ দৌলটে বা
বৈশিষ্ট্য বহায়া রাবিয়া এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সত্যের পার-
স্পরিক সংস্করণে মহাই এক জাতিসমূহ হইয়া করিতে
পারে, সে কোনল কি সে শিখাইতে পারিয়াছে? ত্রিনিদাদ-
পোপালের বস্তুনি এইখানেই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জাতিগত
অধৈর্যজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ইহার পথম প্রয়োজন। সর্বজাতি-
বিশিষ্ট অতঃপক্ষে আত্ম সর্বজাতি সংস্করণে তিনের আশ্ব-
প্রকাশ করিবার জগৎ, বস্তুনি হইবার জগৎ প্রকট
হইতেছে। সেই উদ্দেশ্যে ত্রিনিদাদ:পাল কীটান বৃক্ষের

দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, কৃষ্ণের অংশ এই কলঙ্কনি মুষ্টিই এবং সস কল একই কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ ও সমস্বাতীর্থ, কলসমূহের কোনও আভিগত পার্থক্য নাই।

সংসার উর্দ্ধমূল

কঠোপনিষৎ সূত্রীয় স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে শুনাইতেছেন, 'উর্দ্ধমূলেচ্ছাৎকশাখঃ এবং হৃৎকশঃ সনাতনঃ'—'সংসাররূপ সনাতন এই অর্থক বৃক্ষ উর্দ্ধমূল ও অক্ষাৎকশাখ'। দীপ্তারও শ্রীতপথান ইহাই বলিয়াছেন। এই সংসার উর্দ্ধমূল। উর্দ্ধে যাহার মূল, তাহাই উর্দ্ধমূল। সসসংসারের মূল রহিয়াছে উর্দ্ধে এবং উর্দ্ধের সেই মূলই হইতেছেন পুরুষোত্তম-বস্তু। আমরা যে করে পাড়াইয়া 'সম্রাট' হইতে নিত্যকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতেছি ও সম্রাটের বাহিরে পাড়াইয়া সম্রাট ও অংশের মধ্যে পক্ষ প্রাচীর খাড়া করিয়াছি, সেই করের উর্দ্ধে সম্রাটের কয়ে পুরুষোত্তম অবস্থিত বলিয়া এবং 'সম্রাট' পুরুষোত্তমই অংশসমূহের মূল বলিয়া এই পুরুষোত্তমকেই বিশ্বের উর্দ্ধমূল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উপনিষৎ জীবনধন সমগ্র পুরুষোত্তম-বস্তু হইতে রঙানি হইয়া সমগ্রের অংশরূপ এই জীব-জন্তু ও মাত্রার ব ব বরূপ এবং উহাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বৃক পুরুষোত্তম-কেন্দ্র রঙনার প্রেরণা দিয়াছেন।

অংশবান ও সমরংগ

সর্ব অংশসম্বন্ধিত সমগ্রের ভিত্তিতেই প্রতি অংশের অর্থ এবং অংশ সমূহের অর্থ বোঝা ও বোঝান সম্ভবপর হয়। অংশকে বলিয়া কোনও দিনই সমগ্রে পৌঁছানো যায়বে না। সমগ্রকে একবার বুঝে পাণিত ছুরিকার কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলে রসবজ বাহির হইয়া পাইবেই। রসহীন টুকরাগুলি তখন আর সম্বন্ধ হইবার মুহূর্তই ছুঁজিয়া পাইবে না। রস ছাড়া কে অংশগুলিকে যোড়া দিবে? সমগ্রকে কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'রস' বিখ্যা হইবে, অংশ-পরিচাড়া হইবে। রস একবার 'অংশ' হইলে বিশ্বের সব সংযোগ তখন বিখ্যা, অংশ পরিচাড়া হইবে। তখনই সংসার বিখ্যা।

জীবনতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব ও মাত্রাতত্ত্বকে বখাৎখতাৎ

বৃত্তিতে হইলে সমগ্র পুরুষোত্তম-বস্তু জীবনতত্ত্ব অংশতত্ত্ব বখাৎখতাৎ রাখিয়াই উহার বিশ্লেষণ (analysis) করিতে হইবে। পুরুষোত্তমকে কাটিয়া কাটির মত তাহা জীবনতত্ত্ব অংশতত্ত্ব ও মাত্রাতত্ত্ব অংশ একবার বাহির করিলে উহার সব পূর্ণগত তাৎপর্যভূত (empty abstraction) পরিণত হইবেই। তখন এইমত টুকরা একান্ত পৃথক, মৃত। মৃত টুকরাগুলি কেনই বাহির দিলিত হইবে?

প্রাচীর বৈশেষ্যের কারণ

এদেশে কাহারও ভাতি কেহের পক্ষ প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহারের কল্পিত ভাতিগুলি সহই 'ব্রাত্যনি'র নিরক্ত শ্রেণ্যমাত্র (bloodless category), মৃত। তাইতো অপর ভাতিকে পরম্পরিত করিতে কাহারও প্রাণে কোনও বেদনাই উঠেছে হয় নাই। প্রাণবন্তই যে উহাযের জীবনে 'অংশ'। ভাতির সঙ্গে ভাতির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ইহারা বুঝিয়া পান নাই। উহাযের যাত্রারত 'উর্দ্ধমূল' নয়, পুরুষোত্তম-মূল নয়। উহাযা সমগ্রের বাহিরে পাড়াইয়া সব-বিছুর তত্ত্ব নির্ধারণ করিতেই ব্যর্থীল। বিশেষণের ফলে সূত্রীয় রস বাহির হইয়া সেসেই ভাতি-সমূহের মধ্যে গড়িয়া ওঠে হিন্তনের পক্ষ প্রাচীর। এই পাখাপ প্রাচীর তেজ করিয়া কেহই তখন পরস্পরকে ছুঁইতে পারে না, পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগে যুক্ত হইতে পারে না। অথচ সূত্রীয় মূলে একই পুরুষোত্তম-বস্তু আছেন বলিয়া প্রতি অংশের বৃক নিহিত রহিয়াই পিয়াছে অপর অংশের সঙ্গে মিশিয়া 'এক' হওয়ার খোঁজ। সূত্রিতে রস শুকাইয়া বাইবার ফলে যখন অংশসমূহের পারস্পরিক সাক্ষাৎ সংযোগ অসম্ভব হইয়া পড়ে অথচ সমগ্র প্রেরণার 'এক' না হইবারও উপায় নাই, তখন সোঁকা পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেককে বক্রপথের আশ্রয় নিতে হয়। এই বক্র পথে পাটগণিতের ভাষায় গঠিত সাধারণ জগদীকবৈ (G. O. M.) পথ। তিন সংখ্যা ও পাঁচ সংখ্যা যখন ব ব বৈচিত্র্য বখাৎখতাৎ রাখিয়া গোন কারণে সাক্ষাৎ প্রাণ-যোগে যুক্ত হইতে পারে না, অথচ যুক্ত হইবার সম্ভব প্রেরণাকও যখন অস্বীকার করিতে পারিতেছে না, তখন

তাহারা খোঁজে নিম্নেরে স্ব স্ব বিশেষ ভিন্মত্বকে ও পাঁচত্বকে
মুছিয়া ফেলিয়া 'এক' সংখ্যার মধ্যে 'এক' হইবার পথ।
'এক' সংখ্যার মধ্যে তিন সংখ্যা ও পাঁচ সংখ্যা দুইই
নিবিশেষ; এখানে সংখ্যাগত মৈনিতা তিন সংখ্যারও নাই,
পাঁচ সংখ্যারও নাই। তিন ও পাঁচ নিম্নেরে বিশেষ
হইতে মুক্ত হইয়াই এখানে 'এক' হইতেছে।

এই পথই এ দেশের প্রাচীন অশ্বৈতবাদীরা নিয়াছিলেন,
যিহ্ন ইহাতে শেখ নীনাংসা হয় নাই। তিন ও পাঁচ
তাহাদের ভিতরকার বিশেষের বেগমাল উপকইয়া
নিম্নেরে উর্ধ্বে নিবিশেষ ঘরের ভিতর দিয়া পদম্পরের
সঙ্গে আনাগোনা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু বেগমালও
বে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইয়া ক্রমশঃ যুগ্মরূপে তাহাদের
গতি তাহাদেরও অজ্ঞাতদ্বারে যোগ করিয়া পড়াইয়া আছে,
এ হ'ল কি তাহাদের ছিল? স্রীষ্টকই এই হ'ল তাহাদের
ঘাতলাইয়া দিয়াছেন। বিশেষের বেগমাল তো বরপতঃ
বিখ্যা ছিল না; প্রত্যেকের বিশেষত্বেরে অটুট রাখিবার
জন্ত ইহার প্রয়োজন-ভিন্নতাই আছে; তাই তো এই
বেগমাল জুড়িত। সমগ্রের মধ্যে প্রতিটি অংশ রসযুক্ত
খাবিলে বেগমাল করিত বৈচিত্র্য রক্ষাই কাণ্ড, বাহ্য
প্রয়োজন মত ভটানো হাইত, আবার প্রসারিত করাও
হাইত। কিন্তু প্রাচীরকে রপহীন শক্ত করিয়া ভগ্নদান
করার কালে তিন ও পাঁচ তাহাদের নিম্নেরে ধ্বংসে 'এক'
হইবার কোনও সুই পাণ নাই। তাহারা নিম্নেরে
কেন্দ্রে নানান ধরিয়া গিয়া তাহার উর্ধ্বে 'এক' হইবার
জন্ত প্রোণণ ব্যাহুল।

ইহার সমাধান ল. সা. ও.

কিন্তু পাণ্ডিত্যবিশেষ লিখিত সাধারণ গণিতক
(L. C. M.) তিন সংখ্যা ও পাঁচ সংখ্যার আর একটি
'একত্বের'ই খোঁজ দিয়াছে। সেখানে 'পনের'র মধ্যে
তিন সংখ্যা তিন এবং পাঁচ সংখ্যা পাঁচ থাকিয়াই 'এক'
অশ্বৈত হইতে পারিয়াছে। পনের-র মধ্যে রহিয়াছে তিন ও
'পাঁচ', পাঁচত্ব 'তিন' এবং পনের ত্ব 'এক'। ল, সা, ও-র
অশ্বৈত তিনত্ব ও পাঁচত্ব-বর্জিত রপহীন অশ্বৈত; স্ফাত্যের

ল, সা, ও-র অশ্বৈত তিনত্ব-পাঁচত্ব একত্বসংবিত্ত অশ্বৈত
অশ্বৈত। ল, সা, ও-র ভিতর ল, সা, ও তো
আছেই, আরও আছে তিন ও পাঁচের পদম্পরের বৈনিতা
রক্ষা এবং সেই বিশেষত্বগুলির পাদম্পরিক সহজ সহজ।
ল, সা, ও এই পনের-ই হইতেছে তিন সংখ্যা ও পাঁচ সংখ্যার
কাছে একটি 'সমগ্র' বস। এই সমগ্র বস হইতে রওয়ানা
হইলেই তিন ও পাঁচের মধ্যে ত্রিভুজের প্রাচীর বহনও
তিনকে ও পাঁচকে পদম্পরের কাছে একত্র তির করিয়া
দিবে না, বরং তাহারা দেখিলে যে একত্ব রহিয়াছে তাহাদের
পাদম্পরিক সহজ-কৌশলের মধ্যেই। ল, সা, ও-র মধ্যে
বিসরণ ও সংরখন (synthesis). দুইয়েরই সমগ্র
রহিয়াছে।

ল. সা. ও-র সমগ্রতার মধ্যে প্রতি অংশও সমগ্র

প্রাতিভের শক্ত প্রাচীর একাধি বিসরণের পথেই
গড়িয়া উঠিয়াছিল। পূর্বোক্ত-মূল অীব-পটীতে অীব-
সমূহের দ্ব্যত্ব ও ত্র্যত্ব জাত প্রাতিগত বিচিত্রতার মধ্যেও
একটি নির্দল রসযুক্ত রহিয়া গিয়াছে। বালা যেমন অীবের
রস-সম্ভাব্যে ধরিয়াই তৌমার, যৌবন রূপ ব্যয়ণ করে, ত্রিক
ভেমনি কি অীব নিজের প্রাতির ক্রমবিকর্তনের পথেই অপর
প্রাতির সহিত সহজ যোগদ্বয় অহত্ব করিত না?
'সমগ্র'ই বিভিন্ন আখ্যানরূপে যদি অংশসমূহকে দেখা
সম্ভবপর হইত, তবে সেই লগ বিচিরাখ্যানমুক্ত অংশ
সমূহের লম্বায় আর একবার নবীনরূপে 'সমগ্র' তাহাদের
সাধনে সূচিয়া উঠিত। প্রথম সমগ্র হইতে দ্বিতীয় লমগ্র
রসগত বৈচিত্র্য ও তত্ত্বসূত্রকে বস পৃথক, বস ব্যাপক।
প্রথম অংশ ছিল তারুকের 'অংশ'; তারুকের অংশকে
বর্জিত করার পর রসমহায়ে দ্বিতীয়বার গড়িয়া উঠিলে যে
অংশও, তাহাই হইবে রসিকের অংশও। এই দুইই প্রক্রিয়াই
(বিসরণ ও সংরখন) ব্যাপ্ত হইতে পারে, যদি সমগ্র পূর্ণ-
যোজ্য-বস্তুর মধ্যে ভূবিদ্যা সমগ্রতাকে অটুট রাখিয়া সেই
সমগ্রেরই ছাঁচে অংশসমূহকে দেখা যায় এবং এই অংশ-
সমূহের যোগকালে দ্বিতীয় সমগ্রকে গড়িয়া ভূবিদ্যার লালসা
দলবতী হয়।

উক্ত দুই এই জীবন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রের মাধ্যমে সম্বন্ধ

এই প্রতিটি অবস্থা ও ব্যাপ্তি, তেজ স্রোতের দ্বারা

সংসার উচ্চতম, পুরুষোত্তম-মূল। মূলের রস আধরণ
করিয়াই অমৃত ও শাখা-প্রশাখা জীভিত, ফল ফল পত্ন।
সামর্থ্য। অমৃত, শাখা-প্রশাখা বা মূলকল মূলভিত্তি হইলে
কি বেহী তাহারেদর স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বা জীবনধারা অনুসর
রাখিতে পারে? অমৃত, শাখা-প্রশাখা, মূলকল সম্বন্ধে তো
সম্বোধে মূলের দিকে দৃষ্টি, তাই উৎসাহঃ সম্বন্ধে এক জাতীয়।
অমৃত, শাখা-প্রশাখা মূলকল বেধে নিম্ন জাতীয় নহ, তেমন
সম পুরুষোত্তম হইতে তাত প্রাপ্ত কত্রি বৈধ মূলই বা
জি হইলে কেন? নিম্নোক্ত বিচ্ছিন্ন অমৃত, বিচ্ছিন্ন
নোমুর্ভি কইয়া অবজ্ঞাশা আভ্যন্তরীণে নিম্নই মূল
ইতে অমৃত মূলে, অমৃত হইতে শাখা-প্রশাখা
হে, শাখা-প্রশাখা হইতে মূলকল আরও মূলে। এই কারণে
মূল হইতে অমৃত, শাখা প্রশাখা, মূলকল প্রাপ্তঃ মূল হইতে
মূল হইয়া থাকিতেছে। তখনই মূলের নিম্নই বহিরা
মূলই হইবে মূলীন, শাখা-প্রশাখা তাহা হইতে বন মূলীন,
মূলকল ভূতাত্ত্বিক বন মূলীন। কিন্তু সমস্ত জীবনের স্বর্ষ
ক তাই? জীবনের মধ্যে প্রতিটি অংশের সম্বন্ধ জীবনের
স্ব স্ব সাক্ষ্য সম্বন্ধ—equal and direct relation
—রহিয়াছে। এখনে বেহী একত্ব মূলে বা একত্ব নিম্নই
ই। অমৃত, শাখা-প্রশাখা, মূলকল সকলেই মূল হইতে
ন মূলে বা সম অভ্যন্তর—‘তত্ত্বের তত্ত্বকে চ’—
আভ্যন্তরীণ একটি স্বাঃপূর্ণ সত্তা আছে, তাহারও একত্ব
নে অপর তাহারও মান নহ।

মূল বীজের যে প্রকাশ ও আশ্রয়ন রহিয়াছে অমৃত,
হা কেনে স্বাঃপূর্ণ ও অভিন্ন, সেই বীজেরই যে অভ্যন্তর
কাশ রহিয়াছে শাখা-প্রশাখার মূলকল, তাহাও মূল
বিধানে অভিন্ন ও স্বাঃপূর্ণ। জীবনের তাত্ত্বিক ‘বিশ্বাস’
হা সত্য, কিন্তু কৌলীকের সত্যতা সেখানে নাই। এই
ভেদে মূল পুরুষোত্তমের যে প্রকাশ ও আশ্রয়ন প্রাপ্ত
হিয়াছে তাহা কেনে অভিন্ন ও স্বাঃপূর্ণ, তেমন মূল
পুরুষোত্তমের যে সম প্রকাশ কত্রি, বৈধ ও মূলে
হিয়াছে, তাহাও তেমন অভিন্ন ও স্বাঃপূর্ণ। প্রাপ্ত ও
পূর্ণ, কত্রি ও স্বাঃপূর্ণ, বৈধ ও স্বাঃপূর্ণ, মূল ও স্বাঃপূর্ণ।

বেহী তাহারও স্বাঃপূর্ণতাতে স্ব স্ব স্বাঃপূর্ণতাধারা
চাশিতা রাখিতে পারিবে না! একটা স্বাঃপূর্ণ সম্বন্ধে
আশ্রয়ন করিতে হইলে তাই চাই স্বাঃপূর্ণ প্রাপ্ত, স্বাঃপূর্ণ
কত্রি, স্বাঃপূর্ণ বৈধ ও স্বাঃপূর্ণ মূলের প্রাপ্তাশা। বিনিময়
বর্ধের দ্বারা, প্রাপ্ত-স্বাঃপূর্ণ পদার্থবস্তুর দ্বারা সম্বন্ধে হওয়া;
ইহাই হইলে বর্ধনের মূলে সর্বজাতির মূলে অভ্যন্তরীণের
প্রতিষ্ঠা। পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম মূলেই আশ্রয় প্রাপ্ত
বৈধ মূলের স্ব স্ব মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। পুরুষোত্তমই
তো পদমের মূল, তাহার মূলেই পদমের মূল। পুরুষোত্তম
‘আমি’র ব্যতিরেকে তাহারও কোনও বিচ্ছিন্ন মূল্য নাই।
প্রত্যেক বিশেষণ করিতে গেলেই বিশেষ; তখনই মূল হয়
মূল্যবাহী নীতি, তাহার কলে বিচ্ছিন্নই কোনও বিনয়
বিচ্ছিন্নভিত্তিকে ছোড়া বিচার সত্যতা রাখিবে না।
বিশেষণ করিতে হইলে সম্বন্ধকে বলায় রাখিবে—ইহাই
বর্ধমান মূল-সামান্যর অভিন্নত্ব। ইহাই জীবনসাধনা।

ইহা ব্যতিরেকে, অতঃপর: কেবল একমাত্র ব্যক্তিরই এক মূল

এইখানে একটা কথা বলিবার আছে। পুরুষোত্তম-
মূল সাধনার প্রবৃত্তি না ইহা প্রাপ্ত মূলীন মূলগননকে একমাত্র
বলাইয়া থাকিলে বা উপাসনা করাইলেই যে স্বর্ষ
জাতি-সম্বন্ধ হইবে না, তাহাও আশ্রয় মূলগলে চলিবে
না। ঐতিহ্যগোপাল সিংহায়েন, “একজন মূলগননকে,
একজন মূলগন ও একজন প্রাপ্তকে এক সংগে বলাইয়া
আহার করা হইতে পারিলেই মূল জাতি এক হয় না।
বিধা তাহারের সবলকে বলাইয়া এক সংগে উপাসনা
করাইলেই সবল সম্ভার এক হয় না। প্রাপ্ত আশ্রয়-
জ্ঞান তাহার ইহা হাছে, তিনিই একমাত্র মূল স্বর্ষ
যেহে: বিনি মূল সম্ভারের প্রকাশ উৎসাহ এক
মূলগন, তাহার কোন সম্ভারের স্বাঃপূর্ণ বিদ্যায়
নাই। তিনি মূল সম্ভারেরই আভ্যন্তরীণ এক
যেহেতেহে:।

“একর মূল” বিনি সর্বজাতির অভ্যন্তর রাখিবে
যেহেতেহে: , তিনিই সর্বজাতি-সম্বন্ধের প্রাপ্ত রস আশ্রয়ন
করিতে সক্ষম হইবেন। অতীতে শু মূল্যের একো

উপরেই কোর সেওয়া হইয়াছিল, যাহার ফলে ব্যাবহারিক জগতে কোনও বৈদিক সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লক্ষ্যবস্তুর বর্তমান যুগে বাহ্যিক এই আত্মবলীক ঐক্যের দিকে কোনও দৃষ্টি না রাখিয়া বাহ্যিকের দ্বারা দ্বারা বোলাবোলাই ঐক্য স্থাপন করিতে চলে, তাহারও বার্থ হইবে। চাই আত্মিক অধৈর্যজ্ঞান, মানসিক অধৈর্যজ্ঞান, বুদ্ধিমত্ত অধৈর্যজ্ঞান, অরঃশুণত

অধৈর্যজ্ঞান, পারিতোষিক অধৈর্যজ্ঞান, সামাজিক অধৈর্যজ্ঞান। এই অধৈর্যজ্ঞানের উপরেই বিশ্বাস্য গভীর উদ্ভিগে। শ্রীমতীগোপাল দিখিতেছেন, 'কথিত হইয়াছে সনত্ত জাতি এতজাতি হইবে। সনত্ত জাতি এক বৎ মানিবে।' তখন বর্ধ লক্ষ্যে কাহারো প্রত কাহারো বিধে থাকিবে না' বর্তমান বিজিত বিশ্ব তাহারই প্রতীক করিতেছে। বহুনাশতঃ

আমি মনে করি

শ্রীকৃষ্ণদাস সাহা

আমি মনে করি,
ভাষ্যমহল বৈদ্যতন্ত্রের এক নিহঁর নিদর্শন
সম্রাটের রাজতন্ত্রের এক যেক্ষাচারী প্রকাশ।
ভাষ্যমহল সাম্রাজ্যের বার্থপরতার
পুত্তিকাময় এক অপূর্ব স্রষ্টা,
ব্যক্তিগত বার্থনেতার উদাত্ত মমিরা।
আমি তাই চাই না—
আজও থাকিয়ে থাকুক সেই ভাষ্যমহল
যেক্ষাচারের বিদ্য-পতাকা উড়িয়ে।
আমি চাই—
যত যত হোক তাই ভাষ্যমহল
প্রতিটা গাঁপনী ওর কোষ কোষ হোক।
বাসকধ আবহতার তরে তরে
সজিত অলংকণা তখন
পথ পেয়ে ছুটে চলবে,
বিন্দু বিন্দু অলংকণা তৈরী করবে সাগর।

আমি মনে করি—

ভাষ্যমহলের অপর নাম অলংকরণ
কত কত সজিত মাহুকের কত কত প্রমিদের
অলংকার ভাঙে।
সীমাবদ্ধ প্রমের উপযুক্ত পাত্রপ্রমিত
পারমি ভাঙা সম্রাটের অংশে।
ভিলে ভিলে হয়ে হয়ে অলংকরণ
চলিয়া পড়েছে ভাঙা দুহুর কোলে।
সম্রাটের বার্থনেতা চরিতার্থের তরে
লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী জুগিয়েছে অর্থ
সম্রাটের তরে। নিজেরা হতেছে অলংক
দুহুরা এসে এবধিন ছিনিয়ে নিয়েছে
ভাষ্যের অলংকার মাতে।
কত কত আমিহারা দীর্ঘ অলং
মিলিয়েছে অলংকরণে।
একজনের পত্নীশ্রেয় তিরহারা
কহিবার তরে,
লক্ষ লক্ষ মাহুকের পত্নীশ্রেয়
হাহাকার করে।

বাবি। তুমি দ্রিষ্টক, আমিও দ্রিষ্টক হইব। তুমি স্ত্রী
করিয়াছ, আমিও স্ত্রী করিব।—এণ্ড হুনার সকলেই
বাইয়া বাবির হয়, অনেক আয়নার বাব, তেবে সন্ধ্যায়।
মঠে বাই না। সন্ধ্যায় পূর্বে রেখা ও মধ্য আসে। ওয়া
কালজাম দ্রিষ্ট আসে। চা-টাং বাব। উপরে আরতি
করে, কটি তৈয়ারী করিয়া বাব করিয়া দেয়। তৎকালের
কাছে ‘অগ্নিচ্ছিন্নের সঙ্গে যুক্ততা ছাড়া যে পরিচ্ছিন্ন নই
বা পরিচ্ছিন্ন ঘরের বাব নিষেধ দিত্তিতা নিতে তক্য
করিতে পারে না—এই সব আসোচনা করি। অগ্নিচ্ছিন্নই
নিষ দিয়া স্পর্শ দিয়া পরিচ্ছিন্নকে দিত্তক করে। সংসার
সন্ধ্যালের দ্বারা যুক্ত না হইলে নিজেতে নিজে তক্য
করিতেই পারে না। বিশেষতঃ যখন প্রাকৃতিক অস্থূল
জীবের বোটাই নাই। আত্মজাতিক ও বিশ্বজনীন জীবন
দাপন করা ছাড়া বর্তমান বিশ্বে কেহ কাহাকেও পাইবে
না—আমি জীবে পাইবে না, জী আমিকে পাইবে না
ইত্যাদি। ইহা দ্বিষ্টাচ্ছিন্ন বসিয়াই জী পুষ্ট হইয়া পথে
বাবির হইয়াছিল। বিশ্বের সব বিচ্ছিন্নকে পরকীর দৃষ্টিতে
বেধা ছাড়া কাহাকেও পাওয়া বাইবে না। মূল ভগবৎকে
পূর্বে কথিয়া সকলের সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে। আমার
করে বাইরে সর্বত্র বিশ্বমশা। ঠাকুর, তুমি জান আমি
চলিব। কোথায়ও আটকাইয়া গেলে চলিবে না। প্রেয়ঃ
পুত্রাং, প্রেয়ঃ বিভাং, প্রেয়ঃ সর্বম্ভং অস্তম্ভং—তুমি
আমার সকল প্রেয়ের প্রেয়, প্রিয়তম।—১১ই ফেব্রুয়ারী

নিভাপোশাল, যে জান লাভ হইলে তোমার হস্তি
‘সম সাধর্মাণগতা সর্গেহি নোপভায়তে প্রদয়ে ন
বাম্ভি,’ সেই জান আমাকে দেও, তোমার মননা তব
মন্তকঃ... প্রিয়োহি দে’—গান আমার যেষপ্রাণে
গাড়া প্রাপ্ত বকক, আমি তোমার নয়ন লাভ করিব।
তোমার চক্ষু দিয়া তোমাকে, আমাকে, এই বিশ্বকে দেখিব,
আমাকে দিবা চক্ষু বেও যেমন তুমি অন্ধনকে দিহে-
ছিলে। তোমার হস্তে উঠিয়া, তোমার আদরে, তোমার সম
আসনে বসিয়া, তোমার সঙ্গে যেষপ্রাণমনে একান্ত
হইয়া—আমি বিশ্বের সব কিছু দেখিব, আশ্বাসন করিব।
...হয় উহারে (হুয়ার রেখ গোপা) খুব পাওয়ার।

অমি তেনার মন্ত ৩০০ টাকার বেশি দিতে পারিবেনা।...
হুশীলা গুণিগাড়া দিয়াছিল। হুগুরে আমার বক্তৃতায়
উহার বাইবেন না—এইরূপ অংগোচনা হরিঃপ্রাণনম
প্রকৃতি করিয়াছিল। জাম্ববদ্যরানম প্রকৃতি নাকি
এইরূপ ব্যাপ্যত হইতে দিতে ইচ্ছুক নয়। নিমিত্তা মিনিয়া
করিবার মন্ত তাহার উৎকৃত। হুশীলাকে আমার
নিকট বিশেষ অস্ত্রোপ করিতে বলিয়াছে। উহারে
সম্ভবে যে উহার হুগুরে গেলে নাছে আমি না বাই।
নিভাপ্রাণনমের সত্যগতিবে আমি বক্তৃতা দিতে
আপতি করি নাই। আমার এই উহারতার উহার
অপব্যহার করিয়াছে। আমি নিজেতে দিক্র্য করিয়া
কাহেরও সঙ্গে মিশনের পক্ষপাতী নই। তেননা, উহারে
মিলন হয় না। সম্মান খোয়াইয়া মিল করিতে গিয়াই
না মঠের এই দুঃবস্থা। বৈষ্ণবের কথা, non-
cooperation-এর কথা বলি। কর্ম করিলে ‘মাত্রা’ থাকে
চাপে, তাই—আচারসর্ব্ব হইয়া বাওয়ার কলে অত্যাচারীর
দল পাইয়া বসিয়াছে—,—প্রকৃতি কি অসমানই না
বক্তৃতা করে। ইহার মাথায় উঠিয়াছে। No বসিবার
সাধন থাকে চাই। উচ্ছৃঙ্খিত হইবে এই সব আসোচনা
করি।—১২ই ফেব্রুয়ারী

নিভাপোশাল, তোমার গোপন দানে, প্রাণখোলা
সম্মানভরপুর দানে আমার অন্তর পূর্ণ হইত। তোমার
ছোয়া অঙ্গ পূর্ণ, আর অসমানজনক বিবাহীর দানের,
বস্ত বস্ত হইত, কাণাকক্তি দ্বারাও নাই। যুগলম নত
হয় তোমার স্পর্শে। “বাহ্য পাই তাহা হইতে নিজে বাই
আমনার মন তোলাতে। যেবে সেবি হার সব তেবে
বায় দুলো হরে বায় দুলিতে।” আমি তিখারীর মত
দ্বারে দ্বারে যেন ভিকা না করি। তোমার অবাচিত
যেহের দান আমাকে পূর্ণ করত। ...আমি হইব তোমার
বাকী হৃতিমত। তোমার বাসিজন হইয়া বিচরণ করিব।...
তামিগীযাহু আসনে, কর্ম তালিকার একটা ছক করা হয়।
স্বাধীপ্রাণ বাবুর কাছে বাইবেন। প্রতিভা সকলে
হাঁখে, বৈষ্ণবে বেহু। ওটার মদর ঠাকুরের গ্রন পাঠ
হয়, তৃতীয় বর্ষ—সন্ধ্যা প্রকরণ। ওটার মঠে বাই। দল

কেমন করিয়া গড়িতে হয়, তাহার রহস্য জিতীশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করি। 'অভ্যাসত্মক অনাকিত্যোজ্ঞান' ইহা বাহ্যিক বীণার গানে নথ্যে বাহির হয়, তাহাদের দল শব্দের মাঝে আশানাআশনি পড়িয়া উঠে। টানটানি বা জাক-জাকি করিয়া 'দল' গড়িলে তাহা স্বাৰ্থ হয়। বাহ্যিক ব্যক্তিগতভাবে কার্যের তার নিতে চায়, তাহাদের দ্বারাই 'দল' গড়া সম্ভব হয়। কিসের আকর্ষণে মাতৃ একত্র হইবে? এক স্বাৰ্থ না হইলে দল হয় না। 'Clean examples have the curious method of multiplying themselves'—মহাত্মা জী। যদি-চিত্তবের দল হয় অভ্যাসজাতী শোষণ। কে ছুটিয়া আদিত্তেছে ঠাকুরের কাছের ভক্ত? সং তো 'অকল্পমত কাল-বাসিধ'-র দলের। 'তোরা কুসংসীদ ভক্ত নিম্ন পতি বার বেলা মনে লয়'—ঈরাবার কিছু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া গতি নাই। নিত্যগোপাল বাহাদের 'পরা রতি', তাহাদের দ্বারাই 'দল' গড়া সম্ভব। তারিখীবাবু ও নীলরতনবাবু রহাশ্রয়ানবাবুর ওখানে যায়। নতুলেশ্বর বাবু মঠে যান। Body ও Soul যে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এক, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পূর্ববোধ্য-বিশেষ প্রতি ৭৩ পূর্ণ, এইজন্য অনন্ত পূর্ণ বোধের সম্বন্ধেই সত্য বাস্তব পূর্ণ। পরিণামিনী প্রকৃতিও অনন্ত, অপরিণামী পূর্ণও অনন্ত। তাই 'অবিজ্ঞাতত্ম বিজ্ঞানভানু'। প্রকৃতি অনন্ত বলিয়া জানার পথ হয় না। জাত্যও অনন্ত, জেগও অনন্ত। ব্যক্তি-বাস্তব্য অটুট রাখিয়া যে সমাজবদ্ধ, তাহাই কারুণ্যবর্ধক। হানিয়ার সাম্যভাবে ব্যক্তিবাস্তব্য নাই।—১৩ই ফেব্রুয়ারী

সৌরগোপাল নিত্যগোপাল আমার, কৃষ্ণ-পঙ্কজ ভূমি রাধাভাষ্যভিত্তিস্থগতি ইহা কল্পিতের ভূমি শোণিতার ভক্ত ধরার ধূলিতে বাসিয়া আসিয়াছে, অবিকার তর পর্বত ভূমি নিম্ন জীবনে অসীকার করিলে। ভূমি নিপীড়িতের, নাহিতের, সর্ব উপদ্রবে উপকৃত মাতৃবের ব্রহ্মরূপ কুটাইয়া ভূমিতে আসিলে। নীনবাহ কালসলসল ভূমি। তোমার সঙ্গে 'এক-ভূমি'—যেহে প্রাণে মনে বিজ্ঞানে আনন্দে আশ্রয়—ইহা, যে বীজপ্রব পিতা, তোমার ব্রহ্ম-বীজ, দ্বন্দ্বের বীজ বাস্তব করিব।...বেশ সকালে মঠে বাই।

তারিখীবাবুর বদেনবাবুর ওখানে বাই। টিক হয়—মঠের executive উৎসবের বাংলায় estimate টিক করিয়া দিবে, শতবাধিকী তাহা মানিয়া লইবে। ১ হাজার টাকার মধ্যে পাণ্ডেল ও ইলেক্ট্রি-সিটি, আর ২ হাজার টাকার মধ্যে খাওয়া দাওয়া ও বাস্তবীয় খরচ। তিন হাজার টাকা আদায় হইবে। ২৪ পর্বত হাট্টিয়া আসি। সেখানে হইতে মিছার আসি। তারিখীবাবু গরুগা দেন। কুমার প্রেসে যায়।...উদ্যোগিতা সত্যার মতর বাসা হইতে আসে। মহা ভূমি দেনার ভক্ত ৫০০ টাকা দিবে বলিল।...আমি যদি কাজের মধ্যে না থাকি, কেমন করিয়া বাঁচিব? আর বাঁচিবার প্রয়োজনই বা কি? বাঁচিবার সাধ তো শুধু ঠাকুরের জীবন ও মর্শন ছড়াইয়া দিব বলিয়াই না? এখন কোন খিট্ট সঙ্গীত শুনি, শুখন মনে হয় আমি যেন এই দেশের মাতৃ নই। কোথার যেন আমার বাঁকী, আমাকে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছে বিশেষ কোনও প্রয়োজনে। সে প্রয়োজন নিত্যগোপাল-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছাড়া আর কি হইবে? কাজ থাকিলে বাঁচিব। নয় তো মরিয়া বাইব। মিছার বাসিক দিকে বেশ উন্নতি। নবযৌনের যৌবন ভক্ত্যবাস্য আম ইনকোম্পে রেপ্ত প্রতিষ্ঠার ঐশ্বর পাঠাইয়াছে। কুমারের মায়ের চিঠি শুনিয়া ভাল লাগিল। ছিন্নমূল বোড়া লাগার কথা লিখিয়াছে—নিত্যগোপালের কথা তাহাতে আছে। অনেক সেবা করিয়াছে আমার। ঠাকুর, ভূমি কোলে রাখিব। —১৩ই ফেব্রুয়ারী

ঐনিত্যগোপাল, সর্বকর্মসময়ের যে বীজ ভূমি ঐশ্বর্য-রূপে শোণিত ধরার কৃষ্ণ লুটাইয়া বশন করিয়া গিয়াছিলে, নয়ন-জলে সিকন করিয়াছিলে, আম তাহাই ভোবার বর্তমান জীবনে অধ্বনিত দেখিতেছি। কবে যৌবনে পরিণত হইবে, কুলে কলে বিকল ভক্ত করিবে তাহা ভূমি জান। ভূমি আমারে চেনিয়া গিয়াছ। কত সৌরাস্য ভূমি সহ করিয়া গিয়াছ। ভূমি আমার 'চক্ষুঃ চক্ষুঃ প্রাপ্ত প্রাপ্ত মনঃ মনঃ'। তোমার তরে উঠিয়া আমি তোমার ইঞ্জিরে ইঞ্জিরবান হইব। তোমার ভিতর মরিয়া আমি বাঁচিব। ভূমি অপরূপ, অপ্রকৃতি, তাই ভূমি পুণ্ড্র

প্রকৃতি উভয়ের সমন্বয়। একাত্ত প্রকৃতি ও একাত্ত পুরুষের পারস্পরিক শোষণে প্রকৃত্ত মনন। ভূমি মনন-মোহন। তোমার মননমোহন রূপ বিম্বকে শোষণের ক্ষমতা হইতে মুক্ত করুক। রেণু কুমার বাহির হয়, কেহে বৈকালে।...নীলু ও কাটা মনি নিবে বদলি।...মঠে বাই। কিতাপকে যদি বিম্বেরে ঘন-বিগ্রহ নিত্যগোপালকে বিম্ব হুড়া কি দিয়া পূজা করিবে? 'নিবে কৃষা শিবং যজ্ঞং'। তাঁহার পূজা হইতেছে না বলিয়া তাঁহার শক্তিও টের পাওয়া যাইতেছে না। বর্গ-জন্মের বিকৃত রূপ মঠে প্রাণান্ত লাভ করিয়া আছে। সেবানন্দ সকালে ও বিকালে শতবাধিকার ও এই বিক্রী-বাধ ২৪২৫ টাকা রাখিয়া গিয়াছে। রাজিতে আমার মাথা ছুঁতেছিল। প্রতিভা সকালে, রেণু বাহিতে রাখা করিয়াছে। তারিখীবাণ নলহাটি দিয়াছেন তাগ বাহিতে, শতবাধিকার কাছে তাহারের সন্মোষণিতা চাফিয়ার জুত। জুতার এক ভ্যালোও মঠে আসেন। তিনি অধিনীকুমার লাইব্রেরী হইতে 'উচ্চলভ্য' পুস্তক পাড়তেছেন। সতীর 'তব অঙ্গ কহ তামিষ এ তহ তবে বাবে পাশ যোর' লেখা আসোচনা হয়। যেনবন্ধ কোনও সময়ে কিংবদন্তর রায়ের কাছে বলিয়া ছিলেন, 'বাগদায়েণে অসম্বোধেণে আশ্বোপনে যদি বেই বোর তবে সে পরং যোব'। ইহা কিংব-দন্তর মুখে শুনিয়াছি। আমি শোষণ করি নাই...ইহা non-violence-এর দিক। আমি শোষিত হই নাই—ইহা non-cooperation-এর দিক। বিব এই নীতির উপর পড়া। বোম্বারের ভাষা এই নীতি অগ্রবাহাই সিবিয়াছি।—১৫ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, ভূমি আমি সমগ্রাণ। লতা বেদন কৃষকে জড়াইয়া থাকে, আমিও তেমনি তোমাঞ্চে জড়াইয়া থাকি। তোমার আমার বিচ্ছিন্নতা ঘূর হউক। একই শ্রেয়-প্রদীপ হইতে ভূমি আমি সমভাবে তৈল আহরণ করিয়া জলিব। একই পরনালে ভূমি আমি ছুইটা পয়সা...আমাকে এই স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছ। বতদিন থাকিব তোমার নাম লইব, তোমার কীৰ্ত্তন-পীথা গাহিব তোমারই জনদের কাছে। আমার বাঁচিবার সাথ তোমারই জুত। বাঁচিব

পান ভলিলে আমার মন-প্রাণ উবাও হইয়া দেখানে যায়, ভূমি কি দেখানে থাক, আমার যে তখন সেখানে জুতই প্রাণটা পালন হইয়া উঠে? আমি যে এখানে বড় অসহায়। বতখানি পারিবাঁচি মাতব্যকে স্বদর্শনার প্রতিষ্ঠিত হইবার জুত প্রাণপাত করিয়াছি। কেহ তাহা গোপে নাই। তবুও চলিব। বল দেও। রেণু ও কুমার ১১টার পর খাইয়া বাহির হইয়া ৪ টায় ফেরে। বিদ্যা আসে...। শতবাধিকার ৪ টাকা+উচ্চলভ্যর ৪ টাকা দেয়।... আমি যে সকলকে কীৰ্ত্তনের লগে মিলাইয়া চলিয়াছি, আমার বাহ্য-বিম্ব তাহা যে তাহারেরও, ইহা যদি। আমার মাথা কাল রাখি হইতে চলিতেছে, সারাদিনই চিস। মঠে বাই নাই, বাইতে সাহসও হয় না। মাখনবাসু আসেন। এই অজানার সেনে আমার নিত্যগোপাল হুড়া যে আর আছে? আমার পদ্যতে যে কি হইতেছে তাহা কি আমি জানি? জুত পড় করিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া রহিব। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। আমি কতইনু দেখি, কতইনু জানি? অথচ চলিতে হইতেছে এই না-জানার মধ্য দিয়া। জানা ও না-জানা বেগের ইটা তিনি। ভূমিই আমার পরণ। তোমাকে ছাড়িয়া এক পাও আমি চলিব না। সব বার দিয়া চলি যবং সহস। কেন না ভালও বিদ্যা, মন্দও বিদ্যা। বিম্ব ভালও সত্য, মন্দও সত্য বহিয়া চলিতে চাহিলে কতখানি হানিয়াছি, কতখানি সাক্ষ্যবোধ, কতবড় ব্যাপক ও গভীর স্মৃতিভাণের দরকার? কতখানি relativity-র জ্ঞানের প্রয়োজন? তাই তোমার কীৰ্ত্তনে কীৰ্ত্তন মিলানো ছাড়া স্বাভাবিকভাবে আমার পক্ষে অসম্ভব। কোন্‌ গুরে পাড়াইয়া লইব জুত, তাহা তো আমাকে নিষিদ্ধ হইবে তোমারই স্মরণ-তলে বহিয়া। নীলু ও কদম্বকে পয়সা দেওয়া হয় রবিবার বাঙাইয়াটি বাইবার জুত। —১৬ই ফেব্রুয়ারী

নিত্যগোপাল, আমি পরিচ্ছন্নতার বলনে নহন বাঁচিয়া 'আবারে যদি সে কাঁদিয়া'। আমার জানার বাহিরে না-জানার রাজ্য বহিয়াছে, বাহার লগে যোজাই আমার শশুদীন হইতে হইতেছে। না-জানা পথে চলিতে হয়, না-জানা ঘটনার লগে জড়াইয়া পড়িতে হয়, না-জানা

মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়। ভূমি তাই আমার অবলম্বন, আশ্রয়। 'সেও যে, সেখানে বুঝে'। এই মানবানার স্বাভাবিক পাতি দিতে ভূমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, অশেষ প্রাণকেন্দ্র। প্রাণ ছাড়া আমার মধ্যে আর এমন কোনও বৃত্তি নাই যে এই অকুলে কুলের খোঁজ দিতে পারে। অগ্নি কাণ্ডারী, অগ্নি সখা, অগ্নি সখী, অগ্নি আমার স্বামী, তোমার সঙ্গে ভূমি বন্ধিয়া গিয়া আমি তোমার সেবা করিব। তোমার বিলম্বের ভয়তে আমার তবু নিশ্বাস তোমার সেবা করিব সেই অবিকার অনাক্ষেপে। রেণু আর আর বাহির হয় না। কুনার নীরের বাবুর ওখানে বার, পরে সজ্জার ভাঃ কে, দি সুখাঙ্গীর ওখানে বার। সাজিতে রাজ্য রেণু করে। প্রতিভাই সকলের রাজ্য করে। মিত্রের stool বোনে নিয়া বার। আমার মাছ বাবার মত নীরেন : ঢাকা রাখিয়া বার। সজ্জার পর বিদগ্ন আসে ঈশিতেন্তন হইতে উঠি বেঙনী হুঃ-এর কবি ও কবিত্বী উচ্চকলা গিয়া। মাথা গোরে খলিয়া আশ্রয় নাই বাই না। ছাদের উপরের টিনের ঢালাটার বেড়া দিবার মত ঘরানি আসে সকল গটার। ... 'সব বিখ্যা'—এই সাধনা বড় সহজ। কিন্তু 'সব সত্য'—ইহার সাধনা কীৰণ কঠোর। কোন্ দুর্ভোগে, কোন্ বেগে, কোন্ কালে, কোন্ আবেগে সব সত্য—ইহা বুঝিয়া গইতে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দরকার, তাহা অতীন্দ্রিয়-বাহীদেহ, টেটাক্সিমিসিয়ানদের কাছে একান্ত দুর্বোধ্য। টেটাক্সিমিগ্লেণের মাথের বিজ্ঞানের সম্মুখ ছাড়া এই সাধনা অসম্ভব। এই স্বাম্যেই নিত্যগোপালের প্রয়োজন। 'Transcendental' কোন্ 'হুয়ে' ও কোন্ 'কৌপনে immanent' হইলেন—তাহা বুঝাইতেই নিত্যগোপাল আদিরাছেন। বিজ্ঞানতার মাঝে ব্রহ্ম-উপলব্ধি অপেক্ষা সর্বকালের নূর ব্রহ্ম-উপলব্ধি লক্ষ ভুলে কঠোর। অথচ ইহার মতই মানবজাতির বস্তু আকৃতি। এই পথ ধরিয়াই সারা জীবন চলিলাম—ইহাই dynamism-এর পথ। ইহার মতই দার্শনিক হরেন দাসগুপ্ত রেণুর কাছে খলিয়াছিলেন, অনেক সন্ন্যাসী সেবিয়াছি, কিন্তু তারসবারে এমন dynamic সন্ন্যাসী আর পর্বত বেশি

নাই। আমার ব্রহ্ম অব্যয় সর্বকাল মোক্ষকাম।—১৭ই ফেব্রুয়ারী

নিত্যগোপাল, ভূমিই আমার সখা, চৈতন্য, আনন্দ। আমার সখ্য সজ্জা, বিতর্ক বিবর্ত, সখ্য আশ্রয় নিঃশেষ, মুক্তি বাউক। আমি সর্বলব্ধ সন্ন্যাসী, নির্বিতর্ক নিবিহার ও সর্ব'ত্ব পরিত্যাসী হইব। ভূমি যে প্রাণধারার প্রবর্তন বা আরম্ভ করিয়া দিচ্ছ, আমি তাহা বাধা করিব, গোষণ করিব, প্রবাহিত ও প্রসারিত করিব—ইহাই আমার সারা জীবনের ধ্যান ধারণা। তোমার বিলম্বকে আমি ধর্ম্ম অর্থে কামে মোক্ষে ছকাইয়া দিব। ভূমি আমার অবলম্বন, আমার সখ্য। তোমার ইচ্ছা আমার মাঝে কার্ণাটক হটক, জমিয়া উঠুক। আমি তোমাকে চাফিয়া বেড়াইব। কুনার পির-পীড়ার মত আর আর বাহির হয় নাই!... রেণু কীমার এ সুখাঙ্গী বুঝিয়া ক্ষেত্রে গটার পর। বৈকালে ঈশা আসে বাবাঘাট হইতে তাহার পাতি মাসীদঃ... সাজিতে ১২টা, ২টা, ৪টার উঠি। মাথা ঘুসানো কিছু আছে।—১৮ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমার অব্যাহিত অশাখিব বেহুর্ন মমতার মাথা আশ্রয়তা আবরণ করিয়া রাখার মৃদুত্বপূর্ণ আমি তোমার কেনা হইয়া রহিব, আমার আমি বুঝিয়া গিয়া তোমার আমি খনিয়া যাইব, আমি তোমার হাতে গড়িয়া উঠিব, তোমারই আঁকা পথে চলিব, আন কথা না বলিব। কোথায় আমি বাইব তোমাকে ছাড়িয়া? কে আমার আছে? এমন করিয়া আমি আমার আশ্রয়ানের সব কিছু ত্যাগিয়াছি তাহাতে ভূমি ছাড়া আর কেহ আমার নিবে না। পারে গড়িয়া সারা জীবন যাহকের কল্যাণ চাফিয়াছি, তাহায়া সাজা হইয়াছে। আমার কিছু নাই, ভূমি আমাকে তোমার 'দর্শন' দিচ্ছ—ইহাই আমার চরম পাওয়া, তোমারও চরম বেওয়া। সব বুঝাইয়া তোমার 'দর্শন' পাইয়াছি। কবে তোমাকে আমার 'প্রত্যক্ষ' এই নয়ন দিয়া দেখিব? বড় বড় আমার। আমার তো ভূমি ছাড়া আর কিছু নাই ঠাকুর। সেবা সেও, সেবা সেও। তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব, তোমার কাছেই গড়িয়া রহিব। রেণু

দ্বাধাপেনে দায়...। কুমার প্রেম, নীরববাহুর ওখানে...।
দায়...। কুমার আসে ওটার। আদি ও রেণু ওটার
মঠে বাই—কিহি ওটার পর। ব্রহ্মোপ দ্বাধাও ও যখন
বাবু সন্ধ্যার পর আসে। বেলা হয় না।... মহানির্ভাণ
মঠের জলচ্ছাত্ত হয় না, কিতর নেত্রানত হয় না। ওাহুর,
তোমাকে লইয়া আমি বড় বিপদ, কেনন করিয়া যে
তোমার তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা পড়িয়া তুমিই আমি ত্রো বৃত্তিতেছি
না...দ্বাধাকে দিয়া হউক তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। আমি
তাহাতেই কৃতার্থ হইব। কিন্তু তোমাকে লইয়া যে
খেলা চলিতেছে তাহা তো আমার সখ হয় না। তুমি
কি এমন অপরিচিত অনাভূত পড়িয়া রহিলে? তোমার
অশ্রুর সঙ্গে পরিচিত না হইলে কিংবা নিছের পরিচয়ই
নিষে পাইবে না, তুমিই বর্তমান বিষয় পরিচয়-পর।
—১০৮ কেক্সারী

ওগো নীলকণ্ঠ শিবহৃদয় নিত্যগোপাল, তুমি
'একমেবাবিষ্ঠানম্'—'অবিজাত বিজানতাম্ বিজাতম্ অবি-
জানতাম্'—তুমি অতুলনীয়, অপ্রমেয়: তোমার তুলনা
তুমি, তোমার প্রমাণ তুমি। তুমি স্বতঃসিদ্ধ। তুমি
মায়াক্ষয় সমস্ত বিধান করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে বিজ্ঞানোন্মত্ত ও
অবিজ্ঞা মায়ার সমস্ত করিয়াছ। শিবহৃদয় অবিজ্ঞা মায়ার
প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তত্ত্বপাত্র সিঁথিয়াছিলেন। তিনি তাই
নীলকণ্ঠ, অবিজ্ঞা-উদ্ধৃত সব কিছু বিধ পান করিয়া শিব-
গোপাল, তুমি এক ও অবিজ্ঞ। তুমি বেদান্ত-পূর্ণ-প-
বৃত্তি-ভ্রমের সমস্ত বিধান করিয়াছ। তুমি অনেকের
সমস্তের মহান 'এক', সকল অনৈক্যের বাক্য তুমি ঐক্য।
তোমার জীবনে এক ব্রহ্ম, অনেকও ব্রহ্ম—'সর্বং কলু
ইকং ব্রহ্ম'। আখার হৃদয়ের রাজা, তোমার জয় হউক।
ওটার নীল ও হরোপ আসে। কুমার সহ তাহাও ও
কুমার ১১টার বাঙাইবাটি আমি দেখিতে দায়। নিন্দা
কৃত আসেন। রেণুর এতখানি 'সহস্রপতা' বিতরণের
কৃত নিরা বান। আখার সঙ্গে উহাদের প্রাণের সম্পর্ক,
তাহা মোর দিয়া বলি। আখার আদি তর্পণ দিতে
চাই তাহাও বলি। আখার হৃদয়ের পাখলটা আরও পাঁচ
হয় নাই। সে ঝড়ের মত ঝুটিতে চায়। আখার গ্রাঁহক

হইল। ও টাফা দিয়া গেল। ওটার পর রেণু আমাকে
মঠে পৌছাইয়া দিয়া আসে।...বেগেনে সন্ধ্যার ও তাহার
দ্বী এখনে আসেন তরোটি কল্যা লইয়া আখার সঙ্গে
বেলা করিবার ওত। এখনে না পাইয়া মঠে বান।
প্রতিপূর্ণ আসেওনা হয়। যোগেনবাবু বলেন যে, আখার
কথা, আখার মেয়ের কথা তাহার দ্বী প্রায়ই বলেন।...
প্রভাস অবনীস সঙ্গে মঠে বেলা। অবনীকে বলিলাম—
যদি কোন অকিঞ্চিৎ থাকে, কমা করিও। আমি সকল
কথার বাহিরে। আখার কোনও অকিঞ্চিৎ নাই, তাই
অবহিষ্টও নাই। আমি যদি তোমাদের পাইতাম, আমি
২ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার তোমাদের গোপালকে
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম। পত্রিকা পাঠাইতে বলি।
কুমার মঠে আমাকে আনিতে দায়। আমি সকলের পছন্দ
হইয়াছে।—২০ কেক্সারী

নীলকণ্ঠ শিবহৃদয় নিত্যগোপাল, সকল মেবতা লইল
অবৃত্ত, তুমি পান করিলে অবিজ্ঞানগত-মহনোদ্ধৃত হন-
ল, বত অবিজ্ঞানকে তুমি কোলে টানিয়া লইলে হে
আততোষ। তুমি বিকৃতিভূত, সংসারে জালময় বিশ্ব ব্যাও
নাই, পর নাই। গোপনে চলিয়া দিয়াছ। গোপনে
আগিয়াছিলে, গোপনেই ছিলে। আরও গোপনে।
বিধানের সহযোগে তোমার স্থান নাই, তাই তুমি
অপরিচিত। কিন্তু তুমি নীলকণ্ঠ। তাই অমৃতপায়ীর
কাছে তোমার মূল্য কতটুকু? তুমি অবিজ্ঞা মায়াকে
ব্রহ্মময়ী রূপে আখ্যান করিলে। তুমি কর্মী জানী তরু
যোগী। বিধ পান করিয়াই তুমি বিদ্যাব। শিব হইয়া
শিব পাইব। 'শিবোহম্ শিবোহম্'। 'সর্বং শিবম্
বিষম্'। ১০টার পর আতবাবু (বাসন্তী বাইতিং)
আসেন। তিনি শ্রীমৎক সৎহে আখার বক্তব্য বিজ্ঞাপা
করেন। বহু সন্তান অনাঙ্কুর জীবনের ব্রহ্মজ্ঞান-বৃত্তি
শ্রীমৎক, আর শ্রীমৎকগোপাল ষট্টদ চুটিন জীবনের
ব্রহ্মজ্ঞান-বৃত্তি। শ্রীমৎক বিজ্ঞাতের পর্বত নাহিলেন,
শ্রীমৎগোপাল অবিজ্ঞাতের পর্বত। নারীর মাফুদের ব্রহ্ম
জ্ঞানের খোঁজ ছিলেন শ্রীমৎক, শ্রীমৎগোপাল ছিলেন
নারীর রত্নী রূপের ব্রহ্মময়ী রূপের খোঁজ। শ্রীমৎকগের

সাধনা মনে মনে কোণে, আর, ঐতিহাসোগোপাল বিধ
নাসনিক। ঐতিহাসিক বিধানবের, বৃত্তান্তাদেব, ঐতিহ্য
গোপাল অবিধানবের, mass-এর। আত্মবাহু এখানে
খাওয়া গাওয়া করেন।...আমি এটার মতই বই। মঠের
ছবিবস্থা তুমিই দেখনার বৃত্তান্ত। আর। হুশীলা
পানিহাটি মত হইতে বিভাজিত, মহানির্ভর মঠের স্থান
নাই। বাহার বাহ্য ইচ্ছা, এখানে লগ্নেই তাহা করি-
তেছে। দেবতার গুহ মাই। তারিখীবাণু দুর্গপ।
আত্মবাহু গুহাংগের মোহে সে মলমল। ঐশ্বর্য তাহার প্রিয়।
আমার চিত্তাধারা তাহার গহবরই নয়। —বের পবই
গোচক। ধনু ৫০০ টাকা তুমি কেনার মত তুমি।
উজ্জলতারতে অন্য দেয়।...প্রজাবের উৎসে থাকে,
সে:কুরের মল বই।...২১শে ফেব্রুয়ারী

নিত্যোগোপাল, আমি আমার, যেমনপ্রাণ তোমায়ে
মিহ বৃত্তি। লহ নং। আমার তুমি ছাড়া কি আছে।
তুমি আমার অরুণ, তুমি আমার গোপের ঐশ্বর্য পথ।
তোমাকে জর করিয়া আমি পথ চলি, তোমার দুখের
মিকে চাহিয়া আমিও আমি পথ চলি। তোমার নাম
জনে জনে ঘরে ঘরে পুনাই, তাই আমিও চলিতে
পারিতেছি। আমার বস্তু তুমি। তোমার দেওয়া
কীজন তুমি বৃত্তি। লও। কত ব্যত প্রতিষ্ঠাত কীজনের
উপর দিয়া দিয়াছে, তুমি এই কত-বিকৃত কীজন বৃত্তি।
লও। শুধু শরণ লইব। তুমি আর আমি এই প্রায়-
পর্যায়ি বলে কানিয়া চলিয়াছি প্রাণে প্রাণ দিয়াইয়া,
নুকে নুকে নিলাইয়া। তুমিও একা, আমিও একা। হুই
একরে তুমি আমি অষ্টমত। তুমি আমি পরস্পরকে
জড়িয়া চলি। ১০টার পর মনোহরন শুভ, হীরাঙ্গাল
হাপশুও তাহারের বন্ধ এক অস্ত্রসোক আসেন।...সে
হাইটালো নাথুরের সঙ্গে দেখা করিয়া এ মাসের মত
একটা বিজ্ঞাপন আসে। সকালে ১০টার পর কুমার বে,
দি, দুখারীও শুভানে যায়। কাল আবার রেণু ও তারিখীবাণু
বাইবে জন মোহকে প্রবান নতিবি ঠিক করিবার মত।
রেণু ও তারিখীবাণু ভল্লকাকির শুভানে যায়। তিনি
কলিকাতার নাই। রেণু ঠাকুরের মতি দেখিয়া আসে।

আবার মঠের বাহির হইবার সময় অগা আসে।...কি
পরে আমি ও সে মঠ বই। কুমার দিয়া নিয়া আসে।
...তারিখীবাণু সন্ধ্যার পর ইচ্ছাপ্রাণবাহু শুভানে বান।
তিনি ৩০শে মার্চের সন্ধ্যা ৫-১০ মি: এ উপস্থিত
হইবেন ও সন্ধ্যাপতি হইবেন বলিয়া দেন। মঠে এখন
এতজন কেহ নাই যে, কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে
মুলাগযোগী আলোচনা করিতে পারে। ঠাকুর, ঠাকুর,
আমাকে বল দেও, তোমার দেওয়া 'সন্দ' আমি রক্ষা
করিব। বীরেন আসে, মিহর নৃতন শুভ দেখে। অনেকটা
দুখ হইয়াছে।—২২শে ফেব্রুয়ারী

প্রাণ নিত্যোগোপাল, 'তুমি পাশ্চাত্য করি অবলম্বন'
আমি পক্ষিরা হইব, আমার সকল চাওয়া নিঃশেষ হউক।
আমি সকল কৈতব সকল প্রয়োজন চুকাইয়া দিয়া তোমার
হইব। তুমি আমি অব্যবধান হইব। আমায় সবকিছু
তোমার মাঝে লয় হউক—বেহ-লয়, মনোশয়, প্রাণ-লয়,
বুদ্ধি-লয়, অহং-লয়। লয় হইলেই আমি তুমি হইয়া
তোমাঝেই পাইব। তোমার হইয়া, তোমাকে পাইয়া
তোমার দেখা করিব, তোমার বিষের দেখা করিব।...মঠে
বীরেন বউক আসে। ঠাকুরের দর্শন লম্বা শুভা হয়।
একটা দার্শনিক বিপ্লব ছাড়া যে সামাজিক অর্থনৈতিক
প্রভুতি আন্দোলন ভারতীয় চোখে অমোঘ বাধিবে না
তাহা হুইতে গৌরব। অস্পৃহতা বর্জনের ইতিহাস
বলি। গতকাল মঠে বারানতের এক মনঃশুভ শিক্ষক
আদিগাহিলেন রাজিতে বাইবেন ও থাকিবেন। তারিখী-
বাণু বিশেষ পড়িলেন—আমাকে বাহিরে বাইতে দিবে, না
করের বাহ্যিক তাহারের সঙ্গে দিবে। কিতীলমবাহু
কবার বারানতই সকলের সঙ্গে যায়। যে ঠাকুরের দেখা
জাতিদর্শন, তাহার শিল্পের এই বর্ণকৌশল। জে. দি.
দুখারী একখানি জাতিদর্শন ও কতিবোগদর্শন দিলেন।
তাহার জাতিদর্শন ভাল লাগিয়াছে। ঠাকুর, তোমার দর্শন
দিয়া কত বহাইবার মত পক্ষি যেও।—২৩শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমাকে অবাকার কর, তোমার 'খ' করিয়া
আপন করিয়া লও, তোমার 'অন' করিয়া লও; আমার
অন তোমার অয়ের স্পর্শে আদিলেন তোমার অরে পণ্ডিত

হটক, আমি বিবেচী হইব। আমাকে তোমার করিয়া
লগ। আমাকে যেখান যে লোক তোমাকে দেখে।
তুমি কাহা, আমি কাহা। আমার দত্তীর 'আমি'—তোমাকে
তবল্লব ধরার বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও যে বিবাহ আশা
কি তোমার কানে পৌঁছিতে না? ওগো বহিঃ, কোন
শোন কান দিয়া শোন। তোমার চানে আমার গণের
সব বাহা টুটিয়া যাউক। তোমার হানে, আমার দেহপ্রাণ-
মন করিয়া উঠুক। তোমার হানে আমি দানী হইব।
তোমার গানে আমার সকল বাহিয়া উঠুক, আমি পানময়
হই। সুদোষ আসে ৩২২+১০=৩৩২ টাকা (৩নি
কেনার টাকা) লইয়া, উজ্জলভারতের account-এ গণনা
করা হয়। ছপুত্র এখানে প্রসাদ পায় ...ছপুত্র
সুখার শ্রেণ হইয়া স্ট্যান্ডার্ড হইয়া নীরদবাবুর ওখানে যায়।
সেখানে অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা। কাল রথযমে অতুলবাবু
রেমিট্টেশন অফিসে সার্চ করিবে। নীরোদবাবু সহ সুখার
পনিবার আনিপুরে সার্চ করিবে। কাল নীরোদবাবুর
বৈকালে এখানে আমার কথা। তারিখীবা ৩ টায়
আসেন। তিনি dictation-এর পরে বলেন যে ১১ই
ফেব্রুয়ারি সত্যর উদ্বোধনের বক্তৃতা দিবার সুযোগ দিতেই হইবে।
নহিলে সুখি আপনি উদ্বোধনের চান না। কথাটা উল্টা।
আমি দিবাড়ি-পাড়ার সত্যর কথা বলিয়াছি। প্রকাশ্য-
নামের সত্যপতিব্দী আকার করিয়া লইয়াছি। উদ্বোধনই
অপমান করিয়াছে। প্রাণপণ করিব আমি, আর উদ্বোধন
নির্দেশে চলিব ইচ্ছাতে মিলন হয় না। আমার উপর
জ্ঞা থাকিলে তবেই উদ্বোধনের লইয়া কাম করিব। কে
ছুটিয়া আসিতেছে কাম করিবার জ্ঞা? তারিখীবা
যেথাকৈ বলিয়াছে যে, যে বাহার মত ঠাকুরকে নিতেছে।
আমিও কি তাই নিতেছি? ঠাকুর, তুমি আন। উদ্বোধন
ঠাকুরের বিবরণ চান না, বক্তৃতা গানে থাকিলেও হইত।
আমি তো আর ৪০ বৎসর মঠে ছিলাম না। কোন্ মঠের
এই দুরবস্থা? মঠ অন্ধকারে থাকুক, ইহাই উদ্বোধন চান।
বহিরের কেহ আসিলে উদ্বোধন তার পান, আসোকে
উদ্বোধনের জীতি। মঠে বাই। নীরদবাবু ও কিতীস
বাবু সঙ্গে এই এই বিবরণ কথা হয়।—২৪শে ফেব্রুয়ারী

'হিহংসে পরে দেখে বিরহঃ ব্রজ নিকলন'—ওগো
নিভাশোণাল, তোমাকে আমার জীবনের গুরুতম স্থানে
কোথায় রাখিব? তোমাকে বৃত্তে দটয়া চলিতেছি।
আমি কি তোমার আশ্রিত রূপ চাই? আমি তোমার
বোল আমার দক্ষিণ। তোমারও কেহ নাই, আমারও নাই,
তোমারও আমি অতি, আমার তুমি আছে। তুমি তাইতে
cosmopolitan। তুমি কাহারও নও। তুমিও দল
চাহ না। তুমি ভ্রাতা। আমি তোমার সঙ্গ রূপের
খোঁজে চলিয়াছি, তাই আমারও কেহ নাই। তুমি আর
আমি, আমি আর তুমি হৃদয়পূরে বিরাজিত। তোমাকে
আবার বোল অন্য বৃত্ত দিয়া ওড়াইয়া রাখিব। তিহারী
ধন আমার, কেহ মিল না, আমি তোমাকে দিব। আমি
তোমার, সর্বতোভাবে তোমার, সকল দেহে প্রাণে মনে
তোমার। আমার হৃদয়ের রাজা, তোমার আমি আছি।
তুমি বড় ছুতী, তোমার ছুত আমি ছুতাইব। ৩১ টায়
রেশু ও তারিখীবা বাহনতনে প্রকুর সেন ও বন্দনবাসের
ওখানে যায়। প্রকুর সেন ১১১ এক্সপ্রেস ৪টা হইতে ৬টার
সত্যর প্রধান অতিথি থাকিবে। উজ্জলভারতের ৩ টাকা
খিয়াছে। সেখানে হইতে শ্রেনে যায়, আবার যায়
৩টার পর পর। নীরোদবাবু আসে ৪টার। দুই রপসোরা
খাওয়ানো হয়। ১০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড বসিল। সু-
ভাষার সার্চ করা হইয়াছে। রবিবার মঠে হইবে।
ইহার মধ্যে আমাকে দলিলের ড্রাকট বিবাহ কথা হইল।
মঠে বাই।...সেখানে একটি analysis পাওয়া গিয়াছে
মাত্র, synthesis কোথায়? প্রতিপক্ষ তালমাধার শকের
দাবী বীভূত হয় না। ক'নী পিণ্ডের রমণী ও বিশ্বজননী।
...ঐক্যের মত প্রিয়তমের মত অপেক্ষা অনেক
ব্যাপক। ঐক্য অত্যাধিকারও পুত্রিত হইতে পারেন—
'যে বধা হাং প্রণতবে'। ঐক্যের ব্রহ্মচর্য প্রিয়তমের
ব্রহ্মচর্য অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। বিবেকানন্দ প্রিয়তম
সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন। তাহা শ্রীমত্যাশোণাল সম্বন্ধেই
অবিকল্পে প্রমাণ। ...ভুলনা নাই। ...প্রত্যেকেই উদ্বোধন
স্থানে একবেলাবিত্তিম। উল্লভ রূপের দৌর্ভব কি কম?
কানী উল্লভী হুতরী। উল্লভ শিব কি কম হুতর? উল্লভ

হাৰফক কি কয় যথু? তাঁহাকে up to date কয়। তাঁহাৰ বক্তৃতাৰ উপৰি জুলুং কয়। ছাড়া আৰু কিছু নহয়। তাঁহাকে তাঁহাৰ বক্তৃতাৰ বাবেই কয়। হইত। নবীন সাহাৰিতে না চাহিলেই যে: ২১ হইত। —২২শে ফেব্ৰুৱাৰী

গ্ৰাণথন মৌৰহুন্ধৰ আন:২, তোমাৰ কীথনে দেখিছাছি বক্তৃতাৰ লাগিয়া হুণ্ডেৰ কাছা ও হুণ্ডেৰ লাগিয়া বক্তৃতাৰ কাছাৰ সম্বন্ধ। তুমি তাই একত্ৰিতুল্য সম্বন্ধ। তুমিই শ্ৰীনিভাগোপাধিকৰে নিভাগানিত্য সম্বন্ধ, চৈতন্ত-অচৈতন্ত সম্বন্ধ, জ্ঞানজ্ঞান সম্বন্ধ স্বৰূপমাল। নিভাৱ অজ্ঞান, অনিভাৱ অজ্ঞান, চৈতন্তেৰ অজ্ঞান, অচৈতন্তেৰ অজ্ঞান তোমাকে স্পৰ্শ কৰিতে গৈছে নাই। তুমি 'নিৰঞ্জন'। তোমাৰ সৰে আনাৰ 'পৰ' বেঁচে ছিল বন্ধনহীন এৰি। আমাৰ চম্ভিত হাৰাৱৰ উক্তিৱা চিনিয়াছি। পৰে তোমাকে পাইছাছি। আমাৰ কীথন-আজ্ঞা, কীথনেৰ অকলখন। তুমিই গ্ৰে: পুৰাণ, গ্ৰে: বিজ্ঞান, গ্ৰে: সৰ্বমাত্ৰ 'অজ্ঞান'। আমাৰ বুদ্ধি তোমাৰ হৈক। হুমাৰ ১০টাৰ দুখুখাৰা যাৰ হৰিহৰ মোকৰক বৰিবাৰ সতালে বাওঁহাটি হইতে বৰিহৰে ড্ৰাক্ট নিৰিহা বিয়াৰ জন্ত। সেখান হইতে মোকৰকে লইয়া ৮টাৰ কেৰে। হুমাৰ আৰু হাতে ছাৰেৰ টিনেৰ চায়াৰ শোৱ। সাৱাদিন সেই ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰে। নীচে এতিয়াসেৰ বৰটা কাক হাৰা হইয়াছে। সত্যাৰ পৰ উদ্ভিদভাৱত আছে। আমি এটাৰ পৰ মঠে বাই। নীলৱতনবাহুকে কাল সকাল ১০টাৰ মধ্যে এখানে আসিতে বনি হুখৰ বাইবাৰ জন্ত। ঠাৰুৰ আমাকে বাইৰেৰ কিছু খেল নাই সত্য। কিন্তু তাঁহাৰ বৰ্ণনৰূপ হুখৰ আমাৰি দিয়াছেন। ইহা আমাৰ পৰেৰ বিহৰ। বিহৰী আৰু বুদ্ধিৱা যথ কৰে, আৰু কৰে কেউনিহা। কিন্তু আমি যায়েৰ যিকে চাহিয়া আৰু বৰি, অৰু কেউনিহা হই নাই। ইহা শু নিভাগোপাধিক-জৰণ স্পৰ্শেৰ প্ৰত্যাহ। কাৰেৰ কৰ ৩টা বিহাছি, টাক। আসিয়াছে। একটা বিহাট কেৰেৰ সৰে পৰিচয় হইয়াছে। আমাৰ সৰে বুক থাকিলে নীলু বিহা একত্ৰিত হোট হোট প্ৰয়োজন পূৰণ হওৱা অতি দক্ষ। আমি চলি, তাঁহাৰ জৰণেৰ যিকে চাহিয়া চলি। এই জৰণেৰ জিহ তাগোতে সত্যত অতিক। ২০শে ফেব্ৰুৱাৰী

নিভাগোপাধিক, তোমাৰ চতুৰিওৰ পাৰ্শ্বভেদ, আচাৰেৰ বেড়াৰাল এমন কৰিয়া তোমাৰেৰে বিহিয়া কেশিয়াছে। আমি বুদ্ধিৱেছি তোমাৰ অৰুত সৰ্গপাৰ্শ্বভেদৰ জ্ঞান কেমন কৰিয়া হাৰাইয়া উঠিছে। তুমি কি হুখৰ আছ, কি নিৰ্ভাতন তুমি অহৰহ তোপ কৰিতেছ। আমি তোমাকে এই বেড়াৰাল হইতে বুক কৰিহ, আমাৰ জৰেৰ তোমাকে জ্ঞান কৰিয়া, এই লোকালায় হইতে হুৰে অতি হুৰে চলিয়া বাইহ, নতন অৰুত-জ্ঞান পৰি-বাৰ জন্ত গ্ৰাণথন কৰিহ। ওগো অনাবৃত, অজ্ঞাত, আমি তোমাকে নতন বেহাৰাৰ দিয়া আদৰ কৰিহ, বৰ্ণাৰা বিহ, ওগো আমাৰ জৰণেৰ হাৰা। বেণু ও হুমাৰ বাওঁহাটি বাৰ ৭টাৰ অৰুপ কৰাৰ জন্ত। সাৰ্ভেয়াৰ না থাকাৰ জন্ত আম হুৰ নাই। ড্ৰাক্ট নিহা কেৰে ৮টাৰ। তাহা সৰুবাৰুকে বেহাৰা আসে। একজন টিকই হইয়াছে। তাৰিণীবাহু ও নীলৱতনবাহু আসে ৮টাৰ পৰ। যে, সি যোৰ ২৭শে বাৰ্চ ব্যাৰালোৰ বাইবেন।... নীলৱতনবাহুৰ আমি নিভাৱত উৰাৰিণী ও গোপা হুখৰ বতনা হই... সৌৱী মঠ। উপৰে শু ৪টাৰো —নীচে সাতা দিন কাটাই। হীৰা ও শ্ৰীতি আসে পূৰ্ণকাল। নীলু ও হুখৰ আসে। ৮টাৰ পৰ সত্যাৰ কাল আৰু হুৰ। হাইক ছিল—সত্যপতি সত্যীজ নাথ যোহাল।... আমি বনি জগদ্ধাৰ নিভাগোপাধিকে বিহকে নিভেই হইবে। শ্ৰীৰামকৃত antitosis দিয়াছেন, নিভাগোপাধিক synthesis। তিনি ছিলেন জনপণেৰ হাৰু, তাই অপৰিচিত। শ্ৰীৰামকৃত বিহাৰ শু পৰ্বত বীকাৰ কৰিয়াছেন, শ্ৰীনিভাগোপাধিক অতিতাৰ শু পৰ্বত। ...হুলা বাৰে বাৰে বুহিয়াছে, কৰকন আসিয়াছে। পিৰোকপুৰেৰ সনহুমাৰ শুহেৰ বক্তাৰা বেহা কৰিলেন। হুপুৰেৰ অহাৰবাহু ৮২ বৎসৰ বয়সা হী বেহা কৰিলেন। ...২৭শে ফেব্ৰুৱাৰী

নিভাগোপাধিক, আমাৰ সৰুৰূপ, তুমিই আমাৰ কীথনেৰ সৰুৰূপ। তোমাৰ কীথনৰ আৰু কৰিয়াই আমি বাৰ্জিা আছি। তোমাৰ সেৱা কৰিয়া আমি হুৰ থাকি। অজ্ঞেৰ অৰুৰ কিছু আছে, আমাৰ তুমি হাৰা

কিছু নাই। আমিও আমার পর, আমার মনোমুখি
আমাণে ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই আমাকে আসক্ত করে
না, বিপর করে না, বৎ তোমাকেই প্রতিপন্ন করে,
তোমাকে অনুগ্রহ করে। তোমার নাম হইয়া যাহারা
তোমাকে বিরুদ্ধা আছে তাহারা এমনই পরস্পর-বিরুদ্ধ,
পরস্পরিক সম্বন্ধে দিল, এমনই আত্মসংশয় হইয়া গিয়াছে
যে তোমার পবনী ক্রমাগি দেখা যায় না, তোমার বস-
ধারা ইহাঙ্গিকে ঝাড়াইয়া তুলিল না। ইহাদের মধ্যে
জীবনের সাজা কোথায়? সব জগৎ অচেতন জড়।
জাপো তুমি জ্ঞান। কোর ৪০-টার রেণু, হুমার নিত্যব্রত
বাওইআলি বার। জবীপ হয়। রেণু-নিত্যব্রত ১২ টার
মধ্যে করে। হুমার অতুলবাবু সহ সার্ভের জন্ত বাণীপূর্ণ
যায়। যেহী হইয়াছে, আর আর দরখাস্ত দিতে পারে
নাই। আমি gross-এর ব্রহ্মরূপ স্বীকার করি বলিয়া
হীরালাল দাঁশ নাকি বিকটে বলে—ইহা আর শুনিলাম সেই
জল্লোকটির কাছে তিনি সেদিন উৎসাহের সঙ্গে আসিয়া-
ছিলেন। আমার দর্শন ও অহঙ্কৃতির সঙ্গে তিনি এক
মত।... আমি ৫টার পর ঘটে বাই। তারিখীবাবুর সঙ্গে
মঠে বলিয়া হাত ১টা পবিত্র (পনিবার) কিতাবাবুর
আলোচনার কথা তিনি পরমানন্দকে স্বপ্নেরের সত্য
যোগদান না করিবার জন্ত ভাবিয়া বেগরা হইয়াছে।
স্বপ্নেরের সত্য চৈতন্য-ব্রহ্মরূপানন্দ মডলব করিয়া
যোগদান করে নাই। দেখি কোথায় ইহার নীমাংসা। ইংলী
হইতে আমার আপত্তি নাই কিতাবাবু ও নীলমতন
বাবুর কাছে বলিয়া আসিলাম। বর্তমান অবস্থায় আমি
কিনিবার কথা বলিয়া দিলাম। অতুলবাবু বলিয়া-
ছিলেন—আইনের বাহিরে আপনার intailion কি
বলে? সারা জীবন বাধা চৈনিয়া আসিয়াছি। আরও
চলি। আসিয়া গড়িয়াছে বাধা তাহা স্বীকার করিব।
সব ঠিক হইয়া যাইবে। ভুলতি ও তাহার স্ত্রী আগে।
সন্মার পরে যৌরেন তাহার বন্ধ কামাখ্যাবাবু সহ আসে।
কামাখ্যাবাবুর আমির order বিদ্যা বান ২ জন কাগজ
সহ। ২৮শে ফেব্রুয়ারী

নিতাপোশাল, তুমি-অকিঞ্চিৎ ব্রহ্মবীর্যপ একানিত

করিতে, তাঁহার অজ্ঞানের রসধন ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ন
করিতে আসিয়াছে। তাই তোমাকে চেনা ওচলিতা-
কুটিলতার মন্থন দিয়া চলিতে হইয়াছে। তুমি
তাই এগা, এতাত এগা, এ পথে ইহার পূর্বে কেহ
বিচরণ করেন নাই। সকলেই অবিজ্ঞাত-কীত, যত-
দূর সম্ভব অবিজ্ঞানের স্পর্শ এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছেন।
তুমি নির্ভীক, অবিজ্ঞাতকে গায়ে মাড়িয়া, ব্রহ্মরূপে
অবিজ্ঞাতকে পরিণাক করিয়া তুমি আজ সত্য বাস্তব
পুরুষোত্তম। তুমি আমার চরিত্রের ধর্ম, আমার জীবন-
সেবতা। তুমি আমার জন্তই আসিয়াছ। ওচলি কুটিল
সংসার-আবর্তের নাকে আমাকে বুকে করিয়া আঁদালাইয়া
আছ। কেহ আমার কিছু করিতে পারে নাই। আমি
কোন দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি। যাহা আমার
আশ্রয় করিতে আসিয়া নিবের ঠিকো জড়াইয়া গড়িয়াছে।
তোমার আর হটক আমার জীবনে। তোমাকে জীবনে
বহিব। তুমি আমার অবলম্বন। ৬০-টার কোন করিয়া
জানে অতুলবাবু আমি গাইতে মত করিয়াছে। হুমার
সার্ভি-এর জন্ত ১০টা বাইয়া বাণীপূর্ণ যায়। রেণু প্রতিজ্ঞা
নিত্যব্রত টাকা তুলিয়া আনে। এতবারে রিক্ত হইলাম।
২টার পর রেণু ও নিত্যব্রত আলীপূর্ণ যায়।... রেণু ও
তারিখীবাবু চন্দ্রাকান্ত ওচলিয়ারে শুধানে যায়। তিনি
১লা এপ্রিল সত্যপতি হইবেন।... জরাজী ও বিনয়
আসিয়াছিল। Assert করিবার মত পক্ষ বা যোগ্যতা
কিছু নাই বলিয়া সে আজ পরাজিত। এই জাতীয় মাফবেদা
একদিন মাফবেদ প্রতি প্রতিযোগে যানব-বিবেচী হইয়া
পড়ে। সত্যের তাহার আল না থাকার ইহাও এক কারণ।
ঘটে বাই না। নীরোব যৌব সহর প্রতিজ্ঞা ৫০০ টাকা
দিয়া যায় আমি কেনা যাব। ১লা খাট

নিতাপোশাল, তুমি-আমি অনন্ত—তুমি ছাড়া আমি
নাই। আমি ছাড়াও তুমি নও। লতা বেদন সহকারে
জড়াইয়া থাকে, বুকে বুকে মিলাইয়া এক হইয়া থাকে,
আমিও তোমার সঙ্গে তেমন একবেদ, একগ্রাণ, একমন
হইয়া থাকিব। যে জড় একদিন সাগরতীরে সোঁতার বুকে
বহিয়াছিল—‘বাইতে গোরাগি নাই, বিদ নাই ও’ ধ—

সেই কনের এতটুকু স্পর্শ আমার লাবিহাছে। তোমার বিবরণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি, বিশেষতঃ গড়িয়া তুলিবার ভিত্তি তাই আমারও বুকের মধ্যে একটা কড় বহিতেছে। সকল সংস্কার আমার সেই কড়ে উড়িয়া নির্যাছে। আমি উড়িয়া চমিকিয়াছি। তোমার স্থানই আমার স্থান, তোমার ব্যাপকতা ও পৌরুষতা আমারই, তুমি বতখানি আমিও বতখানি, তুমি বাহা আমিও তাহা, তুমি বাবু, আমিও ভাবু। তুমি আমি অনন্ত...অতুলস্বরূপ ও কুমার বাহির হইয়া যায় সীমামুক্তি...। কামাখ্যাবাহু আসেন। তাহার সঙ্গে তব্ব সম্বন্ধে আসেচনা হয়। আমিই বলি। সকল হেরের, সকল অততির ব্রহ্মত্ব প্রদান করিবার শাস্ত্রী তব্ব—ইহাই আমার বাহবা। উপাধেরের শাস্ত্র পূরণ, হেরের শাস্ত্র তব্ব। তব্ব তাই সাধারণ মানুষের। তাহাও যাহাবাহীনের হাতে গড়িয়া মারামারী হইয়া গড়িয়াছে! রেণু 'নীলতরু নিত্য-শোণাল' প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করে। তাহিষ্টীবাং তরু-কাক্তির ওখানে যায়। ২৯। ওরা এগ্রিস প্রাচীনিক বন্ধ-কারেন, তাই পাওয়া বাইবে না। অতুল ভগ্ন রাশী নন। সন্ধ্যার হাথাবিনোদ পালের ওখানে যায়। বিশেষ ঠিক। না হইলে তিনি আসিবে ৩১শে মার্চ। মঠে বাই, কিরি ৮৭টা। তোর ৪৪ এ রেণু নিত্যব্রত কুমার পাওকটি বাইয়া বাঙাইআটি বার হলিল লেখা হইবার সময় উপস্থিত থাকিতে। সেখান হইতে যুগুতাকা রেজিষ্ট্রেশান্ অফিসে বাইবে। ২৯। মার্চ

শ্রীনিত্যপোশাল, তোমার অক্ষরের সঙ্গে অকল বাঁধিয়া তোমার পায়ের বিবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমি চলিব। এই বিপুল বিপাল সংসারের আমি কি চিনি বল? পথ আমি জানি না। তোমার পথই আমার পথ, তোমার জনই আমার জন। তোমার 'বালব' 'মঠ' গড়িয়া তুলিবার নেশার শাস্ত্রা জীবন দৃষ্টিশাল। কোথায়ও তো দান। বাঁধিল না, লবিয়া উঠিল না। বাঙাইআটি বাইবার কাল অনেকখানি আগাইয়াছে, সেখান হইতে কি তুমি আত্ম-প্রকাশ করিবে?...সেই যোগ্যতার বোধী হইয়া আমি তোমাকে যুক্ত লইয়া গর্জন করিব, বিব কাপাইয়া তুলিব—'বত বাবা নব টুটে যায় ফেন তোমার চানে

তোমার চানে'...প্রায় ৪০টা উহার বাহির হইয়া যায়। বৃহৎশক্তিধার বলিয়া সত্যীচ মওলোথ মাতা আত্ম হলিল রেজিষ্ট্রি করিল না।...৪ টার পর মঠে বাই। তাহিষ্টীবাং আসেন। প্রাণহীন লেবার আবেগেই ঠাণ্ডার যে কি হুগে আসেন, তাহা বলি। 'নিরে কলস দর্পাঘাত, কোথায় বাঁধি' তাগ।' মঠের এই দুঃখবাহ্য ভক্ত হাঠী ঠাণ্ডারের সাক্ষাৎ নিতরুণ। সত্যসীতার reactionery। ভারতের অগ্রগতির পক্ষে বাধা তাহার বাহাধের vested interest আছে। পানিহাটি মঠ হইতে বৃন্দীয়া বিভাজিত। তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে বহুট করিয়াছে আমি গিয়াছি থলিয়া। ক্ষিতীপ বোহিনী ভট্টাচারের ওখানে গিয়াছিল। তিনি তা: আতন্তোদ শাস্ত্রীর নাম দিয়া পেলেন সন্ধ্যার পর মঠে। তিনি প্রবৃত্ত আসেন। রেণু আবারে মঠ হইতে নিয়া আসে। আত্ম প্রতিভার বাবার মুকু ঘিন...। কাল বাঙাইআটির আমি রেজিষ্ট্রি করার কথা।...এখন আমার সর্বব্যব কর্তব্য করা ছাড়া উপায় নাই। বলিয়াছি সকলের সব বেহ-মনপ্রাণ, সব কর্তব্যকি, সকলের সব অর্থ উপার্জন—সকলের বাহা কিছু—সব আমার, সব সন্ধ্যা—ইহা মনে করিয়া এখানে থাকিতে হইবে। নিঃস্বেরের বুদ্ধি চাপানো আর চলিবে না। ওরা মার্চ

'কুমারী কক বার কিতরে বাহিরে। বাহা বাহা নেত্র পড়ে তাহা কক ফুরে'। বিশ্বের সর্বত্র আমার কক-সুখ হউক, আমার সকল সুখ তাহার মাঝে একীভূত হউক। আমার অম্বর তুমি, বাহির তুমি। আমিই তুমি। আমার জীবনের অর্থ তুমি, আমার সকল নিঃস্বাইয়া তুমি প্রকাশিত হও। কবে তোমাকে যুক্ত লইয়া তোমার 'স্থানে' বসিব। পথ-লোর মাঝে তুমিই স্থান। সেই স্থান হইতে তোমার কর্ণ, তোমার জীবন-নীলা বিধে ছড়াইয় পড়ুক। আমি তোমারই নক্তি। আমার বুকেই তোমার প্রতিষ্ঠা, আমি তোমার আশ্রয়। ...আমি অথবা, তুমি বীরপ্রদ শিলা...। দিয়া দৃষ্টি গড়িয়া উঠুক। ঠাণ্ডি হইতে এক অলসোক আসেন সেখানে ঘোলের উপরে বোগ মেওয়ার ভক্ত। বাঙা সন্ধ্যা হইবে না। লস্কানীতে ইচ্ছা হলিল। রেণু কুমার নিত্যব্রত

দুঃখের। রেডিওরী অফিসে বয়ে ওঠার পর খাইয়া।
করে ওঠার। আমি ক্রমের দলিল রেডিও কয় হইয়াছে।
ঠাহুরকে বসপোতা ভোগ দেওয়া হয়। শিশুরের নীচে
ভাষিকা দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর আবার আর এক
নতন খারায় চলিলাম। 'পব' হাজার আশ্রয় তাহার চলা
চাড়া গতি কি? জানিনা কোথায় তিনি লইয়া চলিয়াছেন।
তাঁহার আঁচলে আঁচল ধাঁধিয়া চলিবে এই অজানা অচেনা
পথে। বুদ্ধি আনার কোনদিনই ছিল না, আঁধার নাই।
যদি কিছু থাকে, তাহা 'প্রাণ'। প্রাণও অধরহ তাহালাই
নিবেদন করি। প্রাণের পথ সরল-কুটিল সম্মুখের পথ।
ইহা মোটেই একান্ত সরল নয়। বাহ্য সরল কুটিল সম্মুখ
তাহাই 'সহজ'। এই সহজের খোঁজাই চলিয়াছি। নতন
আবেষ্টনে যাইব, নিতুই নতন আমার সহায়। এই
প্রতিষ্ঠান পড়িতে হইলে কত জন্মের বরকার হইবে। রেণু

প্রাণ দিয়া ইহা হইতে পারিল। তাহার কাণা মেহের
নিরলস অতিদক্ষিণীন বাটুনি ইহার তিত্তিত্তি। সকলের
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সে ইহা বাড়াইতেও পারিবে,
বন্ধও করিতে পারিবে। আত্ম আর মঠে বাওয়া হইল না।
তাত্ত্বিকগণ সকলে আনিয়াছিলেন। ১১ ঘণ্টার মধ্যে।
এই ধরসে টাকুরের সাফল্য শিশুগণই আনিয়াছেন। আমার
সেই ধরনের জ্ঞানিততা আমি প্রত্যেক কক্ষের নিকট
উপস্থাপিত করিব ইচ্ছা আছে। আমি ট্রাষ্ট হইব—যদি
উদ্ধার করেন। চোখের উপর মঠ নষ্ট হইবে, ইহা
সহিব না। তাত্ত্বিকগণকে ইহা বলিলাম। বাড়াইবার
জমি ২ দিগা ও কাঠার অধিক। ১২৫ টাকা করিয়া
কাঠা। ইহা'র মধ্যে নীলু বসুনার টাকা আছে আমি বেনা
বাংলা। নীলু ৬০৫, বসুনা ৫০০.... ৪৪১ মার্চ

যেমন দেখেছি

॥ প্রবর্তিকা ॥

আমি একটা পত্র লিখেছি—
নাম দিয়েছি, 'কবিতার দলার হৃদি'।
এটা আমার দেওয়া নাম নয়—
দিয়েছে লিপি।
বে নামটা ছিল আমার—
সেটা 'বৃত্তপাতি বাবা চন্দন'।
নামটা উদ্ধার করেছিলাম
অনেক পুঁথি খেঁটে, বেঙ্গলো।
সত্য দাব্যে বিকোর হাটে—হাটে—পথে
সত্য দাব্যের বেশায়।
এসবে বলে রাবি—

আমার এ লেখাটা শেষেছে পুথ্যকার—,
দিয়েছে পাড়ার বাবদারী পরিবার—
যার সভাপতি ছিল হাবু মুন্সি।
পড়টা পড়ে পোনাত্তে হল এখানে—
'বিশাখারী—
অত্মমিত হৃদ্য, হৃদ্য—
উত্তম নিব্রিত উদ্ধাস।
অনুত সম্ভেত—
কটিকা-বিস্মৃত অশনি
কিস কিস কানাকানি
উদাত্ত।

তৈবদ্য নিবিচার মহাপুত্র—!

কামদাহ দীর্ঘ নিঃশ্বাস

অজ্ঞেয়ী আঁখ তলহোল

সৌখ্যপিয়াদী কুত্ৰিতা।

নিদাক্ষণ আত্মগনিঃ

সোপান নিচর।

ধ্রুবে মরি—

কাল অজহীন ধারা—,

বিস্মিত কেনিস কুটিল আবর্ত,

ধ্বংসাত্মক বিলিখা—।

মুহুর্তের মহানিশা—।

কলধর গঙ্ঘিত

আত্মহনিস্থির অধ্যুৎপাত।

এশাঙ্ক অটহাত—।

অতিসিক্ত মেঘমন্ত

এসার মুখর—!

হাত্যাঙ্কন বীৰ্য্যসত্তা'।

খুশির সোলায় হুলে উঠে

বাকীটুকু গুরুতাই মিলে না বোজন কলু।

নতাপত্তি স্বয়ং এসে তার পলার মালা

পরিষে মিলে আবার পলার।

মালা পরে বুকলুম—

এ মালায় শুভন অত বেগী—

মালা উচু হওয়া দায়।

তবু লোহে করে কথার—

কোঁচা, কাছা ছুই-ই নুট্টরে সেল সুলোর।

মানপত্রখানা স্পোশর মুতে

বীথিরে রেখেছিলেম আমার ঘরে।

হঠাৎ একদিন—

নিশি এল বেগুণের বেগে—,

বাংলার গেয়েছে কাউঁজাঙ্গ

এবু. এ. তে।

বঙ্গলে কী ব্যাপার ?

অভিশেষের পুংখার শেষেই জনশাখ!—

মাটোমাটা পোনার বড় লোভ।

পড়ে মোনালায় ওকে।

বিজয়ের উত্তেজনার এতকাল

তাকাতক সুযোগ ছাটেনি ওর বিবেক।

হঠাৎ চোখ দেখি,

ছুক ছুটো কুঁচক—

ট্রোট ছুটো বেকিয়ে—

তি কেন দ্রুতে চাইছে।

বৈ না গেয়ে বললে—

এটা কি কবিতা—না তোমার মুহু ?

মুহু নয় 'মুহুপাতি'—বললাম আমি।

ও বললে পলার দড়ি।

নাফটা মুসই মনে হতেই

মিলেব যদি।

ও বললে, কী বিশিষ্ট কবিতা—

মাথা নেই—মুহু নেই—

কোনও কথাই নেই কোন মানে।

আমি উঠলুম রেগে—

বললে, কেন ? বত বড় বড়

শব্দ দিয়েছি মুতে—।

মনে মনে ওর প্রতি দারুন কল্পনা,

কেনন কোরে বুঝবে ও

এ কবিতার অর্থ ?

বে বোকে সে হাবু মুহু—

আর দারা মিলে বিজয় মালা।

ক্রিয়েনু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাঙাইছাটি, পোঃ অখিলীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও

দ্বি প্রিন্ট ইঞ্জিয়া, ৯১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠ * বিক্রয় সর্বোচ্চ

সুলেখা
একজিকিউটিভ

সার্বভৌম : সুল-স্মারক
* মোড় স্মু * সুখর
স্মারক * তারক প্রদান।
ওজস্বল : সুলেখা স্মু
* ওজস্বল স্মু *
সার্বভৌম : সুলেখা স্মু *
* মোড় * স্মারক।

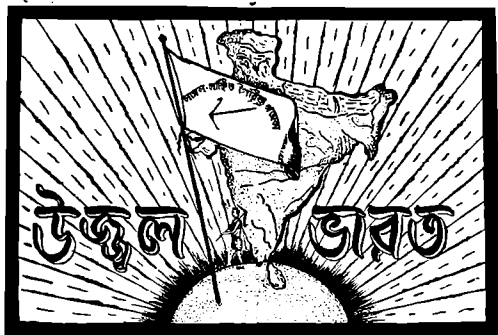
সুলেখা জেবোরে
সার্বভৌম : সুল-স্মারক।
ওজস্বল : সুলেখা স্মু
* মোড় * স্মারক।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা * গাজিয়াবাদ

গীতাংশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	সুলেখক জীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.
ত্রিগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংকরণ)	৮'৫০
ত্রিকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭'৫০
কর্ষবাণী	১'২৫
ত্রিঐগৌ	২'০০
ভারত-স্বাধীন বাণী	৬'০০
Soul of India Speaks	৬'০০
নিরুপাধী ধর্মশিক্ষা	১'৫০
পকেট গীতা	৩'৫০
জীৱীলিঙ্গা ঘোষ এম. এ., বি. টি	
হোটেলের গল্পগুচ্ছ	২'৫০
বিদ্যালয়গ	২'২৫
ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০
বীরবে বাঙালী	২'৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪'৫০
বাংলার অধি	৩'৫০
বাংলার বিহুবা	৩'০০
বাংলার মনোবা	১'৫০
জীবন গড়া	১'৫০
রাজশি রামমোহন	২'৫০
আচার্য জগদীশ	২'৫০
আচার্য অরুণচন্দ্র	১'৫০
স্বাধীনতা বিবেকানন্দ	২'৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩'০০

ক্রয়োগুলক নতুন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২'০০
প্রসিদ্ধি লাভের ২ : ২ ১৫ কলেজ কোয়ার : : কলিকাতা-১২

স্বীয় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুদ্রাপত্র



স্বাধীনতাগোপাল বাণী

"নিতা-অনিতা সম্বয়। আত্ম-অনাত্ম সম্বয়।
জান-অজান সম্বয়। সাকার-নিরাকার
সম্বয়। আকার-নিরাকার সম্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সম্বয়।
তত্ত্ব-অতত্ত্ব সম্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সম্বয়। বৈত-
অবৈত সম্বয়।
দর্শ সম্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক

"এই বিশ্বই আমার মহাশয়

“বতবানি পান্ন আদিয়াছে অশরা প্রকৃতির ক্ষেত্রে, বতবানি হাবোবও আদিয়াছে পয়া প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার। মাস্কের অহংকারের ক্ষেত্রে যখন ওলট পালট হইয়া যায়, বরিবার হুঁইয়ার মত, ঈকড়াইয়া ব্যক্তিগের মত শক্তি যখন অহংকারের আঁর থাকে না, তখনই বিশেষ সম্ভব হয় পুরুষোত্তম-জীবনের অবতরণ, যেমন শ্রৌণমীর তেপাবর্ণন অবসরে আদরা প্রত্যক করিয়াছি। বর্তমানের এই দুর্গতির মুখে ঈকড়াইয়া কেমন করিয়া সামনের দিকে আগাইয়া নিয়া উঠতে সমর্থ হিতে ভদ্রাচিত করা যায়, সে বৌদল তো পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অপর কোন নাই। শরীচারণিত হুগুচাটকেও যে কেমন করিয়া জীবনের অগ্রগমনের কাছে লাগানো যায়, এমন কোন অংশজনক যে মাস্কের হইতেই পারে না, যেখান হইতে পুরুষোত্তম না টানিয়া তুলিতে পারেন, ইহা তাপংত ছাড়া অপর কোনও এর এমন করিয়া স্পষ্ট ভাবের বসিতে পারে নাই; এং পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ছাড়া অপর কোন পুরুষের দ্বারা এংর পৌছানোও সম্ভবপর হয় নাই।

...আম কলির আচারহীন বহুগাচার তাকাপন, বহুগাচার নয় ও নারীপন, বহুগাচার পূহ-বৈজ্ঞ-কবিত্ত-ব্রাহ্মণপন অনন্তরূপ হইয়া তপস্বত্বন করিলেই ‘সাদু’ বসিয়া পরিশ্রুতি হইবেন, কেন না ‘সব হাড়াইয়া কাতপ গোত্রের মত মাস্ক প্রকৃতির ব্যক্তার ব্যক্তার পুরুষোত্তমের দ্বারােই আদিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ‘শকল দ্বারা হইতে কিরিয়া তোমারেই দ্বারাে এগছি। সবলের প্রবে বিমুখ হইয়া তোমারেই ভালবেসছি’। এখন বক্তৃত্ত জ্ঞান-তপস্যার দ্বারা বহু, তখনই পুরুষোত্তম-তত্ত্বের দ্বারা উদ্ধৃত। আচারের পথ, বিবির পথ বহন কহ, জীবনের পথ, রাগের পথ তখনই খোলা। জীবনের দ্বা আচারে নয়, পরন্ত আচারের দ্বা জীবনে। দিয়াছে আচারে জ্বা নাই, এইবার সম্মুখ জীবন লাগ করিবার দিন সম্মুখিত।

চাই শব্দপ্রতিপদ পুরুষোত্তম জীবনের স্পর্শ; জীবনের শকল জ্ঞানবৃত্তি, তত্ত্ব ও বর্মবৃত্তিগারা চাই জাহারই উচ্চ কীর্তন। কলির কীর্তন জু বাচিক নয়! উহাও হইবে জীবনমত—জীবনের কীর্তন, জীবন্ত কীর্তন, শকল বহু প্রাণ মন দিয়া উচ্চ কৃষ্ণ-কীর্তন। কৃষ্ণ-কীর্তনেই কলির দ্বারা রাগা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবে যে, রাগাশ্রমা এংই অশব্দ হাট্টেই তুলা দ্বা, সমানবর্ষাশ্রমের অংশ; পুরুষেরা উপলব্ধি করিবে যে, নয়-নারীর সম দ্বাত্তার তত্ত্বিত্তেই জু গতিয়া উঠিতে পারে বহু বসিত মস্তগদা।”

—শ্রীং পুরুষোত্তমানন্দ-বিসিত
‘কলিকাল ও শ্রীকৃষ্ণ’ প্রবন্ধ হইতে



বল্লভ
পথে
ভল্লসা

যদিও গায়ের মধ্যে
ঠোকাই ফলস্বরূপ হয়, তাই সর্বত্র
জীব-জন্তুই হয় না। কিন্তু
উৎকর্ষ লাভের আশা, যুক্তি
হয়ে যাওয়ার সর্বত্রও পাঠের
স্বাধীনতা স্বাধীন থাকে। আর
তাল-শোভা দিয়ে এদেরই সর্বত্র
সে সর্বত্রই হয় হৃদয়বান না।



ফাল্গুন
পথে
সাইজ ৬-৭
৯.২০



ফাল্গুন
সাইজ ৬-৭
৯.২০



ফাল্গুন
সাইজ ৬-৭
৯.২০



ফাল্গুন
সাইজ ৬-৭
৯.২০

Bata
Bata
Bata
Bata

স্বদেশের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি স্থাপন করা ভারতবর্ষের চিত্তাধারার বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার উচ্চ দৃষ্টি।
সর্ব-স্বদেশের সঙ্গে সর্ব-স্বদেশের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধ-মুখি শ্রীমদ্ভাগবতের জীবনের দৃষ্টিতে যে সংসার
আছে। আর আছে, বানিক নিবিদ্য সমাধির পুরুষ কি করে বিদ্বান হতে পারে, এক-চপৎ রচনার বাবে,
মাতৃদেহের স্বাভাবিক মাতৃদেহের পোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে—

নীচের বইগুলিতে তার খোঁজ পাবেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবস্থানের

মুদ্রিত

পান্ডুলিপি

১। বসুপত্র (অবস্থিত কাগজ)

১ম খণ্ড (৫৫-৬৫)

২.০০

২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)

৮.০০

৩য় খণ্ড (৩য় অধ্যায় পর্যন্ত)

৭.০০

২। ইন্দোপনিষৎ

২.০০

৩। কেনোপনিষৎ

১.০০

৪। কঠোপনিষৎ

৩.০০

৫। প্রাশ্নোপনিষৎ

১.০০

৬। ঐতরেয়োপনিষৎ

১.০০

মাতৃকোপনিষৎ

৭। বেতাগতকোপনিষৎ

২.০০

৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

৩.০০

মুণ্ডকোপনিষৎ

৯। শ্রীমদ্ভাগবত—জীবনে ও বর্ণনে

৩.০০

প্রতিভা স্নায়ের

১। নাতী-প্রণতির কল্পনাব্য

১.২৫

২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল

ও শিষ্য দ্বারা রচনা

০.০১

৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

৫.০০

স্বীয়তী রেখা মিত্রের

১০। বসুপত্রের পূর্ণসং

০.৫০

১১। শ্রীমদ্ভাগবত

০.৫০

১২। উচ্চসংস্কৃত (পুস্তিকা)

০.৫০

১৩। স্বাভাবিক পটনদ্বারা কর্তৃক সঙ্ঘ

পুরুষোত্তম-দৃষ্টিতে আলোচনা

৩.০০

(পান্ডী-স্বাভাবিক কর্তৃক প্রকাশিত)

১৪। শ্রীমদ্ভাগবত

১২.০০

১। সম্বন্ধমূলি শ্রীমদ্ভাগবত

০.৫২

২। স্বাভাবিকের ধর্ম বাইরে

২.০০

৩। পরমাত্মার সৎপ্রণয়

৩.০০

ওরিয়েন্টাল বুক কোং প্রকাশিত

৪। স্বাভাবিক-স্বাভাবিক

৫.০০

৫। প্রাথমিক শিক্ষা

৪.০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইয়াটি পো : অধিনীনগর, (ভাঙ্গা—কলিকাতা-৫৩) ২৪ পরগণা। ফোন : ৫৭-২৫৪০

খান চানো অধিক কলন পাওয়ার জন্যঃ--

- ★ নিয়মিত ও সময়মত সার ব্যবহার করুন।
- ★ উচ্চ কলনশীল আমন খান রোয়ার ২০/২৫ দিন বাদে একর প্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া অথবা ৬৫ কেজি গ্র্যানোনিয়াম সালফেট সার দিন।
- ★ দেশী আমন খান রোয়ার ২০/২৫ দিন বাদে একর প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া অথবা ৩২ কেজি গ্র্যানোনিয়াম সালফেট সার দিন।
- ★ তুলবেন না সার দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ হলো যত্ন সংরক্ষণ। রোয়ার ১৫ দিন বাদে পোকাকার হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রথম ঔষধ ছড়ান। ৩০ দিন বাদে দ্বিতীয় বার এবং ৪৫ দিন বাদে তৃতীয় বার ঔষধ ছড়াবেন। ৩০০ লিটার জলের সংগে ১ কেজি ডি. ডি. টি. অথবা ১২ কেজি বি. এইচ. সি. অথবা ১৫০ মিলি ডেমিফল এর সংগে ১ কেজি ডাইথিনি মিশিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করুন।
- ★ সময়মত নীড়েন দিন। আগাছা ধ্বন করুন।
- ★ বিস্তারিত পরামর্শের জন্য স্থানীয় গ্রামসেবকের অথবা রকের সম্প্রদায় আধিকারিকের সংগে যোগাযোগ করুন।

উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠ * বিক্রায় সর্বাধিক

সুলেখা
একুজিকিউটিভ

পার্মেনেন্ট : শু-ম্যাক
• নেভি শু • সুপার
ম্যাক • ওর্কি টাইম
ওরিয়েন্টাল : টাইম শু
• এমার্জেন্সি টোন •
জারকেট হেড • ক্রি-
স্টাল জারকেট

সুলেখা স্পেশ্যাল
পার্মেনেন্ট : শু-ম্যাক •
রঙের • শু • ম্যাক •
ওরিয়েন্টাল : টাইম শু •
রেড • টোন •

সুলেখা জেবাবেব
পার্মেনেন্ট : শু-ম্যাক •
ওরিয়েন্টাল : টাইম শু
• রেড • ম্যাক

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • গাজিপুর

গীতাশাস্ত্রী মনসী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

সুন্দরবন শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

শ্রীশ্রী (সীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)

৮'৫০

বারামে বাঙালী

৪'০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম

৭'৫০

বীরবে বাঙালী

২'৫০

কর্কবানী

১'২৫

বিজ্ঞানে বাঙালী

৪'৫০

ঐশ্বর্য

২'০০

বাংলার কবি

৩'৫০

ভারত-আমার বাণী

৬'০০

বাংলার বিদ্বান

৩'০০

Soul of India Speaks

৬'০০

বাংলার মনীষী

১'৫০

শিকারীর ধর্মশাস্ত্র

১'৫০

জীবন গড়া

৭'৫০

পকেট পুস্তিকা

৩'৫০

রাজকবি রামমোহন

২'৫০

শ্রীমতীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ

২'৫০

আচার্য অগনীশ

২'৫০

বিজ্ঞানগর্ভ

২'২৫

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

১'৫০

গুণাচার্য বিবেকানন্দ

২'৫০

রবীন্দ্রনাথ

৩'০০

প্রোগ্রামিং নতুন ধরনের বাংলা অভিধান

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২'০০

প্রেমিভেনি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ কোয়ার্টার : : কলিকাতা-১২

উচ্চলভারত

আবিণ-ভাত্র ১০৮০ বঙ্গাব্দ, খ্রী: ১৯৭০

২৬তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

সমস্বয়—ইহার তাৎপর্ষের ব্যাপকতা,

বাধায় সহজ রূপ

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবস্থত ॥

ত্রিনিত্যগোপাল সমস্বয়-বৃত্তি। সমস্বয় পথের অর্থ—সম-অস-ই ধাতুর উত্তর অচ্—সমানভাবে সমাচ্ভাবে অচ্-পদ্বন করা। ত্রিনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, আখ্যান্তা সমস্বয়, চিৎ-অচিৎ সমস্বয়, নিত্যানিত্য...সর্বসমস্বয়।

এতদিন পর্যন্ত যে সমস্বয় ত্রিনিয়াদি, ভাহাতে সমান অঙ্গপদ্বন নাই, আছে একতরফা অঙ্গপদ্বন। অন্যাত্মাই আখ্যার অঙ্গপদ্বন করিয়াছে, আত্মা অন্যাত্মের অঙ্গপদ্বন করে নাই; অচিৎ-ই চিৎ-এর অঙ্গপদ্বন করিয়াছে, নিত্যতে বুদ্ধিয়া কেলিয়াছে, চিৎ অচিৎ-এর অঙ্গপদ্বন করে নাই; অনিত্যই নিত্যের অঙ্গপদ্বন করিয়াছে, নিত্য অনিত্যের অঙ্গপদ্বন করে নাই। পরমহংসদেব যে সমস্বয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ইহার আগের কথা। 'বত মত তত পথ', 'একই কালীঘাটে বহু রাস্তা বহিয়া যাওয়া যায়', 'গদ্যাই টেট, টেট-এর গদ্য নয়' ইত্যাদি ব্যাক্যদ্বারা একতরফা সমস্বয়ই ছুটিয়া উঠিয়াছে। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-ব্রাহ্ম-বুটান-মূলমান, অবৈত-বৈত-বিশিষ্ট-বৈত ত্রি ত্রি মতাম্বলনে একই ব্রহ্মবস্ত লাভ করিতেছেন, অভএব সকলের মধ্যেই সমস্বয় রহিয়াছে—ইহা সমস্বয়ের পূর্বাভাস যাত্র। প্রতি মতের প্রতি পথের লিখ কোনও মূল্য এখানে বীকার্য হয় নাই। প্রতি পথ যে গন্তব্যস্থলতে বৃষ্টি করে, পথ অস্বাভাবী গন্তব্যস্থলও যে দীর্ঘনে ত্রি ত্রি কায়ে প্রকাশিত হয়—ইহা এই সমস্বয়ের ভিতর ছুটিয়া উঠে নাই। গারে হাট্টিয়াও জগদ্বাধদর্শন হয়, রেলে লিঙ্কিতে বুমাইতে বুমাইতে দিয়াও জগদ্বাধদর্শন হয়। দুই জগদ্বাধই এক জগদ্বাধ নয়, দুই বর্ণিতও এক বর্ণন নয়। দুই পথের জগদ্বাধ সম্পূর্ণ দুই জগদ্বাধ। সমস্বয় করিতে হইলে এই

দুই জগদ্বাধের সমস্বয়ই পরিপূর্ণ সমস্বয়। পথও গন্তব্যতে বৃষ্টি করে, যেমন গন্তব্যস্থলও পথতে বৃষ্টি করে। পথ ও গন্তব্যস্থলের সমস্বয়ই সত্য বাস্তব পরিপূর্ণ সমস্বয়। নিত্য গোপাল এই সমস্বয়ের বাস্তবাই বিবে পৌছাইয়াছেন নিত্যগোপালে দিয়াছেন সর্ব ইটের সমস্বয়, সর্ব পথের ব সর্ব মতের সমস্বয়, সর্ব সাধনের সমস্বয়। ইহার জ্ঞতা তিনি সমস্বয়-বৃত্তি। যনও পথিক যেদিন পরম্পর্য্যে প্রাণে প্রাণ দিয়াইহা অনন্ত পথে অনন্ত দেবকে পাইয়া ব্রহ্ম ছুটিয়া চলিবে—সেই অনন্ত পাওয়ার মাথে হইতে সমস্বয়। আবার 'পাওয়া' হইয়া গেলে গতি হয় তত তাই নিত্যগোপাল অসমস্বয়কেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। বোসায়ে বলিলেন—Reality lies ahead, not behind।

এই সমস্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে চাই এতদিনের চিন্তাশ্রমালী, এতদিনকার লজিকের পরিবর্তন। পদ্বার যেমন টেট, টেট-এরও তেমনই গদ্য হওয়া উচিত। এক তরফা পদ্বার টেট হইলে টেটগুলি হয় বাস্তবাহিকভাবে সত্য, অনিত্য; আর গদ্য হয় পরমাধিকভাবে সত্য, নিত্য। চাই দুইয়ের মাথে সামান্যধিকরণ্যস্ত্র ব্যাপ্তি-প্রতিষ্ঠা। টেট-এর অধিকরণ যেমন গদ্য, পদ্বার অধিকরণও হইবে টেট। টেট বলিতে যদি একটীমাত্র পত টেট না বুঝিয়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব টেট-এর প্রাণ খোঁসা সম্ভবত্বতা বৃষ্টি, তবে হইতে পারে টেটও গদ্য ব্যাপ্তি। 'অব্যক্তিবিত সামান্যধিকরণ্য ব্যাপ্তি:। উপাধি-বিবৃৎ: আত্মাবিক: সমত: ব্যাপ্তি:'। অতস্ত্র ব্রহ্মে রূপদ্বান কালী-কৃক আছে। কিন্তু একান্ত রূপদ্বান কালীকৃকে

অন্ন ত্রয় নাই। তালীত্রেণ কৃকল্প নাই—প্রত্যক্ষ-
বৃত্তিতে নাই, কৃকল্পণেও তালীত্রেণ নাই বলিয়াই রূপ
হইতেছে মিথ্যা, অন্ন ত্রয়ইতেছে সত্য। রূপ মিথ্যা, অন্নগই
সত্য—ইহা বীজত হইলে অন্ন পুত্ৰদ্বারে পৰ্বদলিত হয়।
কাছেই নীলাবাস রূপ-অন্নপের সম্বন্ধ বীজার চরিত্র। একান্ত
কালী বা কৃক বা ত্রয় বা God বা আত্মাকে বীজার কবিত্তে
বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু কোনও একটি প্রকাশের সঙ্গে তো
অন্নকাশ অন্নপকে একেবারে আটকাইয়া রাখার সজাবনা
নাই; থাকিলে সেই প্রকাশটি ও অন্নশচীও মিথ্যা হইয়া
থাকাইবে। ইহার বাহ্যিক প্রকাশও এই যে কোনও একটি
প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া সারা বিশ্বের সব মতবাদের ও
সব সমাজ সম্বন্ধে হইবে না, হইতে পারে না। কাছেই
বিশ্বকে একটা অমৃত বিশ্ব করিয়া তুলিতে হইলে চাই
সব মতবাদের সম্বন্ধ, toleration নয়। সব মতই আমার
মত, সব পথই আমার পথ না হইলে সত্য toleration
আলে না। কোনও একটিকে একমাত্র পথ বলিলে বীজার
কবিত্তেই হইবে যে আর সব পথ আত্ম হটক কাঁচি হটক
সেই পথের মধ্যে আসিয়া মিলিবে। বৈক্য বলিতেছেন
শাক্যবৎ একদিন বৈক্য হইতেই হইবে, পক্ষান্তরে শাক্য
বলিতেছেন ব্রহ্মের রাগ-কৃক বাসীরাষ্ট্রে তান্ত্রিক সাধনা
দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহার কলে 'ধাপিত হইয়াছে
ladder system'। এই ভাবে পথে পথে অনন্ত কাল
হইতে সংঘর্ষ চলিয়া আসিয়াছে। ইহার একমাত্র দীবাংসা
হইতেছে সব পথের স্বাবস্থা বীজার এবং প্রত্যেক পথকে
অন্ন পথের সঙ্গে প্রাণবোলা মিলনস্থাপন-প্রচেষ্টা।

ইহার কল্প চাই মূল hypothesis বদলানো। ব্রহ্ম
বস্তু, সারা সত্য। নিত্যগোপাল বলিতেছেন 'সারা নিত্য'।
সারা পরমাধিককায়েই নিত্য। ঐক্য হইবে হুই রাখিয়া
অবৈত দ্বাপন করিয়াছেন। দ্বাভাব্য দ্বাভাবে হুঁদ্বিয়া
ব্রহ্ম অবৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ঐক্য ব্রহ্ম-দ্বাভাব্য
সম্বন্ধেই অবৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

বাধার সহজ রূপ

প্রতি ঘটনের মাঝে রহিয়াছে নিজেকে ত্রিবাঁইয়া
সাধনের দ্বিগে অগ্রগতির কল্প একটা প্রকাশ আত্মনি
বিশুনি তৎ, সাধনের মুক্তির দ্বিগে রহিয়াছে তাহার
সহজ প্রবণতা। কিন্তু ইহার অম্বরে একটি প্রতিক্রিয়াশীল
শিষ্টানও রহিয়াছে বাহ্য প্রতি মুহুর্তে অগ্রগতির পথে
বাধ্য করিতেছে। দ্বাভাব্য বৃত্তি এই বাধ্যকে পুনঃপুনঃ
বোধে নাং। বাধ্যকে একান্তভাবে বাধ্য মনে করিয়া
তাহাকে অস্বীকার করার দিকেই দ্বাভাব্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা
রহিয়াছে। বাধ্যকে অস্বীকার করিবার এই প্রচেষ্টাই
প্রতি ঘটনাকে সম্বন্ধের সত্ত্বপের দ্বারে টানিয়া রাখিয়াছে,
দ্বাভাব্য কলে যে মুক্তি আসে তাহা হয় নিত্যতই নীতম,
সত্ত্ব। কিন্তু বাধ্য বদন অগ্রগতির মাঝে বদন হইয়া
বার, বাধ্য বদন আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান ঘটনার সহজ
সরল পতির মাঝে সন্নিবিষ্ট হয়, তখন অগ্রগতিটি হয়
নির্ভর, রূপাল, উপযোগ্য। বাধ্য আছে বলিয়াই অগ্রগতি
হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা; বাধ্যতীন অগ্রগতিও উল্লেখ্য, আত্ম-
প্রতিষ্ঠা। বাধ্যই দ্বাভাব্যকে নিজের বামে প্রতিষ্ঠাকালের
পথ খুলিয়া দেয়। দ্বাভাব্য বদন অম্বরে অগ্রগতির হইতে
পারিত, নিজেকে সে তুলিয়া বাইত, নিজের অঙ্গন সে
নিজেই পৰ্বদলিত করিত, নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া হুঁদ্বিয়া
কেশিত। প্রচলিত অবৈতবাদ্য করিয়াছেও তাহাই।
অগ্রগতি কিন্তু হইতেও পারিতেছে বলিয়া মনে হইত;
কিন্তু শিষ্টই পাঠ প্রতিষ্ঠাত হইত যে তাহার অগ্রগতনের
পথ চিরতরে কল্প হইয়া আনিতেছে। দ্বাভাব্য সম্বন্ধেই
অগ্রগতি থাকে অম্বা, নির্ভর। বাধ্যই অগ্রগতিতে শিষ্টনে
টানিয়া ধরার কথা অম্বা করাষ্টয়া দেয়। বাধ্য না
থাকিলে কেহ আর থাকিত না, কাহারও পর শুদ্ধাব্যব
কথা মনেও জাগিত না, সত্যসেই একান্তভাবে নিগ্রবের
দ্বিগে, মুক্তির দ্বিগে অম্বা হুঁদ্বিয়া চলিত। কিন্তু নিত্যবা

প্রকৃতির ক্ষেত্রে সেটি হইবার যো নাই। প্রতি ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য নিষ্ঠুরা প্রকাশ্যে রহিয়াছে নিত্যক নিত্য বস্তু করিয়া, নিজের ঘর গুড়াইয়া, নিজের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অমঙ্গল হওয়ার। ঘটনা নিজের খোঁচায় মুক্ত হইবেই; প্রতিষ্ঠিতাঙ্গের পক্ষে এতদ্বারা অস্বাভাবিক বস্তু হইবে তাহার পক্ষে মায়াবস্তুর কুল এই কুল যদি তাহার ঘটে, মুক্তি তাহার অস্বপ্নবাহ্যই থাকিয়া থাকিবে। এই কুল বাহ্যতে না হয় তাহার এক প্রতি মুহূর্তে স্থিতির রহিতে হইবে। ঘটনাটি বাহ্যতে দেখাশুণী হয়, পুরুষোত্তমের অপিতা হয়, তাহার দিকে বিশেষ ধ্যান রাখিতে হইবে। এই অর্পণই প্রতি ঘটনার অগ্রপতির মুখ বুজিয়া রাখিবে। অর্পণের মধ্যে হইয়াছে বাধা ও অগ্রগমনের সংঘর্ষ। বাধা ও অগ্রগমন অর্পণ সাধনার ভিতর দিয়া গড়িয়া গঠিত নিষ্ঠুর জীবন-পতিতে। মুক্তির অবতারণা প্রতি ঘটনার অন্তরে থাকিবে রহিয়াছে মুক্ত হইবার জন্য প্রতি ঘটনার কি অকুল গর্ত-বস্তু; কিন্তু এই বস্তু বা তিমুরেই মুক্তিবে না, বাধা তাহাতে অমঙ্গল বস্তুবা রূপে ভিন্নাইয়া রাখিবেই, যদি না বাধা অর্পণের ভিতর দিয়া ঘটনার মুখ অগ্রপতির মুখ বুজিয়া রাখে। 'অবস্থা: অর্পণতঃ মুখম্'—অর্পণের মুখ অবস্থা, বস্তুবিশেষ, মুক্ত। ঘটনার অন্তরে এই 'অর্পণ' সাধনার বস্তু দিয়াছে ইত্যাদি প্রকৃৎকৃত্য কর্যবোধ, মহাত্মাশ্রী বোলসবাক্ষর গঠনাক্ষর কর্যবোধ। বর্ষই মাহুতকে নিজের ঘরের, অক্ষের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য লক্ষ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার খোঁজ

নিয়াছে। কর্যবোধ, অত্মপরিচয় মাহুত উজ্জ্বল, ঘরছাড়া, বিগলের নামে অস্বপ্নবাহ্যই উপলব্ধ। অত্মবোধই অত্ম-বোধের উজ্জ্বলতার নিয়ামক। অত্মবোধ বুদ্ধিরোধের প্রিয়, পুরুষোত্তম; অত্মবোধ প্রোনেটারিয়াটের প্রিয়, ঘর গুড়াইতে পটু। হুই-ই একান্তভাবে জীবনের বাতক। অত্মবোধ নিয়াছে পতিবার দিক। অত্মবোধ নিয়াছে কান্ধার দিক। তেহই একান্তভাবে জীবনের অগ্রপতিকে অগাধ ভাবিত পড়িবে না। হুই-ই হুইয়ের পরিপূরক। তাই চাই হুইয়েরই লক্ষ্য। তাই হুই পাত্তর মধ্যে রহিয়াছে তাহা-গড়ার সংঘর্ষের ইচ্ছা। 'হুই হিংসাপাত্তর'। প্রকৃতপক্ষে অত্মবোধই হিংসার মুক্তি, অত্মবোধ পতিমুক্তি। শ্রীমতিগোপাল-প্রচারিত অত্মবোধই লক্ষ্যবাস্তব অহিংসা। এই অহিংসাই তাৎপ্রেয়ের ইচ্ছা হইতে চাহিতেছে। অহিংসাই বস্তুবোধের প্রযুক্তি। কর্যবোধই একান্ত বিগল তিমুরেই গড়িবে না, বাধিবে শুণু সমাজের লক্ষ্য ঘরে বীজসংক্রমণ। তাহাগড়ার এই বস্তুবোধ বস্তুবোধকে তাই হুই সাংসারিকতার পদমিথ্যে চলিতে হইবে। পা গিহলাইয়া সেলে গভীর অত্মবোধের ভিতর জাতিতে বীজবিনের অত্ম অচেতন অবস্থার পড়িয়া থাকিতে হইবে; ভিন্না তারতের অগ্রগমনের পথে বাধা...। এই লক্ষ্য বাধা তখনই লক্ষ্য হইবে, ততখানিই লক্ষ্য হইবে বস্তু এবং বস্তুখানি মাহুতের কর্য হইবে সেবাদুষ্টি, নিত্যসোপালোপিত কর্য।

"অস্তের মুখে মুখ-বোধ হইলে, অস্তের হৃদয়ে দয়া হইলে, অস্তের পুণ্যে ধর্ম হইলে এবং অস্তের পাশে উপেক্ষা করিলে চিন্তে যে এক অপূর্ণ অমল ভাবের আবির্ভাব হয় তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রকৃৎকৃত্য-চিন্ত-প্রকাশ।"

—শ্রীমতিগোপাল

প্রার্থনাকালীন ভাষণ ঈশ্বরীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

১০২

২০. ১০. ৫৭। বাহ্যলক্ষণ বিশেষ করে কালীপূজার
বেশ। এখানে ভয়ের কালীই পূজিতা হন। পূজা তো
হলে আগছে—কিন্তু এর পতীর হস্তে হস্তে উৎসব দাঁত
বই ?...নরনারায়ণ আশ্রয় এই চিত্ত-শক্তি কালীতে কি
ভাবে অটন করেচে ?...কালী হুচ্ছেন অস্তকার অনাবত
হায়ে স্ত্রী বদন বিস্ময়, সেই প্রণয়ের স্ত্রী কালী।...
হৃদ্যপূজার মতাকালী তখন বলেছি ত্রুণ নৃতন স্ত্রীর মুখে
অতীতের ভালবাসার সংস্কারে পড়ে সেলেন—মুখ বৈটন
এসে ত্রুণকে প্রাস করতে চায়...অতীত স্ত্রীর ভালবাসা,
আমাদের ভালবাসা নয়।...কালীর স্ত্রীর বিহু—অর্থৎ
অবিস্তারের প্রাণ—প্রাণত হলেন।...কালী অতীত স্ত্রী
কেছে দিয়েছেন, আমার নৃতন স্ত্রীর কথাও আছে ওতে।
...অতীতের মেয়ে—মুখবৈটনের মেয়ে—বর্তমানের স্ত্রী।
...মাতালী বিহু, কালী বিস্ময়। তার একদিকে
বাক্য—স্ত্রীর লক্ষণ, অন্যদিকে অগ্নি ও নরদুঃ—সং
লক্ষণে চিত্ত...। কালীর মন অরে কদমা—কদমার গর
আজও আসে নি এদেশে। আজও কালীর, বৈরাগ্যের
উপাসনার মুখ—কদমার পূজা করতে যাওয়া আজও
বিফল।...আজও কালীপূজার দিনে শক্তি তাত্ত্বিক নৃতন
স্ত্রীর ঘানে নিরত...। শিবের নৃক কালী...কল্যাণের
নৃক শক্তি..., এটাই বোমা যদি কল্যাণের নৃক হত,
তাহলে তা হত কল্যাণের...। যারা বৈরাগী নন, তাত্ত্বিক
মন, তারা স্ত্রী করে কি করে ?...শাস্তীর গাণ যারা নিজে
না পারবে, তারা স্ত্রীকে ধারণ করে কি করে ?...শাস্তাত্ম
আম শক্তি-হতে পূর্ণ...। শাস্তানের শক্তি-নই শাস্তানের
পতনের কাল হলে লোক শাস্তানের নৃক ঠাট্টায়ে বলেছেন
...। শক্তির গিলনে শিব থাকলে শক্তিবৎ থাকে না।...
শক্তি উদয়...। শক্তি হারত এসে যাহ্নবের বাবা ধারণ

হয়। রাগে কংস এরা শক্তি-শাস্তিবৎ, কিন্তু শিবের নৃক শক্তি
শাস্তিবৎ নয়...। তারতর্ক্য আর নৃতন শক্তি পাচ্ছে, কিন্তু
শিব কোথায় ?...সামগ্রিক শোষণ হ্রস্ব করতে হলে অহিংসা
অলম্বনের পথে যেতে হবে...। যিহ্নবী বাহাদুরী শিবের
শক্তি বহুত, শিবের শক্তি করে শক্তিপূজা বহুত—তাহলেই
যেহ্নবী শিব হবে প্রকৃ-মুনি...। (গান) আর কিছু নাই এ
সংসারে কেবল কালী নাম সার কে, আমার ঘন কালী, ঘন
কালী...। যারা সংসারে এসেছে বহু ছুঁয়ে আছে পেয়েছে
হালাতল রে, আমার হস্তিরেই ঘন ও হাওয়া চরণ পলায়
পড়েছি হার রে, আর কিছু নাই এ সংসারে।...কদমা-বাক্য
হইয়ে প্রাণ অমিততেছে বায়ে বায় রে, এবার অস্তর চরণে
পড়েছি পরণ অনায়াসে হব পাশ রে—আর কিছু নাই এ
সংসারে...।

২১. ১০. ৫৭। আমি যেভাবে আমার জীবনধারা করে
এসেছি এবং যেখানে এসে আমি থাকিয়েছি তা তোমাদের
অনিবার প্রয়োজন আছে। স্ত্রীপুরুষকে সঙ্গে রেখেও সংসারীর
মত আমি মোটেই নই এটা তোমাদের বুঝতে হবে।
সংসারী টাকার হিসাব করে কাজ করে।...আমি আগে
কাজ বুঝি, বুঝতাম প্রেরণা থেকে কাজ করি, আদর্শের
খোঁচায় তাকে রূপ দেবার মত কাজ করি—টাকার হিসাব
মেখে নয়। নিজের খেয়াল কেলে বর্ধ যদি মাল্গব করে,
টাকা আসে। টাকা জমিয়ে কাজ আমার নয়। এ টাকা
হাতে থাকলে আমি ১০ টাকা বরত করি।...শিব চিত্ত-
তিথারী—অমত কলা হর স্ত্রীর তাঁর দ্বারা। সংসারীর
বরতের থেকে অমত বৈষ্ণব, আমার অমার থেকে বরত বৈষ্ণব।
...ব্যাচে টাকা জমিয়ে দেখা হয় কি করে আমি জানি না।
...আম কদিন খেরেরে গ্রাণ হচ্ছে...এই খেরেরে
মধ্য প্রাণ জাগতে হবে...মেঘেরা আগে মাল্গব এ বোঝ

শিকাই তো সবচেয়ে বড় বেধা।...কর্ম করতে গেলে তার সময় জানা দরকার, সময়মত কাজ করা দরকার। ...কোন কাজ আদ্য বেলা দপটীর করলাম, কাল বেলা তিনটায় করলাম এতে কাজ চলে না...। হিসেব এতদিনে সময় বাহ্যিক হতে পারে, কিন্তু নিতাই বিশুদ্ধ...।...কর্মের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম না আগলে নরনারায়ণ আশ্রম বান্ধে হবে। ...নিষেধের ক্রিয়ের সংঘর্ষতা গ্রামের বিশেষ লক্ষণ, পেটা না বাড়লে কর্ম ব্যর্থ হবে...বড়ির কাটা ঘরে কাজ করার সুখ্যা বাবা উচিত। গ্রাম স্থল করতে হবে কাজ করতে হলে।...একশ্রম কর্মকে ব্রহ্ম বলে পূজা করে নি।...প্রথম যেদিন শারদপূর্ণিমা রোতে দোতলায় সেই দিনে ৪৫ টাকার বাড়ী তাকা করে ৬ জন লোক নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রম করি, সেদিন কোন লাহলে করেছিলাম?...আম বে এখানেই আশ্রমে এখানে এ পর্যন্ত ২২০ টাকা খরচা হয়ে গেল, কোথা দিয়ে কেন্দ্র করে চলবে?...কি ভাবে চলবে হিসাব নাই।...আমি এক কোঁটা তেল কম খরচ করতে বলে বসড়া করি, কিন্তু কাজের বেলা তো এতটুকু কৃপণতা করি না। বড় কাজে, আদর্শের কাজে টাকা না থাকলেও আমি বাবড়াই না—কিছু খাওয়া-পাওয়া হিসেব করে চলব না কেন আদ্য বাবা খেয়ে পরেই জীওনটা কাটিয়ে দিতে আসি নি?...মাহুদের মধ্যে সিংহ-পিণ্ড দুইয়ে আছে, মাহুকে তা টেনে ধরে করতে হবে...। তেজোর বলে ক্রিকে দিয়ে সিংহ-পিণ্ড তার শিখরে তুলে না যায়। আমি মাহু এ বোধ জাগ্রত করতে হবে। ...আখ্যার পর্বনে পর্বনে বোনাও—ভূমি তেজা নও, ভূমি সিংহ।...প্রত্যেক মাহু আসলে সিংহ, কিন্তু বনে গেছে তেজা।...আমি কুরু-মাহু...এই বোধটুকু জাগিয়ে তোলাই প্রয়োজন...। মাহুদের অভ্যন্তর খাটুকে জাগিয়ে তুলবার জন্য এই সব ইচ্ছা উপলব্ধ করে মাহুকে জাকি...। আশ্রম একটু একটু নতুন পথে অগ্রগতি হচ্ছে...। কঠিনবত কাজ করে যাও...। শ্রীমদে নরেন পায় করেনি কেন?...বার বড়টুকু মূল্য নয় তাই দিয়েছে...। কোন কাজ কতটুকু মাত্রায় কতটুকু কালে করতে হবে, তাই-ই হিসেব করা দরকার।...তোমার

বেলাগুণী মত পেটের পিত্ত নিঃসরণ বন্ধ হবে না... নিয়মমত সময়মত আহার তোমাকে করতেই হবে।... অত্যাশ্রম বর, অত্যাশ্রম বর—অত্যাশ্রম না করলে কাঁচা আমি দায় না...। বার বার আকৃতি করতে হবে যেটা ভূমি আকৃতি করতে চাবে। ...একটা কাজকে অত্যাশ্রম আনতে বার বার আকৃতি করা দরকার। শিকার প্রথম শু শেখ কথা দায়ব হওয়া...এই সব নেহেরের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে কত কাজ করার আছে...। বাইরের কাজ করতে যে পাণ্ডলায়ী দরকার সে পাণ্ডলায়ী গ্রামের খেতে আসে। গ্রাম না আগলে সমস্ত মাহুদের জন্য নিষেধকে নিরোক্তিত করা যায় না...সমস্ত মাহুদের মধ্যে গ্রামকে আগাতে হবেই।...যদি গ্রাম জাগ্রত হয়, যদি সেবার বুদ্ধি থাকে, তাহলে মাহুদের কাছে চাইতে তো অস্বাভাবিক নেই।... আশ্রমের কাজ ও আনতে বাচাতে হলে সেবাবুদ্ধি, সম্মততা, কৃপণতা, নিরমাতবৃত্ততা নিশ্চিত চাই... তোমরা বড় হও, সব বিজ্ঞতা ফেনে পারম্পরিক শ্রীতি নিয়ে অগ্রগতি হও, আমাদের কাজও হবে, না খেয়েও থাকতে হবে না।...

৩১, ১০, ৪১। আশ্রম যে বড়টুকু আশ্রমে এসে ঠাকুরের লাহনে বসেছেন, আশ্রমের সেবক হিসাবে আমি তাঁকে অত্যাশ্রম জানাই।...বের বড় হল আশ্রম এখানে এসেছে। নরনারায়ণ আশ্রম একটা কথা নিয়ে এসেছে— সে কথাই সঙ্গে বর্তমান কালের কথাই মিল আছে।...অগ্নিবত মতে কলিযুগ জেঠ—Iron age কলিযুগে অগ্নি বাহা করেন লতা রেতা খায়ের লোকেরা। কেন?...কলিতে mass religion প্রচলিত হবে— জনসাধারণ ব্যাভাষ-পাষণ্ড হবে। সত্যটি যুগ ৮০ আগ পর্যন্ত ছিল—কলিতে এই ৮০ আগ হরিনামের ব্যবহার পাবে।...একটা ব্যক্তিও হরিনাম হবে। তব বিক্রির বাহিত যে বন পোরা লগতে কেলি চাপি, কাঙলে গাইরে গাইরে মাহুকে ব্যাভাইয়ে করতালি...। বনিক স্থানীয় বনিক vested interest নিয়ে চলছে...বর্ষাশ্রম ক্রমে তকিয়ে যাচ্ছে...। প্রতিদিনের আশ্রম বনিককে আশ্রমকে মাহুদে যানে না।...Half truth

is its own nemesis, one sided dogmatism has the opposite dogmatism latent in itself. Nemesis হচ্ছে God of vengeance। ধনিক half truth, শ্রমিক half truth...উভয়ে মিলে whole truth। অর্জুন পর্যন্ত রাজা কেনে বর্ম করতে চান...। তারতবর্ষের স্মৃতি ভয়ংকর পশ্চাত্যকে ভেঙে এনেছে...। One world গড়ে উঠার দিন আসছে...। James Jeans বলেন, complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system...। ধনও world property, শ্রমও world property... Golden mean... এর বরে নিতে হবে...। ইংরেজ ভারতকে বেঁচে রাখতে চেষ্টাছিল, তাই আর বাধা সত্ত্ব হল না। এইজন্যই তো স্বাধীনতা লাভ হলেন, এ সংসারের আর বাধা...। আবার ভালবাসে, তারা আবার ধরে রাখে বেঁচে বরিন পাশে, তোমার প্রেম যে সবার বাধা, তাই তোমার নতুন ধারা, বাঁধ নাকো সৃষ্টিতে বাধ, ছেড়েই বাঁধ দাও...। dictatorship আর কোথাও চলবে না। কেন? যেহেতু আর distribution-এর পালা...। কল-বিক্রমে—এখন ছড়িয়ে দিতেই হবে—সব বস্তুকে, নিজেবে ছড়িয়ে দিতে হতেই। জগদানন্দ গুরু পিতা স্বামী বনিক ব্রাহ্ম সব কেবল বেঁচে রাখতে চায়...। আর সব বাস্তবের মূল—প্রত্যেক প্রত্যেকের থেকে বহু, আবার প্রত্যেক প্রত্যেকের পরতর—প্রত্যেকে স্বামী, প্রত্যেকে পরাধীন...। রাষ্ট্রও স্বামী, প্রজাও স্বামী, ধনিকও স্বামী, শ্রমিকও স্বামী, নারীও স্বামী—আবার সেই নতুন সত্য প্রত্যেকে অপরের স্বামী—স্বামী প্রজাও স্বামী, প্রজা রাষ্ট্রের স্বামী, ধনিক শ্রমিকের স্বামী, শ্রমিক বনিকের স্বামী, নারী নরের স্বামী, নর নারীর স্বামী। সব কিছুই সব বাস্তবের উপর আধিকার সমান করতে হবে...। সমস্তের প্রথম অর্ধেক গমিয়েছেন শ্রীমদ্ভগবৎ, পরের অর্ধেক বেনারসের শ্রীমদ্ভগবৎ, তিনি অর্ধ অর্ধের সমস্ত উপাধানে। গুই কি প্রবী বলছেন অর্ধ অর্ধ

at the same time antagonistic and complementary...। নিরামোগ্য বলছেন, I am a cosmopolitan...। আর সবসঙ্গে বিশ্বাণবিক হতে হবে...। অর্থের ইচ্ছার জ্ঞান যা এ পৃথিবীর মধ্যস্থলের ইতিহাস পড়ানো হয়...। কনিষ্ঠ সাধনাই হল সবসঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হবে...। স্বাভাবিকভাবে এটা এসে গেছে—সবসঙ্গে একত্র হয়ে থাকতে হবে এ কথা বৈদ্যের বলা হচ্ছে...। বিজ্ঞানের দিকে পদাধিকার নতুন পরিচয় আনছে। অনেক এগিয়েছে, তাহলে ধর্মকে এগোতে হবে...। যখন উত্তরন মানে রূপগোলা নয়—বেশের সবসঙ্গে তার মোটা প্রয়োজনটা বেগা, সূত্রমত অংশকে রূপগোলা বেগা নয়...। প্রত্যেক মস্তকের অস্তরের নারায়ণকে ভাবতে করতে হবে। দেব-বিক্রম হল কেন?...। মস্তকের নারায়ণে কবিগুরু অগমান—স্বাধীনতার 'গোলা' ছইয়া...। এখানে বর্মকে নতুন বর্ম দিতে হবে...। বিজ্ঞানভীরুর বর্ম নয়—অর্থ ভাণ্ডার করে বর্ম করতে হবে...। বর্ম যা যে কিছু সেটা হবে সেবা ও কল্যাণ-বুদ্ধিভীরু...। সাধারণতঃ বর্ম পরিষ্কার, জ্ঞান অপরিস্কার—এ দুটো মিলবে সেবার, অর্থ ভাণ্ডার...। অর্থ সত্যের এক অর্ধেক পূর্ণ, অপর অর্ধেক নারী; পূর্ণ বুদ্ধি-প্রধান, নারী চরম-প্রধান...। সব ঘেনেই এ চিন্তাধারা ছিল woman is a necessary evil...। তারতবর্ষ নারীকে আর পবিত্রান দিয়েছে বাস্তব...। অর্থ বাস্তব বলা করেও কল্যাণবধী যে হতে পারে, নারী সে বর তো ওরা পেল না—সবার তাই আর পালের পথে চলেছে...। নর নারীর মিলনে আশ্রয় মিলে—অর্থ নিতেও তো হবে—মিলবে অর্থ আশ্রয় মিলবে না সেই বর তো জানতে হবে। কল-অর্থের কথা বিধতে হবে...। বিশ্বকে রাখতে হবে জীবনে...। একটা বিরাট দনতর সমস্ত ঘটনার তির্যক দিগে আশ্রয়প্রদান করে চলেছে...। নারী-বিবেচনার পতন অনিবার্য...। যেহেতু কলেকের পিছনে যেতে পারবে কি 'আম' সমাজ?...। জমিদারী পেল কেন? বেঁচে রাখতে চেষ্টাছিল...। ইংরেজ যে বুদ্ধিমানের বর্ম ইচ্ছায় সেজে, এতে একটু

সে জন্ম হবে গেছে...। সকলের পরিচয় আত্ম যাত্রা
হিসাবে...এই নৃতন যুগের ধর্ম নিয়ে নবন্যায়ের আশ্রম
চলেছে...। যোগসাধনাদি বৃদ্ধি এত...প্রতি ক্ষেত্রে তির
স্বাধীন বৃদ্ধি নয়—একই চিন্তাধারা দিয়ে স্বর্গ চলবে। অর
ব্রহ্ম, আবার অস্বাভাবিক ব্রহ্ম...; ধর্মিকের যেমন
অমিত্র ঠেকানো চলবে না, অমিত্রেরও ধর্মিক ঠেকান
চলবে না...। স্বর্গ-জ্ঞান আশ্রম সম্প্রদায় হবে না...
দেহবশত তো মাঝার সঙ্গে জগৎগতির যোগ্যতা নেই—সেখানে
প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক independent
at the same time interdependent।...কালের
সাধারণ পূর্বস্বার্থের ঐক্য স্বপ্নময়—উত্তমস্বার্থপ্রধান—
আমি উত্তমপ্রধানও, আমি অমৃতপ্রধানও...আমি বিশ্ব
নাগরিক...। অর্থাৎ বসেছেন at the same time
self life ও cosmic life।...বিশ্বী তাঁর বেতার মত
কেনেছে...। সমাজতাত্ত্বিক সমাজ-ব্যবস্থা আসবে...।
ন্যায়পরায়ণতা—এ চলবে না...স্বাধীন মূর্তি, জড়
অবস্থার peaceful coexistence মানতেই হবে।

৭. ১১. ৫৭ রামপূর্ণিমা নবন্যায়ের আশ্রমের জন্ম
দিবস। ১৩০২-এর এই দিনে ২৪২ শনিবার রেডে নব-
ন্যায়ের আশ্রমের প্রতিষ্ঠা...নানান খাতে প্রবাহিত হতে
হতে আজ এই ক্ষুদ্র গুণগ্রামে...। আশ্রম-স্বার্থের
সৌখিন্য-একতরু মহাপ্রবু চৈতন্যবৈকল্যী নিত্যগোপাল।...
হাস্যমীলন ভিত্তির এই আশ্রমের জন্ম-বালের শুভ এক
ও বছর সমর্থন...। এই এক ও বছর সমর্থন জীবনে বৃষ্টি
প্রতিকলিত হবে শুভই জীবন সার্থক।...বালের এই ছবি
আমার মধ্যে তিনি ছুঁয়ে তুলেছিলেন।...মাঝে বেগ্রে
কৃষ্ণ...বহু প্রকৃতি—প্রত্যেকের পাশে পাশে কৃষ্ণ...।
বিবরণপটনে ইহাই মূল তত্ত্ব...। আমি এক, আমার
ভিতরে বহুতা—বহুতাই প্রকৃতি...। আমি দেবে এক...
দেবের বিভিন্ন প্রকাশ হাত পা ইত্যাদিতে বহু। সমাজও
তাই...। যিহে এত জাতি—যাযাবনে ঈড়িয়ে আছেন
তলবান।...প্রথমে কৃষ্ণ যাযাবনে—পরম্পরে হাত ধরা-
ধরি করে ঈড়িয়ে আছে—আবার কৃষ্ণ প্রতি হুইকনের
দৃষ্টি...। যিহে আত্মকলি, হাত-ধরাধরি করে ঈড়াবে...

অন্তোন্তবৎসহায়...কৃষ্ণ প্রত্যেকের গলা জড়িয়ে ধরবেন...
রাসজ্ঞ বৈ, বৈ সত্তে বুঝে...যাত্রার বিভিন্ন ফিলা-
স্বার্থের কোথায় উড়ে যাবে এই রাসজ্ঞের ঘূর্ণনে...।
বেগ্রে নিত্যগোপাল তাঁর চরণপ্রাঙ্কে মীন লেবক আমি...
নবন্যায়ের আশ্রম...। তোমরা তো হাত বরাবরি করে
ঈড়াবে...তোমাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক থাকবে...।
প্রত্যেকে স্বাধীন অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেকের অন্তর্গত...।
স্বাধীন জাতিগুলির নিম্নে বিশ্বঃস্ট্রুজ্ঞ নৃতন করে
চলান করতে হবে যা হবে প্রাপ্যবর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত...।
নবন্যায়ের আশ্রমের গোড়ার বহন স্বাধীন প্রতিষ্ঠা—
যাত্রার সঙ্গে যাত্রার, জাতির সঙ্গে জাতির...।
যাত্রার সঙ্গে যাত্রার হাত বরাবরি করবার জন্ম সাধা
জীবন প্রাপ্যপন চেষ্টা করে পেলোম। স্বর্গ স্বর্গ নিয়ে কথা
হলেই আমি জাতি হয়ে পড়ি। অর্থের মত পূর্ণন করে
চলেছি—আজ সে আবার ধারণ করবে...। প্রত্যেকের
স্থান আলাদা, কেউ কারো মত হয় না...অপরকে স্বীকার
না করলে কি আমি থাকি? কেউ একা চলবে না...
আশ্রম নয়, পরিবার নয়...আমার সব প্রয়োজন একা ভূমি
পূরণ করতে পারবে না...। চক্ষু পঙ্কি পাঠের নয়, কানের
পঙ্কি হাতের নয়...প্রত্যেকের স্থান আলাদা...মইলে এক ও
বছর সমর্থন হয় না...। বার্ষিক রাস আশ্রমে—স্বর্গ-
বৃদ্ধ অন্তোন্তবৎসহায় হবেন...। এক-ধর্ম চলার আহ্বান
এসেছে...। তুলে বেও না...কেন আশ্রমি, কোথা
আশ্রমি...। সমর্থ সাধু আচেন, সমর্থ গুরু আচেন...
এখানে কেন?...আশ্রমে প্রত্যেকে যদি হাত ধরাধরি
করে থাকতে পার তাহলে কাজ হবে...সমর্থ হয়তো
এলে গেছে...বীরে বীরে আশ্রম এলিয়ে চলেছে...।
সমর্থ পরিবার সমর্থ রাষ্ট্র প্রদর্শনপটোনি কলে...নব-
ন্যায়ের আশ্রম সেখানে গর্ব দেখাবে...। আমার যিনি
সমর্থ...তোমরা। সচেতন হও, নিজের কর্তব্য সমর্থ
সচেতন হও...। কেন এ আশ্রম হয়েছে?...সমর্থ সবকার
একটা জীবনমত সমর্থান—স্বর্গের সমর্থান নয়—মিতে
চাইছে এ আশ্রম...। স্বর্গময় রাসজ্ঞের ভিতরে আশ্রম
প্রবেশ করবে...। সত্তে বুঝতে বুঝতে আমরা...সমর্থ হাজার

না...খাট্টা পরিবার সমাজ ছাড়া বিশ্ব নতুন করে গড়ে
তুলবে...সেই নতুন ভগ্নপথে লগ্ন জাতি, সকল সমাজের
নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে...তখন বরষা বৃষ্টি হবে ব্রহ্ম-
বৃষ্টি, বরষা মস্তক হবে ব্রহ্ম-মস্তক...এই আমার স্বপ্ন...
আর হাতে, ভর হৃদয়গীতা।

১১. ১১. ৪৭। ঠাকুর, লোকের দৃষ্টিতে মস্তকের কাল
পূর্ণনার কাল আমার জন্মদিন। কান্তিগীতী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে
আমি জন্মেছি...লোকে বলে; কিন্তু আমি বুঝি আমার
জন্ম আমার নিঃস্বপ্ন-রূপে আমি তোমার মধ্যে
ছিলাম...তুমি আমার ভিতরে জন্মগ্রহণ কর...। জীব
কালে যার সে ভগ্নবাসনাই...কালে যার মস্তকের জন্মের
সার্বভৌম স্বপ্ন তুমি তার মধ্যে জন্মগ্রহণ...করেই বুঝি
তুমি জন্মগ্রহণ। ঠাকুর, আমার ভিতরে তুমি দ্বিতীয়বার
জন্ম লাভ কর। আজ অবস্থান—আমার দেহ-মন-প্রাণ
সকল অবস্থান করে তুমি বাস কর, তুমি বস...যেহে
প্রতি পশ্চাত্তান তুমি বস, আমার ইচ্ছায় আমার মনে তুমি
বাস কর...আমার বাহ্যি, আমার বহু, আমার সখা—বিশ্ব
আর আমি আমি না...আমি তোমার অধিষ্ঠান রচনা
করব...। কিন্তু তো আমি চাই নি, যেহেতু তোমার
পাদুকাবাহী হব...সারা জীবন বুকে আচ্ছ এই ক্ষুদ্র প্রাণটিতে
পাণ্ডববর্জিত দেখে তুমি আশ্রয়...। লোকে বলে
এ বন, আমি বসি কুশাবন হবে...। তুমি এসেছ এই
প্রাণে...। নিষেধ বর্ণনা তুমি নিষেধ লিখে গেছ, নিষেধ
পরিচয় নিষেধ দিয়েছ...নিষেধগোপাল ব্রহ্ম সনাতন...।
তিনি হরিগোপাল তিনিই ব্রাহ্মগোপাল তিনিই ব্রহ্মগোপাল
তিনিই গৌরগোপাল...তিনিই নিষেধগোপাল। প্রচারের
রূপে তিনি চূপ করে বসে আছেন...জীবন কখন জাগ্রত
হবে তারই অপেক্ষার...একটু একটু করে ফুটে উঠছেন...।
বেদিন থেকে নিষেধগোপাল আমার মধ্যে চূর্ণকরেন
সেদিন থেকে শান্তি সোনারি ফুটেছে—একটা ব্যাপক
প্ৰভাব নতুন পৃথিবীকে রূপ দেবার ভাঙনায় আমার
বাইতে সোনারি নাই, নিদ্রা নাই চোখে...। কোন
ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নিয়ে তোমাদের ভাবি নি, তোমাদের
সকলের জন্মে তিনি জন্মলাভ করেন...আমি দরব, তিনি

জন্মাবেন...আমি মহানির্বাণ লাভ করব, তুমি জন্মবে...।
মালিক সারথি—হাত করে আমার নিয়ে চল সখা...।
এত কষ্ট বিরাট বিশ্বের মধ্যে তুমি ছাড়া আমি অপহায়...।
...বিশ্বকল্যাণ সত্তা করে ছিলাম সেদিন কোন প্রেরণার ?
আমার জীবনে যদি কোন কথা থাকে সে নিষেধগোপালের
কথা...বিশ্বনাগরিক হওয়ার কথা...। প্রচারে মস্তক বিপর
হয়...। বস্তুতঃ organically বস্তুতে পারব, ততটুকুই
বাড়বে...। অস্বাভে অস্বাভে আজ মস্তকের থেকে মূখ
কিরিয়ে খাঙতে ইচ্ছা করে...। শুণো আমার বেরনা-
মহন বন, আমার প্রাণ...মহির্ভাড়া প্রকৃষ্টাঙ্গী...আমার শান্ত
রাখার ধন এক মণির—নবগ্রহ থেকে তেপাগ্র পর্যন্ত তুমি
আছ আমি নাই...। আমি অজ হব...সকল অস্তরক ভিতরে
আমি তোমার মধ্যে জন্মাব...যদি আমার বাঁচিতে পারতে
চাও তোমার প্রতিষ্ঠা জন্মিয়ে তোল, নয়তো আমার
সংসরণ কর...। মস্তকের জন্ম পর্বের প্রতিষ্ঠার আমি
বলে থাকি...। আমার সখা আমার দৃষ্ট...বাই নাই,
পরি নাই...তবু তোমার আমি করে করে পৌছে দিতে
চাই, তোমার জীবন-কথা মস্তকের জীবনে ছুটিয়ে তুলতে
চাই...। বস্তু-প্রাণিত বিশ্ব তোমার জাকে, বাগো বাগো
মহানির্বাণ থেকে...। বিশ্বের স্টেনাচার বেদন, তাতে
তুমি ছাড়া আর সত্তা নাই...নিষেধগোপাল প্রত্যেক স্বেবতা
...আমার বাগ বলে সেছেন...। আমার জন্মদিন প্রতি-
পালন করতে আমি পছন্দ করি না...। তোমাদের হাতে
নিষেধকে ছেড়ে দিয়েছি—তোমরা বুঝি হও তাই এ অস্থান...।
...নিষেধগোপালের স্পষ্ট কথা তোমাদের জীবনে সার্বক
হোক। ঠাকুর, যাবের বেহে একতরু এসেছি তারা
তোমার কৃপায় বস হোক...তোমার লব হোক...তোমার
লব হোক। উপরন্তু বিশ্ব তোমার জাকে—জন্মগ্রহণ নিষে-
গোপাল, জন্মগ্রহণ নিষেধগোপাল, আমার দরব গোপাল
নিষেধগোপাল।

১১. ১১. ৪৭। গুপ্ত পর্বত ২৪শে কান্তিক ১৩৬৪—

১২ই নভেম্বর—যেখানে ঠাকুরের কৃপা আমাদের উপর
বিস্তৃত হয়েছে সেটা তাবলে আশ্চর্য্য নাসে...। একটা
প্রাণস্পর্শ তিনি সবলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—একটা

নিভাগোপাল-আবেইন দৃষ্টি হয়েছিল।...আমি তাঁকে অর্ধরূপে বরণ করেছি, তিনি তার গীর্জা নিয়েছেন।... তাই আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু কাঁচি নিয়েছি, সবই তিনি স্বীকার করেছেন।...সারা জীবনের আমার সব কিছুতে তাঁরই প্রকাশ।...। বসতে গেলে আমার ঘে সব প্রতিষ্ঠান জীবনের প্রথম থেকে গড়েছিলাম, সেগুলি আমাকে আশ্রয় করেছে গড়ে উঠেছিল।... দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাসের সেবা—আমার প্রাণহরিক যে ভাল বাসে তার মত আর বাধ্যব তই?...আমি মাঝের গাভীতে বসন খাই ইচ্ছে করেই খাই, তাহলে নিভাগোপাল তাঁকে ভালবাসবে...বাহার বাছা তারে কোলে তুলে মাচা—এই মনোভাব বেবেন নিভাগোপাল তাঁদের শব্দে...। নিভাগোপালের অন্নদাত্তেই আমি সবকিছু আশ্রয় নিয়েছি।... আমার সাহসে আমি কাটকে তাকিনি...। তিনি আমার স্নেহ করেন, আমি তাঁর অর্ধাঙ্গ...তাই আমার দায় দায়িত্ব তাঁর। তিনি আমার যদি ঐ ভাবে গীকার না করবেন, তাহলে আমার মাফ্রাফে ২৫ টাকা পাঠানেন কেন?—নির্ভর করো, বিশ্বাস করো...মিউর মত বিশ্বাস কর—এত দায় খেতেও সে বলে, না, যা দায় না—তোমরা বলতে শোবো ঠাকুর মারেন না...। অত্যাচার লইতে চেষ্টা করো...ব্যা করেই তিনি রাগ করেন, ব্যা করেই তিনি আমার ঘুরে গিয়ে দিচ্ছেন...ভক্তর ত্যাগনাই ভক্তর ককণা...এ বিশ্বাস আনতে পারি কিনা দেখ...। নরহরিই প্রজ্ঞাবের অস্ত্র বিধ দিয়েছিলেন, সাহায্য থেকে কেলে দিয়েছিলেন...। তাঁর হাতে হুতু মূল্যতেই হবে...। ব্যাক্ত আর অসি দুই তাঁরই হাতে...নিজের বুদ্ধির ভাব্য বিচার করে এ বিষয় চলার কুল পাবে না...। সাহসের মনোরঞ্জন অনেক করেছি এখন কেংখি আর সাহসের মনোরঞ্জন করব না কিছুদিন...। স্বীকে রাজ-রাস্তার সন্ধান দিয়েছি...। আমার করসার ভো আমি করি নি...আমি যখন গব পাই না ফেউ ফেউ করে কাঁচি

...। কিছু বলি, ঠাকুর, আমি তার নিয়েছি, তুমি দেখো। আমি বিশ্বাস বসি, আমায় যে ভালবাসে তাঁকে তিনি স্বীকা করবেনই।...। বেস্ট্রুতা মগলে তাই আমার চন্দ্র...। বেরনা দিনেই বর্ষ বেহনা পাওয়া যায় তাহলে সেখানে বেস দৃষ্টি হয় না...।তোমাদের দায়িত্ব আমি নিতেছি, আমার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন—কিছু অল্পমত দিনা ত্রুতেন্দ্রমখনে কখনো নাহিক পার...উদ্ভত সমিত বিচারগন খরার ধূলায় লুটায়...।তোমার বিচারের বাইরে কত গুর পড়ে আছে...।(গবানী) বিচারীর বাছা রাণাঘাট গিয়ে ভাল আছে এ কি গিবানী খবর রাখে? শরণাগতের কাছে সমস্ত গুরের খবর পৌঁছায়। গিবানীর কাছে রাণাঘাট নাই...।ভক্তর অল্পমত হলে কুহবে অরুণ কত গুর আছে...।তুমি থাকবে...।ভগৎ থাকবে...। তবে যেহে আমার অল্পমত্বিতিতে নহ-নায়ারণ অল্পম তেঁকে কি না...।আমার না থাকার দিন আসবে, এখনও প্রস্তুত হও...।সামগ্রিক দৃষ্টি তোমাদের আলো নি...। (উপসহের সময়) আমি প্রোহ্যবের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা আলোচনা করেছি...।আমি সামনে বলে থাকারাই, সাহস মারের স্নেহ উপলব্ধি করে...। আমার মধ্য বাস্তব পথে আমি সারা জীবন এক ভাবে চলে এসেছি...এমনি এসেছি? অনেক সাহসের মধ্য দিয়ে এসেছি...। এত দায় অভিমান নিয়ে সংসারে ঠিকে থাকবে? আমি টাকার জোরে সাহসের দায়িত্ব নেই না—নেই প্রাণের জোরে...।বুদ্ধিমান হলো না...।তাতে নিভাগোপালকে বাঁধ করতে পারবে না...।একটা প্রকাণ্ড দায়িত্বভার আমার মধ্য দিয়ে তোমাদের উপর তিনি চাপিয়েছেন...।কত বস্তুর কাছে শরণাগত হলেই তাকে পাওয়া যায়...। কেবল আমার স্নেহ দান অভিমান বিচার করে কিছু পাবে না...।রাবণ হুতবর্ষ তত্ত্ব নিতর অল্পমত নর বলেই মরল...। আমি স্বতখানি নিভাগোপালে নির্বাণ হয়ে যেতে পেয়েছি, ততখানি তিনি দৃষ্টে উঠেছেন...

বলেঙ্গনাথের গজরীতি

॥ শ্রীভবেন্দ্র দাস ॥

হংস। বসেন বলেঙ্গনাথের কবিতা সার্থক, গুণ গ্রীক ততটা নয়, আবার ঝাড়া বসেন বলেঙ্গনাথের গুণ সার্থক, কবিতা তেমন নয়, তাঁরা উভয়েই নিখুঁত বলে আখ্যায় মনে হয়। তেমনই তাঁর কবিতাও কবিতা, আবার গুণও কবিতা। বলেঙ্গনাথের রচনাকীর্তির আশ্চর্য অতীন্দ্রিয়ন করলে, তাঁর শিল্পী-নামস লক্ষ্যে আদ্যের এ ধারণা ভুলিয়ে দেয়। হাটখানেক আনন্দোৎসাহ তৎকালীন এমন একটি স্বতন্ত্র আভিভাবিক প্রাধান্যতা এবং নৈসর্গিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল, যা বলেঙ্গনাথের গুণ রচনার এমনকি কবিতাভেদে স্পষ্ট প্রতিফলিত। তার কারণ শুধু দ্বারী কবিতাভেদে নয়, রবীন্দ্রনাথ যে গুণভিত্তে অধ্যয়ন করেছেন, বলেঙ্গনাথের বৈশিষ্ট্যও তা অস্বপ্নীয় ছিল। প্রাচীন ব্যঙ্গনা সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, ভারত-বর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সেই সঙ্গে বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়ন করা উভয়েই গঠন-পাঠনের অঙ্গভূত ছিল। কিন্তু বলেঙ্গনাথের সার্থ্য সেখানে নয়, তিনি মাত্র উন্নতগতির বসে, অগতঃ করের পর প্রাথমিক করে বসে বসে দিয়ে যেভাবে নিজের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে গুণ-ভিত্তি একে রাখলেন, তা যাচো আদ্যেরকে বিস্মিত করে এবং সেখানেই বলেঙ্গনাথের গুণ তথা সার্থকতা।

রবীন্দ্র-সমকালে বলেঙ্গনাথের সাহিত্যে অহংপ্রবেশ ঘটে 'সামান্য', 'বালক', 'ভারতী ও বালক' প্রভৃতি পর-পত্রিকার মাধ্যমে। তাঁর প্রথমভূমিতে বিঘ্নস্বাধীন বড় ছিল না এই অর্থে যে তিনি কোন বিশেষ বিঘ্নের দ্বারা নিজেদের আনন্দ রাখেন নি। বরং 'বিশ্বব্রহ্মণ্য'ই ছিল তাঁর প্রথমোক্ত প্রাণ। অর্থাৎ এককথায় এই বিঘ্নবৈচিত্র্যের কারণ তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সামাজিক স্বাধীনতার মূল্যভাৱ, চিত্রকলা, ভাষা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এবং এক কথায় আদ্য যাতে আনন্দ-

নিষ্ঠ প্রবন্ধ হলি বলেঙ্গনাথ এগুলির প্রত্যেক বিভাগেই উত্তীর্ণ। বলেঙ্গনাথের প্রকৃত বিচার আভ্যে। গুণ হয়নি বললেই হয়। একদা তাঁর বুকুর পরে গায়েঙ্গনাথের জিহ্বা এবং প্রিয়নাথ সেন দু'একটি হৃদয়কে আশোচনা লিখেছিলেন। অগতঃ পরবর্তীকালে এখানে সেখানে এ আশোচনা যে আর কেউ করেন নি এমন নয়, বিচারের মানদণ্ডে ফেললে তা খেতে আর কিছু যৌক্তিক তোলা যায় না। কুলনাথুলক বিচারে বলেঙ্গনাথের রচনাকীর্তি সম্পর্কে গায়েঙ্গনাথের আশোচনা অনেক সুকীর্ণিত এবং বিরুদ্ধ বস্তুতঃ উজ্জল। তিনি বলেছেন : "এই রচনা-কবীই আমাকে প্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল, এমন সত্ত্বেও গাথা শব্দের মালা, তাঁহার পূর্বে দেখি নাই। শুনিয়াছি বলেঙ্গের তাম্রা তাঁহার সাধনায় কল; শিক্ষা-নিবন্ধি অস্বাধ্য কাঁচিয়া ছাটিয়া পাগল করিয়া তিনি তাবের উপযোগী তাম্রা গড়িয়া লইয়াছিলেন। অদ্বায়ে যোকা চাপাইয়া তাবকে উজ্জলতা বিহারে রেখে তিনি করিতেন না; কিন্তু লক্ষণলিখে বিশেষ যিগেনার লক্ষিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোনকি বসাইলে মানাইবে ভালো, তাহা স্থির করিয়াও গাথুনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি ছড়ার লক্ষিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাছেরে তাঁহার তাম্রা কারিগরের দ্বায়ে অসুখ কাঁকায়া হইয়া থাকিয়াছিল।"

এমন কথার মূল্য মূল্যে বাচাই করে নিতে পারি বলেঙ্গনাথের রচনার যে কোম অংশও সাধন রেখে। যেমন 'গদ্য' প্রবন্ধের কিছু অংশ কুলে বসে থাকে :

"গদ্যের আদ্যের উত্তরভাষী পাঠ্য। গঠে—হাসির আলোকে প্রাণ তরিতা যায়। চারিদিকে কলিষের মধ্যে থাকিতে থাকিতে আদ্যও বেন বতকটা কবি হইয়া পড়ি—আদ্যের বিভাৱ অদ্য প্রাণেও বেন সন্ধ্যায়

শরৎ-রবি-দর্পণে নারী

॥ শ্রীকটীক ॥

একজন একদিন শরৎকাল ও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রকে বলেছিল 'ওঁরা মেয়েদের লক্ষ্যপাতি'। আর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আর ওঁদেরকে কিছুটা পড়ে, এতটা কথা সেবার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল—এ কথাটা আমাদের সমাজের পুরুষেরা বলে কেন? পুরুষ হয়ে তারা পুরুষ লম্বাছে বসে উল্লস মেয়েদের লম্বাছে তত নয় কেন? এ কথা তো আমাদের প্রায় প্রত্যেক হারাই শোনা যায়—'পুরুষেরা যা করবে মেয়েরাও তাই করবে? পুরুষেরা যা জানবে মেয়েরাও তাই জানবে? আমাদের কথার মধ্যে ওঁরা কথা বলে কেন? ওঁরা কতটা গোপে?' অপরদিকে মেয়েরাও তবে পুরুষ বা করতে পারে মেয়েদের তা করা অপরাধ। তারা তবু অপর মহলের সাম্রাজ্য, বাইরে তাদের অধিকার বড় কম। যদিও এটা এ যুগে প্রায় কেটে গেছে, তবু হৃদয় হয় আশঙ্কিত সেই মানবজাতির আমাদের জানে প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। বাইরে তারা চামড়াল পিঠিরে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা প্রচার করে, কিন্তু নিষেধ আচরণে সে স্বার্থটুকু তারা ত্যাগ করতে পারে না।

এই বেশ একলাতের নারীপুরুষের কথা। শাসনাগাদি আর একদিকের নারী-পুরুষ ঠিক এর বিপরীত। তারা সমাজের এই কু-সংস্কারগুলোকে ভাঙতে গিয়ে যে সব ঘটনা ঘটায় তাকে বলা যায় নিত্যকাল উজ্জ্বলতা। তাদের দ্বারা প্রাচীন প্রাচীনতা বা বসেন তার সবটুকুই ভুল বা কু-সংস্কার। তাই সেই কু-সংস্কারকে ভাঙতে গিয়ে যেখানে তারা পৌঁছায় তার থেকে কু-সংস্কার লভ্যতাও তখন এমন প্রসঙ্গ এটা কেন হয়? প্রথম পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় ভারত বীর্ষধীন হয়ে পুরুষতত্ত্বের বিপরীত। ইচ্ছার হোক, অনিচ্ছার হোক যেহেতু পুরুষের প্রাধিকারকে স্বীকার করে এসেছে। তাই স্বামী বলতে তারা অজান আর স্বামীর কথামতো সতী, সাবিত্রী হবার চেষ্টা চলেছে

তার প্রতি যুগে। কিন্তু সতী, সাবিত্রী তারা কেউই হতে পারেনি। সতী সাবিত্রী তাদের কাছে কেবলমাত্র উপমা হয়েই আছে। তাদের এই সতী, সাবিত্রী না হতে পারার পিছনেও কারণ আছে। সেটা—সতী, সাবিত্রীকে জানবার মাঝে মাঝেই তারা ভুল হয়ে গেছে তাদের স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেখে এবং ভক্তি দেখে। তাই তারাও ওঁটা করেছে তাদের স্বামীকে যেমনই ভালবাসতে—ভক্তি করতে। কিন্তু পুরুষেরা সত্যবাদী বা দিব না হওয়ার জন্য তাদের সেই ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে এসেছে বার বার ব্যর্থ হয়ে। উঠাক হয়েছ তারা স্বামীদের ব্যবহারে, কিন্তু বেধেছে তারা পুরুষতত্ত্বের বিপরীত এবং স্বর্ধ নামের অর্থের আত্মশূল তাই সেই সাতপাকের বাঁধনকেই স্বীকার কোরে কোনরূপেই কান, চোখ বুজ মিনটাকে কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে আর পরপারের আশায় বসে রয়েছে বহুবার দিন গণে। সেই কারণেই ইহলোক থেকে পরলোকের দিকেই ভারতের মেয়েদের বেশী সোজ। তাদের দ্বারা সংসারের প্রতিদিনের এই বরনা বোধ হয় বহুবার গড়ে থাকে না। তবু তাকে সেই স্বামীর আশ্রয়তা স্বীকার করতে হয় কেননা বধনই স্বামীর প্রতি তারা বিরক্ত হয়েছে তখনই তাদের মনে যেখানে সতী, সাবিত্রীর অকণ্ট প্রেমের কথা। প্রেমের দ্বার চিরকালের। তাই তারা সেই প্রেমকে জেনেছে, বুঝেছে উপলব্ধি করেছে, নিষেধা নিষেধ মতোই স্বীকৃতি দিয়েছে প্রেমকে, স্বর্ধীর বলে নিষেধ কাছে। তাই তারা সে প্রেমের অপমান করতে পারেনি। বার বার তার সম্বন্ধ দিয়ে উপস্থিত করতে চেষ্টা করে সেই প্রেমকে তার একান্ত বাইরের কাছে। অথচ বারবারই তা দিয়ে এসেছে লভ্যতাও করে। আশ্রয় প্রস্তুত তারা কেন বলতে পারেনি সতী, সাবিত্রী তারা হতে পেরেছিল শিব, সত্যবাদী স্বামী ছিল বলে। তার

উত্তর হল আমকের মুখে ঝিল্লির সে গ্রন তোলো মেঘের
পক্ষে গভ সহজ সে মুখে সে কথা বলা তত সহজ ছিল না।
কারণ তার আসেই বাইরের জীবনের পরিচিত তাগের ক'ছে
অন্ধকার ছিল তারা দেখাপড়ার স্বপ্নে থেকে বঞ্চিত
হয়েছিল। তাই তারা জানতো না সত্য-বনের মত পৃথিবীর
কথা। পৃথিবী তার কার্বে সত্য, লাবণ্যকে যে কাণে বাহ্যিক
করেছে, সেখানে কিন্তু ব্যবহার করেনি বনা, নীলাবতী,
যৈজ্ঞেয়ী বা গার্গীকে, কারণ তারা ছিলেন সে মুখের এক
একজন বিকশাল রহস্য। শিক্ষার, বীক্ষার তাঁরা ছিলেন
সে মুখে অগ্রগণ্য। তাঁদের কথা জানালে বা জানলে নারী
আর পৃথিবীর সেই অভ্যাচার সহ করতে না—তাই
তাঁদের কথা জানবার সুযোগ তাদের দেওয়া হয়নি। বরং
তাঁদেরকে যোকানো হয়েছে তোমরা কবীর স্ত্রী—নারী।
কাজেই তোমাদের সে কাণেই চলতে হবে, আর সেই
চলার মধ্যেই তোমাদের সৌন্দর্য। সেই বিশ্বাসেই নারী
বলে—

'সত্যের বেহতা পতি জীবনের সত্য,
পুণিতে এসেছি তবে চরণ তোমার.'

অথচ তারা জানে না কোন্ পতি বেহতা, কোন্ পতি
পূবা পাতার যোগ্য। স্বামী বলতেই তারা অজ্ঞান তাই
পৃথিবী সেই স্বপ্নে নিরে নারীর প্রতি তার একমাত্র বেহের
অধিকার কার্যে করেছে। পাছে নারী বিশ্বাসী হয়,—
তাই তাদের প্রতি বহিঃ সহায়বৃত্তি দেখিয়ে বলা হয়েছে
দ্রী জাতি অথবা। এই ভিমে কথার চিহ্নে জিকে বাধ্য
মতই নারীরা গেছে ভিমে। অথচ এই অথবা কথাটার
মধ্যে যে নারী জাতির কতকগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে সে
কথাটা গোপন্যের মত বৃত্তিও তাগের লোপ পেয়েছে।
তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগেনি কেন নারী অথবা? গার্গী,
যৈজ্ঞেয়ী, বনা, নীলাবতী তো অথবা ছিল না! বাজবন্ধ্যা
তো গার্গীর সাথে তুলনা করে জ্যেষ্ঠ অর্জন করতে
পারেনি? বনা তো নিবিচারে বরাহ বা বিধিরের কথা
মেনে নেননি। সে তো একমাত্র সত্যকেই বরণ করেছিল।
তাইতো তাকে দ্বিত বটে কেনতে হল। সীতার কথা
কে না জানে? রামের অজ্ঞার বিচার সে মেনে নেয় নি।

তাইতো শেখারে পরীক্ষা দিতে সে নাভাজ হল। এমন
কথা আমাদের সমাজের নারী জাতিতে না সৃষ্টিয়ে তাগেরকে
অথবা বলে পাঠা, ভাগল, ভেড়ার মদের মধ্যে একসঙ্গে
গণনা করা হল। আর সেই কারণেই নারী তার দুর্বল
মুহুর্তে পানাত তুল করতে লাগা জীবন তাকে দিতে হয়
খোলাসে আর পৃথিবী দত বেশী অপরাধ করে, তুল করে
তত তার স্বপ্নান বাড়ে। তাইতো নরকলের চোখে জল
করে,—তাইতো তার বর্ত থেকে ঘেরাও দৃষ্ট ঘোষণা

"অমতী নারীর পুত্র সে যদি তারক পুত্র হয়,—

অন্য পিতার সন্ধানও তবে আরও সুদৃষ্ট।"

কিন্তু আমাদের দেশে সেটাকে বীক্ষার করা হয়নি।
আর সেই কারণেই নরকলে তারা অনায়াসেই বলতে
পারে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসেই যোতা যায় পৃথিবী-কোণী
আমাদের সমাজকে তি কাণে গ্রাস করেছে। রবীন্দ্রনাথ,
পরমজ্ঞ এই নারীকে দিগোছেন সৃষ্টির ময়, পথের সন্ধান।
সেটা কি তাঁদের নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাভিহীন?

এখন আসি অপর পক্ষের আলোচনায়। প্রশ্ন হতে
পারে দেশ, মেনে নিলান নারীজাতির সৃষ্টির একান্ত
প্রয়োজন, তারা সৃষ্টি পাত্র। কিন্তু সৃষ্টি পেয়ে আর
তারা যে পথে চলেছে সেটাই কি ঠিক পথ? অথবা তারা
সেনিন বিপ্লব-বন্ধনকে বা সাতপাতের বীজকে বাইরে থেকে
ঘর্ষের ভয়ে মেনে নিলেও মনকে তারা মানিয়ে দিতে
পারেনি, আর ঐ বিপ্লবে তাদের দাম্পত্য জীবন পুং
স্বপ্নেরও হয় নি। কিন্তু আজকের এই কোর্ট-ম্যারেজেই
কি তারা পরিপূর্ণ শান্তি পাবে? বা মন বিরে তারা
ভটাকে বীক্ষার কোরে দিতে পারছে? যদি সেখানে থাকে তবে
বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে কেন শতকরা নরই জীবনের মনে?
সেনিনও তো শতকরা নরই জীবনের জীবন হৃতবিধায়।
তবে সেনিনের পরামর্শের সেই মন-মানার থেকে আমকের
এই জাতির মঙ্গল হল কতটুকু? এ প্রশ্ন গভা জবাব দাড়াই।
আমার বিচারে এ পথও ঠিক পথ নয়। কারণ স্বাধীনতা
বা সৃষ্টি সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ ও পরমজ্ঞ যে কথা বলেছেন,
সেটা আর এটার আকাশ-পাতাল ব্যবধান। স্বাধীনতা
মানে এই নয় যে, আগার বা ঘুঁই আনি তাই করব।

সেটা নিতাই উদ্ভাষণতা। তাই প্রেমকে তারা বিকৃত করেছে। জানে না যে প্রেম সত্য, স্বন্দর এবং বন্দী বিষ উদ্ভাষণতা সত্যও নয়, স্বন্দরও নয়। প্রেমের নাম দিয়ে কবির হৃদের হ্রী পৃষ্ঠ বা কবে সেটা যে কী তা বলাই যত্ন। এটাকে এক কথায় বলা যায় কামুকতা। তাই তো প্রতি পাই পাই প্রাচীন প্রাচীনের এ সম্বন্ধে এক নিষেধ। কারণ তারা তাদের ধর্ম অভিজ্ঞতার দ্বারা দিয়ে প্রেমকে বাস্তবে দেখতে পেয়েছে সুখই কম। বাকী যা দেখেছে তা কষ্টকষ্টই সুখনিঃ। তাইতো, যে সত্য ও স্বন্দরের দিকে যায় তাকেও তারা খোঁকার করতে বা বিলাস করতে পারে না। এই যে কথায় বলে চূন ঘরে মুখ পেতে, বৈ ঘেঘলে কহ করে। তারা আধুনিক যুগের প্রেমের যে পরিণতি দেখতে পাচ্ছে তা দিয়ে তারা কেমন করেছে বিশ্বাস করবে যে প্রেম এর চেয়ে অনেক সুন্দর, সত্য ও বন্দী। তা কবেকার অকাল আমরা তাদের দিই নি আমাদের প্রেমের পথ জানা না থাকতে প্রমাণ দিতে পারিনি, প্রকাশ করতে পারিনি তার সত্যকার রসকে। তাই সব কিছুকেই কু-সংস্কার বলে উড়িয়ে দিই। এত লেখপড়া পোরেও বুদ্ধি কি-না কু-সংস্কার কো-না কু-সংস্কারে। জানিনা কতটুকু তাড়তে হবে কতটুকু রাখতে হবে।

আমরা নিজেদের অপরাজে, উদ্ভাষণতাকে ঢাকা দেবার জন্য অনেক বুদ্ধি দেখাই রাখা-কুক যে দিনরাত এই রকম করলে তাকে আমরা নীলা বসি, আর আবার বরকেই অস্ত্রায়। আবি বসি, যে এ কথা খসে তার দত্ত স্বর্ষ বিস্তার দেই। তাঁদের প্রেম কোন্ অরের তার পতাপের এক অংশও যদি আমরা জানতাম তবে এ যুগের

মানব আবারে পূনা করত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম শ্রীধার অতিমানী ভাঙাধার কর তার পা খরতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম অকুরের ভাবে এক ভিমেয়েই শ্রীধার, অষ্টোপাদিনী, ত্রযালক ও বৃথাবনের নীলাঙ্কের ছেড়ে খুঁটা চলে যেতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেম হাঙা হয়ে নিঃসঙ্গনে বলে থাকাকালীন বহুদূরে শ্রীধার নাম শুনেবার আঁকড়লে আসতে পারে। আর পারে শ্রীধার বিরহে, মাটিতে শ্রীধার নাম লিখে সেই নামের তত্ত্ব গড়াতে। আর আমাদের প্রেম—

তাহলে কি হল প্রেম বিখ্যাত? এই চিন্তা মুক্তির নামাক্তর। প্রেম 'চর সত্য, চির স্বন্দর ও বন্দী, বিস্ত কামুকতা নয়। দারা কামুকতাকে প্রেম আখ্যা দেয় তারা প্রেমকে অপমান করে। যে প্রেম আবেশের আলিতার মধ্যেও বর্ধের প্রতিবে সমভাবে রক্ষা করে সেই প্রেম। যে প্রেম বিরহের মূহুরতা দেয় সেই প্রেম। যে প্রেম স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করে সেই প্রেম। যে প্রেম নগ্নের পাখে জেলে না গিয়ে নিছের মধ্যে নিজে ছুঁতে দেয় আর সংগোপনে তার পতীরতা খাড়ার সেই প্রেম। যে প্রেম থাকলে সাত পাকের বাঁধনের প্রয়োজন হয় না আর সেই প্রেমই বাস্তবতে ঘের বিশ্বজনীনতা ও সাদিক কোষ। রীজনাথ, শরৎচন্দ্র সেই মহই আমাদের দিয়েছেন। এই দিয়েই বিচার হবে দেখা যায় তারা দারী আভির প্রতি গন্ধাতিথ করেননি, পরন্তু সত্যকে অনসমকে উপস্থিত করেছেন তাঁদের বিদ্যাসূত্র দিয়ে। কামেই বাইরের দৃষ্টিতে তাঁদের বিচার করলে যে কতখানি অস্ত্রায় করা হয় তার বিচার হবে চিন্তাশীল অধরের অন্তরতঃ। (নিখিত ১৯৩৪)

খেলাধুলার চমক

৥ জিৎসেশ্বরী সেন ৥

প্রসঙ্গ ১ঃ—

বছরের প্রথমে তুফুল লড়াই—সবে ১৯৭০ সালের শুরু হয়েছে। এখনও নতুন ক্যালেন্ডার বেগ্যালে টাঙানো হয়নি। এর মধ্যেই বিশ্বের ‘মুস্ত্রীকোডা বগৎ’ মনোহর মুস্ত্রী বেড়ে নিয়ে গেল গিগলটন ক্যানাইকোডে, যেখানে সবে শেষ হল হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জো ক্রেভিয়ারের লঞ্চ হঠাৎ উঠতি, ২৪ বছরের তামা তরুণ অর্ধ কোরম্যানের বিশ্ব খেতাবের এই লড়াই। লারা আমেরিকার বাবারে বগন এই লড়াই-এর ব্যক্তিগত ক্রেভিয়ারের পক্ষে ৪-২ চলছে, তখন হঠাৎ কোরম্যান সব তালগোল পাকিয়ে এই কাণ্ড করে বগল।

২৩শে ফাল্গুন লড়াই। লারা অভিজিটোরিয়ায়ে বোঝায় তিল রাববার মস্ত জায়গা খুঁজতে হবে। মস্ত আঘাতগাটা খদখদ করছে। হুই মুস্ত্রীকোডা মকে নাক, এক অসুস্থ পরিবেশে। হুই মুস্ত্রীকোডা ফোরা পঞ্চমের মুখোমুখি, বেন কোন এক দক্ষ কারিগর কালো অংশের কাঠের উপর তার নিপুণ হাতের সাক্ষর রেখে গেছেন। দর্শক আসনে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বের পেরা সেরা পেপাদার অপেপাদার, প্রাক্তন মুস্ত্রীকোডা। বো লুই, আইক উইলিয়াম, আর্টি মুহ, বব্ কস্টার এসেছেন, আসেন নি কেবল পুন্ডী-ক্যানো নাম “ক্যানিগ’ল রে” আককের ঘিনে মহম্মদ আলি, লারা সোবার্ডে হুটে এসেছেন ক্রিকেট দাঁঠ থেকে। ২৪টি ঘণ থেকে প্রায় চারশ ক্রীড়া-সাংবাদিক এসেছেন।

মকে নেমেই ২৪ বছরের, টেম্বলের খাঁটি ২৮ কিলো ওজনের কোরম্যান এক অসুস্থ মুস্ত্রীতে ক্রেভিয়ারকে সন্মোহিত কর রাখলো প্রায় দু’মিনিট করে। মনে হচ্ছিল বেন

চোখেই মুহু লেগে গেছে। দর্শকের মনে যেটাই প্রায় এসে যোকাঝিলা কি এই কখন ও শেষ? সবচেয়ে তখন “ক্রেভিয়ার” বিশ্বখ্যাত লড়াই-এর উত্তরমার মনে পড়ে গেছে এই অসুস্থ মুস্ত্রী বেধে।

ওখিকে ছোট লড়াই পাকিও কোরম্যানের তখন মনে পড়ে গেছে লারার সেই কথাকলো, বগন “ক্রেভিয়ার তাকে বলেছিল, “কি হে, তৈরী হো? আর কয়েক খরাপারী করে বেধে।” কোরম্যান একটা দীর্ঘশ্বাস কেলেছিল। মুখের সামনে ঘিরে মানেভার ইয়াক তাৎক্ষণিক নিয়ে চলে গেছিল জো ক্রেভিয়ার।

বাবু, এল তো সকালের ভাঁনা। এখিকে মকে খেলা জমছে। এখন রাউন্ডেই গেলা জমে যায়। হঠাৎ কোরম্যানের বা হাতের মুস্ত্রী প্রচণ্ড খুঁসিতে ক্রেভিয়ার কাছল হয়ে পড়ে। কোরম্যানের আঘাতের ভাঁনা হাতের সেই চোখ ঘাঁঝানো খুঁসি। ক্রেভিয়ারের পতন ঘটল অর্ধাৎ করে তখন কাঁচরাচ্ছে। রেফারীও একটুই ভণ্ডে শুক করে দিয়েছে। আট মনবার সময় ক্রেভিয়ার উঠেই। কোরম্যানকে আক্রমণ করে। এবার কোরম্যান তার সেই নাগদায় নিশ্চেন করে, প্রচণ্ড জোর খুঁসি। ২৭ কিলো ওজনের এক বিরাট দৈত্যাকৃতি বহু বেন প্রান্তিরের পুতুলের মত উঠে পড়ে।

খিটার রাউন্ড আরম্ভ হতেই গতি পাটে যায়। ক্রেভিয়ার এক তরফা আক্রমণ চালিয়ে যায়। পরপর বা হাতের ছক। লক্ষ্যল মাথা। কোরম্যান একটু ঘায়ে যায়। খানিকক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে ক্রেভিয়ারের চোয়ালে বা হাতে ও তখন হাতে পরপর প্রচণ্ড খুঁসি। সে খুঁসির ওজন নিতে গেলে বোঝায় যেখনিই ধেরে যাবে। কিন্তু ক্রেভিয়ার আবার উঠে দাঁড়ায়। ওখিকে কোরম্যান

তখন খাঁটা খোলা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সঙ্গে সঙ্গে
খাঁপিয়ে পড়ে, ওর মাথায় তখন রক্ত সেবার দেশা।
খুসির পর খুসি। ফ্রেজিয়ার হোয়াইট-এর খয়ের ঝাপড়ে;
জোনের সামনে পুখিরাটা খোলের কাটুর দগ্ন খুবেছে।
সারা অক্টোবরিয়ানে তখন ভূদূন হৈ চৈ, টেডাক্কে, "লড়াই,
খাম্বাও, নরুতো ফ্রেজিয়ার মরে যাবে"। ফ্রেজিয়ার আর
এই কখন দৃষ্টি পড় করতে পারেন না। চাত বেড়ে জানিয়ে
ছিল, একমনের দৃষ্টি শেষ হয়েছিল, অস্বস্তি হচ্ছে আর এক-
মনের দৃষ্টিতে।

ফ্রেজিয়ার হেরে পেল, আনন্দের আর তাকে বিখ-
চাল্পিরন বলব না। পিঙ্ক টেটে সেলাই করা রক্তমাখা
খুখে সে হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, টেডাক্কে টেডাক্কে
বললো, "না, না, আমি পুরোপুরি হারি নি, আমি আবার
লড়াই, ওর সঙ্গে।" এর পরের লড়াইয়ে আবার গুলি হারিয়ে
ভুলভুলি গুলির নিতেই হবে। ও আমাকে আমাকে
হারিয়েছে বটে, কিন্তু আমার মনের কোমরে হারিয়েছে
পারেনি"।

এরিক হোটেলের সুইচি: পূলের খরে বিশ্রাম নিতে
নিতে কোরমান বলল, বিখ-চাল্পিরন হয়েছি বলে খুং
একটা পরিবর্তন মনে হচ্ছে না, আমি সেই পুরাণো
জর্জ-ই হয়েছি"। লকলেই পেন এক-বিজ্ঞানসূত্র কানে
যে, "আমনি কি ফ্রেজিয়ার অথবা মহান আলীর সঙ্গে
আবার লড়াই?" তখন কোরমান লজ্জাকাবে বলল,
আমি এখন বিখ-চাল্পিরন, আমি কাউকে চ্যালেঞ্জ করব
না, আমাকে বেস্ট চ্যালেঞ্জ করলে, আমি লড়াই।"

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই সে এত উন্নতি করতে পেরেছে,
চাকরি হিসেবে সে এখন সেপের সেবার নিরুৎসাহ; অসুস্থ
পেশাবারী লড়াইতেই ফ্রান্সিস্কে গেরেছে, অসুস্থ
জিতেছে। লসারী মাঝম কোরমান কিন্তু ভগবানে খুং
বিশ্বাসী আর তার বড় কাসবাসা সংই তার শোখা
ভুলের ভর। এই লড়াই-এর পর সে ২৭ লক্ষ টাকার
মালিক।

আমাদের মনের ইচ্ছে কিন্তু কোরমান ও ক্যান্সিলার
এর একবার বোকাখিলা সেবার।

প্রসঙ্গ ২ :-

এবারের "পদব্রী" উইকেটের আড়ালে -

প্রতিবাণের মত এবারের "পদব্রী" খেতাব খটন হল
২৬শে অক্টোবর। ক্রিকেটে এখানে সে খেলানের অংশ-
দার হলেন ক্রিকেট মাঠের তিনটি উইকেটের আড়ালে বিনি
অধিকাংশ সময়ই পাটান। নামটা সবাই মনে পড়ে গেছে
এতক্ষণে, ফ্রান্সিস্কে ম্যাকমলিক ইনজিনিয়ার।

১৯৩৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী বোনবারিতে ফ্রান্সিস্কে
জন্ম। মাত্র ১৭ বছর বয়সে বোম্বাই-এর জন বন্দুকো
হাইস্কুলের হয়ে অধিনায়কত্ব করতে নামানল। কিন্তু
ক্রিকেটে নয়, হুপি এবং ফুটবলে। তারপর হুয়াই খেলা-
বলে ক্রিকেটে খুব ঝোঁক এসে যায়। অনন্য অস্থানীন
চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে '৪৮-৪৯ সালে অস্ট্রেই
ইন্ডিয়ায় বিল্ডে সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটা সুযোগ
পেলেন। তারপরেই ১৯৪১-৪২তে টেট ইন্ডিয়ায় আসলে
নেমে পড়লেন। এর পরের কয়েক বছর কিন্তু ফ্রান্সিস্কে
পক্ষে গুলি হল না। ১৯৪৪ সালে ইংল্যান্ডে গুলি তারতে
সকর করতে এল। পাঁচটি টেস্টেই সুযোগ পেলেন না।
মনে হতাপার ছাড়া প্রকৃষ্টি হল। কিন্তু হতাপার না
কেউ আবার আসে। সেবার লোকে অস্থানীন চালিয়ে
যেতে লাগলেন যিবের পর পর দিন।

বল, ১৯৪৬-৪৭তে তার গুলি অস্ট্রেই ইন্ডিয়ায় বিল্ডে।
ওয়েই ইন্ডিয়া তখন হল, ব্রীটিশ, সোবানের মত বাখা
বাখা বোলায়, তাহের ঐ মারামুত বলের বিল্ডে ফ্রান্সিস্কে
মধ্যস্থ কোলের বিরতির আগেই ১৪ নট-আউট, তারপর
বেকেই আরতীরি হলে কেবার পাকপোক্ত ব্যাটার।

আর এখন ফ্রান্সিস্কে ছাড়া তারতীর দল আবারে তার
লাগবে। অশনিষ্ট বিধ একরূপের পক্ষেও নাম খোদাই
করিয়েছেন। যিবের প্রথম লাগিতে উইকেট রক্তের
ভূমিকার এলাক নটের পরেই আমাদের ফ্রান্সিস্কে। কারো
কারো মতে নটের চেয়ে ফ্রান্সিস্কে রক্ততা বেশী। যেদিন
যেবে উইকেট রক্তের ভূমিকার নেবেছেন, মনে মনে
সেদিন যেবেই গুলি ইতানদুকে "বলো" করছেন।

আলোবেগেছেন এটিটের অন্তরীণ বারিসজ্ঞান, নম্র
যেবেছেন প্রত্যেকটি মুঠেগার্ক।

একবার নীল হলের এটা প্রত্যেকের বস ব্যাটস্‌ম্যান
কলকাবার পর এটিটের হাতে ল'গে। যথাক্রমে
নম্র এটিট নীল হলের কাছে রসিকতার ভঙ্গি আবেদন
কানাই, "হে নীল, আমার হাত দুটিই আমার প্রাণ, ধ্বংস
হবে।" এই গল্পটি কাকের কানে যেতে, উনি বলেছেন,
"হ্যাঁ, আমার বড় ভয়, প্রত্যেকটি খোঁজ, প্রত্যেকটি
ব্যাটস্‌ম্যানকেই খাতির করে চলতে হয়।"

কাকের ব্যাটস্‌ম্যান কথা শুনে আশ্চর্য নতুন বসে বসে
বাহ্য্য। উনি ব্যাট করত এলে সারা মাঠে ছেলে বুকে,
সবাই মুখী। রেডিওর খবরও ভীষণে বার। প্রত্যেকটি
টোকেই বৈ বৈ, হাততালি আর হাসের হিহেব।

ছোটবেলা থেকে ছুটবল আলোবেগেছেন বসেই

ছুটবলের উত্তেজনাকে ক্রিকেটের মতো আনতে চান ওনার
ব্যক্তি-এর সময়।

১৯৬১-৬২তে ম'জা'র বাপুনাথকানীর সঙ্গে অষ্টম
উইকেট জুটিতে ১-১ রান, এই বছরেই অজিত ওজাডেকারের
সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৬৮ রানের পুরোপুরি
রেকর্ড করে নতুন রেকর্ড করেন ১৯২ রান জুড়ে ইংল্যান্ডের
বিরাট বোবা'ই-এর জেগেছিলেন। এছাড়া কাণপুরে চতুর্থ
টেমের সময়ও এ'জি'নিকের জু' হাজার রান পূর্ণ হল ক্রিকেট
টেমের আগের।

উইকেট বন্ধ হলেই কলকাতা আর এক নম্র। যেমনি
সাহস তেমনি শাহীবিপ শটুতা। দুইএ মিলে উইকেটের
আড়ালে এক প্রচীর। এ'জি'নিক আছে বিক্রমপুরী ব্যাট।
অনেকদিন পরে আনন্দের এমন এক খেলোয়াড় পেয়েছি, যাঁকে
বিশ্ব-ক্রিকেটের প্রাঙ্গণেও হামির করা যায় এখন তখন।

নারীর জীবনে 'রেহাই'

II জীবনাত্মক II

পরম্পরের লেখার সেদিন পড়ছিলাম, "একবার ছেলে-
বেলার ছয় সাত শত কুলডাঙ্গিণীর ইতিহাস সংগ্রহ
করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহনত, অনেক টাকা
তাতে আমার নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য শিকার আমার
হয়েছিল। দুর্ভাগ্যে বেশ করে পেল সত্যি, কিন্তু এই
কথাটা নিঃসংশয় আনতে পারলাম না। কুল ডাঙ্গা করে
আসে, তাদের শতকরা প্রায় আশিজন লম্বা। বিধবা
বুঝ কয়। হানী খেঁচে থাকলেই বা কি আর বড়া গাহারা
মিলে থাকলেই বা কি, আর বিধবা হলেই বা কি, বিধি,
অনেক ধুপে ঘেমে মাছবে বিজের ধর্ম নষ্ট করতে হানী
হয়, আর যে আছে হয় সেটা পর-পুরুষের হাণ্ডেও নয়, একটা

বীতংস প্রবৃত্তির সোজাও নয়, তারা এত বড় জিনিষটা এখন
মিলের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য বস্তু
পাবার সোজাও নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে
রেহাই দেবার জন্যই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়।"

আবহিলায় সেদিনকার নারী-জীবনে এমন করে
রেহাই পাবার পথ ছাড়া হয়ত অন্য উপায় ছিল না, কিন্তু
আজকের দিনে শতাব্দীর এই শেষ দিকে স্ত্রী-স্বাধীনতার
বৃক্ষের মেঘেরের কাছে এমন করে 'রেহাই' পাবার পথটা
একান্ত হয়ে নেই এবং যে কারণে এমন করে রেহাই
পাবার প্রথ, তারও রেহাইর অনেক ক্ষেত্রে ঘটেছে।
তবু এর আগে যখন এই রকম করে 'রেহাই' পাবার পরে,

কি সেদিন, কি আশ, এতজন যাত্রাবো। সামগ্রিক জীবনে
ত শুধু 'রেহাই'-টাই সংখ্যানি কথা নয়, নারী-জীবনের
নুতন মূল্যায়ন কি যেরেখেরই কাছে কিংবা সমাজের
বাঁকে বরা পাড়ছিল? মনে হবে তৎকালীন স্বাধীন-স্বাধীন্য
নারীরা স্বাভাবিকভাবে পথিচর একেবারেই তাৎকালিক বাইরে
ছিল। বর্তমান যুগে সে তথ্যটা বানিকটা স্বীকৃত। তাই
'রেহাই' পাবার কথার যখন আশেপাশে মনে আসে
তখন যেখি আশ তার কিরূপ : আশ আর নারীকে
মত চানকোর অত্যাশন দিয়ে বেঁধে রাখা বাবে না।
'হাশীশে দুইপো বুকে' অকো হোসান্দেবোহি বা। পতি-
স্ত্রী-বিন হাতবো। লোকেশ্বতীরপাতকী'—এই নীতি-বাক্যও
বর্তমান নারীকে প্রসূত করবে না কিন্তু প্রর থেকে
বাজে নারী-জীবনে যে নিরাস ছিল সেখা দিয়ে তৈরী
আশ তার রূপ বহন করে কি সেই শিকসই সোনা দিয়ে
তৈরী করেছে? একটা পল্লি আছে, চট্টনক পুহু-বু
মলপাচাটার নোকা ভারী বলে স্বামীর কাছে হোকই অত্যাশ
করে 'ভারী' নোকা দিয়ে মলপাচাটা সত্তা হচ্ছে না।
তার স্বামী নোকাটাকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে স্ত্রী পল্লার
লকেট করে দিলেন স্ত্রী সোনা-বাঁধানো নোকাটাকে
পল্লার স্ত্রীকে পড়ায় পড়ায় বেঁকাতে লাগল—সেটা
আশ তার কাছে ভারী দেখে হল না। এমনি কবেই কি
নারী লোহার শেতল ফেল সোনা-বাঁধানো শেতল পথেই
চলেছে? নারী-মনোর আশ পরচোয় হুগ থেকে এসিয়ে
এলেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আশ্বাসচেনতা, আশ্বা-বীণাযোগ বা
মন্ত্রমুখো বা শূন্যহীন সমুদ্র জীবনযোগে কখন নারীর
জীবনে বৃত্ত হতে শেয়েছে? আশও কো তা সর্গদ্বারের
চোখে শূন্যের নত শিল্প নয়।

অতীতের সংসারে যের নারী তার শব্দ জগদম্ব,
আশ্বা-বীণা শূন্য পথে নিরুত লক্ষী সেবে 'রাখার পথে
বাঁকায়, আর বাঁকায় পথে রাখা বাঁধ বহন এক চাকাতাই
বাঁক' এই বিশেষণে বিশেষিত। তাতে চলেছিল যেন
কিছু দিন। কিন্তু বীরে বীরে কালের আওতনে নারীর
প্রাণ হাপিয়ে উঠল—সকল বন্ধনের কারণ ও প্রয়োজনীয়তার
মাত্রা সবচেয়ে প্রাণ জেলে উঠল নারীর মনে প্রাণে। তাই

কিছরের নারী সেখানে বৃক সেখান থেকে নারীর প্রাণ
তলল বিস্তার। পরচোয় সেখান থেকেছিল মত মত
নারী মূল্যায়নিনী হয়ে সমাজ থেকে বেহিচরে গড়েছে।
তারই ক্রম পরিণতিতে এং পাতকী তাৎকালিক সঞ্চিত
হয়ে নারী আশ অধিগত করেছে। অনেকটা স্বাভাবিক-
ভাবেই অধিকারিনী হয়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু এই
স্বতন্ত্রা সত্তার সৌন্দর্য ও চমকে সামগ্রিকতার অভাব হয়ে
গেছে। পুরুষোত্তম কৃক শ্রীলোকে কেনে করে এখন নারী
জাতিকে তার স্বাধীন্যের প্রতিষ্ঠিত হতে আহ্বান জানিয়ে
ছিলেন, তখন তার বক্তব্যে যে সামগ্রিকতা ছিল, স্বাভাবিক
চেতনার তা বরা না। পড়ার অধিকতার আওতাইই স্বতন্ত্র
হতে চলেছে। অতীত কুলকালের চাপ এখনকারেই বক্ত
মাংসের কেতরে লুকিয়ে রয়েছে যা নারী-জীবনে এখনও
থাকা পড়েছে না। তাই প্রায় সর্বত্রই সেখা যায় মাংসে
নাথবে, রাখার প্রকার, কক শিখে একটা পৌচাখিলের
বেধন মনোবৃত্তি যেখনি স্বামী-স্ত্রীতে নয়নারীতেই বা স্বতন্ত্রা
কোথায়? অথচ স্বতন্ত্রা মত ছিল আমোদের তারতীয়
আওতাই। নারীর স্বাভাবিক হন করে যে সমাজে চলেছিল
'ন স্ত্রী স্বাভাবিকমর্জিত'-ধর্মন, নারী মিনকা মোহিনী হাত
কা বাবিনী, নারী নরনের ঘর—যাখিনী বাকন দেয়দে
ধর্মন, আশ পোড়ার সেই ধর্মনকে উল্টিয়ে নারী ব্রহ্মবতী,
নারী মোক্ষা এই ধর্মনকে জীবনে আনতে না পারলে
নারীর এই আপাতঃ স্বাভাবিক হুগ দীর্ঘদিন চলার পক্ষে
বাধার বৃত্তি করবেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আশ
বিনেদ করে শরীরের দেহের পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে
পড়া শুনা করছে, চাকরী করছে শিকার কেনে, ইচ্ছামত
যাখী মনোব্রহ্মন করছে, মনোব্রহ্মন না হলে আনন্দ কেনে
'ভাইতোপে'-র সুযোগ নিচ্ছে যা নানি পূর্ণবর্তী-যুগের
দেহের কল্পনার বহির্ভূত ছিল। তাতেই কি বদল বে
চা, এই-ই প্রকৃত 'রেহাই' বটে। না, এ যে 'অ-রেহাই'-
এর নুতন সংস্করণ। এই যে পরিবর্তনের ছবি সেখা বাজে
তাও ত শরীরের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। প্রাণের লক্ষ
লক্ষ দেহেরা আশও অতীত বাধায় হাত থেকে রেহাই
পায় নি।

তাই বলছিলাম নারীর এই প্রগতিক সাধক রূপ দিতে হলে জীবনের সামগ্রিকতার ভিত্তির ওপরে সৌৰ পড়তে হবে। ভারতীয় প্রকৃত সভ্যতারে সত্ত্ব নারী-সমাজের কাছে না। শৌর্যতে পারলে স্ত্রীক্ষেত্রে নারী-প্রগতি ভারতে নারীর আগুন যেমন সৌরবধিত্ত রাখবে না, তেমনি প্রকৃত প্রগতি থেকে এ ঘুরে ঘুরেই এতটুকোনা যাবে না। কৃষ্ণক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন অসহায় বেধতে পাই অর্জুন যুদ্ধ করবেন না বলে বড় বড় পাতিভ্যের আশায় বলছিলেন শাস্ত্রের কথা—ত্রীপদ দুই হইবে, তাহাতে বর্ণবর্ণের স্ত্রী হইবে এবং পাত্তাহনোচিত পিতাভক ক্রিয়া বহু হইবে ইত্যাদি, কিন্তু ত্রীপদীর দুঃখের কথা কিন্তু তাঁর মনে পড়ল না। নারীর ব্যথা, নারীর অগম্য অন্ধনের মত পুরুষও বুঝেন না, কিন্তু কখন নারীই নারীর ব্যথা বোঝে। যে নারী সমগ্র নারী জাতির যেমনই ব্যক্তি হয়ে সমগ্র সভ্যতারের বিকসে এগিয়ে আসে না, সে নারী কী প্রগতির কথা বলবে? যেমন সেদিন অসহায় নারী ঐ ত্রীপদীর জীবনে যে যেমনই ঘটনা ঘটছিল, সেদিন কি কোন নারী আঁখি বিবজ্জা হলো, আঁখি অগমানিতা গাঢ়িতা হলো বলে হয়ে বাইরে সর্জন করেছিল? তাই পুরুষোত্তম-ঐক্য-সাহিত্যে তারা বৃত্ত বলেই বোঝিত।

বর্তমান সভ্যতার রাষ্ট্র ও শাস্ত্র আয় পুঙ্খ নশ। আশ্চর্য্য রাষ্ট্র আইনের ক্ষেত্রে যেতেই যেমন নারীর স্বাধীনতা ও আত্মকারের ব্যংহা ভারতে হয়েছে। কিন্তু নবনারীর সঙ্ক জীবনে চমক পথে যোগ আনাই যদি রাষ্ট্র আইন ব্যবস্থার চলে তাহলে তা যেমন শোচনীয়ও নয়, অসহ্য-করও নয়। জীবনবর্ধী একটি সামগ্রিক চিন্তাধারা যদি সমাজে স্থাপিত না হয় তাহলে বর্তমানের পরিবর্তনের ভিত্তিও নীর্ণহারা হবে না। তাই প্রগতিক, নারীর স্বাভাবিক ভারতীয় শাস্ত্রীয় স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এনে তাকে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে সামগ্রিক রূপ দিলেই নারী পাথে তার সত্য অধিকার, সত্য অধাধা।

নারী পুরুষ যদি বিশ্ব-জীবন লাভ করতে পারে, বিশ্ব-সমাজের ক্ষেত্রে সফল আবেগকে বিশ্ব-প্রশাস্তি রূপে

এখন করতে পারে, তবেই লাভ হবে জীবনের সত্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও আত্মকার। নর নারী উভয়কে যদি রাখতেই হবে যে, কোনও মাত্র, কোনও বস্তু, এমন বি নিজে জীবনও নিজের কাছে একান্ত ভোগ্য নয় কোনো মাত্রই একান্ত অসহ্যও নয়, একান্ত বাইরেরও নয় সে যখন বিশ্ব-জীবন বাপন করে তখন ঘর ও বাইরে সম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। নারী জীবনও যেমন একান্ত স্বা, একান্ত বস্তু, একান্ত মাতাই নয়, পুত্রও তেমনি একান্ত শাস্ত্রী পুত্র বা পিতা নয় প্রত্যেক প্রত্যেকটি মঞ্চ মঞ্চ হিসেবে এর প্রত্যেকটির স্বাধীনতা বটে। নর-নারীর স্বাধীনতা হলে যেমন তাদের নিজস্ব তেমনি তাদের পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও হতে তাদের নিজস্ব। যার স্বাধীনতা একান্ত নিজস্ব বা একান্ত বাইরের, জীবনে সেখানেই বন্ধনের স্ত্রী। কোন একটা মাঝে আটকে গেলে অসহ্যবোধের বন্ধুই সে পলা পড়ল।

তাই বলছিলাম, যে শাস্ত্র-ব্যবস্থার নারী নরকেই যার কাকন এবং মত মাত্রাভ্যন্তর বস্তুর সঙ্গে সমজুলা, সেখানে আশ্চর্য্য সফল বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করে গীড়াতে হবে এই নারীই যে যেমন করে মন-পথে, বিশ্ব-পথে সহায় হতে পারে, মহাশক্তি সমজািনী হতে পারে, তা তাকে নিজের জীবন দিয়ে দেখতেই হবে। প্রাকৃতিক দ্বিধা নারী প্রাণ-প্রধান। তাই প্রাণের পথ দিয়েই তাকে পরিবার সেবা, সমাজ সেবা, রাষ্ট্রের সেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। প্রাণের ক্ষেত্রে নারী একাধারে বস্ত্র বহী স্ত্রী মাতা সখ, সর্বোপরি সে মাত্র। এইভাবে একটা সামগ্রিক জীবন-যোগে যেন জীবনে হৃদয়-রূপে, হৃদয়-পথে জুড়তে পারলে ঘর ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে নারী সার্থক হতে পারে। বিশ্বজন নারী-জীবনের ভিত্তি আত্মপ্রেম, পরিবার-প্রেম, সমাজ-প্রেম ও রাষ্ট্র-প্রেম জড়িত হলে তবেই হবে ঘরে থেকেও সার্থকতা, বাইরে থেকেও সার্থকতা। তত কবির গান মনে পড়ে,

‘ঘর তেঁহু বাড়ির বাহির তেঁহু ঘর।

পর তেঁহু আপন, আপন তেঁহু পর’।

একাত্তর বয়সে, একাত্তর আপন বলেও ছাত্রবের জীবনে বিহীন
নেই, একাত্তর বাইর বসে, একাত্তর পর বলেও বিহীন নেই।
এই মহাই আত্ম প্রত্যেকের কাছে বার্ষিক্যকল্প না পেলে
প্রতিটি বা 'বেরাই' বাই বসি না কেন, সার্থকতা। বিহীনতাই
নিম্নে না। বিবিধার্গের সকল সংকীর্ণ চাপ থেকে নিজেদের
মুক্ত করে বিশ্ববোধে বোধিনী হওয়ার চেষ্টা বা কৌশল

নিকাশই হবে সমগ্র নারী-সমাজের প্রকৃত শিক্ষা। নতুন বাস
পরিবেশে মূনির সেই 'পুনর্মুখিকো' ভাব'বাক্যের মত
সমাধি-পতিতের অস্থানাদে একাত্তর অর্থের মূল্য অর্থবা
নারী বাংলা শিতার অধীন, যৌবন স্বামীর অধীন, বার্ষিক্য
পুত্রের অধীন—এক কথায় 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্থতি' অস্থানাদে
মাত্রই নারীকে তার সকল সম্বন্ধে যদি দিতে হবে।

সঙ্কান

॥ ঐগণেশ চক্রবর্তী ॥

তুমি কি কেবল দুখ বেবে মোরে হে মোর দুখ-ভাগানিচ
দুখকীর্ণ জেলে, সুখের সাগর, তোমারে দিয়েছি এ হিয়া।
সুখের শব্দে দুখের স্বপন বত আপন মে'রে বিচিরা।
শে সকল আমি তোমারে জানিয়া। তোমারেই দেই কিরিয়া।
দিয়ে যাও বত আছে তব দুখ, মারো বত দুই আমারে
তোমার ও পারে মাথা রাখি আমি কেবলই বিনিম তোমারে।
তিকাশক আমি নাই আমি গাইতে চাহি না তিকা
দুখেরে তেমনে করি লব অর পেতে চাই এই শিক্ষা।
আপন বেয়ালে আমি নাই কেবা আপনি এনেছ বহিরা
নিতেছ আমার বা ছিন সকলি দিতেছ নিঃশ করিয়া।
তবু গোবা পাই তবু না হারাই একটি কথারে গরি
একটি মোহর না রাপি কখনও লও না তো কাশাকড়ি।

আপন খেলার আপনি আহির সুখের কামনা লয়ে
পোকা মাটিতেই রল খুঁজে পেতে চলেছির করে করে।
সেইদিন যদি দুখ দিতে প্রত্ন পারিতে আমারে জিনিতে
আজ আমি চলেছি বিশ্ব-বাজে তোমারে পেরেছি জিনিতে।
বিশ্বনাথের পাশ-নিধানে যাত্রা করেছি আজ
বিশ্বনাথের উদার ক্ষেত্রে পেরেছি আমার বাজ।
আজ যদি দুখ হাও, হে ঠাকুর, বক্ষ পাতিয়া লব
জ্বরের সাধে বলায়ে বতনে তব কথা ভারে বব।
এনেছ বেথায় সেবা হতে যদি হাও মোরে কণু ঠানিয়া
জেনে রাখো, প্রত্ন, আপনি নামিবে আমার গইতে কুনিয়া।

ঐরাধ্য

ঐক্যরজন কাব্যতীর্থ

"যো কীরে চ বাৎসর্যং বখারৌ দ্বিবিদ্য। নৃত্য।"—
হুয়ে যেমন খবলয় অগ্নিতে যেমন তার দ্বিবিদ্য। নৃত্য—ইহা
যেমন অগ্নি অগ্নিহুয়ে তেমন পরম ব্রহ্ম ঐক্য ও ব্রহ্মতী
ঐরাধ্য অর্জনীরূপে রূপে একীভূত।

বধেভূগাং রসোভাঃ পাক্যং পাক্যভূগৈ শুভ

ভক্ত্যঃপি পাকতঃ পাক্যে চরনেভ্যং দিতে: পদ্ম।

অহরাসঃ স প্রথমঃ প্রেমাভ্যং পাক্যমপত:

সেই পাকমণ্ডো যাকি মহারাগোহুয়েভূগৈতে।

ইহু রসকে পাক হিতে হিতে যেমন শুভ অবস্থায়
প্রাপ্ত হয়ে শেষে নিরুদ্বিগ্নে ভগ্নাভূত হয় অহরাসও
তেমনি গাঢ় প্রাপ্ত হয়ে এহা তাবে পরিণত হয়। ঐরাধ্য
সেই মহাতাব ব্রহ্মণ। ব্রহ্মের ব্রহ্ম পক্ষির আনন্দঃপের
নাম হুয়াসিনী, হুয়াসিনীর সার অংশের নাম প্রেম, প্রেমের
পরম সারের নাম মহাতাব—আর সেই মহাতাব ভগ্নাই
ঐরাধ্য।

ব্রহ্মতঃ আভ্যশক্তি ভবময়ী হাথরাষ্ট্রের আখ্যান বর্ণনে
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণই পক্ষমূখ। গোলোক-বিহারী-ঐহির
ইজ্ঞাতেই অগ্ন্যেমাধিনী রাবিকার আবির্ভাব। ঐক্য-
বনের মত হুয়ে ঐরাধ্য সহ রাসেশ্বর রাসেশ্বরীর দেখানে
নিভাসীলা। একদিন ঐরাধ্যের সঙ্গে ঐরাধ্যের বাবে
কোষল। রাসেশ্বরী ঐরাধ্যকে সেন অভিগণ। ঐরাধ্যও
অভিগণ হিতে ছাড়েন না। কলে ঐরাধ্য পক্ষমূখ বৈভ্য-
ভগ্নে ভূতলে ভূমিষ্ঠ হন। ঐরাধ্য ভ্রমণাবে ব্রহ্মতাহর
প্রাণাবে কীভিয়ার কোল আসে। করে অসম্ভবণ করেন।
আর পূর্বব্রহ্ম নারায়ণ বহুবেদ-ব্রহ্ম দেবকী-হুলাসরূপে
মহুয়ার কলের কারাগারে আবিস্কৃত হন। অস্ত্র বোণ-
মহার প্রভাবে গোল্লে আনীত হয়ে নন্দের নন্দন বণোদার
নরনন্দন—নীলমণি কক নামে নন্দকলার জায় বিনে দিনে

বাক্যেতে বাগেন। আর ঐরাধ্যও নিত অবস্থা থেকে
কিশোরী হয়ে বর্ষাণের অকিমতার পৃথিবী হয়ে কাল যাপন
করেন।

আনন্দাধোব পৃথিবানি ভূতানি ভায়েতে

আনন্দেন ভাটানি কীর্ষিত আনন্দঃ প্রায়তাকি-

সংবিশ্বীতি।

সক্তিমান্দ্য ভ্রামহুসর ঐক্য ঠার আনন্দ সত্য
অভিহিত করতে চান নিখিল ব্রহ্মতী। প্রত্যেক করতে চান
সর্বত্র আনন্দের সম্ভাব্য ব্রহ্ম বখারোষ্ট্রের সঙ্গে যুগ্মদিলন,
ঠার সাগ্নিগ ব্রহ্মে অস্ত্র অংশব্রহ্মই নীলাম্বের কৃষ্ণাণে
নীলার হুয়া উদেত। অপর পক্ষে ঐরাধ্য কক-পতঙ্গাণা
—কক অদর্শনে তিনি স্তিমমান। তাইতো আয়ান বোণের
বহনী হয়েও কটিলা কুটীলা পাতকী নন্দের অলঙ্কারে, অটিল
কুটিল কটকময় পথে ঐক্যের সম্মানে বার বার পা
বাড়িয়েছেন। কামাচারের মত তিনি সেজেছেন কলকিনী।
একুল, ওকুল, গোল্লে কাসিরে দিয়ে শুভ অহরাসে মন
মোহন বরের পাশে বার বার হামির হয়েছেন। আর
সেই আরাধিকা রাধার সঙ্গে বিদ্যমান পাক্যের অস্ত্র নবীন-
কিশোরী ভ্রামহুসরও অকিমার করেছেন। তাই ঠাদের
হুগল মিলনে হুয়া পুসিন পুনঃ পুনঃ হয়ে উঠেছে গোলোকের
পুণ্য নিকেতন—পৃথিবীতে প্রস্তুত হচ্চে সহস্র দল বেলে
পাক্যের আনন্দ পতঙ্গ।

ঐমতী রাই বিনোদিনী প্রেম-ব্রহ্মণিণী। অষ্ট সাধিক
বিকারে তিনি বিমগ্নিতা। ঠার প্রেম নিরুদ্বিগ্ন হেয়
নির্দল অকিন্দন। 'কাম অস্ত্র তমঃ প্রেম নির্দল তাক্ষর'। তিনি
আবার মানময়ী। নান প্রেম-পুষ্টির অপূর্ণ রূপে—মান-
ময়ুধ্যে প্রেমের বৈচিত্র্য অপূর্ণ রূপে বিবশিত হয়। মান
বাড়্যেতে তাই তিনি কলে কলে বায়্য তাবে বিকোয়া।

যাহা তাহে রাই-তহু অগছগ লামিত্য লাবিহে করে ভাঠে ।
ললিত মাধবে শ্রীনাথ বে ভ্রমে বিদুহ—

নিধৃতঃশ্রুতমাধুরী পরিচলঃ কদ্যাপি
বিধাঃখরো বকুঃ পতঙ্গ সৌন্দর্যঃ
কুহকতঃ প্রসাদাঃভ্রমঃ গিরঃ ।
অবচনন শ্রীকৃষ্ণভবিঃ সৌন্দর্যঃ
সর্ববাক্যে স্বাধাস্যত মনেন
মিজিঃ-কুপঃ রাধে দুঃখঃপতে ॥

ভাইতো বলি যে প্রেমে অস্বাভাব্য পাপল সে প্রেমেই বর্ননা
করবে তো ? অস্বাভাব্যের বিরোধী অগ্নি নির্জ্বলিত করে
প্রেমের প্রলীণ না আসালে, তাই বিনোবিনীত রাজা আনন্দের
পরমায় আধায়ন করা যায় না :

শ্রীমতী রাধিকা নাগের পদতলে ম'ধবী লতার প্রায়
বেন্দ্র দৃষ্টতা তেমনি আহার অগ্নির বিবেক বিসংযমী ।
নারীষের অংকননা তিনি লক্ষ করতে পারেন নি । ম'ধবী

সেজে জীব পতির পায়ে নিকটেই তিনি বিলিয়ে সেননি ।
জটিল কুটিলার অধীনে লজ্জাময়ী লগনা বহুদূরে আত্মার
আগ্নের আবদ্ধা না থেকে উদ্ধার জটিলীর ভ্রম পুত্রেভ্যক
লাগার লব্ধে যাবিত হয়েছেন । অনব-তনয়া দীপ্তা যোগ্যে
বায় বার অগ্নি পতীকায় অগ্নি জ্বলন্ত হয়েছিল ততঃ
আগ্নের নিরোহেই সেখানে শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মপিতার কবিত রয়ে
চীতিয়া কল্পা বিত্ত্ব তাকনত্বগে অগ্নির কীতি রেখে
গেছেন । বর্তমান নারী প্রগতির পথের নিপাতা তিনি
নিরোহেই সেই বহু অতীত বাগের দুগে । ভাইতো
নারী কুলে আছে তিনি নিত্য নম্রতা । আদিত অগ্নি
তাহের পূর্ণা হাটাই কীতিতে তাঁর শ্রীপায় বন্দনা করি ।

দুগে দুগে যেই রাজা মহারাণা অল্প রতন আপ্যে
বিল মাছুকনী ; গন-পঙ্কজ মৃতে কাছো বা মন ;
গরমাস্ত্র বিলে অরবেদ, বিজাপতি, চতীদায়ে
হাও মা প্রশাদ, নতমাহ হরে বাটে এ অভিকন ।

শ্রীকৃষ্ণ

॥ শ্রীকৃষ্ণনীতি সাক্ষাৎ ॥

শ্রীধর বাবী গাইলেন—“কৃষ্ণ-রূপ-আবিত্যতি জীৱাত্ম
বহি কুতোহপি লভতে”—কৃষ্ণরূপবাহার্য কবিত মতি
বহি কোথাও পাও, বিনে কেস । ভগবতের ভাণ্ডারে
এত বহু বাবতে, ভগবতের ওপারে পোনাও বৈজ্ঞ
মোক্ষধাম বাবতে কত কবি গাইলেন ‘কৃষ্ণমতি’ বহি
কোথাও পাও বিনে কেস । জটুমারী লভাতার লভ
বাহু আদ্য। আর শ্রীকৃষ্ণভাবিত্যনতিহারা জীবনের
মানসের পরিচাল করাটাকে ‘আধা!জ্ঞক’ বলে জীবন
ভগার হ্রস্ব থেকে আলোচনা করে রেখেছি । আত্মজ্ঞিত্য
আর বাতবতা বেন একেবারেই বিপরীত বস্তু হয়ে পড়েছে ।

কিন্তু সেদিনকার এই কত মেখেছিলেম তাঁকে বিনি
পাচোবার বহু আপ্যে কাম্যদানের অতীত ভাবিতে
আমাদেরই বস্তু বাহুয় রূপ নিয়ে এসেছিলেন । এই
পৃথিবীর হুকে কত লক্ষ লক্ষ বহুয়ে অগ্নিত মাছুয়ের ভঙ্গ ।
এর চেতন থেকে সেই কৃষ্ণ-বাহু-গঠিত রূপ-আবিত্য নতি
বাহু । করলেন ‘বেন ?’ আত্মকর মতিজ্ঞান মানব-
গোষ্ঠীর বেবে দেখবার দিন এসে গেছে এই কৃষ্ণ-
আবিত্য মতির কী অর্থ, এবং তাঁর প্রয়োজন বাতব বিশেষ,
তাঁর সাম্যাদিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে কতখানি ।
মহাকাশের উত্থান পতনে বিশ্ব প্রকৃতির হুকে কোন

অন্যদি তলে থেকে পাল ও নতুন সূর্য কেঁলা চলে আসছে—যার ফলে বসন্ত মনোহারা, পতঙ্গকী কুলসভা। নামক খুঁবে শাওয়া বংবে।। কত রাজামহারাণী কালের পূঁঠা থেকে নিশ্চিহ্ন। বিজ্ঞ কী আশ্চর্য্য, ঐ কুলসভা মাতৃগতি কিছু কালের নব নব রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও আরও অগণ্যসীমার কাছে হারিয়ে যাননি! আরও এক এক মাহুৎসব তাঁর সেই স্বর্গীয়দের প্রতিনিধিত্বে মাহুৎসব তপস্বান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করে জানায় প্রাণের স্রোত। আমরা যারা পাক্ষাত্য-প্রভাবিত শিক্ষার শিক্ষিত হয়েছি কিংবা রাজনীতি নিয়ে মাথা খানাই কিংবা বেপার বা শপের জন্ত কিছু করবার আকাঙ্ক্ষা করি তারা কিছু এই কৃষ্ণ-জীবনকে শ্রবণ করবার প্রয়োজন আরও বোধ করি না। তথাপি আজ বিশ্বাস্যের মনের কোন্ অঞ্চলে কৃষ্ণ-নামটী সন্নিহিত হচ্ছে একটা ও ত বাস্তব সত্য। হৃদয়ান মাহুৎসব আনন্দ তাই হৃদি দিয়ে বিচার করে কুলসভারের কোঠার তাকে কেনে রেখে নিশ্চিহ্ন হই। কিন্তু এই বাস্তব ঘটনা বা নাকি হাজার বছর ধরে আমাদের রাজত্বের ভেতরে বিশেষ আছে তাকে জীবনে অনুভব না করলে সমাজতান্ত্রিক সমাধে যে পলক থেকে বাবে তাতে কোন সম্বন্ধই নেই।

তারতর্ঘ্য আমাদের বেশ। কাজেই তারতের বেশ, তারতের জন্ত বলায় কার্ণে প্রতিটি মানবেরই নব হারিষ। কিন্তু এই তারতের বরণ কী, কোন্ তাৎপর্য তারত অনুভব অতীত থেকে আজকের তারত, কোন্ ধর্মের কুটি দিয়ে তারতর্ঘ্য বিধকে বেধেছে, তারতের প্রাণ-পূর্ণ তারত-পরিচয়ের সাহচর্যে পথ চলার কোন্ রূপ রেখেছেন এসব তাৎপর্য অংশই আজকের দিনে করতে হবে। নতুনা কেবল অর্থনীতি বা রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনেই তারতের এই সনাতন কুটির বারক ও বাহকের নতি 'হুঁ ছাই' বলে আধুনিক মানব সমাজ তাকে হুঁবে ফেলে দেবে একথা তাৎপর্য কোন কারণই নেই। আজকের দিনে তারত তথা সমগ্র বিশ্বে বসন্ত রক্তের সন্ধ্যা। রাজ্যীয় সন্ধ্যা, নরনারীর সন্ধ্যা, ধর্ম-অধিক সন্ধ্যা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সন্ধ্যাই যেন স্বতন্ত্র নেই। এক কথায়

নিরুপদ্রব জীবন যাপন যেন আজকের মাহুৎসব কুলসভা পেছে। সর্বত্র যেন একটা বিহীন আনন্দোৎসব। আগের কুলসভার মধ্য প্রায় অবিদ্যে কোন্ট্রি দেখে যায় মাহুৎসব-জীবনের যে চরম ও শ্রম স্বার্থ সত্যতা, সত্যতা—তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। যাত্রাপথ বর্ষা সিঁচির জন্ত যে কোন বস্ত্রে যে কোন বিধা: তাবদ বা বিধা: চরণ হবে নিঃশব্দে কুতী মনে বয়ে গর্ববোধ করে। মাহুৎসবের সঙ্গে মাহুৎসবের মাহুৎসবিত আচরণ কোথাও যদি মেলে সেটা যেন আশ্চর্যজনক মনে হয়। এত যেমন এক রকম অবস্থা, আবার এত দেখতে পাওয়া যায় এমন মাহুৎসব আছে যারা এই মাহুৎসব ইচ্ছা আর মাহুৎসব গড়ার কাজে আত্মহন বিনর্জন দেয়।

সূর্য অতীতের এমনই এক বিশিষ্ট কালে এসে অমর্ত্যর কালেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমগ্র জীবনখানি নিয়ে। তাঁর সমগ্র জীবনের কার্যাবলী অমর্যবন বসন্ত দেখে যায় তাঁর বিরাট জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মতামতের একটি আশ্চর্যজনক স্পর্শকিত জড়িয়ে আছে এবং তা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সর্ব কালেই সর্ব মাহুৎসবের জীবনে, সর্ব মতামতে স্থানান্তর এনে দেয়, মহা মিলনেই শেষ ঘটনা করে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে দেখতে পাই তিনি ভগবান হয়েও নাজব, রাজনীতিবিৎ হয়েও মাহুৎসব, রাজাল হয়েও মাহুৎসব। সর্ব ক্ষেত্রে মাহুৎসব হয়েও ওই তপস্বান-মাহুৎসবী সৈনিকের তাক্ততর্ঘ্য রাষ্ট্র বিপ্লবের চরম ওষ্ঠিনতার ভেতরে আশ্চর্য্য পথ-প্রদর্শক, আশ্চর্য্য সমাধান-দাতা। কিন্তু আজকের দিনে আমরা কী হয়েছি? আমরা যেন বিশেষ কোন একটা কিছুতে আটকেই জীবনটাকে পার্থক্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই রাজনীতি করলে সমাজ-বলায় যায় পড়ে যায়, পারিবারিক জীবন যাপন করতে সমাজ জীবন যায় পড়ে যায়, অধ্যাত্মিক জীবন বাস্তব জীবনকে গৌণ বলে বোঝাফিলের কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ! তিনি কোন ঘটনাকে জীবনে অস্বীকারও করেন নি, আবার আটকেও যাননি। তাই ও একমাত্র তিনিই বলতে পারেননি "বে বধা মাং প্রপচ্ছতে তামতুর্ধ্ব জগামাহু"। "কৃষ্ণ কেমন যার কাছে যেমন।" বিশ্ব-নাগরিকদের

অস্পর্শ জীবন-চিত্র একমাত্র ঐক্য-জীবনেই বিবধানী
শেতে পারবে। তাই ত হৃদি তরু ককরস-ভাবিতা মতি
লাভের জন্য ব্যাকুল। ককরস-ভাবিতা মতিটী কী বস্তু!
সোপীরা সাইলেন্স,

“সখি হসিক হসিক করে

বিবিধ মনসা রসেতে মিলায়ে

রসিত হসি যে তারে”।

বিবিধ মনসা অর্থাৎ জাগতিক, পারমাণবিক বা কিছু নাহয়ের
জীবনের সংগ্রহ, পংখ্যের বিশ্রীক, এক ও বহুর কন্ড,
আত্ম-অনাত্মার স্বয়ং, জড়-অজড়ের স্বয়ং সব কিছু যে
কোনো এর প্রত্যেকটীর মূল নীতির কবের এক হয়ে
প্রতিত কবের যে রসের প্রয়োজন, ঐক্য সেই রসেরই
আদর্শ। হসিক। আর স্বয়ং হৃদে অংগীর্ণ বিবধানীর
এই ককরস-মতি লাভের সাধনা ছাড়া সমাধানের পথ
নেই। তাই তাঁর জন্মতিথিতে তাঁকে আশ্বাসের প্রণাম
জানাব—প্রার্থনা করব “মতি রহ তুয়া নয় সখে”।
কালের ঠাক দিয়ে আমরা জন্মানী সত্যতার, বাস্তবিক
সত্যতার মূল-সন্ধিগণে উপস্থিত হয়েছি। এর ভেতর
থেকে অদৃশিত নাহয়ের একাংশ আর ঐক্য নাম গায়,
অবিকাল ক্রয়ের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বা হৃক্তির খেই
না পেয়ে একে কবি-কল্পনা বলে মনে সাধনা লাভ করে।
রবীন্দ্রনাথ লিখেন, “পৃথিবীতে বা কিছু সকলের বড়ো
জার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে বস কবি, বস কবিত্ব,

সমস্ত যদি হয়ে মুখে কেলেতে পার তখনই প্রমাণ রূপে এত
দিন তেজো সোকেরা তারের জ্বলন্ত জোহটা কোথা থেকে
পাচ্ছিল, তারের কলস কেতের মূলের রূপ ছুঁগিরে এসেছে
কোথা”। তাই মোটে বেধে প্রণীত পুস্তকোত্তম ঐক্য
কবের হাজার বছর হয়ে তাঁর জীবনের বৈচিত্র্যের কবের মধ্য
দিয়ে আর তাঁরই বহুশোভিত মর্ম্মসংগার সমন্বিত,
অপ-স্বয়ং সমন্বিত আদর্শ সাহিত্য। ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে
আম পৃথিবীর আকাশে বাতালে ছড়িয়ে আছেন। আর
আম হাতের অজাতগারেই জীবনের সকল বিশুদ্ধতার
কেতরেরও বেধ পোনা যাচ্ছে,

“হা বরা হি ধর্ম্মত প্রানির্ভবতি ভারত।

অত্যাখ্যানমধর্ম্মত তদাত্মানম্বেজামাহম্।”

নিত্যকালের মাহুৎসবী ভগবান ঐক্য তাই তাঁর অত্ম-
বাণীতে আত্মান করেছেন তাঁর বাণীর হয়ে অগ্ন্যবাসীকে।
বাতব মাহুৎসবের পরিপূর্ণতার অনন্ত সমাধানের চিত্র ও পথ
চলার হৃদ একমাত্র ঐক্য-জীবনের কেতরেই পাওয়া যায়
আবার অগ্ন্যবাসীতে দেবের পূর্ণ চিত্রও তাঁরই জীবনে শেতে
পারি।

আম বিবিধ বিশ্বের সাথে এক যোগে আমরা যেন
ওই ঐশ্বর-মাহুৎসব সমন্বিত ঐক্যকে বাহ বাহ বন্দনা
জানাই। তাঁরই চরণে প্রার্থনা করব, বিশ্বের নানারী ককরস
ভাবিতা মতি লাভ করুক, বিশ্ব সজ্জাদানব রসে মেতে
উঠুক।

“আমি বা পান্ডুরতা পিনটু নাম্

অদর্শনাং সর্ম্মহতাং করোতু বা।

বহাতথা বা বিদ্বাতু লম্পটো

সংপ্রদান্যন্ত স এন নাপদঃ ॥”

—ঐক্য-চৈতন্যের

সাময়িকী

দ্বীপ্তি মহাপ্রাণ :- এই তার মাসটিতে সহ বিতর্কিত ও যথা অভিমুখ দ্বীপ্তি মহাপ্রাণ, দ্বীপ্তি বিমলী প্রাণ দেহ-ধারণ করেছিলেন—বহুমানের প্রাণের আধার অমিত্যাকার আত্মা পরম প্রেমাম্বল পরম শিশুর আকার পুরুষোত্তম ঐক্য, আর তাঁরই নীলাসহচরী নারী-উত্তরা প্রিয়াবা। এদের দুজনকে কত রকম করেই অসীমার বহুবার চোঁটা হয়েছে, অথচ আত্মক এসবকে ক'রতবর্ষের এ প্রাক থেকে ও প্রাক পর্বত মুছে ফেলা পেল না। অথচ হুঁতলা ভারতবাসীর এখনও বুচল না এইমত যে, যে বিরাট জীবন-বিমলকে এরা তাঁদের জীবন দিয়ে বেঁধে গিয়েছিলেন, পাঁচ হাজার বছরও আবহা তা প্রাণিধান করতে পারি নি। তাঁদের আত্মা ঐক্যজিকভাবে শটের ঠান্ডাই করে রেবেছি। এ মাত্রাভ্যাস বেটে গিয়ে সমাধের চিত্তে তাঁদের বিমল-স্মৃতি কবে যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—তাঁরই অপেক্ষার থেকে আজ এই ত্রাত্র মাসের তাঁদের আদিভাষ দিনগুলিতে তাঁদের কাছে আত্মার চিত্তকে প্রাণিত করি, তাঁদের বিমল আত্মার জীবনে সকারিত হোক।

অক্ষবাস ঐক্য কেবল উত্তরার্ধগ্রহণ মন, সর্ব-অর্ধগ্রহণ। সব কিছুকেই তিনি প্রাণ করতে পারেন বলে পোষকের তিনি স্মৃত প্রতিবাদ, পোষকের তিনি ঘন বিগ্রহ। আত্মকের মনের চিত্ত বেশে বিদেশে কি চাইছে? কিসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ? প্রতিবাদ তার পোষকের বিরুদ্ধে, চাইছে সে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে পোষক—সামগ্রিক পোষক—একজনের নয়, একদলের নয়—সবলের সার্বিক পোষক। আবাসা আনন্দস্মৃতি ঐক্য-জীবন অক্ষবাস করলে দেখা যায় তিনি সর্বত্র একটা সঙ্ক-জীবন দাপন করেছেন এবং প্রাণের স্পর্শদ্বারা সকলকে স্বেচিত রেখেছেন। পোষকই তাঁর জীবনের সোঁড়ার ত্রিভি বজ্রই সঙ্ক-জীবনকে প্রাণপূর্ণ করা সম্ভব হতে পেরেছে। ব্যক্তি-জীবনের বহু ও সকল গুণিবশে একটা প্রাণপূর্ণ আবহাওয়া

রক্ষা করাই আত্মার পক্ষে কঠিন হয়—বিশ্ব ঐক্য সঙ্ক-জীবনের মতোই সেটা রক্ষা করে গেছেন। বালা বা বিশেষ কালের তো কথাই নেই, যেমন জ্যোতি কালের চরিত্রতা ও রাজনীতির অংগেরে মনোও তাঁর প্রাণস্পর্শের খোঁজ পাওয়া যায়। তার ভরই তিনি পোষকের জীব প্রতিবাদ। অক্ষবাস রাজস্বয়ংবাদের মতই কল্পনার পোষক হচ্ছিলেন, তখন ঐক্য কৃষ্ণকণ্ঠে বলছেন দুর্বোধ্যনের পোষক বড় করতে মুখ তোলতে করতেই হবে। রাজস্বয়ং জ্যোতির অলংকারের কাছে এক কৃষ্ণ ছাড়া কেউ তো ছিল না—কেননা কৃষ্ণ প্রাণের। এর পরেও একটা কথা আছে—কৃষ্ণ বৃত্ত করতেই শুধু বলেন নি—মুখ করার একটা রকমের বখাও বলেন। সেইটাই বড় কথা। অথচ এই পঁচ হাজার বছরেও এই রকমটাকেই আমরা করতে পারলাম না—তাঁর তো ঐক্য আত্মারের জীবনে ব্যর্থ—যতই নাগচন্দনে তাঁর পূজা করি না কেন। মুখ করার আগে কৃষ্ণ যে আঁঠার অঘাটী সীতা বললেন এটা কি আকস্মিক? ঐক্য কি এতই বেরিসেবী মামুষ যে ব্রহ্মজ্ঞান, সংসার মিথ্যার শুদ্ধজ্ঞান দিচ্ছেন তিনি মুখ ফেঁদে বলে? তা নয়, তিনি মুখ-বিজ্ঞানই বলছিলেন। অত্র-প্রয়োগ কৌশল যেমন মুখ-বিজ্ঞান, কোন্ মানসিকতার অত্র প্রয়োগ করতে হবে, সে মানসিকতার শিক্ষাও মুখ-বিজ্ঞান। কৃষ্ণ অলংকারে অত্রপ্রয়োগের সেই মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এক কথার সে মানসিকতার দৃষ্ট হচ্ছে :—বস্তু নাহংকৃতঃ আত্মঃ স্বর্জিতঃ ন লিপ্যতে।

হুগানি স ইহান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবশ্যতে ॥
যার তাব অহংকৃত নয়, বৃত্তি যার গিত হয় নি সে হত্যা করতে পারবে। নিজের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা বার্ষিক যার অহং ক্রোশে ফুল উঠে ময়ূর্তি বার্ষিক মুছে ফেলনি, নিজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা বার্ষিক আসক্তি এবং তার বাইরে আর সব বিশ্বের উপর বিধে যার বৃত্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি, সে

আমাদের বিদ্যাব্যবস্থা—দেবের প্রতি ঐশ্বর্যবৃত্তি—বার
গোশ পেয়ে তার নি—সে হুহ করতে পারে। এ মানসিকতা
আমরা আদর নিখতে পারি নি। অর্থাৎ বিজ্ঞান বা
ঐচ্ছিক বিজ্ঞান বস উদ্ভাবিত করি, মানসিকতার গুণে
আমরা পত্তন, হুহয়ের রাখে আমরা বেউদিয়া। তা
না হলে হুহ বস করা যায় না পৃথিবী থেকে? হুহ
বে তুলনায় বলে হুহে আকাশে বিজ্ঞানের নিপুণতা
দেখাচ্ছে, সেই তুলনায় সে তার মানসিকতার উদ্ভাবিত
বেগাতে পারে না কেন? নিখের লোক, কন্যামোহ, নিখের
শোভা: বাইরের সতলকে পত্তন মনে করা ও হুহন
করার হুহি উপর কোন সংখ্য সে আনতে পারে না কেন?
বে তুলনায় হুহের হুহিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, সে
তুলনায় সে তার হুহের প্রেমকে সর্বের মধ্যে প্রসারিত
করে দিতে পারে না কেন? বিজ্ঞানের হুহিও হুহের,
মনের মননশীলতাও হুহের, হুহের প্রেমও হুহের,
এই তিনই হুহের মধ্যে আছে—কিন্তু হুহের বিজ্ঞানের
হুহিকে যেমন সীমাহীন বাড়িয়ে তুলতে পারছে, সেই
তুলনায় ভাবতে পারে না কেন আমি যেমন বাঁচতে চাই,
প্রত্যেকটি অপর হুহেরও বাঁচতে চাই—সে অপর হুহের
কেল আমর হুহের বা হুহের নয়? অপর প্রত্যেককে
না বাঁচালে যে আমিও বাঁচি না এ কথাটাই বা হুহের
ভাবতে পারে না কেন? আমার এরও গুণের কথাটাই
—বেটাই হুহের কথা—সে বেন একেবারেই ভাবতে
পারে না যে অপরকে বাঁচালেই আমি বাঁচি, অপরকে
তালগাংসেই আমি তুল্য হুই—তুই নিখেকে নিয়ে থাকলে
আমার সাধ বেটে না। নিখেকে বাঁচানোর প্রবৃত্তিও
যেমন হুহের মধ্যে বস:সিদ্ধ, অপরকে বাঁচানোরও
তেমনি বস:সিদ্ধ একটা। প্রবৃত্তি হুহেরই মধ্যে
হয়েছে। এ কালারে বস লোকেরা তো পিতামাতা
হয়েছে—নিখেরের দিকে তাকিয়ে তো তারা বুঝতে
পারত নিখেকে বাঁচানোর থেকেও সত্যনিকে যেহে
হুহ বাঁচানোর ওর হুহের অধ্যা তি আত্মলতা,
কি প্রাস! বিবজোদ্ধা হুহকে নিখের লজ্ঞানের দৃষ্টি
নিয়ে দেখতে পারলেই তো তাদের উপাশ রেখে বা

তাদের হুহের প্রাস বেড়ে নিখের পেট কানোয় লাগতে
অর বাড়িয়ে তোলায় হুহ হু না? হুহ-বিজ্ঞানে এই
কিন্তু নিখতে হবে। অর্জুনকে কুহ এইকমি শিখিয়ে-
ছিলেম,—আমাদেরও নিখতে বলেছিলেন। আমর
নিখি নি। আমরা হুহ করি আমর মতবার অপর
হুহে চাণিয়ে দিতে, আমরা হুহ করি আমর দেপের
মাল ঐকীয় বাবার দৃষ্টি করতে, আমরা হুহ করি আমর
শৌধের পরাধাটা প্রবর্ন করতে। অধ্যাগার বস করতে,
শোখ বস করতে, হুহের কল্যাণ করতে যদি পৃথিবীর শোখ-
কমি কেউ হুহ করতে, আমর বিখের চেহারা কবেই বসলে
বেত। অপর শোখবৃত্তি ঐকক সেই হুহের হুহের বস
আগেই এই শোখ বস করবার ওর হুহ করতে বস
দিয়েছিলেন। আমর আমর তাঁর হুহের হুহের, বস
হুহি না। কিন্তু এ বস আম আমাদের হুহেরই হুহে।
কুহ কেবল আমাদের প্রাণবলত নন, তিনি খলিগাংসার
আমরাও, তাই ব্যক্তি বা হুহের আর্থে হুহ না বসে
হুহের হুহা হুহের শোখ অধ্যাতার পীড়ন হুহ করতে
হুহ করবার গুণের বস তিনি আনতেন। কই, হুহ
আর কোন হুহেরও হুহের হুহে তো যেহি না তিনি এই
সামগ্রিক কল্যাণ-বোনের দৃষ্টি নিয়ে হুহ বসেছেন বা
বসতে বলেছেন? অর্জুনকে এত করে অহুপ্রাণিত করার
শেখনে তো এই কল্যাণ-হুহি হুহা আর কিছুই ছিল
না? কুহ কি হুহেরও হুহা বেড়ে নিতে অর্জুনকে হুহ
করতে বলেছিলেন? হুহ করবার আগে তিনি কি হুহ বস
করতে প্রাণন বসেন নি? সেই সংগ্রহের মধ্যে কেবল
সামগ্রিক কল্যাণ-হুহি হুহা তাঁর কি কোন ব্যক্তিগত বা
শৌখিনত আর্থে ছিল? যে যেহে বস লোক হুহ করছে
তাদের নিখেরের ব্যক্তি বা শৌখি বা নিখ দেপের প্রাস
প্রতিগতি হুহা লজ্ঞা বিখের কল্যাণ বৃদ্ধি কার হুহের
প্রাণন পাচ্ছে? এ'হুই অর্জুনেরও ছিল না—এক কুহ
হুহা এ হুহ আর কেউ দিতে পারেন নি। আমরা কুহকে
তালগাংসি বলে যেমন তাঁর পূজা করি, তিনি আমি যে
পূজা পূজ্য, নিখের তিনি পদ্য নিগান বলে যেমন তাঁর
পূজা করি, তেমনি তিনি হুহের শোখ পীড়ন বস করে

একটা সম্মানভাজন উপর সম্মান পূর্বক কথা বলে গেছেন, সে কথাটি আদরা যেহেতু শাই না কেন? যেহেতু শাই না তার কারণ কৃষ্ণ যে ব্যক্তি জীবনটাকে পড়াগার লগা বলে গেছেন এ কথাটা আমাদের এতদিন কেউ বলেন নি। আমরা কেউ জানি কৃষ্ণ ভগবান, তাঁর গীতা শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাত্র, আবার কেউ জানি কৃষ্ণ বলে এসজন গীতা বলে-ছিলেন বটে, কিন্তু তা দিয়ে আমাদের আমাদের কোন প্রয়োজন? গীতা যে মুক্ত-পাত্র তা কি আমরা জানি? সেই কথাটি বলেছেন আমাদের যিনিই এই নিত্যযোগাঙ্গ আর শ্রীং পুরুষোত্তমানন্দ। আজ যদি আমরা হয়ে বাইরের দৃষ্টি আর পারম্পরিক প্রতিভা বহু করে নিষে শান্তি সোহাগি আনতে চাই তাহলে মুক্ত-পাত্র এই গীতা কি 'কাণে' মুক্ত করতে বসেছে তা অবশ্যই প্রতিদান করতে হবে।

পুরুষ ঘেঁষে যিনি শ্রীকৃষ্ণ, নারী গেছে তিনি শ্রীরাধা। নরনারীর আকর্ষণ-তত্ত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত, বিজ্ঞান-সম্মত পথ-রেখা এঁকে বেগুনার ছত্র ছুঁই রূপে তাঁদের আবির্ভাব। কেবল নরনারীর সংযোগের আকর্ষণ-তত্ত্ব নয়—এ বিধে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক হি হুম হুবে তাই প্রমাণন করতেই তাঁদের আসা। এ বিধে প্রত্যেকে প্রত্যেককে আকর্ষণ করে, আবার প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রতিহত করে। কেউ আকর্ষণ করাটাকে ঐকান্তিক করে কল্যাণকে নষ্ট করে, কেউ প্রতিহত করাটাকেই একমাত্র সত্য জানে নিজের ও অপর সকলের বিপদের কারণ হয়ে ঠাঁড়ায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির এই আকর্ষণ-বিপর্যয়ের তত্ত্ব দিয়ে শ্রীরাধা-জীবন সার্থক। সেই সঙ্গে রয়েছে বাতস্ত-বিলোপকারী, অপমান-জরুরিত পরিবেশ থেকে নিজের আত্মশোভিত ব্যক্তি-বস্তু কোন্‌ হুয়ে গোপনমন ব্যাপক-পতীর জীবন-চেতনার মধ্যে আনন্দাশ্রম লাভ করতে পারে তাইই বুঝ। অথচ নারীসম্মত বিশ্রাম বারবার সত্যকে দ্বারা সাংগঠনিকতা থেকে অনেক দূরে রাখল, তারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করল না, শ্রীরাধাকে কোন স্থানই দিল না। আবার কেউ বা শ্রীরাধার আধ্যাত্মিক ব্যাঘা

দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিকভাবে অস্বীকার করে শান্তি পেল। যে সম্মান ও স্ব-বাস্তব বলে স্বামী স্ত্রী হলেও তাকে নিজেই জীবনকে সার্থক বলে মনে করতে হবে, নারীর আর কোন অংকই বহনাতীত, শ্রীরাধা সেখানে দেখিয়েছেন যে নারী কেন, কোন মাত্রায় তাঁর জীবনকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে শোষণপীড়নকেই ভাগ্য বলে মনে নেবে সে কথা সত্য হতে পারে না—নিজের আত্মশোভিত প্রেরণায় বেহিয়ে সে পড়বেই—মুক্তির মন্ত্র বেহিয়ে পড়ায় অবিকার কেউ পারে। কেউ নিতে পারবে না—কিন্তু শ্রীরাধা আরও দেখিয়েছেন যে এক স্ত্রী স্বামীকে পরিচালনা করে অপর এক কণ্ঠস্বরের কাছে নিজে থেকে বণি দিয়ে না, 'তোম করছি অব, সুপুরুষ জানি'। শ্রীরাধা পুরুষ-তত্ত্বকেই—যিনি শুধু বাস্তব মস্তকেই একজন উত্তম পুরুষ মন, যিনি যিনি আমি দেখ, যিনি বিশ্বদেব—এই বলেছিলেন, পর তাকে ঘের হয়ে যে কোন পুরুষকে গ্রহণ দ্বারা নিজে থেকে ছোট করেন নি, স্বার্থ করেন নি। তাই শ্রীরাধা সার্থক বিষয়। পর ছেড়ে ছিলেন তিনি জীবনকে বিরাট পুষ্কল সার্থকতার আনন্দদ্বারা অকিনিকিত করতে। অস্ত্রের অস্ত্রাচার ক্ষুদ্রত্বকে নিজেই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে, নারীর মস্ত একদার যে ব্যস্ত হুয়েছে, সহস্র হুয়েছে তার থেকে ঘের হবার পথ নেই—নারীর তত্ত্ব মনস্তাত্ত্বিকেরই এ ব্যস্ততাকে শ্রীরাধা মনে চলেন নি—অথচ উচ্ছ্বাসপূর্ণ দ্বারা জীবনকে তিনি পড়িয়ে করেন নি। "উচ্ছ্বাস নীলমণি" এর তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন 'ভব-বিন্দু'। গুরুদেব, 'বিশ্রাম' অথচ 'বিশ্রাম'। উত্তর দিককে সার্থক করে যে মনস্তত্ত্ব তাই মুক্তি আনন্দ এনে ঘের লংকার বা উপাধিগুলি সেখানে কমে আসে বলে। এই সার্থক মনস্তত্ত্বকে সঙ্গে নিয়েই বিদগ্ধ করা চল—শ্রীরাধা সেইরকম বিদগ্ধ। স্ত্রীমণে তারা পূর্ব-কোণ তাঁর বিদগ্ধী সত্তাকে ভুল করতে পারে নি, তাই বেহিয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে উদার প্রসারের মুক্ত আশ্রিত্য দেখানে যেখানে ছিলেন পদম বিদগ্ধী—যিনি সর্বতোভাবে গোপক-মুক্ত এক সার্বিক জীবনচেতনা রেখে গিয়েছিলেন। আজকের মাহুৎ একদমই মুক্ত জীবনের প্রাণী—যেখানে কেউ

কাজকে সোফল করবে না, অশ্রদ্ধার অস্বপ্না করবে না,
 প্রত্যেকের দ্বারা প্রত্যেকে মুক্ত হবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকে
 পূরণ করে এক অনাখিল আনন্দময়্যের স্বপ্ন করে হাসনগল
 হুজা করে চলেবে। আরও এ ভাবনা যত রক্তে পাবে—তত
 বাহ্যের লক্ষ এই বস্তুর তার ভাগ্যবিধান আর তাই বিশেষ
 রেখে গেছেন পুরুষোত্তম প্রিয়ক আর মায়ী-উত্তমা

ঈশাণা জাহের জীবন দিবে। বিশ্বের সর্বত্র ব্যক্তি ও লক্ষ
 চেতনার এই পারস্পরিক যোক্তাপড়ার রাসবিন্যাসের অহ-
 প্রোণাই—আমরা সেই জানে ব্যক্তি ও সমাজ গড়ে
 তোলার ধ্যানের মর মাহাত্ম্যের সঙ্গে আভ্যন্তর্য্যে যিনে
 এই দুই মহাপ্রাণকে প্রণাম মানাই।

জীবনের গান

॥ জীমিনিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

‘আমি যেন রহি জাগি
 এই সংসারের মাঝে মগ্ন; অচরণ্যেতে জাগি।
 ‘বহিঃ’ আমি এ যে দেখা,
 হৃদয়ের তরে তবু দেখা,
 তবুও যেন তাহার মাঝে নিঃস্বেরে অংশাছি।
 আমি যেন রহি জাগি - ১

স্বপ্নর এই ধ্বাতন
 শত প্রাণের কোলার ইধা হুগিছে অবিধল।
 কত হেথা স্নেহ-ভালবাস,
 অভয়ীন প্রাণের মাগা,
 জ্বলন্ত মগ্নিগছে সবাই চাতকের মত মগ্ন।
 স্বপ্নর এই বরাটল। ২

ধূপ ধূপ এন্নিধারা
 বত না গুণ বিকাশ-অন্তে অনীবে হয়েছে দারা।
 তবুও তারি স্ব্যাস্ট্র,
 মিলিয়ে যেন বারনি তবু,
 আমি ধূপ নিজেছে তবু হুগি গছদারা।
 রূপেতে ধূপ এন্নিধারা। ৩

বলে যাবো এই শুধু,
 “এই গৃহীণীর কোল পরশে যতটুকু আছে যবু
 —এই বুকের রক্তের মাঝে
 তুমির হর সবাই বাজে—
 যেটুকু শেষেছি বয়েছি পান লক্ষ্যে হুয়াটুকু।”
 বলে যাবো এই শুধু। ৪

ঈশ্বরু মিত্র কর্তৃক নবন্যাস্রাণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইখাটি, পোঃ অধিনীনগর, ২৬ পরগনা হুইতে প্রকাশিত ও
 বি ব্রিট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হুইতে মুদ্রিত

“তোষে আবুল দিয়া একসেসদর্শী অতীত সনাজ-ব্যবস্থার ক্রটি বুঝাইবার চেষ্টাই না প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মে কলির নারীরা ভাববত্তের ভাষায় ‘বৈরিনী’ ? এই বৈরিনী মেয়েদের সামনে দাঁড়াইয়াই সত্য-শিরোধারি, আভি-আচার, কুলাচার, ব্যক্তিগত আচারব্যবহিতা স্বাধীনতা হাতছানি দিও ভাবিতেছেন। সীতা-সাবিত্রীর যুগ পিছনে কেলিয়া কলির মেয়েরা অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছে, অথচ সর্বক্ষেত্রে আচার-হীনতাকে সদাচারে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী কোনও মহীয়সী নারীর দৃষ্টান্তই ওঃহাদের সামনে নাই। বর্তমানে মেয়েদের সীতা-সাবিত্রী করিতে চাহিলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

‘বৈরিনী’ মেয়েদের বৈরাচারকে বিঘাচারে গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই বার্ষনিক-ভাবে জীবাণুজীবনের প্রতিষ্ঠা, বাহ্যকে জীবনের মাঝে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াই জীক নর-নারী জীবনের বিকার দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।...অসীকার করিয়া অগ্রসর কহাইবার শাস্ত্রই তাগবত। অস্ত্রান্ত কোন সাধনাই মানুষের বাস্তব অবস্থাকে স্পর্শ করে না। বাস্তবের ভিতর দিয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে অগ্রগতি অসম্ভব। কলিকালের ঠাকুর ‘বাস্তব বস্তু’ জীক যখন সর্বাগ্রে দর্শনে এবং ওৎপরে সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বোঝত হইবেন, তখনই শুধু রাজ্যারা প্রজ্ঞাচূষিত হইবেন, নারী-হাতছোয়ার বৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে পুরুষ-হাতছোয়া, তপস্তা না করিয়া কীক দিয়া কেহই আর ওপখী সাজিবে না, শূত্র-বৈষ্ণব ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ পরম্পরালিঙ্গিত হইয়া দিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিবে, মায়ী ও অনৃত দূর হইবে, তজ্জা-নিজা ঘৃণিবে, মানুষ অতন্ত্রিত, সদা অগ্রমস্ত থাকিবে, হিংসার বিলুপ্তি ঘটিবে; বিশ্ব-সংগের সূত্রপাত হইবে, বিবাদ বোণে গড়িয়া উঠিবে, শোক-মোহ পুরুষোত্তম-জীবন পঠনে সার্থক হইবে, ভয়মৈত্র মুছিয়া যাইবে, স্থিতি-লালনার মানুষ উন্নাদের ভ্রাম হুটিবে, কলির বৃক, কলহের বৃক পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

— জীবৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত
‘কলিকাল ও জীক হইতে’

নব্বনারাঙ্গণ আশ্রমের আবেদন

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসে কলকাতা ছেলে থাকাকালীন ১১খানি প্রধান উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও ঐহিকপবলীতার সর্বসম্মতরচন সামগ্রিক জীবনদর্শণে অবদূত-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্র, ৯খানি উপনিষৎ ও শ্রীগীতাভাষ্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমানে 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ'-খানি মুদ্রিত করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব সকলের নিকট কাতর আবেদন জানাই—যিনি যাহা পারেন অর্থ-সাহায্য করিয়া শ্রীশ্রীনিত্য-মোপালের প্রাণতত্ব সাধারণের নিকট উপস্থিত করুন।

গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ভারত কলিকাতা ৫২; ২৪ পরগণা

সূচীপত্র : আবণ-ভাদ্র ১৩৮০

১। সমগ্র—ইহার ভাষ্যপর্বে ব্যাপকতা ; সাধারণ	৬। নারায়ণী যন্ত্রে 'বেলাই'	১২১
সংকল্প	৭। শঙ্কর (কবিতা)	১২৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৮। শ্রীরাধা	১২৬
২। জ্যোতির্বাণীনা তাম্র (৮৮)	৯। ঐহিকপবলী	১২৮
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	১০। ঐহিক	১২৯
৩। বসন্তোৎসবের গল্পগীতি	১১। ঐহিক	১৩০
শ্রী অমল দাস	১২। ঐহিক	১৩১
৪। পরম-বিশ্ব-বর্ণন নারী	১৩। ঐহিক	১৩২
শ্রী বসন্ত	১৪। ঐহিক	১৩৩
৫। খেলাধুলার চন্দ্র	১৫। ঐহিক	১৩৪
ঐশ্বর্যবীণা সেন	১৬। ঐহিক	১৩৫

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুদ্রাপত্র



শ্রীশ্রীনিভাঙ্গাগাল-বাণী

"নিভা-অনিভা সম্বয়। আত্ম-অনাভা সম্বয়।

জ্ঞান-অজ্ঞান সম্বয়। সাকার-নিরাকার

সম্বয়। আকার-নিরাকার সম্বয়।

আকার-সাকার-নিরাকার সম্বয়।

ওড়-অওড় সম্বয়। চৈতন্য-

অচৈতন্য সম্বয়। বৈত-

অবৈত সম্বয়।

সর্ব সম্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক

"এই বিশ্বই আমার ঘরবাড়ি"

নিজজন্ম

শিশুতীর্থ— মাসিক কাগজটি একমাত্র ছ' থেকে বারো বছর বয়সের বাচ্চাদের জন্য তৈরী। প্রতিটি হাতে এলে বাচ্চাদের দেখার আগে আপনি নিজেই এলোভনে পড়ে যাবেন। আপনার বাচ্চারা হয়তো আপনাকে সামান্য বার্ষিক ভেবে কেলতে পারে, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় নেই।

চিত্রপ্রভা— একটি চলচ্চিত্র, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক পাক্ষিক কাগজ। আপনার হাতে কখনও কখনও প্রচুর অবসর এসে যায়। তখন সৌজন্যে একঘেয়ে হয়ে থাকে আপনার জীবন। তখন হঠাৎ চিত্রপ্রভা সেই প্রচণ্ড একঘেয়ে বিরক্তিকর জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে। অবসর সময়ে শুধু এটি আপনার একান্ত সঙ্গী নয়, তার চেয়েও কিছু বেশী। কারদোয়া সংখ্যা (নাম ৪.০০ টাকা), সেপ্টেম্বরের পোড়াতোই বেরিয়েছে।

আপনি কখনও কখনও আবার মননশীল রচনা, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ পাঠ করতে আগ্রহবোধ করেন, অথবা কখনও কখনও মনে হয়, এমন কিছু হাতের কাছে পেলে ভাল হয় যা আপনার মন ও মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। এ-সব ভেবে আমরা যে মাসিক কাগজটি পরিবেশনা করি তার নাম শিক্ষা ও সভ্যতা। অভ্যস্ত কলিঙ্গল এবং বুদ্ধিদীপ্ত কাগজ।

পরিবেশক

স্বাংগুইন পাবলিশার্স কনসার্ন

৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯



এলো শরৎ ।
এলো মেলামেশার মতোঃসব ।
এই উৎসব
আনন্দময় হয়ে উঠুক ।
স্মৃতি করুক
মঙ্গলময় জীবনের ।
মৌজাগ্য ও মমৃদ্ধি জর খুলুক
গ্রাম গ্রামান্তর ।



ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে মাধ্যম করেছে

দুঃপদে হাসিখুশি জীবনের দিকে

লগ্নি জীবন এছাড়াও যেনো সুখেতেই কাটবে
 চাইবে। প্রথম জন্ম প্রথম বিশ্বাসের অনুপ্রাণিত
 করেছেন বড়ো জীবনকে। জন্মের, অর্থাৎ জীবন,
 বলাই- যে জন্মেরই এটা জন্ম-জন্মের জন্মের জন্মের
 জন্মের জন্মের জন্মের। জন্মের জন্মের জন্মের জন্মের
 জন্মের জন্মের জন্মের। জন্মের জন্মের জন্মের জন্মের
 জন্মের জন্মের জন্মের। জন্মের জন্মের জন্মের জন্মের



লগ্নি ০০
 ১১০-১১০



লগ্নি ০১
 ১১০-১১০



লগ্নি ০২
 ১১০-১১০



লগ্নি ০৩
 ১১০-১১০



লগ্নি ০৪
 ১১০-১১০



লগ্নি ০৫
 ১১০-১১০



লগ্নি ০৬
 ১১০-১১০



লগ্নি
 লগ্নি
 লগ্নি
 লগ্নি

দ্রুতকে নিকট করার শুভলক্ষ্য

আকস্মিক মেঘ

ইতিমধ্যেই খালকা ঘাটে দ্রুত করেছে।

লঘুপলক পাখির মতো তাদের আনাগোনা।

আলোকিত উত্তপ্ততার দ্রুতের ঘাটকানি।

পাত নদীর ডেউলও যেতো ঘাড়ার ডাড়া।

বেরিগে পড়ার দিন। ঘরে ফেরার দিন।

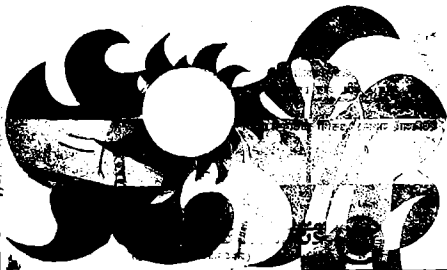
দ্রুতকে নিকট করার শুভলক্ষ্যও বলতে পারো।

সত্যিসত্যিই পূজা এল।

নির্বিঘ্ন পূজার পূজার আনন্দ নিকট হোক



পূর্ব রেলওয়ে



লক্ষীর জগৎ স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিলে তখন তাহে এক মুষ্টি করে॥
সমস্তের পশা ইহা জানিলে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥



টাকা। অমরবার পক্ষও একটাই—একমুঠো।
চালের মত, বিছানিত মত টাকা সম্বল
ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার
সকল সংসারে চিরকাল লক্ষ্মী বসায়
রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ
থাকবে, সুখে বাড়বে আর ভোগাও বেশ
সুবিধজনক।

ইউবিআই আপনার শুভাশী প্রদায়কী।



ইউবিআই ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

কলিকতা শাখা



আনন্দের সঙ্গে সেবা

“যদি আনন্দের সঙ্গে সেবা না করা হয় তবে তার কোন অর্থই হয় না। যখন কেবলমাত্র কর্মজন্মের ভয়ে বা লোক সেবাময়ের জন্য সেবা করা হয় তা কেবল মানুষকে অতিহীন করে তুলতে পারে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।”
—মহাত্মা গান্ধী

জাতির সেবা করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই প্রবোধ আমাদের পেরেছে।

দক্ষিণ পূর্ব হৈলগায়



সি, সি, কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

—কমিউনিকেশন কমার্শিয়াল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড—

৮১, ডালহৌসী স্কোয়ার (ইউ),

কলিকাতা-১

বাবড়ার অফিস-টেলিফোন ও

দ্রাণাই-এর কাজ :

টাইপরাইটার—কার্ডটেন পেন

বিক্রয় ও মেগামত :

—টীল কারনিচার—

গ্রাহকের সমস্তই আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-৪২৬২



আপনাদের দ্বার দিগন্ত
 আনন্দমুখর হয়ে উঠুক...
 সকলকে জানাই আমাদের
 আন্তরিক শুভেচ্ছা।

লক্ষ্মীবিলাস

এম.এল.বু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-২৬

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই
বিশুদ্ধ

মাখন ও সূত

বিবর্তন প্রতিষ্ঠান

স স ক র ডা স্কো রী

সূত ও মাখন প্রস্তুতকারক

০২, ভূপেন বসু এভিনিউ কলিকাতা-৪

যখন ডংকমই বিবেচ্য! সুলেখা



IMPALA SW 53/73

এক্সিকিউটিভ ইঙ্ক
পছন্দমত রঙে পাবেন—

পার্মানেন্ট :
লু স্মোক • নেভি লু
সুন্দর স্মোক • ডার্ক ব্ল্যাক
ওফসেট ব্ল্যাক :
ব্রডব্যান্ড লু • ক্রয়যোগ্য রঙ
জাগরণে রঙ • স্পিড ব্ল্যাক

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দাঙ্গাঘাট

ইন্সট্যান্ট প্যাচা ব্ল্যাক
বেজুইন ৮.০০
বুনের পর বুন ৫.০০
চিরঞ্জীব সেন ৫.০০
জামল দেশে খুঁজ ৫.০০
ত্রিপুরাবর্ত ৫.০০

নিম্ন বর্ণন
বিশদায়ক ১.০০

বার্ণার্ড সাহেবের বেগম
নিগুণানন্দ ৫.০০
স্বাধা শিশু
জ্যোতিবিল নন্দী ৫.০০
স্বপ্ন-উপ আদিত্য
অমলেন্দু স্তব ৫.০০

৮২১, মহারাজাগান্ধী রোড

পুস্তক প্রকাশনী

কলিকাতা-২

পীতাম্বরী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীমীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.

শ্রীগীতা (গীতার স্বেচ্ছ সংস্করণ)	১০'০০	কড়ার জোনি	১'২৫
ঐক্য ও ভাগবতধর্ম	৭'৫০	শিশু ভায়াম	১'০০
কর্মবায়ী	১'৫০	শিশু মহাভারত	৭'৫০
শ্রীচৈত্রী	২'০০	শিক্ষা-বিষয়ক বই	
ভারত-স্বাধীনতা বাণী	৬'০০	আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি—ঐক্যমীলন সেনগুপ্ত	
Soul of India Speaks	৬'০০		৪'৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০	শিক্ষা—ঐক্যমীলন সেনগুপ্ত	৮'৫০
পকেট গীতা	৪'০০	আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি	১২'০০
স্বদেশবন্ধু শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.		ঐক্যবোধ সেনগুপ্ত ও ঐক্যমীলন সেনগুপ্ত	
ব্যায়ামে বাঙালী	৪'০০	আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা	১২'০০
বীরবে বাঙালী	২'৫০	ঐক্যবোধ সেনগুপ্ত	
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪'৫০	শিক্ষা-বিজ্ঞান—ঐক্যমীলন চৌধুরী	৪'০০
বাংলার কবি	৪'০০	শিক্ষার ইতিহাস—ঐক্যমীলন বসু	৪'০০
বাংলার বিদ্রোহী	৩'০০		
বাংলার মনোবী	১'৭৫	কৃপার্টিক ঐক্যমীলন বিজ্ঞানের	
জীবন গড়া	৭'৫০	ভরণ তুর্কী	২'৫০
রাজকি রানমোহন	৩'০০	ভ্রমরর আত্মকা ১ম, ২য়	৩'২৫
আচার্য জগদীশ	২'৫০	বেহুটনের মেয়ে	১'৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১'৫০	ব্যায়ামবীর শ্রীমীলন সরকারের	
মুগাচার্য বিবেকানন্দ	১'৫০	শরীর ও শক্তি	২'০০
রবীন্দ্রনাথ	৩'০০	নৌযোগ দেহে বর্ধকী	২'০০
শ্রীমীলিমা ঘোষ, এম. এ., বি. টি.		সরল যোগ-ব্যায়াম	২'০০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২'৫০	যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	২'০০
মাছুষের মত মাছুষ	১'০০	স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	২'০০
বন্ধিমের গল্প	১'০০	যোগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৪'০০
বিভাসাগর	৩'০০	ঐক্যমীলন সরকারের	
ছোটদের সেরা গল্প	৩'০০	বারমীর ঐক্যমীলন সরকারী	৫'০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২'০০

সর্বদা ব্যবহার্য মহামাকুতি অতিনব বালো অতিধান। পরিবর্তিত সংস্করণ। লমসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

শ্রীমীলিমা লাইব্রেরী

১৫, কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা-১২

স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নিজের ব্যবসায় গড়ে তুলুন

॥ এই প্রকল্প ম্যাট্রিক বা সমতুল্য কোনো পরীক্ষার পাস অথবা
অধিকতর গুণসম্পন্নদের জন্য ॥

ব্যবসায় করতে গেলে মূলধন লাগবেই। খড়টা মূলধনের প্রয়োজন
তার শতকরা নব্বুইভাগ রাষ্ট্রের ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক
সংস্থা থেকে সংগ্রহ করুন। বাকী দশভাগ পর্যন্ত টাকা সহকারী
আপনাকে দেবেন স্বপ্ন হিসাবে, দীর্ঘমেয়াদী ও কম সুদে।

বিশ্ব বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জেলায় : ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সটিটিয়াল অফিসার,
কটন অ্যান্ড স্পিন্ডেল ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

কলিকাতায় : এমগ্রুপেন্ট দেস,
কটন অ্যান্ড স্পিন্ডেল ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড,
নিউ সেক্টোরিয়েট (একতলা),
১, বিহরণংকর রায় রোড, কলিকাতা—১

আপনি যদি উচ্চতর ধরনের নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জেলায় : ডিষ্ট্রিক্ট রিফারেন্সিটেশন অফিসার।

কলিকাতায় : ডিরেক্টর অব ইন্ড্রিয়েনটেশন,
রিফারেন্সি রিফারেন্সিটেশন ডিরেক্টরেট,
১০, ক্যামাক হাউস, কলিকাতা—১৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কর্মসূচী”

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ২০ পরগনা জেলা ও জলসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ॥

উজ্জ্বলভারত শারদীয় সূচীপত্র : ১৩৮০

১। ঐতিহুর্গা ঐতিহ্যগোপাল	১৩৩	১২। নানা আমি (কবিতা) ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৩৬
২। যোগদাতা ঐহুর্গা ঐশ্বর্য দিহ	১৩৪	১৩। কবি বিবেকানন্দ ঐশ্বর্যশ্রী তর্কাত্মক	১৩৭
৩। 'বা আদিত্যেন' ঐশ্বর্য	১৩৮	১৪। অহিংসা ও প্রেমের ধর্ম ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৭২
৪। বৈশ্বক (কবিতা) ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৪৪	১৫। কালিদাসের নীতির আলোক অন্য রায়শ্রী	১৭৪
৫। মহাপুরুষ সঙ্গীত ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৪৫	১৬। অগ্নিমানস ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৭৬
৬। নিরক্ষরতার অস্তিত্ব ও শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ব ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৪৭	১৭। কবি চিত্তরঞ্জন : আত্মজীবনী ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৮১
৭। ইতিহাসের দ্বারা (কবিতা) ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৪৮	১৮। আত্মজীবনী ও মানবিক দৃষ্টান্ত ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৮৪
৮। সর্বত্রই সর্বত্রই অন্ধ অন্ধার ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৪৯	১৯। অন্ধ অন্ধার ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৮৬
৯। পুরুষের তীরে ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৫০	২০। পার্থক্য জীবনে ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৮৭
১০। ঐশ্বর্য পুরুষোত্তমানন্দ বিনয় ঐশ্বর্য পুরুষোত্তমানন্দ	১৫১	২১। পুস্তক পরিচয় : নীলমণি ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৮৮
১১। ভারতবর্ষের গুরু-জি ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৫২	২২। সামগ্রিক : নরনারায়ণ আত্মজীবনী ঐশ্বর্যশ্রী রায়	১৮৯

নরনারায়ণ আশ্রমের আবেদন

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকাকালীন ১১খানি প্রধান উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও ঐক্যপদগীতার সর্বসময়বন সামগ্রিক জীবনাবশেষ অবধূত-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্র, ১খানি উপনিষৎ ও ত্রীগীতাভাষ্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমানে 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ'-খানি মুদ্রিত করিবার জন্য কলুবান্দব সকলের নিকট কাতর আবেদন জানাই—যিনি বাহা পারেন অর্থ-সাহায্য করিয়া শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালের প্রাণতত্ত্ব সাধারণের নিকট উপস্থিত করুন।

পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব

—আগামী ১৮ই নভেম্বর '৭৩ রবিবার—

ভারতীয় প্রজ্ঞানস্রবের অবধূত-ভাষ্যকারের

১১-তম এই জন্মোৎসবে

আপনাদের সহায় উপস্থিতি

আকাঙ্ক্ষা করি

নরনারায়ণ আশ্রম

শারদীয়া উৎসবে

গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের

অভিনন্দন জানাই

বিশ্ববীক্ষা প্রকাশনী

৩৩এ, বেনিগাতোলা লেন

কলিকতা—১

এবার পূজার

সং স্নেহ রেকর্ডে

বেকুল

* চিরশরীতিত বিখ্যাত নাটক

আলিবারা

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ



* গীতমী হবি বন্দোপাধ্যায়ের অমিয়-মধুর কীর্তন

কলহাস্তরিতা ॥ দানলীলা

* নজরুল সঙ্গীতের অনবদ্য সংকলন—সেয়েছেন

ফিরোজা বেগম

* কাজি অনিরুদ্ধ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গীটারে

জনপ্রিয় হিন্দি চিত্রগীতির সুর

৩৩½ পৃষ্ঠার সেডেন রেকর্ডে

* বাংলা কবিতা আবৃত্তি

শত্ৰু মিত্র। কাজি সব্যসাচী। উৎপল দত্ত। শেবচন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়।

এ বাদে বেরিয়েছে অনেক ই পি এবং এস পি রেকর্ড

ডীলারের দোকানে দেখে শুনে বেছে নিন।



হিজ মাস্টার্স ভায়স



ଓଡ଼ିଆଭାରତ

ଆଦିତ୍ୟ-କାନ୍ତିକ ୧୦୮୦ ବରାଳ, ଶ୍ରୀ: ୧୨୧୦

ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ

୨୬ତମ ବର୍ଗ, ୧ମ ସଂଖ୍ୟା

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା

॥ ଶ୍ରୀମିତ୍ରାଗୋପାଳ ॥

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସେବେ କରି ମହମନ,
(ତାହି) ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିକୁନୀସେ ସନ ବିଂଶନ !

ହସର ମହର ସେବେ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ହସରୀ,
ମହର ସହରୀ ମୋତେ କାବେର ବିଜରୀ,
ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ଚିନ୍ତାକାମ, ତାର ଅନନ୍ଦ ବିକାମ,
ସେହି ଚିନ୍ତାକାମେ ମୋତେ ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ଜାମ,
ସେହି ଚିନ୍ତାକାମେ ତାହା ଓଢ଼ାଳ ଗୁଣମ ।
ସନସୋବରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା-ସଂଯୋଗିନୀ,
ସେ ଗୁଣମ ଗୁଣେ ତାହା ପ୍ରେମେ ମାମୁନିନୀ,
ସେ ଗୁଣମ ସନୋହର, ତାହା ଦିଅ ଚିନ୍ତାକାମ
ତାହା ଚିନ୍ତାକାମେ, ହୁଅନ୍ତି କାମେ,
ଅଜାଣ-ଆଦର ତାହା ହର ନିବାରଣ ।

ତାହାର ଶ୍ୟୋଭିତେ ହେରି ଦିଅ ସଂଯୋଗେ,
ତାହାର ଶ୍ୟୋଭିତେ ହେରି ଶ୍ରୀମୋହୀ-ମହେ,
ମହର ମହିମାନନ୍ଦ, ଗୁଣେ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ,
(ତିନି) ନିତ୍ୟପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀମହମନ,
ଶ୍ରୀମୋହୀର ସନେ କରି ତାହାର ବନ୍ଧନ ।
ନିଜିଜାତା ଶ୍ରୀମହେମେ ଆଦର ଶ୍ରୀମାମ,
(ତିନି) ଅମରମ ନିତ୍ୟରମ ତିନି ନିଜମ,
ବନ୍ଧନା କରି ତାହାତେ, ନିତ୍ୟାହମିନ୍ଦ ନିବେ,
କାନ୍ତିକେର ସେବେ କରି ମହତ ଅବେ,
ବନ୍ଧନା କରି ତାହାର ଅବେ ଗୁଣ ।

ସନୋହୀ ସନୋହୀ ମହରା ଶ୍ୟୋଭିନୀ,
କାନ୍ତିକେର ମହିମା ତିନି ମହାନନ୍ଦାଦିନୀ,
ମହରା ଚିନ୍ତା ମହାନନ୍ଦୀ ହେଉ ମହରା ଶ୍ରୀମୋହୀ,
ହେଉ ମହରାତେ ତାହା ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦାନ,
ମହାନନ୍ଦେମେ ବନ୍ଧନ ମିତ୍ରାନେ ଶ୍ରୀମାମ ।
ଶ୍ରୀମହ ମହ ମହାତେ ହେରି ଶ୍ରୀମୋହୀ,
ସିନୋଦିନୀ ବିଜାଣତୀ ମହରାତୀ ମହୀ,
ସନୋହର ଶ୍ୟୋଭିନୀ, ହେରି ତାହାର ଶ୍ରୀମାମ,
ତାହାର ଶ୍ରୀମାମ ସନ ଦିଅ ଆଦର,
ହେଉ ଗୁଣେ ତାହା ନିଜେ ଗୁଣ ।

ହେରି ତାହା ସନୋହରା ଶ୍ରୀମୋହୀଦିନୀ
ହେଉ-ମହାନନ୍ଦେମେ ସନୋହରା ସନୋହୀ,
(ତିନି) ଶ୍ରୀମାମ ମହାନନ୍ଦେ, ଶ୍ରୀମହୀ ଶ୍ରୀମୋହୀ,
ନିଜି-ମହମ ତାହା ଅନନ୍ଦ ଆଦର,
ସିନୋହର ଶ୍ରୀମାମ ତାହା ବନ୍ଧି ମହାନନ୍ଦ ।

ଶ୍ରୀମାମ ହେଉ ଆଦି ଆଦର ବନ୍ଧିତ,
ହେଉ ଶ୍ରୀମାମ ତାହା ସନ ଅନନ୍ଦେ,
ତୁମ୍ଭିରେ ବନ୍ଧନା କରି, ଚିନ୍ତାକାମେ ତାହା ହେରି,
ହେଉ ମହରାତେ ତାହା ସନ ଜ୍ଞାନେ,
ଶ୍ରୀମାମ-ଶ୍ରୀମାମ ମହେ ମହେ ମହମ ।



বোগমারী শ্রীভূর্ণা

॥ জীতেনু মিত্র ॥

বিষের সনত মতের প্রাচী পরাম্পরকে কালবেশে মিলে
মিলে পরাবাসকে থাকবে, বাহ্যের এ তত্ত্বনা একদিন
জন নেবে এ প্রচেষ্টার থেকেও ভগবানকে মাহুত কাল-
বাসবে শুধু ভগবানসাই ত'সিবে—বনজননিয়াপত্তা লাভের
কত নহ—মতের অতরে এ মতঃকৃত্ত প্রেরণাত্তেও
কোনদিন তত্ত্ব করে দেওয়া যাবে না—এই ছুই প্রেরণাই
মাহুতী চেতনার অপরিহার্য সত্য উপলব্ধি। তাই মাহুতকেও
ভগবানসি, মাহুতপী ভগবানকেও ভগবানসি, আবার
ভগবানের যে ভগ চিত্তাঙ্গীণ সংগেনবীণ মাহুতের সিন্ধে বহা
পড়ে, তাঁকেও ভগবানসি। তাই আত্ম বন্ধ শাহবাঁয়া
শ্রীভূর্ণা বঙ্গমাহুতের মূলে এসে, তখন আবার দুয়ারে
দাঁড়ানো সেই আশাবাসী মাহুতপিত্তেও ভগবানসি। আবারের
দাঁড়ি বালের সনতের কত ভাববাঁয়া, কত সাধকের কত
উপলব্ধি সনতেরই বেধন রয়েছে, তেমনি কত বও
চেতনার মত অজ্ঞতা আর কত মূল্যভারও তার সাথে
জড়িয়ে তাতে ভাবাকাজ করে যে রেখেছে, তারও
পরিচয় করা যায় না। দাঁড়িদের জাতির জীবনে
কত উৎসব অজ্ঞান—অর্থ ও প্রয়োজন বার কোবার
অতলে পেড়ে তুলিয়ে, আনন্দা পর্যন্তের মল শুধু সেই
মূল্যভারের থেকে টেনে দেওয়াছি। আত্ম কাল বাঁয়া
প্রাচীনমতের, নূতন কোনো উদার বিস্তারের সৌম্যর্যকে
সমাঙ্গ-চেতনার নূতন অর্থের সঙ্গে তারা এর মধ্যে
আত্মও সংযোজন করে দিতে পারে নি বার বাঁয়া সত্য
সরুভর্য হতে পারত। তারা অবিদ্যার হাওয়ার
উড়িয়ে বিয়েছে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ঐক্যাত্মকৃতির
কতিকুই—তারপরে নিজেরই হৃদয়মত অনেক কিছুই
যানে নি, আবার অনেক কিছুই যেনেছে। আর বাইরের
টিকে এর সঙ্গে যোগ করে দিল তারা উচ্ছ্বসন উচ্ছ্বাস

আর 'মাইকে'র চিত্ত-প্রবাহী অসীল শব্দভর্য। কিন্তু
এই-ই তারতের তথা বাহ্যাদী সত্যতার দেখ কথা নয়।
হৃদ্যচীন মূলের সেই পূজার অর্থ আত্ম নূতন করে তাতে
হবে, বৃত্ততে হবে—সমাঙ্গ-চেতনার অতঃপ্রবেশ করিয়ে
দিতে হবে। পরম্বালের এই শ্রীভূর্ণাপূজার মাহুতসালে
সাধকের মূল্যভারে বত ভাবনা ছিল মূলে বাওয়া সে মতই
আত্ম আবার নূতন আবেষ্টনে নূতন করে জানতে হবে।

'ভগবানসি এই মাহুতী আদো' এ বেদে সত্য তেমনি
এই মাহুতকে মিনি, যে শক্তি ধারণ করে আছেন, তাঁকেও তো
ভগবানসি। অস লাগে এই বিষের অণু পরমাত্মতে ছড়ানো
তার অবিদ্যাকে, আবার কাল লাগে তাঁকে আলাদা করে
নিরে পুণো করতে, ধান করতে, তার সাথে নিবের
সম্বন্ধকে বাচাই করে দিতেও। তাঁকে বতকল ভগবানসি
না, ততকল তিনি ভীষণাং ভীষণা—এ বিবে আবার
বাইরে শক্তির কি বিরাট বিপুল অধিষ্—কুর তুপধকের
মতও সেই শক্তির কাছে আবার মূল্য নয়। তখন সব
কিছুই আবার তার বেধার। আমি যে প্রেমে বিষের সব
কিছুর সঙ্গে এক হই নি—'দ্বিতীয় বৈ তৎ অমতি'—
দ্বিতীয় থেকেই তার। সব কিছুকে যদি ভগবানসাতে পারি,
সব কিছুকে যদি আত্মা বলে, আমি বলে বৃত্ততে জানি, নিজ
বলে দেখি, এ বিবে তখন তার কবে যায়—বত ভগবানসি
বাড়তে পারব—তার তত কমতে থাকবে। আবার সেই
বিরাট বিপুল শক্তি তো আবারও মাঝে? আবার অতের
সেই শক্তি কি আবার আত্মবান? না আমি তার অসীন?
আমি কি আবার ইচ্ছে মতই তাঁকে চালনা করতে পারি?
বাইরে মিনি, আবার কেতরেও তিনিই—ভগ তার আলাদা
বটে। কেতর বাইরের এই শক্তিকে যখন ভগবানসি, তখন
তার মাহুতপিত্ত—তখন আমি অতঃ হই। 'যদি আবার যা

আছে রে'—এ কথা যে সম্মতি জানে—বাইরেতে তার
 দ্বিদের তরু। সেই অতাই যিকের স্ত্রী সরেন, বক্ষা বসেন,
 প্রয়োজনে কংসও বসেন। বিপদেতে এই যে দীপা চলছে,
 আমার ক্ষুদ্র পরিসরেও আমাকেও তো এমন স্ত্রী করে
 করেই চলতে হয়, তাকে বক্ষাও করতে হয়, বসনও
 জীবনের প্রয়োজনে তাকে কংসও করতে হয়। তাহলে
 কোন সে কোনল বিধে ছড়িয়ে আছে বার ঘরা
 এই তিন চলছে অবিরাম—শ্রীমতীপূজার মধ্যে
 সাধক সেই কোনলকে হুঁকে গেরেছিলেন। শ্রীমতী
 পূজকের্তমানক্ষ অধ্যুত মহানাক এই দুর্গাপূজার যে গভীর
 ব্যাপক অর্থ তাঁর নানারাত্ন আশ্রয়ে, তাঁর স্ত্রীতা
 উপনিষদাদির আভাসিতে ও বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে
 গেছেন তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাক-জীবনকে নতুন করে
 গড়বার পথে সাহায্য করবে।

তিন দিনের পূজা মানব জীবনের তিনটি সাধনার
 যবন পৌছায়। শ্রীমতী আদিত্যের মতে পরমশক্তি নিজে
 আমার জীবনের দ্বারা এসে থাকিয়েছেন। বোধনের
 দিনের এই অর্থ যে, তিনি এসে গেছেন—আমার সকল
 দিয়ে তাঁর বাসস্থান রচনা করতে হবে, আমার বেহ
 মন প্রাণ সমস্ত বৃত্তিকে অবিকার করে সেই পরমশক্তি
 না বসবেন, আমি তাঁকে আমার মধ্যে গ্রহণ করতে
 দেব। তিনি তো চির জাগ্রত—বিজ্ঞ আমিই ঘুমিয়ে
 থাকি বলে দেখতে পাই না যে আমার শিরের তিনি
 আদিত্যের স্বাধি বসে আছেন। বোধনের দিন তাঁকে
 আমার সমীপে বসতে দেব। তিনি বিদ্রোহ, তাঁকে
 আমার মধ্যে ঢুকতে দিতে হলে আমাকেও বড় হতে
 হবে। বড় পূজা সাহস করবে কেন? নিজেও বড়
 হবার ভয়। সৈন্যবিনতার নীতিবদ্ধতা সাহসের তেজের
 ক্রোধের স্ত্রী করে—বড় পূজা করে, বড়কে নিজের
 ক্ষমা গ্রহণ করতে দিয়ে আমি বড় হব—নাইশেই
 তো সে পূজা ব্যর্থ হয়। 'বহুশ্রেণে সর্বকৌই ব্রহ্ম' এই
 শ্রীমতীশাস্ত্র-বাক্যকে ভুলেও সার্বক করতে হবে বৈ
 ব্রহ্মোপলব্ধি চেষ্টা দ্বারা। দুর্গাপূজার দিনে পরমশক্তি
 নিজেই এসেছেন—আমি শুধু তাঁকে বরণ করে নিয়ে

আমাকে লাভ করব, সার্বক হব। তিনি ব্রহ্ম-শক্তি, তাঁকে
 বরণ করতে আমাকেও ব্রহ্ম হতে হয়—এই নিজের ক্ষমতা,
 সীমারূপে তাকে কেনে বড় হওয়ার সাধনার মান পূজা
 করা।

মাহুযে স্ত্রী করে করে চলতে হয়, তাহলে তাহলেও
 চলতে হয়—নতুন স্ত্রী করতে পুরণো শিল্প তাহলেই
 হবে। স্ত্রীকে প্রস্তুতি দেবারে ব্যস্ত হতে হবে না—না
 হয়ে আছে তা হয়েই আসে, চারদিকেই শুধু সেন, নিজের
 দিকে চাইলেও বেরন তা একেবারেই নয়। নিত্য নতুন
 হচ্ছে। হচ্ছে না শুধু, হতে হবে—নিত্য নতুন না বলে
 মাছব সে অংশ বরণ্য করতে পারে না। চিরকাল
 একই রকম হয়ে চলবে, নতনের তেজের মধ্যেই এ অংশকে
 বাধা দেয়। অর্থ আবার পুরণের প্রতি তার রক্তের
 আকর্ষণ। এমন অসুত সবেই এই বিশ্ব স্ত্রী হয়েচে—
 নতনকে তার চাই-ই, আবার পুরণেরও সে চাহতে
 পারে না। এই অর্থই তো এত দীর্ঘ কালের এ স্ত্রী পুরণো
 হয়ে যায় না! নতন স্ত্রীর পথে পুরণো কোনই হুঁ
 হতে, কোনই হুঁ কতই হুঁ তাহলে হবে প্রথম দিনের পূজার
 তাই শেখার কথা। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে
 পুরণো অনেক হু সাফল্যও ছাড়তে হয়, কুল্যার ছাড়তে
 তো হয়ই। এই যে হু ও হু সাফল্য এই দুটোতেই
 হু ও বৈকট বলা হয়েছে। সাহসিকি বিপদগ্রহণ! বাইরের
 আবেশনে নিত্য নতুন ঘটনা এসে উপস্থিত হচ্ছে, তেজেরও
 সে চিরকাল একই রকমও বরণ্য করতে পারে না—
 আমার নতুন স্ত্রীর মুখে বাইরের আবেশনও বাধা দেয়,
 তেজের গভীরশক্তিকতার অস্তিত্বও তাকে সামনের দিকে
 এগোতে দেয় না। একই সবে সাহসের মধ্যে সামনের
 দিকে এগিয়ে যেতে আশ্রয়, আবার তাহলে তেজের
 অস্তিত্বের জানা না-জানার নিচুতান। স্বপূর্ণ এ অংশকে
 বৃত্তি দিয়ে কাটাতে বলে কুল সাফল্য বরণ না—অস্তিত্বের
 সাফল্যরূপ এই ব্রহ্মবৃত্তি ছেদ করতে হয় প্রথম পূজার
 দিনে কবি ব্রহ্মার সহায়তার যোগাযোগ। নিজের
 ব্যক্তিগত বৃত্তি লাঘব নাই এ ক্ষণে উত্তরাধার—তাই
 বিশেষে ছেদ দিতে হয় একটা ব্রহ্মের শক্তির কাছে।

তাইই মধ্যে নিঃশেষে স্থাপন করবার প্রচেষ্টায় এই ধর্ম-সম্বন্ধীও গর পার হয়ে মানবের দিকে এদিকে বাই নৃতন দৃষ্টিতে।

কিছু চিন্তা-মত্তিত এই সূত্রী-শক্তি বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত চিন্তা-ধারা যে ব্যক্তিগত স্মৃতিসমতা লাভ হয়, ব্যাপক গভীর স্বাক্ষরে তাহে তার মূল্য বতাই? বিচ্ছিন্ন একত নিঃক্ষেপে কতকণ রক্ষা তাহে? প্রত্যেক চিন্তিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সন্মততা। সন্মততা ছাড়া স্বাক্ষর মানে টেকে না, উঠত হয় না। বিচ্ছিন্নতাই অপর নাম মহিমাহার। একে অর করা যেতে পারে মহাপ্রাণীর ধ্যানে। অষ্টমী পূজার দিনের এই কথা: সর্বদেবতারায় এই মহাপ্রাণকে সন্মততাধারাই শুধু অধিগত করা যেতে পারে। চরীর আশ্রয় হচ্ছে দেহতারা একা একা মহিমাহারকে বহ করতে পারেন না। নিজস্ব বিচ্ছিন্ন সেই বেগমজির অপর্যায়ের আত্মনিবেশনের মধ্য দিয়ে সর্বদেবতারায় এই মহাপ্রাণীর ভ্রম। তিনি অর্থাৎ এক সন্মত দেবমজির বিচ্ছিন্নতায়ই মহিমাহারে ধ্বংস করতে পারেন। আর সন্মততাই এনে বেগে লম্বী—এইধর্ম বীর ধর্ম এই ত্যাগ বৈরাগ্য। মাত্র বতবানি সন্মত চতে পারবে স্বাক্ষরের কটন সংঘাতকে সে ভতবানি ভর করতে পারবে। সন্মততারও আবার স্বকমতর আছে। জীবস্বর্গের। হৃদীর প্রবর্ততা বাসের বেশী তাদের থেকে অধিকতর সন্মত এটা দেখা যায়। হৃদীই সাধারণত: তেজস্বির জনক—যে হৃদীর শিখরে জ্বর নেই। এই জ্বরহীন হৃদী সাধারণত বিচ্ছিন্ন করে। তাই জ্বরহীন, জীবস্বর্গী অংগপ্রাণ অধরকে বিচ্ছিন্ন বেগমজির অর করতে পারেন না। কিছু যে সন্মততা আর এক তার উপরে—মহাপ্রাণীতে বা দূর্ত—সেই জ্বরপূর্ণ সন্মততা দিয়ে বিচ্ছিন্নতার মহিমাহারে পরামিত করা গেল। সন্মততা চাই—কিন্তু সে সন্মততা যেন জ্বরহীন হয়। তাই তো মাতৃহৃতির মধ্য দিয়ে তাহে পেতে হচ্ছে—নইলে সে সন্মততা নৃতন সমাধ, স্বর সনাম গড়তে পারে না। সকল দেবমজির জিনে মাতৃময়ী যে শক্তি সূত্রী হল—সেই সন্মততা আমাদের শিখতে হবে। অংগপ্রাণ, জীবস্ব-

প্রাণ, জ্বরহীন যে সন্মততা তা মহাপ্রাণের বেগমজির, তা কল্যাণ এনে দিতে পারবে না। মহাপ্রাণীর পূজার প্রেমের আশ্রয় গলে পরমপরের সঙ্গে মিলে নিজে মায়াধারে এইধর্ম ধর্ম এই দুই পুত্রী লাভ করতে হবে। এই হল অষ্টমী পূজার তত্ত্ব।

এই যে সূত্রী হল—সে সূত্রী কি আমার ভোগ্যবস্তু? কখনই নয়। ব্যক্তিগত ভোগের কথা এ বিবে নেই। এ বিবে আছে ভজন্যর কথা। বিপ চরারের ক্ষর মুখ প্রাণী বততে আমার ভজন্যর দৃষ্টিতে বেগমজির হও, ভোগের দৃষ্টিতে নয়। ব্যক্তিগত ভোগাভ্যাসের উপরে ভী, প্রতি বতর প্রতি ভজন্যর দৃষ্টি আনার নাম নবনী দিনের পূজা। মহাপ্রাণীর ধ্যানে তাঁর সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধিয়ারা যে শুভ জ্ঞান লাভ হও, সেই জ্ঞানের প্রদীপে জানতে হবে শিখতে হবে যে, এ বিবে ব্যক্তিগত ভোগের স্থান নেই, সব বিচ্ছিন্ন ভজন্যর দৃষ্টিতে বেগমজির পারলেই তা 'সর্বভূতায়' হয়ে থাকে। চরী বার বার এই কথাটাই বলেছেন যে সব কিছু সর্বভূতের হলেই তা আমারও কাছে মনুষ্য হয়ে, নরত্যা তা অবল্যপকে অর দেখেই, অহংকার অসাম্প্রতিক থেকে আনবেই। যা কিছু সূত্রী হল তা সর্বভূতের মধ্যে ছড়িয়ে না দিয়ে যদি নিজেই ভোগে করতে বাই—তা প্রতিজ্ঞা সূত্রী করে আবার ভোগেও লাগবে না, কোন কল্যাণও এনে দেবে না। সর্বভূতের মধ্যে, সর্বভূতের সঙ্গে প্রত্যেকে তার অনন্ত হৃদীটুকু ধরে নেবে—সর্বভূতকে, বিশ্বকে বাহ দিয়ে নয়। যদি নিজের কথাই কেবল ভাবতে বাই, যদি নিজের স্বাক্ষরই শুধু করি—সর্বভূত আমার কাছে যাবেই। আমার বন বহুনিবন যদি তখন এই সর্বভূতের কথা যদি। অথচ জানি না বত হাজার হাজার বৎসর আগে আমাদেরই সাধক ঋষির কাছে বরা গড়ছিল যে সর্বভূতের না হয়ে, বিশ্বজন, বিশ্বাত্ম না হয়ে ব্যক্তি বা সমগ্র জীবনে পরম মঙ্গলকে পাওয়া যায় না। ঐশ্বরী ঐশ্বরী সত্যকে মনেছেন, তিনি 'একং বেদং সর্বভূতেশু গুণং', তিনি 'সর্বভূতাত্মজা'। ঐ চরীতে 'সর্বভূত' কথাটি এক দ্বানোই অজ্ঞত একুবার পাওয়া যাবে। ব্যক্তিকে সর্বভূতায় করেই সেধিমকার।

সাধক বস্ত্র ছেদ থেকে বাঁচবার পথের কথা বেগে নিয়ে-
ছিলেন। আমরা কি মুহুর্তে গেরেছিলাম সে কথা? তাই
নবমীপূজার কথা হল যা কিছু আমরা স্বপ্ন করলাম তা
কারো ব্যক্তিগত ভোগে লাগবে না, ব্যক্তিগত ভোগের
কামুকতা থেকে নিজেদের উদ্ধৃত্ত ভুলতে হবে এই সর্বভূতকে
নিজ বলে গণ্যকার জ্ঞানের মাধ্যমে। তাহলেই নবমী
হিবে মহা সন্তোষী পূজা সাধক।

তিন দিন ধরে একটা নিরাট ব্যাপক সন্তোষ কাচে—
সে সন্তোষ আমাদের কাছে শ্রীভক্তদেব, আমাদের প্রতি প্রেমদীন—
নিজেকে তথা সমাজকে অনুভূত করে দেবার কলমব্রহ্ম
স্বীকৃতির পথে নতুন করে বাজা করবার নক্তি লাভ হয়—
সে বাজা মহা মিলনের পথে আনন্দ-বাজা। তখন যে
জন্মের গুণ্ডা—তাতে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলিত হবার
উদ্যম—তাই-ই বিজ্ঞা, তাই-ই আমাদের বিজ্ঞ। নিজে
অতীতের ভালমন্দের জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে সামনের দিকে
এগোবার নক্তি লাভ করেছি, বিজ্ঞতার নাগদান থেকে
কেমে সমাজকে হতে শিখেছি, নিজের স্বপ্নকে ভোগ করবার
কামুকতা থেকে মুক্তি পেয়েছি—এখন তো বিজ্ঞ আপনি
আসবে।

এইভাবে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমাবদ অনন্ত শ্রীহর্গ
পূজাকে দেখেছেন, দেখাতে চেয়েছেন—এ রকম করে
উপলব্ধি করতে পারলে সমাজ-চেতনার যে বীর্ষ উৎসাহ হয়
আমাদের চারদিকের পথ না-পাওয়া বাগার দিনগুলিতে
এ বীর্ষ শুধু আমাদেরকে পথ কেটে বের করে দিতে
পারবে। তিন মিকে নিজেকে জিবা বিকৃত করেও যিনি

একই মহা যোগিনী নক্তি, সেই চিত্তিজগীকে, অবিলম্বে
ইচ্ছাপ্রাপ্তি-সেই ব্যাপ্তিবেগে, অগ্ন-প্রাপ্তি-সেই
জ্ঞানকে আমরা বার বার সন্তোষের আনন্দভার করি।
বিভিন্ন মনুষ্য বাজা বস্ত্র তা অনুভবশে সমাজের গুণ্ডে গুণ্ডে
অনুভূত হয়ে এতৎ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বা
হয়েই-সে আমাদের জীবনেও আনন্দ ব্রহ্মের করে
ভুলেতে, সেইসব অনুভবের সৌন্দর্য্য ও শোভন থেকে সমাজ-
জীবনেও মুক্ত করবার বীর্ষ এই শ্রীহর্গ আমাদেরকে দান
করুন সমাজে সর্বভূত-জন্মে চেতনা দিচ্ছেই শুধু আমরা
আমাদের কেতব-পাইয়ের এই অনুভবশক্তিকে পরাধীন বা
অপারিত্রিক করতে পারি এতৎ সে চেতনা আমাদেরকে
দ্বিতে পারবেন এই যোগদ্বারা শ্রীহর্গ নক্তি। আনন্দ প্রতি ব্যক্তিকে
গুণ্ড হয়ে স্বপ্ন-কামতা লাভ করতে হবে, গুণ্ড নক্তিগুণ্ডকে
সমাজকে হতে হবে, স্বপ্নকে বিশ্বের সেবার হরিণ লুট লাগিয়ে
বেগার চিত্তবৃত্তি লাভ করতে হবে—তবেই সমাজ-শোষণ-
কারী অনুভবশক্তি নিরস্ত হবে। শ্রীহর্গ পূজার সেই তত্ত্ব।
আমরা প্রত্যেকে যদি স্বপ্ন-কামতা লাভ না করি, আমরা
যদি সমাজ-চেতনার মধ্য দিয়ে স্বপ্ন না করি, আমরা যদি লুট
বস্ত্রকে হরিণ লুট দিয়ে সর্বভূতের করে দিতে না পারি,
তাহলে কি আমরা সমাজের শোষণ পীড়নের পরাভূত
করতে পারব? পারব না। তাই শ্রীহর্গ-তত্ত্ব দিয়ে
আমাদের উত্তোষিত হবে এ দুর্গোপ—এ যোগদ্বারা মাতৃ-
শক্তির প্রতি আমাদের একান্তভাবের নক্তি নিয়ে পার হতে
হবে আমাদের এই শোষণপীড়নের সত্ত্ব। শ্রীহর্গপূজার
সেই নক্তি-শক্তি আমাদের লাভ হোক।

‘আগেইন যেমন ভেদনই থাকিবে, অথচ তিতরে তিতরে পুরুষোত্তম জন্মিবে, ইহা হয় না।’ মনুষ্য যে নিম্নমি
পরে শুকাইয়া যায় তাহার কারণ আগেইনও ভয় না করার কলে আগেইন rigid চট্টা যায়, তখন আগেইনের
চাপ সে আর সামাল দিতে পারে না। মানুষ তো আত্মা ও আগেইনের সম্মুখে পুরুষোত্তম। আগেইন ভয়
করার পন্থাই ছিল বিপ্লব। আগেইনকে তিন ভাগে ভাগ করা হইতে পারে—(১) নৈতিক আগেইন,
(২) বৈদিক আগেইন, (৩) বৌদ্ধ আগেইন। ব্রহ্মযোগীগণের জীবনে পুরুষোত্তমের সঙ্গে আগেইনের
সম্বন্ধ নক্তি হইয়াছিল। না হইয়া উপায় নাই। অতীতের সব নৈতিক সংস্কার, বৈদিক সংস্কার ও বৌদ্ধ
সংস্কার নতুন প্রেরণাকে অস্বীকার করিবেই। কিন্তু নতুন প্রেরণাকে বরণ করিহাছে যে তাহাতে ছদ্ম চতুরতার
সহিত আগেইনের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আগেইন তাদিয়া নতুন করিয়া পতিয়া তুসিবার ওর সর্বস্বা ভাগকক থাকিতে
হইবে। এর কথা যখনই বক্ত হইল, তখনই অন্ধকার অন্ধা উগ্রা প্রাণ-সাধককে অন্ধ করিয়া দিবে।……’

শ্রীমৎ জন্ম মন্দের পর

‘মা’ আসিতেছেন

ঐক্যচীক

যমুন পাড়ার মাথা নিয়া আসিতে আসিতে ভাড়া অসংগত অহংকার শিরশের বিরামহীন চীৎকারে বহুতর্য্য ঝেঁইগান। পরীক্ষার এখনও অনেক বেরী। এখন হইতেই পরীক্ষার প্রভুতি চাপাইবার পাত্র তো ভাড়াটীর নয়। ব্যাপার কি হুঁতবার ভক্ত ভাড়াটেকে জাহিহেই সে বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ আদাকে সেখিয়া ভিতরে দিয়া বলিবার ভক্ত পিঁড়াপিঁড়ি করিতে লাগিল। আদার বলিবার সময় নাই আদারিয়া প্রায় করিলান—কি ব্যাপার? পরীক্ষার তো এখনও অনেক বেরী? বেশ, বেশ এখন হইতে উট্টয়া পড়িয়া লাগিলে এয়ার পরীক্ষার নিভরই হুলস লাভ হইবে। উত্তরে সে বংগা বলিল তাহাতে হুহ নাহুয়ের বস্ত্র নেটেই হুহ বাতিবার কথা নয়। ভাড়া হাসিয়া ভগবৎ বলিল, না ভ্রাং, পরীক্ষা নয়। তবে কি? বলিল—মা আসছেন না? তারই প্রস্তুতি চলছে। ব্যাপারটা এতক্ষণে বোঝা গেল যে, আগামী দুর্গাপুণ্যের ভাড়া কোথাও পূজণের আসন অলঙ্কৃত করিবে।

হটাসপটের হাটপ ঠাণ্ডারের ছেলে এই ভাড়া। বয়স উনিশ পার হইয়া ফুটতে ঠিকিয়াছে। ঐ বিতানিকতনের সন্তান স্নেহী ভ্রাতা। যে যে বিষয় কেস করিবার ভক্ত ভাড়া ভিন বছর বয়সী এসই স্নেহিতে পড়িয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে সংকৃত বরাবরই কন্দ। সেই ভাড়া এ বছর উপলীত ও হীকা প্রায় একই সংগে হইয়া দুর্গাপুণ্যের অধিকার লাভ করিয়াছে। তব্বিয়াছি উপনয়নের সময় সে দুই নিষ্টসহকারে সাতদিন ধরী হইয়া উপনয়ন উৎসব করিয়াছে। উৎসব কাহারও মুখবর্শন করে নাই। এমন কি কাগা বুদায় ইহাও জ্ঞান দিয়াছে যে, তাহারদের বিভাগরে যে শিক্ষক মহাশয় সংকটে এস, এ পাণ করিয়া সত আসিয়াছেন, বাস্তব হইয়াও তিনি নাকি ঐমান্ ভাড়াই হুহ বর্শন করিবার অধিকার পান

নাই। কারণ অতঃপানে জানা দিয়াছে যে, ভাড়াই কল পরম্পরায় বৈদিক স্নেহী এং শিক্ষক মহাশয় রাত্তির স্নেহী ভ্রাশ্ব। এই দুই স্নেহীর মধ্যে যেকতু রণ চল নাই হুতর্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ভাড়া ভরী হইয়াছে দুর্গাপুণ্যের সৌরোহিতো! অর্থাৎ পুণ্যের হিত কামনা।

তব্ব ভাড়া নয়—ভাড়া, হরি, বহু, মধু সতগেই সকল পুণ্যের এখন হিত হুহ হুহ বহিয়া করিয়া আসিতেছে, আর আদারও তাহাতে আদিষ্ট হইয়া একমনে তাবিত্তেই সত্যই আদারের বর্থাৎ হিত হইতেছে। এই হিতের ভ্রাতার আদার্য্য মনুষ্য হইয়াছি, অগাংকের হইয়াছি, অজানতার অন্ধকারে ভুবিয়াছি, হুহ হুহাভার বহিয়া আদার্য্য হুবিয়া আসিয়াছি আদার্য্য প্রভাপতি ভ্রাতার পদ হইতে ভ্রিয়াছি এং ভ্রাশ্ব প্রভাপতি ভ্রাতার হুহ হইতে ভ্রিয়াছে। হুতর্য্য আদার্য্যপকে পমানত করিবার শাস্ত্রীয় অধিকার ভ্রাশ্বের আছে। তাহার্য্য আদারের চিরকাল লাধি হারিবে এং পরিঘর্ষে চিরকালই আদার্য্য তাহার্য্যের প্রণাম করিতে বাধ্য থাকিব। অতঃ আদার্য্য এই যে, আদার্য্য একবারও তাবিবার চেষ্টা করি নাই এ নিয়ম কেমন করিয়া মুক্তিহুত হইল। হুহ কেমন করিয়া গরকে লাধি হারিবে অথবা গরুর এমন কি হুবিয়া আছে যে মুগকে প্রণাম করিবে? কখনও হুহ কন্দ হুদি কাহারো পদ অগারের হুধে মাগে তাহা হইলে লাধি হারিবার অগারধে তখনই লম্বাকাত বাধিয়া যায়। পুদিল না আদার্য্য পর্য্যন্ত তাহা আর খিট্টিতেই চায়ে না। এ হেন অসংগতিক যে কেমন করিয়া পাত্রকরণ শাস্ত্রীয় করিয়া তুলিল তাহা আদার্য্যের মত হুহ হুদির গরকে সন্যাসন করা সম্ভব নয়। তাহাতেও নিভার নাই। নানা প্রকার বিধি ও প্রকরণে পত্রকাতের আঠে পুঠে বাধ্য হইয়াছে। তাহার্য্যের পুণ্যের অধিকার নাই, ও পদ ব্যবহারে অধিকার নাই,

চৌপাঠে—বীতাপাঠে—দ্বাপাঠে অবিকার নাই, মারায়ণ শর্শ করিবার অবিকার নাই ইত্যাদি আরও কত নাই নাই তাহাদের মত পৰ্য্যাক্ত দৃষ্টিয়া আছে। তবু কখনা এই যে ঘটা করিয়া জ্ঞাত করিয়া পক্ষ্যক্রমে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে নাই নাই। এ সবল পরে বলি। বাহা বলিতে শুভ করিয়াছি তাহাই বলি।

ভাড়া দীক্ষা নইয়াছে তুর্গাপূজা করিতে হইবে বলিয়া। নক্তি পূজার দীক্ষা নাকি অবশ্যই চাই। নক্তিমানহেই নাকি কাঁচা অর্থাৎ জীবন্ত জীব পরিয়া যায়। এ হেন কাঁচা-থেকো যেতবার পূজা নক্তিপর না হইলে নাকি চলিবে না। পাশ্বে আবার কিছুমান জান নাই। তবে সংক্ষেপে দীক্ষা শেষের অর্থ যেন মনে হইতেছে, দীক্ষিতে জানম কীরূপে গাণ্যঃ। অর্থাৎ বাহা গাণ্য বা অজ্ঞানতা ঘূর করিয়া জান মান করে, বিদ্যা জান মান করে তাহাই দীক্ষা। আবার বিদ্যা জান হইয়াছে কি না জানি না। হয় তো হয় নাই। আবার যাকে রাগ করিয়া চুচ চাপক মারিতে দেখিয়াছি কিন্তু রাগ করিয়া কাহারেকও পরিয়া হইয়া কেলিতে বা পিশাসার্ত হইয়া কাহারও রক্ত পান করিতে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আবার যাকে মহাভীমা দেখিয়াছি, হস্ত-দুষ্কঃ দেখিয়াছি, বসঃ ভরকরাও দেখিয়াছি, কিন্তু দুঃ অবস্থার শিখণ্ডীঃ কবিরঃ দুঃ তবু আমি কেন কেহ কাহারও যাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই। তথাপি তুর্গাপোহ বোকা মাথার নইয়া যাকে অতিবিভারবননা ভিন্নাঙ্গন-ভীষণা হাক্ষী নাভিয়াই থাকিতে হইল। এই কাঁচা-থেকো মায়ের লগ্না—না না কৃপা—লাভ করিবার একমাত্র পন্থা হইল দীক্ষা লগ্না। দয়া না বলিয়া কৃপা বলিবার কারণটুকু বলি—মায়ের দয়া নাকি চাহিতে নাই। উহা নাকি আবার ভ্রান্ত্যং। যা যদি কাহারেকও দয়া করেন তাহা হইলে তাহার দৃষ্ট্য-অনিবার্য। যে মায়ের দয়ার রূপ দৃষ্ট্য তাহার কোষ হইলে যে কী এমন ইতর গিণেব ঘটবে তাহা যা নিচ্ছেই জানেন। এ হেন যা যখন আদিত্যেছেন তখন রীতিমত নক্তি সক্ষয় করিয়া, তিন পাক্ষা লাল স্ত্যায় আশঙ্ক করিয়া অটর কলে তিনদিন

আজ্ঞামত হুয়াইয়া বাগ মানাইবার ঠিক ভাড়া সম্প্রদায়কে না দিলে চলিবে কেন? আবার জিন্ম প্রক্রিয়া কি জানি যে ভাড়াবের অত্যাচারতনিত রাগে মায়ের কাল-মরনাঃ ঘোড়াঃ দুঃ করিয়া সবলভদ্রকঃ করিয়া তুলিয়া? কখন পরম্পরা খবরঃ ভাড়া সম্প্রদায় এ নিম্নর চালাইয়া আসিয়াছে। ইহাতে তাহাদের এগেটেরা অবিকার অস্তিত্যঃ। ভাড়াব উর্জতন লগ্নন পূজাঃর সে যেন কিংবদন্তিতে শুনিয়াছে, যেন এক লমবে তাহাদের কোন এক পূর্বপুত্র যেনের নিম্নমঃদয়ারে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সেই হইতে দত পুত্র অতীত হইয়াছে জানিঃ ভাড়া আশিক সেই ব্রহ্মণ নপতির দাকী ইয়া তহিয়াছে। তাহার কাছেই তহিয়াছি তাহার ঠাকুর্দা, না পি ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, চাৰুদা না ঐ জাতীর গিলের বাসাঃ করিয়া প্রকৃত অর্থোপার্জন করিয়াছেন। কালক্রমে দুঃলমানবের অত্যাচারে সর্বঃ পায়াইয়া সেপ ছাড়িয়া হটাঙ্গকে আদিত্য মাথা শুদিবের মান করিয়া নইয়াছেন। সেই হইতে বাজনই তাহাদের অয়ের এতমাত্র সংখ্যন। কালের পরিবর্তনে সর্বঃ যোগ্যোনা আশঙ্ক্যের বিষয় নহে, ভাড়ার পূর্বপুত্র ব্যবসায়ী হইয়াও যে কেমন করিয়া ব্রহ্মণ রহিয়া দিয়াছেন ইহাই অশঙ্ক্যে বিষয়। সম্ভবতঃ শ্রীঃদগবন্ত শ্রীতার জানযোগে নক্তিরাছি—জাতুর্ক্যঃ দ্যা স্ট্রঃ ভূবৎপদিক্যপণঃ। অর্থাৎ শুণ এবং কর্ম অঙ্গদারে আমি ব্রহ্মণ, কতিগ, বৈগ, স্ত্র এই চারি বর্ণের স্ত্রী করিয়াছি। শুণ এবং কর্ম অঙ্গদারে যদি বর্ষ বিতংগ ইয়া থাকে তাহা হইলে স্ত্র ব্রাহ্মণের কাষ করিলে তো তাহার ব্রাহ্মণ হইতে বাধা নাই, আবার ব্রাহ্মণ বৈগের কাষ করিলে তো তাহার ব্রাহ্মণ্য থাকিবার কথা নহ। বের যদি সত্য হয় তাহা হইলে শ্রীতাও অংগই সত্য। তাহা হইলে প্রকৃত-পক্ষে এমন তো কোন প্রমাণ নাই যে ব্রাহ্মণ অঙ্গ-অবিকারে ব্রাহ্মণ হইবে এবং অঙ্গর শ্রেণীও অঙ্গ-অবিকারে বার বার শ্রেণীভুক্ত থাকিবে। ভাড়ারের পুত্র ভাড়ার হইবেই এমন তো যোবা যায় না। অংবার বেদি বসু নাগিতের ছেলে ম্যামিট্ট ইয়া অনেক ব্রাহ্মণ কুণ্ডলের অংগপতিত চরিত্রের বিচার করিতেছে। অত্রে পরে ক। কথা।

কাম্বীরাণী মহাভারতের গুরুত্বের উপর নীচ জাতি দৃষ্টকো
কারণের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা বহু মনোহর বৈশিষ্ট্য
ব্রাহ্মণের দ্বারাও অনেক বস্তুই ব্রাহ্মণের জ্ঞান দ্বারা
প্রকাশিত হইয়াছে।

“মহাভারত জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু”

মনে মনে করিলেই এ মন্তব্য দিবে।

অতএব বহু মনোহর জ্ঞান নীচ জাতি

এবং কাম্বীরাণী জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

এই জ্ঞান দ্বারা বহু জ্ঞান প্রদায়ক বস্তু।

কল্পিত ইচ্ছা হয় নিখোঁচ সত্য বলিয়া প্রচার করিলেই
কি নিখোঁচ সত্য হইয়া যায়? সত্যের অপমান করিলেই
কি সত্যকে চাপা দেওয়া যায়? সত্য কি?—ব্রাহ্মণের
অধিকার লাভ করিয়া ও নবকে জানা?—তাহা হইলে
ব্রাহ্মণের উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ১ম—২য় ব্রাহ্মণের
বাক্য—পানী সংবাদে ব্রাহ্মণকে এ কথা বলিতে শুনি
যেন যে,.....অথ এতদ্বাক্যে পানী বিদিত। যঃ অধ্যাৎ
লোভাৎ দ্রোহিতঃ স ব্রাহ্মণঃ। অর্থাৎ, পানী, সেই
অন্ধর ব্রহ্মকে জানিয়া যিনি ইহলোক হইতে গমন
করেন তিনি ব্রাহ্মণ। এই কথাই ব্রাহ্মণ কি ইহাই
প্রতিপন্ন হয় না যে, সেই অন্ধর ব্রহ্মকে অর্থাৎ ওঁকার
জনকে জানিতে কাহারও কোন বাধা নাই, পরন্তু
যিনি ইহাকে জানিলেন তিনিই ব্রাহ্মণ হইবেন? ব্রাহ্মণ
পদেরও নবকও অর্থে ইহাই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম
জানতি যঃ স ব্রাহ্মণঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানেন যিনি
তিনি ব্রাহ্মণ। কাজেই ব্রহ্মকে জানিবার আগে ব্রাহ্মণ
হওয়ার কোন অর্থই হইতে পারে না। তাহা হইলে
এই নিরর্থক ব্রাহ্মণ নাকারীদের ও উচ্চারনের অধিকার
কমায় কেন বৃদ্ধিতে? নাহয় পূজার ক্ষেত্রেও সেই
একই হুতা—ব্রী-জাতি বা যজ্ঞের এই পূজার অধিকার
নাই। পূর্বেই বলিয়াছি শুধু নাই আর নাই। এই নাই-
এর কোন কারণও নাই। এটা নাই শুটা নাই অর্থাৎ
জানারীদের কোন পথই তোষাবের খোঁজ নাই—আমাদের
কার্য্যপন্থি পরিবার ভোজ্যের কোনও উপায় নাই কারণ
মহামুখীর পাত্রকারক তাহার পথও প্রায় নাই করিয়া
দিয়া তাহার মুখে বস্তু বস্তু নিষেধের পথই বসাইয়া দিয়াছেন।
তাই আধিকার যিনি বিকাশ দ্বারা নিষেধই সত্য হইয়া
দেখাইয়াছে। ঘটনাটা প্রকৃত পরিণাম কোন যেহু নাই।
কোন এক ব্যক্তিতে নারায়ণের সিংহ উপলক্ষে নিবন্ধিত
হইয়াছিল। প্রদায় পাইবার নিষেধ ছিল সত্য।
উপনিষদে পানী দ্বারা দ্বীপের বলাবলই একই সেরী
হইয়াছিল। যেন যেন বেশ একই পুণ্ড্র হইয়া উদ্ভাস-
দ্বিলাৎ যে আখ্যে ব্রহ্ম বিদিতদের জিত পণ্ডিত
হইবে না কারণ ইতিপূর্বে ব্রহ্মই তাহারা প্রদায় পাইয়া

যে বাহাৰ বাড়ী কিয়না গিয়াছে। কিন্তু পূজাবাড়ী
শৌছাইতেই বেণি সকলে মিলিয়া ইত্যন্তঃ হুটাহুটি
কৰিতেছে এবং সময়ে ঘৰ ঘৰ চলি। চৌক্য কৰি-
তেছে। ব্যাপ্যৰীয়া তাৎপৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে কৰিতেছি
এমন সময় বাড়ীৰ বড় ভেলে হেমন্ত কপালৰ ঘাম মুহুৰ্তে
মুহুৰ্তে আনিয়া ঠাকুৰ মহাইকে জানাইল—বেঙাল পাশি-
য়েছে। সীতেকে পাশেৰে এামে পাঠিয়েছি তাৰ একটা
বেঙাল ঘৰে আনিবাব হস্তে। ঠাকুৰ মহাপুৰুষে মূৰ দেখিয়া
মনে হইল তিনি দ্বাদশিবেন কি কাহিনেই কিছুই ঠিক
কৰিতে পাৰিতেছেন না। অবশেষে সাংগে তৰ কৰিয়া
বলিলেন—বেঙাল ছাড়াই এখাৰ পুৰো হোক। হেমন্ত
অগ্নিৰ্ম্মা হইয়া বলিল—বেঙাল ছাড়া পুৰো হওে নানে ?
আমাদের সাত পুৰুষ ধৰে এই নিয়ম চলে আশিৰে, —
নারায়ণ পুৰোৰ পাশে বেঙাল না বাগলে পুৰোই অশুভ।
ঠাকুৰ মহাই কি আর করেন। এই বহুমানেরই তাহাৰ
আগম। কাৰেই তাহাৰ অপেক্ষা বরা ছাড়া আর উপায়
কি ? কোতুল নিযুক্ত কৰিতে না পাৰিয়া আদিও শেষ
বেণিৰাৰ অপেক্ষাৰ বহিলায়। অবশেষে বিভাগ আদিল
ৱাজি ১১টাৰ এবং পূৰ্বাৰে এশাল পাছী এখন বাড়ী
কিৰিয়ায় তখন ৱাজি ১টা পাৰ হইয়া গিয়াছে। বিভাগ
বাধাৰ তাৎপৰ্যটো অশুভ পৰে হেমন্তেৰ বাহাৰ এক
হুঃশাসকীয় ঠানব্বিৰ মূৰে তুলিয়াছিল। ব্যাপ্যৰীয়া
এইৰূপ—হেমন্তেৰ কোন এক পূৰ্বপুৰুষেৰ একটি পোষা
বিভাগ ছিল। সে এক অগৰা ছিল যে কোন কিছু ব্যা-
ত্ৰয় আদিশা থাকিলেই তাহাতে তাহাৰ স্মৃতাৰ মাত্ৰ বিক্য
বৰ্জিত। কয়েকবার অসন্তুৰতা হেতু পূৰ্ণাঙ্গকরণে তাহাৰ
মূৰ লাগায় সে শুনি কেলিয়া বিয়া পুনৰায় উপকরণেৰ
বান্ধা কৰিতে হইয়াছে। তখন হইতে পূৰ্বাৰ ব্যবস্থা
হইলৈই পূৰ্বকৰ্মী আপো তাহাৰ পাশে বিভাগটিকে বাঁধিয়া
রাখিছেন এবং পূৰ্বা শেষে ছাড়িয়া দিছেন। কালক্ৰমে
এই নিয়মই বিভাগ বাধা নিয়মে আনিয়া কাড়িয়াছে।
এখন মুসকিল হইয়াছে এই যে নিষেধেৰ বিভাগ না
থাকায় অপর বাড়ী হইতে বিভাগ আনিয়া বাঁধিতে হয়।
কাৰ্যকালে সে দিন পাশেৰ বাড়ীৰ বিভাগটি পলাইয়া

যাওয়ার পাশেৰ এাম হইতে বিভাগ আনা হইল,—বাধা
হইল,—পূৰ্বা হইল,—নিয়মবন্ধা হইল। এইৰূপ আনাগেৰে
আৰি সকল নিম্নেই বিভাগ বাধা নিয়মেৰ মত মূল হইতে
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িগাছে। আর এই সকল অজ্ঞতা-
জনিত নিয়মেৰ চাপে আমরা আমাদের স্বত্বশকে তুলিতে
পাৰিছাছি, তাহা না হইলে নারায়ণ অৰ্থাৎ নৱেৰ অয়ন
বা পুতি বাহাতে অথবা নৱে বাহাৰ পুতি তাহাৰ পূৰ্বাৰ
নৱ-পদবাচ্য হইয়াও আমাৰেৰ অধিকাৰ নাই কেন ?
কে বলিল বেণী পূৰ্বাৰ আমাৰেৰ অধিকাৰ নাই—চতী
পাঠে, শত্ৰু পাঠে আমাৰেৰ অধিকাৰ নাই ? স্ততিবাণী
সাময়গেৰে স্বকাৰেও ত্ৰিৰামচন্দ্র আৰি হইয়া, যাবৎ
স্বাক্ষৰ হইয়া যায় বেণী পূৰ্বা কৰিয়াছেন। শ্ৰীচতীৰ
জ্ঞাপন অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—“হুৰণ ও সমাধি
উত্তরে নদীতটে দুৰ্গদেবীৰ দুবুৰী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া
পুষ্প, দুগ, নৌপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা বেণীর পূজা করিলেন।
শ্ৰীচতী-উক্ত হুৰণ ছিলেন আৰি এবং সমাধি ছিলেন
তৈতে। শুধু ইহাই নহে। উক্ত শ্ৰীচতীপাঠেৰ দলভতি
নামক ধাৰণ অধ্যায়ে চতীপাঠ বিধেৰে তো কাহাৰও প্রতি
নিষেধাচ্ছা আৰি কথা হয় নাই বহু বলা হইয়াছে—“যে
যাক্তি এই চতীপাঠ কৰিবে বা অসমৰ্থ হইলে অৰণ
কৰিবে তাহাৰ কল্যাণ লাভ হইবে।” এই ‘বে যাক্তি’
কথা, তাহাৰ মধ্যে কি একমাত্র ত্ৰাক্ষৰ কুমাবেছাই
পৰিগণিত হন ?

কোঁকেৰ মাধাৰ কি বলিতে বদিয়া কি বলিতে শুক
কৰিয়াছি। অত্ৰুৰাহেৰ আলাৰ এতক্ষণ পাঠক সাধাৰণেৰ
উপর দ্ব্যন্ত অত্যাচারই হইয়া গেল। যাহা বলিতেছিল
তাহাই বলি—। বা আশিৰেছেন। ভাড়া হইতে শুক
কৰিয়া বেণো, ইলা, কামাৰ, কুমার, শুকি, ব্যাণ্ড, লাইট,
মাইক্ সকলেই এবাৰোপে একত্ৰি পৰ্ব চলাইতেছে।
সবলেইই দু’ এক গলদাৰ মূৰ বেণিৰাৰ সময় আশিৰাছে।
ইতিমধ্যেই কুন্দুৰুগাল্লালেৰ উপরে নোটপ আৰি
হইয়াছে। প্রতিবেশীৰাও বাদ যায় নাই। বা আশিৰেছেন
আৰ মধ্যবিত্তেৰ মূৰ শুকাইতেছে। বেহ বেহ এ লগতে
কটাকট কৰিয়া গিয়াছে—‘পাঁচটোকা দিতেই আপনাৰ মূৰ

জকিরে থাকে, আর যেখান তে।—আগরতলা, কুনকুন-
 ওয়ালাঘের কত হাফা। হাজার টাকা টালা দিতে যেখানে
 যাবে তারের তো মুখ তুলে না। লোকে বলে পুত্রের
 এত টাকা উড়িয়ে দ্বিতীয় বারের বরকার কি। তাহা কি
 একবার জেবে দেখেছে যে এই টাকাগুলো আমরা বড়
 মোক্ষের কাছ থেকে এনে ছোট ছোট ব্যবসায়ী নামে
 কুমার, হুসুখা, কুশের মোকাম, লাইট, হাইক, ব্যাণ্ডে
 জকিরে দিছি। তাহলেই জেবে যেখান আমাদের উদ্দেশ্য
 অংশ নর। এক হাজার টাকাটা অর্থেছিল সেটা আমরা
 এই উপলক্ষে এনে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিছি। এতে
 বাছরের আশক্তি থাকা উচিত নয়। দস্তাই আগরী থাকা
 উচিত নয়। উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য অতীত মহান। স্বাভাবিক
 অর্থনীতির উদ্দেশ্যই বোঝা উত্তরদ্বারা। আমি নিত্যই
 স্মরণ। পূর্বাগতের দিনে পয়সা পড়া আসিলে খুশী হই
 বই কি? কিন্তু অর্থদর্শন জাকিলেই যে মুখ শুকাইয়া যায়।
 অগম্য আদর্শে গুনিবার যোগ্যতা বোধের বোধী দিয়াছেন।
 তাই বন্দই প্রেরণ—টাকা জুড়ি কোথা হইতে
 আসিতেছে? উত্তরে গুনিতে পাই—পুণ্ডিতের পকেট
 হইতে। হুঁ! একদিনের মধ্যেই যে টাকা বরত হইয়া যায়।
 তখন আবার তাহাতে যদি এতগুলি টাকা পেল কোথায়?
 পুনরায় সেই হুঁ! হুঁ! পথের মধ্যে গুনিতে পাই—আমরা
 বলা হইতে আসি আগর তথ্য কিরিয়া। বই।
 তা বার হাউক। বহুদিন যিন যে সবলই টাকার
 মুখ ঘোষে এখিন ইহা কালই হইল। সকলেই মোটামুটি
 খুশীতে আছেন। কিন্তু পোল ধরিয়াছে বাকুলকে
 নইয়া। দশদীর দিনে তাহার পাদা করিয়া দেবীর বা
 বেনকাকে অর্থাৎ আমাদের দ্বিবিমাকে কাঁচাইয়া কানাইয়া
 দিতেছেন। তাহার নাকি কজাকে বস্তুর বাজীতে
 পাঠাইতে হইবে। এ তাহারই বিবাহ ব্যাধ। তাহার না
 হয় একটা অর্থ বাহির হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহার
 সহিত গলা বিলাইয়া আমরাও যে কামিতে বসিয়াছি—
 ইহার ভাংখা কি? না নাকি বস্তুর বাজী হইতে গারি
 বিবের মত বাগের বাজী আসিয়াছিল। করিয়া ইহাই
 প্রকাশ করিয়াছেন। না হয় বানিয়া লইলাম না নিলাম

আসিয়াছিল। এমন বিবাহ লইতেছেন। তাহা হইলে
 আমরা কামিয়া যন্ত্রিতেছি কেন? না তো তাহার সম্বন্ধ-
 নের তাহার বাগের বাজী কেলিয়া রাখিয়া দাইতেছেন না!
 কোন মাতের সম্বন্ধে তাহারের দ্বিবিমার বাজীতে
 আদর্শের বস্তুর পড়িয়া আছে ৫০৭ ২। ৫০৭এ একবার
 করিয়া আসিয়া দেখিয়া দাইতেছেন ইহাতে কখনও গুনিয়াছি
 বস্তুর মনে পড়ে না। না বন তাহার বাগের বাজীতে
 আসেন তখন সম্বন্ধের আদর্শ হইয়াই বলা কারণ—
 তাই তাই তাই দানবাজী দাই, দানী দিল মুখ-তাতে দুয়ারে
 বলে দাই। কিন্তু তেমনই আবার মাতের সহিত দ্বিবিমার
 সম্বন্ধ কোনও সম্বন্ধ এমন অস্তরে কালাকটি বরে বস্তুর
 তো মনে হয় না। ইহাতেও নিশ্চয় হইল না। মাতের
 বাগের বাজী আর বস্তুর বাজীর দুয়েরে যথায় লইয়া
 একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে। যা হইলেন (বহু) নগাবিলাস
 বিলাসের বন্য আবার তাহার দানী অর্থাৎ নিবের বাজী
 বিলাসেরই উত্তরে কোন শিবর বৈদ্যালে। অর্থাৎ
 হুঁ! হুঁ! কলিকাতার কোনও বাজীর একতলা দোতলার
 মতই। কামিলাস না গো! কবি যেন তাহারের বিবাহের
 ঘটনাটিকে আবার প্রশ্ন-বস্তির বিবাহ বস্তুর বস্তুর
 ছেন। তাহা হইলেও হইতে পারে। ইহাতে সন্দেহ একাল
 করিবার তেমন কোন হেতু নাই। বাসস্থানের ব্যবধান
 এখন মাত্র একতলা দোতলা তখন ইহাতে বিভিন্ন কিছুই
 নাই অস্তর আমাদের চোখের সাধনে প্রতিবিম্বিত বাহা
 বস্তিতেছে তাহাতে অবিরালের কোন হেতু দেখি না।
 বাহাই হউক আমরা মোটামুটি বস্তুর লইতে পারি না
 দোতলা হইতে একতলার আসিয়াছেন। এমন আবার
 দোতলার দ্বিবিমার উপক্রম করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে
 এত কাঁচিয়ার কি হইল? আমাদের ব্যস্ত অজ্ঞতা
 যে সাক্ষী দেয় তাহা হইল নিম্নলিখিত ও বস্তুর পাশাপাশি
 হইলে উত্তর পরিবারের সম্বন্ধ বড় মধুর হয় না। বিশেষতঃ
 নিবের মত দানবাজী, যে সর্বদাই দেখা ভাঙ করিয়া পড়িয়া
 থাকে, তাহাকে সম্বন্ধবহা দেখিয়া দ্বিবিমার সম্পর্ক বস্তুর
 দ্বিবিমার মত মানসিকতা থাকা করিবার উদ্দেশ্যে অস্তরঃ
 আমাদের সাধনে কিছু নাই। এই সব দেখিয়া গুনিয়া

মনে হইতেছে ব্যাপারটাকে লইয়া কবিকুল এত গৌরী
 ষাড়াবাড়ি করিয়া কেলিয়াছে যে, কোথাও সংগতি রক্ষার
 উপায়টুকুও রাখেন নাই। অসংগতির উপর অসংগতি।
 সমস্তার পর সমস্তা। এখন আবার সমস্তা হইয়াছে পণ্ডিত
 মহাশয়ের লইয়া। বহুল-প্রচারিত শব্দিকার মধ্যে তাঁহার
 বড় বড় হরকে বোঝা করিয়াছেন—“যেবীর নৌকার
 আগমন। কলং—নৌকারাৎ পত্ন বৃদ্ধি। যেবীর ঘেঁটকে
 গমন। কলং—ছত্রকলসরসংগমে।” সেবী নৌকার আসিবেন
 সংগে লইয়া আসিবেন শস্ত্রের প্রচুর্য। আবার ঘোড়ার
 কিরিতেন তাঁহারই আনা শস্ত্রকে তখনছ করিয়া দিয়া,
 মাহুবে মাহুবে বাহাতে মাহামারি হানাহানি করে তাহার
 সকল প্রকার সংশোধন করিয়া দিয়া। এ প্রসঙ্গ পঠক
 সাধারণের কাছেই রাখা বাউক। তাঁহার্য কি কখনও
 দেখিয়াছেন—কোন মেয়ে শওর বাড়ী হইতে লব বিব্র
 লইয়া গিয়া বাগের বাড়ীতে গিয়া আসে আবার কিরিবার
 সময় সেগুলি লব নষ্ট করিয়া দেয়? বরং যেহা দায় অনেক
 মেয়ের আবহার ও অবিকার রক্ষা করিতে অনেক পিতা-
 মাতা হিমশিধ হইয়া যান। যদি এই রূপই হয় তাহা
 হইলে কি ইহা তাবিবার যথেষ্ট অবকাশ নাই যে, মাহুঘের
 মুগ্ধকে অহুগহিত রাখিয়া যে বাহার বেয়ালের খেলায়
 মাকে যেমন খুশী তেমন কথিয়া প্রকাশ করিয়া আগমার
 কাবের ধরে চুহি করিয়া চলিয়াছি? তাহা না হইলে কি

মাকে আঘাতা বিলর্জন দিয়া এমন করিয়া পর করিয়া দিতে
 পারিতাবে না তাঁহার মাহুঘটুকু বিলর্জিত হইয়া কেবলমাত্র
 মুগ্ধী বৃত্তিটাই আঘাঘের কাছে একমাত্র সত্য হইয়া
 উঠিতে পারিত?

তাহা হইলেই দেখা বাইতেছে প্রতি বছর এমনিকাঘে
 মাকে লইয়া আনরা কিজন তাহাশাটাই করিয়া চলিয়াছি!
 প্রতিটি জীং-মগৎ জগু-পদমাংসর মধ্যে বাহার অনেক লীলা,
 জনমানসের অন্ধরে বাহার নিত্য বসতি,—তাঁহার পায়ে
 কাদা সেপিরা, রক্ত মাখাইয়া ভাড়া সন্তানদ্বয়কে নানা
 প্রকার ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত যোগাযোগ
 রক্ষা করিবার টিকা দিয়া আনরা মাইক্ এবং ব্যাণ্ড
 বাজাইয়া বা—মা—মা—মা—দণ্ডিক মাতাইয়া তুলিয়াছি।
 মা যে কোন ষণ্ডিত মুহুর্তের মত আসিয়াই নিঃশেষিত
 হইতে পারেন না, তিনি যে সর্বদা সকল মাহুঘের অন্ধরে
 থাকিয়া বিশ্বরূপের আভিনায় পাশ্চত সংগঠন পড়িবার
 কাজে প্রতিনিয়ত অহুপ্রেরণা যোগাধিতেছেন, তাহা তুলিয়া
 দিয়া আঘরা আত্ম পূজার উৎসবে মাতিয়া দিয়া আত্মলভার
 অকলুপ্তি ঘটাইতেছি। মানসিকতার এই অবস্থার ফল
 বহুল বছর বছর আমাদের ঘনসভা নবল “মা
 আসিতেছেন” আর আসল “মা” অর্থাৎ কণাময়ী, শক্তিময়ী
 ‘মা’ উপরোক্ত কাণ্ডকারখানা দেখিয়া লবনের হৃদয়-মন্দিরে
 বসিয়া কাষের হাদি হাসিতেছেন!

‘নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চকলের তনি শব্দকনি
 বন্ধ তোর গুঠে বগরদি
 নাহি জানে কেউ
 রক্তে তোর নাচে আমি লম্বুশ্রেণ ডেউ
 কাশে আমি অরণ্যের ব্যাধুলতা,
 তাঁরের লবন তোর পাড়ে থাক্ তাঁর
 ডাকাশনে ফিরে

লম্বুশ্রেণ বাকী
 মিক তোরে টানি
 মহাপ্রোতে
 পদ্মাতের কোণাংশ হতে
 অতল জীবনে—অতল আশোতে,

—রবীন্দ্রনাথ

যে শতকে দিতে দিতে নব উজ্জীৱন
 ভারতের চক্রবালে অকণ-কিরণ
 লেগেছিল নব মহিমায় ; ভেগেছিল
 চারিভিতে সে প্রভাতে প্রাণের স্পন্দন—
 তনিস্রায় অবসানে নব সুৰ্যোদয়ে
 সে মহিমা-পাথরীতে এসে প'রে
 নব যুগ-ভাবের প্রেরণা ; বাহা লজ্জিতা তোমার স্পর্শ
 অননী-জন্ম তরিয়া উঠিল—চারিভিতে ভাগে দ্বি ।
 বেধার বৈভব, বেধার ছাং, বেধা পুঞ্জিত বেধনা,
 বেধার অত্যাধ, বেধার আতি, বেধা ছুসই বাতনা—
 অনবদ্যের ব্যথা শু বেধনা
 নিরুত লকেছে বরণ্য বত না ;
 লকেছে লায়না-প্রদেপ তব শুধা মহা-মহীতান !
 দাচক তখনো হয়নি বিনু লজ্জিত তোমার দান ।
 তব প্রাণোদ্ধল আত্মস আত্মান—কুশা-প্রদীপিত মূক্তি
 বিচার মূক্তি প্রভাবিত করি শ্রীঅরবিন্দের আনিল মূক্তি ।
 নরের মাঝারে হেরি নারায়ণ
 নারায়ণে জুনি করেছ বরণ ;
 বাঙালীর হিয়া অধির মহিমা একদা যে প্রেমে মাতিল বহ
 সে বৈকুণ্ঠ-প্রেম ছুসয়ে লজ্জিতা সাধব করেছ সে অহুহর । *
 আশ্র সেবার কোণ বিলাসের আদম লালস করিয়া ছিন্ন
 যেশের সেবার আভির সেবার রাণিলে ত্যাদীর চরণ চিহ্ন ।
 পরশাসনের খেলনার দ্বানি
 চিত্ত তোমার আনিয়াছে টানি
 শত বাধা শত বিপদের মাঝে টলে'নি তো বহু চরণ তব ।
 বাধা পেলো প্রেম অস্তিত্বান হয়ে কবিত অল সে অস্তিতব ।
 জীবন তোমার ছিল প্রেমে কদা নিঃশেষে তার করেছ দান ।
 জীবনের সাথে সে প্রেম বিলাসে চির কাশর যে মহাপ্রাণ ।

মহাপুরুষ সন্নিধানেন

(১)

দুর্ঘ বধন ওঠে তখন ঘনীর প্রাণায় খেতে বীন পরিভ্রম
পূর্ণ হুতীঃ কেউ তার কিরণ-প্রদায় খেতে বঞ্চিত হয় না,
তেনমনি বধন মহাপুরুষগণ এই পৃথিবীতে অতীর্ণ হন
তখন সাধক তরু হুতীজন তাঁদের সধ লাতে কৃতকর্তার
হন, আবার তারা অতি সাধারণ অজ্ঞ জন তারাও তাঁদের
দর্শন পায়। আবার মত অতাজন ব্যক্তিও সেই কাণে
কয়েকজন মহাপুরুষকে দর্শন লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল।
যার কল্যাণে পশুও নিরিন্দ্রিয় হয়ে এ যে একান্ত তাঁরই
করণীয় সত্ত্ব হয়েছিল এই কথা শ্রবণ করে কৃতজ্ঞ ভিত্তে
সেই কাহিনী বিবৃত করি।

আমরা বালক বয়স থেকে কেউ কংক্রেনী, কেউ বা
সহাদাবাদী। মোট কথা, সে সময়ে ছাত্র লম্বাতে বামী
বিবেকানন্দের আদর্শ এবং বেণচরম ও বেণব্রননীকে
বাবীন করবার উদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষা অপ্রবৃত্ত সর্বদা যথেষ্ট
আগুরু ছিল। দেখা যেত যে ছেলেটি বাছুর নেহাৎ
তালোমাস্থ্য নিরীহ গো বেচারা, সেই হুত মারাত্মক
অবস্থায় পাচারের সবচেয়ে বিখ্যত পরিবারক। তা হাত্য
অবস্থায়ের চেয়েও মারাত্মক আর এক প্রেীর মিনিস
তখন আমাদের নাড়াচাড়া করতে হত—তা হল ব্রিটিশ
রাষ্ট্রকোষে বাজেরাণে বই—পর্যবেক্ষণ ‘পণের গাবী’
উপভাস, ‘কাবোডি বড়ন’, কন বিগনের ইতিহাস, কালী
বিষ্ণু সেনগুপ্তের কাব্য ‘অশ্বিরের চাবি’ এমন কত কত বই।

এই সব কাণ্ডে আমরা বাঁধের নির্বেণ অস্থায়ের সলতায়
তাঁদের একজন কলকাতায় ছিলেন। আমি তখন সবে
কলকাতায় এসেছি এবং খুঁজে খুঁজে তাঁর বাসায় গিয়েছি।

এক তলার নীচু ঘর—প্রায়শ্চকর। তক্তগোয়ের
উপর আমার সেই রাষ্ট্রনৈতিক দায়ার সঙ্গে আর এক—

॥ শ্রীসন্তোষকুমার দে ॥

জন ব্যক্তি বলে কথা কইছিলেন, পরে পরিচয় পেয়েছিলাম,
তিনি বহিরাঙ্গের শিখায় নেতা বং যোগ। তিনিই
পরবর্তী জীবনে রাষ্ট্রনীতি পুরোপুরি ত্যাগ না করেও
সাধনার পথে অগ্রসর হন এবং শ্রীমৎ বামী পুরুষোত্তমানন্দ
অবদুত নামে খ্যাত হন। আর বামী পুরুষোত্তমানন্দ-রচিত
বহু মূল্যবান গ্রন্থ পড়ে বিস্ত্র সেই দিনটির দর্শনের কথাই
আমার বারবার মনে পড়ে। মনে পড়ে তিনি অতি
সাধারণ মানুষের মতই সাধারণ বেশ পরেছিলেন, তবে
আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তাঁর কথার মধ্যে
তেজোবীর্ণ তথিটি অমনোকে মুগ্ধে অভিভূত করেছিল।

এই ঘটনার বহুকাল পরে তিনি ১৯৪২-এর আগস্ট
আম্বোলনে বন্দী হন, সংবাদে জেনেছিলাম, আমিও
আরওতঃ পরিক্রম্য বেরিয়ে পড়ি। আর তাঁকে দর্শনের
সৌভাগ্য হয় নি।

[২]

বিতীয় যে মহাপুরুষের কথা মনে পড়ছে তিনি স্যাক
শ্রীমৎ দাস বাবাজী। তিনি আমাদের গ্রাম মুলনা কোলার
মূলধরে এক শিল্পের ব্যক্তি এসেছিলেন। আমরা ছাত্রেরা
তাঁকে ঘিরে বাসে তাঁর অদ্বুতম বাণী শুনেছিলাম।

জন্মভূমির কাছে গুনেছিলাম শ্রীমৎ দাস বাবাজী
সংসার-জীবনে একজন কৃতী আইনজীবী ছিলেন, কিন্তু
সংসারে সকল দক্ষতা অবলোকে করে তিনি সত্য্যসংগ্রহ
করেন। আমি বধন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি বয়সে
প্রৌঢ়, ছটাছুটাতী কঠোরব্রতী সন্ন্যাসী। তাঁকে দেখলেই
অজ্ঞ হত।

আমাদের তিনি উচ্চ আদর্শ অগ্রহণ করবার নির্বেণ
দিয়েছিলেন। তাঁর যে শিল্পের দৃষ্টি তিনি অবস্থান

কহছিলেন সেখানে তাঁকে পুণ্যতরু অবস্থাতেও দেখে-
ছিলাম। পুণ্যর অমন অতিনিবেশ আমি জীবনে আর
কানো দেখবার সৌভাগ্য পাই নি।

পরে ঐশ্রীমন্ত দাস বাগাঝীই উত্তর সাধুর ধনঞ্জয়
বাগাঝীর সঙ্গে আবার কলকাতা আসেন এবং আবার অধা-
তরুণ ইংরাজী অধ্যাপক অধ্যক্ষদের চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে
আশ্রয় হয়েছিল। তখনও তিনি স্মৃতিতে আসীন হানি,
বহন অন্ন, বমনীয় হেমনয় ব্যক্তি, কিন্তু কি অসুখ স্মৃতি-
সুখ হাস্যশ্রীমন্তিত মুখাবলি। তিনি আমাকে ছোট
তাইয়ের মত বোধে সজ্ঞা বহনকেন। যে ক'দিন তিনি
কুলনার দুইশ বোঝা গৃহে অবস্থান করেছিলেন রোগ দেখা
হত, দেখা হলে যে কি আনন্দ হত তা লিখে যোঝানো
হবে না। আমি যে বাগাঝীকে ঐশ্রীমন্ত দাস বাগাঝীকে
দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম এ কথা কখনই যোগ্য
তিনি আমাকে অত বোধ করতেন।

পরে তিনি সন্ন্যাসীভাবে ব্যাতিমান হন, কিন্তু আর
আমি তাঁর সাধনা শব্দের সৌভাগ্য পাইনি।

[৩]

বলেনে পুণ্যর মনুষ্যই আর এক মহাপুরুষের সন্নিধান
মালাবিক কাল কাটিয়েছিল। তিনি বিহারের পুণ্ডরিক
অধ্যাপক আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ মহাশয়। এখন
কাশীতে তাঁর আশ্রম সখিক প্রসিদ্ধ। কলকাতায়ও পাখা
আছে। তিনি ছাত্রদের ব্যাখ্যান করা করা, অধ্যাপক পালন
করা, স্বাক্ষর দিচ্চা এবং বর্ষগ্রন্থ পাঠ প্রকৃতির বিষয়ে
এমন মনোভাষ্যে কলকাতা যে আশ্রম ছাত্রের দল তাঁর
প্রতি পতীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনিও নিয়ে
উচ্চ শিক্ষিত, তবু প্রবচনে প্রাণকণ্ঠে গঠিত নিরঙ্কর
জগৎকোষের মধ্যে থেকে তাদের কল্যাণের জন্য প্রাণগত
পরিশ্রম করে তাঁর অধ্যাপক আশ্রম পড়ে চলে ছিলেন।
তিনি কানো ছাত্র গ্রহণ করতেন না, বিহারের জনবসতি-
হীন বনাকলে করেকটি শিল্পকে নিয়ে নিম্ন হাতে চাষ
করে কলকাতায় তাকে প্রাণাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে নিম্ন
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যায় সেই অকস্মেচ্ছকিত দেখা দিত। তিনি স্বামীর
ইতিহাস আলোচনা করে দেখলেন, আগে যেখানে ঘন
অরণ্য ছিল সেখানে বনস্পতির আশ্রমে প্রতি বৎসর
প্রচুর বৃষ্টি হত। পরে বন কাটা হই, বৃক্ষহীন বন
অকস্মেচ্ছকিত বহু হয়ে বরষার প্রাচুর্য দেখা দেয়।

তিনি নিজে সন্ধ্যাতে একটি বৃক্ষ বন্যনার ১২ ঘটনা
করে ছেপে সেই ১২ বিশেষণ করে প্রাণবানীয়ে মনে
অন্যর ভাবে জাগলেন, কলকাতা, একটি বৃক্ষও যে ভবিতে
পূর্বে থাকিবে কলকাতা তার বহু পূর্ণ। হলে। নিজে
অচ্যে হাজার পাছের চাষা আনিবে নামদায় মূল্যে
তিনি সবলকে বাড়ী বাড়ী পৌছে দিলেন। বিনামূল্যে
দিলেন না, তাহলে বিনামূল্যে সোনার তিনিস পেলেও
লোকে তার দান বোধে না।

এই বৃক্ষ রোপণের কল হাতে হাতে কল, তিনি
থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কল বৃক্ষহীন অকল ভ্রাম্য
কল পাখার ছেয়ে কল এবং পর্বতসেবের আশ্রমের বার-
বর্ষ নেমে আসতে লাগল—বনের বরা হু হু হু, হু
অস্মিত কল কল, লোকের মুখে হাসি ফুলে।

আর কোন সন্ন্যাসী সন্ধ্যার এমন ভাবে সেবা করতেন
কল আমি আরও তিনি।

সেই স্বামী স্বরূপানন্দ বার পূর্ববৎ সন্ধ্যার অবতরণ
কাহিনী একটি চলচ্চিত্রেও প্রবৃত্ত হয়েছেন দেখে চক্ৰবর্ত্ত
হয়েছি, তিনিই আবার মত অতি অত্যাধিক ব্যক্তিকও প্রায়
তিনি বহু পরে কলকাতার বর্ষগ্যালিস্ট্রীটের আশ্রমে
কল লোকের মধ্যে থেকে প্রাণ সেয়ে উঠেই সাগ্রহ
সন্ধ্যায়ে বসিত করেছিলেন। ছাত্রবীনে মালাবিক কাল
প্রত্যয় তাঁর সঙ্গে থাকতাম, তিনি বহু পরে সেই
মল্ল্য ছাত্রকে প্রোট অবস্থায় দেখেও পরিচায় নাম
থরে সন্ধ্যায়ে করে কলকাতা এর করা কোন শক্তির পরি-
চায়ক আমি নে। কিন্তু তাঁর বিধি কল্যাপকর শক্তির
কথা তাঁর সহস্র সহস্র শিল্প তালোকাথেই আনেন, তালো-
কাথেই আনেন তাঁর কঠোর প্রার্থনায় কি হসতীর প্রত্যয়।
ঐহং স্বরূপানন্দ স্বামীকে একজন চলমান শিবদ্বিতীয় মতই
মন হই আমার। [কলকাতা]

নিরক্ষরতার অভিশাপ ও শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ব

॥ জীরমেশচন্দ্র রায় ॥

২৪ বৎসর পূর্ব হওয়ার পরেও বেশ কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে বেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনভাণ্ডারের সম্বন্ধেও উৎসবও সাড়ধারে পানিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক উন্নতি বা কল্যাণ কতটুকু সাধিত হইয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ করিয়া যেখার অবলম্বন আমাদের এখনও হয় নাই।

এই প্রগতি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক অবস্থার পর্য্যাপ্তোত্তীর্ণ না করিয়া মাত্র একটি বিধেই আমাদের আলোচনা সীমিত রাখিব।

বড়ই দুঃখ এবং লজ্জার বিষয় যে দেশ স্বাধীন হওয়ার ২৪ বৎসর পরেও দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা শতকরা ৬৭। স্বাধীনভাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া করা হইয়াছিল যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কাম যে হুব বেই আগ্রহ হইয়াছে তাহা কলা চলে না। দেশে নিরক্ষর ব্যক্তির শতকরা গড় ৭০ হইতে কমিয়া ৬৭ তে পৌছিয়াছে এই মাত্র।

দেশের নিরক্ষরতা হুব না হইলে আমাদের কতিয়ং অন্ধকার। নিরক্ষরতার অভিশাপের ফলে নানা দুশিক্ষা কলঙ্কার সমাজেবোঝের সর্বত্র বাসা ধাঁধিয়া রহিয়াছে।

আমাদের একটা বড় অজ্ঞান আছে যে কোনও কাজের কথা উল্লিখিলে আমরা সহকারের বোধ, জটীক অবলোকার কথা বলিয়া নিজেদের জোব জটীক চাপা দিয়া থাকি, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের নানা প্রকার অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ঐ সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধা বিষয়ে আমরা অতিমাত্রায় সচেতন। কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিকের যে দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সে কথটা আমরা সুশিলা বাই।

একথা অনবীণাধি যে বর্তমান এই লজ্জার নিরক্ষরতার অভিশাপ দেশে হইতে হুব না হইবে ততদিন দেশের ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ অসম্ভব।

নিরক্ষরতা হুব করার প্রচেষ্টার সরগার কি করিয়াছেন বা করিতেছেন সেই আলোচনা না করিয়া দেশের সারীভাবে আমরা কতটুকু কি করিয়াছি তাহা একবার শিক্ষিত সমাজকে তাহা দেখিতে অহুরোষ করি, অথচ একথা বোঝহয় বলা যায় যে আমরা সকলে মিলিয়া যদি ঠোঁট বন্ধি তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই মানিকর নিরক্ষরতা হুব করিতে পারি।

সম্প্রতি পরগজিত্যার সংবাদ বাহির হইয়াছে যে অল্প সময়ের চেষ্টার ২৪ পরগনা জিলার খোজাতা গ্রাম হইতে নিরক্ষরতা একবারে হুব হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে আগ্রহ ও আত্মসংগতি থাকিলে নিরক্ষরতার অভিশাপ হুব করা বৈতন্য হইলেও মোটেই অসম্ভব বিজ্ঞ মনে।

এই কাজে দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষতঃ হুব সমাজেরই অগ্রণী হইতে হইবে কেন, তাহা এতটুকু আলোচনা করিতেছি।

ভারতবাসী আমরা সকল কাজের সঙ্গেই দায়িত্ব যোগাযোগে অত্যন্ত এবং বিবাসী, আমরা আমাদের আর্থিক পরমার্থিক সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ওজন যেমন দেবতারের কাছে শুদ্ধ, পিতামাতার কাছে ভক্তি ঠিক তেমনিই মুক্তার মানব সমাজের কাছেও আমাদের স্বপ্ন রহিয়াছে। আমরা কাছে সফলতা লাভ করিলে যে যেবীর পূজা অর্জনা দ্বারা দেবত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করি, উপায়কম হইলে বহুত্ব শিকামাতাকে সর্বপ্রথমে প্রতিপালন করি এই তাহেই পিতৃপন দাতৃপন পোষ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা

সমাজের কাছেও যে আন্দায়ে ভণ আছে তাহা পরিপোষ করার কোন চেষ্টাও করি না। সমাজের কাছে যেন এং বিতাবে আমরা ভণী সে কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

চাষী তাইহা নাথার দান পরে কেনিয়া আন্দায়ে ভণ দান, চাউল, গম, শাক পত্রী, তরকারী ও ফলমূল উৎপাদন করে বলিয়াই আমরা সংক্ষেপেই দান দিয়া ইচ্ছামত সেই সব সংগ্রহ করি। জেলে বিলাসিতা কর্তৃক বৃত্তি বোত উপেক্ষা করিয়া কল্লার পরিপ্রবেশে আন্দায়ে ভণ দান করিয়া আনে বলিয়াই আন্দা ইচ্ছামত দান দাইতে পাই। খোশা আন্দায়ে কাপড় কাচে, দানিত খোরক করিয়া আমাদিগকে দান করে। মুচি দ্বারা সেলাই করিয়া, দ্বারা বানী নংগিয়া সে বলিয়াই আন্দা চরকে দ্বারা পরিয়া দ্বারা বেড়াই। দরজী আন্দায়ে কর্মসমত আন্দা ভৈয়ী করিয়া সে বলিয়া আন্দা সৌবিন দান পরিতে পাই। সমাজে যদি চাষী, জেলে, খোশা, দানিত মুচি দেখে প্রকৃতি না দানিত এং সবকাজ যদি আমাদের নিজহাতে করিতে হইত তাহা হইলে এই সব কাজ করার পরে আমরা কি আর ফুলে, বসে, বিশিষ্টালয়ে গড়ানো করার মত সময় পাইতাম? তাহা হইলে দেখা দাইতেছে যে আন্দা ফুল কলনের গড়ানো করিয়া এং বিভিন্ন পান করিয়া ভাল চাষী বা বাবদা দানিয়া করিয়া যে উন্নততর জীবন দান করিতেছি তাহার পিছনে এই চাষী, জেলে, খোশা, দানিত, মুচি, দেখে প্রকৃতি দোকানের অবদান অনবর্য। অবশ্য এই সব কথাবলিত নীচ জাতীয় লোকদের কাছে অর্থাৎ কল্লার দানব সমাজের কাছে আমাদের যে অপরিণীম ভণ রহিয়াছে তাহা কি আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছি? এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সহায়তায় আমরা যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছি এং তাহার ফলে আমরা উন্নত এং উচ্চমানের জীবন দান করিতেছি সেই শিক্ষার ভাগ তাহাদিগকে আমরা কখনও দেই নাই, তাহাদিগকে অবদান করিয়া হুইয়ে পরাইয়া রাখিয়াছি। অবশ্য তাহাদের মধ্যে একমাত্র শিক্ষা বিভাগের দ্বারা আন্দা তাহাদের ভণ পরিপোষ

করিতে পারি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সহায়তায় আমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের সহায়তা করিয়া আমাদের ভণ পরিপোষ করিতে আমরা সক্ষম: ও ধর্ম: বাধ্য। এই কারণেই সবে সবে আমের কল্যাণ দান করিতে পারি।

কেহ যদি বলেন যে চাষী, মজুর, জেলে, খোশা, দানিত, মুচি, দেখে সবলের নিকট হইতেই আমরা দান দিয়া ভিনিষ বা শ্রব দইয়া থাকি, তাহা হইলে আর আমাদের ভণ কোথায়? একটু চিন্তা করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দাইবে। হইতে হইলে বিয়োগ করিলে শূন্য থাকে—কথাটা একমাত্র পরিভের বোলাই থাকে। বাস্তব জীবনে হইতে হইলে বিয়োগ করিলে শূন্য থাকে না, আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। আমি হয়ত সামান্য বেতনে চাকরী করিয়া কাগজে সন্দের প্রতিপালন করিয়া থাকি, এই ক্ষুণ্ণের বাস্তবে প্রাণ বাঁচিতেই প্রাণান্ত—মাসের শেষে হাতে কিছু কমান্ড দ্বয়ের কথা বার বোনা করিয়া দিন চালাইতে হয়। এই ৪৫ মাসের শেষে যদি পরিবারের কোনও মেয়েমেয়ে গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে নিকটতম প্রতিবেশী বা বন্ধুর নিকট হইতে ১০০ টাকা বার করিয়া আনিয়া ডাক্তার ও ঔষধ পোষার ব্যয়পোষা ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হই। সমরোচিত ব্যবহার কলে যোশী হয়ত অগিরেই অসুস্থ হইয়া উঠিল। এখন আমি প্রতিবেশী বা বন্ধুকে ১০০ টাকা দিয়া দিলেই কি তাহার বোনা সম্পূর্ণ শোধ হইয়া পেল? ১০০ টাকা বার নিয়াছিলুম, ১০০ টাকা শোধ করিলাম, এখানে ১০০ হইতে ১০০ বিয়োগ করিলে কি শূন্য থাকিল? কল্লার বানিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকে না কি? তাহা হইলে দেখা দাইতেছে যে চাষী, মজুর, জেলে, খোশা দানিতকে তাহার মিনিসপন বা পরিপ্রবেশে ভিনিষে কিছু অর্থ প্রদান করিলেই কি আমাদের সমস্ত কর্তব্য এং দান দাইতে শেষ হইয়া পেল? তাহাদের কাছে আমাদের কল্লার ভণ কি অবশিষ্ট থাকিল না?

কথাটা অপর একটি দৃষ্টিকোণ হইতেও চিন্তা করা
অবশ্যক। এ কথা কে না জানে যে আমাদের পূর্ণ-
পুরুষগণ সাধারণতঃ এই সপল তথাকথিত চোটলোকদের
মাংস বলিয়াই মনে করিতেন না, সামান্ততম অপরাধে
ইহাদিগকে কর্তব্য তাহার সালাগানি গিয়াছেন, এমন কি
মৈত্রিক নির্বাসনও বাধ যায় নাই। এই কবে কতক
মানব সনাতনের কাছে যে পাশ উল্লেখ্য করিয়াছেন তাহার
শাস্তি কে তোগ করিলে? পূর্ণপুরুষদের অধিত বনত,
বাড়ী গাড়ী আমরা মনের আনন্দে ভোগবল করিয়া
থাকি। স্বতঃ তাহাদের পাশের প্রায়চিত্তও আমাদেরই
করিতে হইবে। যদি তাহা না করি তাহা হইলে কি
হইবে বা হইতেছে একই চক্ষু খুলিলেই তা দেখিতে পাই।
আমি আর যোগা বাড়ী বাড়ী কাপড় নিতে আসে না।
আমরা নিজেরাই তাইং ক্রিনিংয়ে কাপড় ছায়া দিয়া রদিন
নিয়া থাকি এবং নির্দিষ্ট তারিখে লাইনে ঝাঁড়াইয়া নগদ
টাকা জমা দিয়া ছায়াকাপড় ফিরাইয়া পাই। নাপিত
বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কৌরব করি না। আমরাই সেসুনে
বাইয়া বাহিরে রোডে লাইন দিয়া অপেক্ষা করি কখন
আমার গোলা আসিবে। এইভাবে সনাতনের নীচু গণের
লোকদের সঙ্গে আমাদের পূর্ণপুরুষগণ যে দ্বন্দ্ববোধ করিয়া
গিয়াছেন তাহার প্রায়চিত্ত করিতেছি এবং আরও অনেক
প্রায়চিত্ত আমাদের করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মার
অমর কবিতাটি স্থান করি—

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ, ধানের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মাংসের অধিকারে,

বঞ্চিত করেছ ধারে,

সমূখে ঝাঁড়ারে রেখে তবু কোলে দাঁও নাই স্থান,

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।”

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

ধারে জুনি নীচে বেশ সে তোমারে বারিবে যে নীচে
পক্ষেতে রেখেছ ধারে সে তোমারে পক্ষেতে টানিছে।

জ্ঞানদের অধিকারে,

আফালে ঢাকিছে ধারে,

তোমার মল ঢাকি গচ্ছিতে সে ধোর বাধান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।”

অস্বস্ত্যহ্রী! কবিদিগে যে সপল কথা বলিয়া গিয়াছেন
আমি কি আমরা স্বকরে স্বকরে তাহা সমাধে প্রতিদানিত
দেখিতেছি না?

এত কথার পরে আমি বলিতে চাই যে, যে সপল
তথাকথিত নীচত্বাসিন্দু অধিকার অধিকারে জুড়িয়া
জীয়াত” হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার
কটাইয়া তাহাদিগকে সত্যিকার মানব করিয়া তোলার
দায়িত্ব আমরা কখনও অস্বীকার করিতে পারি কি? ইহা
কি আমাদের নৈতিক কর্তব্য নহে? আরও যদি আমরা
এ কর্তব্য অগ্রহণা করি তাহা হইলে পরিশ্রমে কি হইবে
তাহাও তা কবিদিগে বলিয়া গিয়াছেন—

“দেখিতে পাও না জুনি বৃত্তান্ত ঝাঁড়ারেছে ধারে,
অভিগাণ ঝাঁক দিল তোমার আভির অধিকারে।

সবারে না যদি ভাক,

এখনো গরিয়া থাক,

আপনারে বেঁধে রাখ জেদিকে মজারে অভিমান—
বৃত্তান্তে হতে হবে চিত্তাক্ষেপ সবার সমান।”

অথচ কতটা এমন কিছু দুঃস্থ নহে। প্রতিটি
শিক্ষিত লোক বিশেষতঃ যুগ সম্প্রদায় যদি যথার্থ গ্রহণ
করিয়া প্রত্যেক বৎসরে একটি বা দুইটি লোকের
নিরক্ষরতা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তবে
অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ হইতে নিরক্ষরতার
অভিগাণ দূর করা খুব বেশী কষ্টসাধ্য নহে।

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ দীর্ঘ ছুটির
সময়ে স্বাক্ষরের লেখাপড়া শিখাইতে চেষ্টা করিলে প্রতি
বৎসরে ২৫ লোকের নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব। একই
আগ্রহ ও আত্মরিক্ততার সহিত চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে
কয়েক সপ্তদশ লাখ করা হইতে পারে।

বেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার আছেন। সরকার
যদি নিয়ম করিয়া দেন যে শিক্ষিত বেকাররা নিরক্ষরতা
দূরীকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে চাকরী পাওয়ার সময়ে
ইহা বিশেষ যোগ্যতা ও গুণ বহিরা পরিগণিত হইবে তাহা

হইলে যখন হয় শিক্ষিত দেশেরা এই নিরক্ষরতা যুগ
করার কারণে ততী হইতে পারেন।

শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ যুগ সমাজ এবং শিক্ষা
বিতরণের বহুশক্তি তথা বহুটি একটু তাবিয়া দেখিবেন
কি।

অসহ্য মানবের বিধর বৃশক্তি এ বিষয়ে আগ্রহবিত
হইয়াছেন। সন্ততি বাসতে যে কলামে বহুত উঠে। ১০,০০০
৭৭ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করিয়াছেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে
নিরক্ষরদের মত অনেক শিক্ষণেত্র স্থাপিত হইছে
এটাও যুগসমাজের কথা।

ইতিহাসের হাতে

‘ইউনিভারসিটি’—

আমার যন্ত্রে ‘ইউনিভারসিটি’

‘গ্যালকাটা ইউনিভারসিটি’।

আমার মনের আশা স্বপ্নের

তোমার বেবেছিলো

আমার পৈশব অতিক্রান্ত প্রত্যয়ে।

তোমার মহিমায়ী জগ

উন্নতি হইছিল আমার কাছে বিশ্বাসে।

আর প্রতিজ্ঞার প্রতিশ্রুতি হইছিল

তোমার শেষ দিগন্তে পোনাই হু

জিতে নেবার বাসনা।

সেদিন আমার চোখে বেবেছিলো

তোমার অনবদীর প্রভা—

তিনি-যন অতীতের বাধন ছিঁড়ে

অন্ধকারের পথিককে দীপনের আলোকে

পথিস্রাত করার যোগ্য।

আমার সেই হারিয়ে যাওয়া রতিন যন্ত্রে সেগেছিল

দীপন-জিহ্না তৎক্ষণে-কুটিল যাত্রা-কটী

‘নালন্দার’ বাহু।

॥ শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ॥

হায় হবেনাগ!—

তোমারো হৃৎগোপন হইছিল

বাহুগতির দায়া,—

হৃদয়েছিলে তোমার বর্জবানের ইতিহাসের

এক রতিন-পথনে।

তুমি তত—

সত্য তটী দার্শনিক—

সে তুমি নও।

তোমার ইতিহাসের রতিন পুটী বা কাগজের,

সামকরনারসে দার গারে লাপেনি কলসের ছোঁয়া,

আর এক ইতিহাসের সত্য শক্তির কাছে

আমি পরাস্ত, নিঃশব্দিত।

তোমার-দিনের সৌরযোজ্ঞ না।

আমি তার তুণের অনিবার্ণতার কাছে পলাবত।

তুমি বেবেছিলে তার উৎসর্গের প্রথম ফল।

উদ্ভাস তব্রিহের যে ছবি তুমি এঁকেছিলে

তোমার স্বপ্ন মেটেলে,—

সে তোমার মনে।

তুমি তো জানো না, তোমার শেষদিনের

যেবে যাওয়া অগ্নি তোমারই হৃদয়ে

কিরে গেছে পুত্র ছবরে,
তোমার দিবারের প্রথম তিথিতে।
আমিও চিনেন
তোমার বহু কথিতের এক বহু
বর্তমানের মায়াজনে কথিতের স্বপ্ন রচনায়।
আজ তেনাতে আমাতে অনেক বৃহ—
বাক্যের কঠিন সংকটে।
অতীতের বাস্তব পটভূমি আমার দ্বিগুণে
কথিতের পূর্বাভাস।
আজ আমি জনতে পাছি আমার
অগ্রে 'ইউনিভারসিটি'—
'ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি'র
অনিবার্য পরিণামের পথকানি।
শতশত কুতী ভাষের প্রতি জোটা গোথের মল,—
অবশ্যের সার্থকতার দূর অ'ফলনের অংকত,—
তাঁদের অধ্যাপিত্যের খোঁজের খোঁজ
বাঁধে তুলেছে তার তলাতল।

'ইউনিভারসিটি'—
আমার অগ্রে 'ইউনিভারসিটি'
'ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি'।

তুমি কি কেবেহ
মাক-মাকিগের ইতিহাস বাগলী ?
এখন কি বেখনি তোমার অতীতের মৃতদণ্ড ?
সেই কি গম নি তোমার
প্রহর গেমার মিথ্যা অংকন ?
তুমি কি কেবেহ কালের সত্য মিথ্যা কোরে
বর্তমান হয়ে উঠে পাবক ?
আমি জানি আমি নেই
কোন ইতিহাসের পাতায়।
বিজ্ঞ কাল বিজ্ঞী,—
সে চলে আসন ঘরনের প্রতিরূপে
নিম্নের পৃষ্ঠা দিহনে ফেরে—
ইতিহাস হুই কোরে কোরে।
আমার জন্ম নিতরেনো ভাষায়,
লেখকের কালিতে কালি কোরে
পৃষ্ঠা কুটী দিয়ে সেলম কালের হাতে।
তার ইতিহাস হুইর পতিতে
যত কোরে বেখার শব্দ তোমার নেই—
নেই শক্তি বক্তার মৃতকটা দীর্ঘবাসের
অভিন্যাকে প্রতিহত করায়।

"বহু গো, আর মলিতে পারি না, বহু বিখ-মালা এই বুক,
মেথিরা শুনিয়া কেনিরা গিরাছি, তাই বাহা আসে কই মুখে,
রক্ত কড়াতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বহু কথা বহু ভাব আসে নাক' মাথায়, বহু, বহু মুখে।
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বহু, বাহারা আই মুখে।"

নজরুল

সমুদ্রের গহ্বরে অনন্ত অজানা

॥ খ্রীস্টোবান্স সেন ॥

জানার শেষ নেই, সত্যিই নেই। কিন্তু তবুও আমরা জানবার চেষ্টা করছি দিনের পর দিন। জ্ঞান লাভের পর তত্ত্ব গড়ছি অসংখ্য, অগুণ্ণিত বই। বাঁটছি মহানুশাঙ্গান সব পুঁথি। কিন্তু বই, তবুও আমাদের জ্ঞানদিপাল্য মিটেছে না। মিটেছে না আমাদের কৌতূহলের লাগল।

যাক, বইটুকু আমরা দেখছি আমাদের চোখের সামনে, তা থেকে মোটামুটি একটা ধারণা, একটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু যেগুলি আমাদের চোখের আড়ালে ঘটেছে, যেগুলি তির্যকগামী আমাদের সূত্রের বাহিরে, সেগুলিই আমাদের কৌতূহল বাড়িয়ে চলেছে দিনের পর দিন। স্থলে, আকাশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, যে সমস্ত নজীর রয়েছে, সেগুলি আমরা কিছু কিছু দেখতে পারছি, দেখাতে পারছি, কিন্তু যেগুলি ভলের তলার ঘটেছে, সেগুলিই রয়ে গেছে আমাদের অজানা। আমরা লম্ব চলে, দুখ চোরে বসে আছি জুহুসেবের দুখ থেকে কিছু নতুন খবর শোনার আশায়। সমুদ্রের তলার যে সমস্ত জীব, অদ্ভুত, প্রাণী আছে, যে সমস্ত নিত্য নতুন ঘটনা ঘটেছে, তা শুনে বিমল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে কিছু কিছু ঘটনার বিবরণে।

তাই প্রথম থেকেই কিছু কিছু ঘটনার মাধ্যমে সমুদ্রের গহ্বরের অনন্ত অজানার নিবর্ণন দিতে শুরু করছি, জানি না কতখানি সার্থক হবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

জলের তলার যে সমস্ত প্রাণী আছে, তার মধ্যে হাঙরাই অত্যন্ত। “হাঙর”- নামটা শুনেই একই ভাব করে, সত্যিই ভয়া ভয়ঙ্কর। ওদের শরীরে কোনও হাড় নেই, সমস্ত শরীরটাই স্থল স্থল তক্তব সমষ্টিতেই তৈরী। সমুদ্রের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওরাই সংখ্যে দিকারী জন্তু। একেও জোরে সাঁতার কাটতে পারে ওরা। ওরা সাধারণতঃ ঘাড়, কঁকড়া ও সমুদ্রের নানারকম পান্থগাছরা খেয়েই

যেঁচে থাকে। কিন্তু তাই বলে মানুষ গেলে ওরা কিছু ছাড়বে না, মিনতি করতের মধ্যেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। হাঙরাই প্রধানতঃ সমুদ্রের একমাত্র খোদ্দা। যেমনি চোরাহা ভেঁমনি ওদের হুঁচি। আর আছে প্রচণ্ড হিংস্র-শক্তি। একই নিঃশাস নিয়ে হুঁচকি থাকে, কোথায় আছে ওদের শিকার। কতকগুলি হাঙর আছে আবার মল বেঁধে বোরে। সাং-মেরিনও হেঁচাই পারে না এদের এই মলের আক্রমণ থেকে।

এক রকমের হাঙর আছে বেঙলির চোরাহাটা লম্বাটে ধাপের, মাথাটা চওড়া থেকে সরু হয়ে গেছে একেবারে বর্ণীর মত। এদের মুখটা থাকে মাথার তলার দিকে। কিছু ছুটা চোয়ালে সাধানো আছে ছোঁয়ার ফলার মত অসংখ্য দাঁত। এইগুলিই ওদের অস্ত্র।

হাঙরের মধ্যে অশেখাকৃত তথাকার হল “বায় হাঙর” (Tiger Shark), এরা লম্বা প্রায় পনের থেকে ত্রিশ ফুট। ছোটবট জীবজন্তুকেই এরা খেয়ে ফেলে। কোন কোন সময়ে অস্ত্র হাঙরদেরও খেতে দেখা যায়। সেইসকল হাঙর মগতটাই এই ক্ষুদ্রে রাক্ষসদের ভয় করে চলে।

আর একরকমের হাঙর আছে, বেঙলির হং সাধা, এরা অত্যন্ত শক্তিশালী, এরা আবার “মাছ-খোকা” বলে পরিচিত। এদের সব সময়ই দ্বিধে। “২০ ফুটাই জলের বহরকম বড় বড় মাছ আছে সেগুলি খেয়ে থাকে। সমুদ্রে যদি কেউ হান করতে নামলো তো আর হকে নাই। এরা বেশীর ভাগ সময়ই তীরের কাছে কাছেরই ঘোরাফেরা করে। এরা প্রায় চল্লিশ ফুটের মত লম্বা হয়। এই হাঙর সোঁটির পূর্ণপুরুষরা এক একটা জল-বানব ছিল। পূর্বাভাস থেকে নব্বই ফুটের লম্বা শরীর নিয়ে এরা সমুদ্রে কাঁপিয়ে তুলতো।

আমরা বইটুকু জানি, সংখ্যে প্রকাণ্ড হাঙর হল “ভিনি হাঙর” (whale shark), এরা লম্বা প্রায় পঁচাত্তরশ

থেকে পকাশ হুটির মত এবং এদের ওজন বেশ কয়েক টন। প্রকাণ্ড মৃগসদৃশ, ছোট ছোট চোখ আর খাটালো দাঁত নিয়েও এরা কিছু মাত্র খনের কোন ক্ষতি করে না। সাধারণতঃ সমুদ্রের নানারতম মাছ খেতেই এরা বেঁচে থাকে। সত্যিই তাতে অস্বাদ লাগে।

জলের আর এক স্তরে মানবের নাম হল দগ্ধ মাছ (Dog fish)। এরা প্রধানতঃ উত্তর আটলান্টিকের দুই পারে ঘুরে বেড়ায়। এদের গায়ের চামড়া একেবারে অম্লময়। অনেকসময় এদের চামড়া শুকিয়ে কাঠ পালিশের কাজে ব্যবহার করা হয়। এরা আবার দুইরকমের হয়। একদলের মূখটা অশ্লোকৃত্ত কোঁতা ও অপর দলের মূখটা সামনে বেশ খানিকটা লম্বা। সামনেটা দেখতে ঠিক কব্জার মত। দুইখারে কাটা সাধানো। এদের গায়েও প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকে। যে কোন ছোটখাট জলজন্তুকে এরা কাহিল করে দেয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই।

জলের তলারও তৃত্যসারী জন্তুদের আত্মনির বহর আমরা পেয়েছি। অনেক রকম তৃত্যসারী জন্তুও এদের নীচে দিখি আছে। তার মধ্যে কোঁদর, নীলমাছ, শিকু-ঘোটক এরা হল ও স্দের অনবিশেষই থাকে। কিন্তু যে সকল জন্তু শুধুমাত্র জলের নীচে থাকে তা হ'ল তিমি (Whale), ডলফিন (Dolphin), তুতক (Poooise) ও তৃণকোষী জলজন্তু বর্গ। Manatee ও Dugong।

Manatee জাতীয় যে জলজন্তু, এদের চোরাচাঁটা এবে-রারে কিছুকৃতিমাকার। বেশ বড়সড় ও ভারী হলেও ওরা কিছু জলের নীচে ওদের শরীরটাকে দিখি ইচ্ছিতে চলিয়ে বেড়াতে পারে। ওদের পায়ের দিকটা অসুস্থ ঘোঁটা খরখের, এই পায়ের সাহায্যেই ওরা ঘোঁটা শরীরটাকে চালনা করে। এদের বাক খুব ছোট, চোখগুলো স্থল স্তলে, মূখটা অদৃশ্য রকমের কোঁতা। এদের চরিত্রটা প্রায় মাছেরের চরিত্রের লগ্নে মিলে গেলেও এরা কিছু প্রকৃত্ত তৃত্যসারী জন্তু। এরা আবার ওদের লেজটাকে ওপর নীচে উঠিয়ে নাড়িয়ে সাঁতার কাটে, জলের নীচে একটানা বেশকিছু থাকতে পারে না, প্রায় ১৩১৭ মিনিট থেকেই এরা উপরে উঠে পড়ে। এরা সাধারণতঃ পরিষ্কার

ও বোনুতা খরখের জলের মধ্যেই থাকে। ছোট ছোট দল বেঁধে ঘোরে। এদের খাদ্য বলতে শুধুমাত্র সামুদ্রিক পাচপাচকা। একেবারে নিরামিষভোজী। এরা জলের মধ্যেই জন্মায় কিন্তু জন্মেই ঠিক পরেই বাঁকাপে গিঁটে করে ওদের না জলের বাইরে চলে আসে। প্রায় ৪০ মিনিট বাঁকার গায়ে বাইরের হাড়টা লাগলে, তারপর মাংসে আসে ২ ঘণ্টা পরে একটু একটু করে ওদের তাপমাত্রা সহজে নীচে নিয়ে যায়।

Dugong জাতীয় জন্তুর সাধারণতঃ ভারত মহা-সাগরের উপস্থলেই থাকে। এরা লম্বা প্রায় ১০ ফুট হয়। স্বভাবে কিছু বজ্র হুঁড়ে। এরাও সামুদ্রিক পাচপাচকা খেয়ে বেঁচে থাকে। Manatee বনিক বা মাছখের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু এই Dugong জাতীয় জন্তুরা বড় ভীতু। মাংসের চাহা দেখতে গেলে পালিয়ে যায়। আমরা যে তিমি মাছের কথা শুনি, সেটিও কিছু এই তৃত্যসারী জন্তুদের পর্বারে পড়ে।

প্রাণী জগতের মধ্যে সংশ্লেষে বড় জন্তুই বোধ হয় এই নীলতিমি (Blue whale)। এরা লম্বা প্রায় ১০০ ফুটের মত হয় এবং ওদের ওজনও প্রায় ১০০ টন। বেন, ছোট-খাটো এগুটা ধীর। আখিন মৃগ সত্যিই জন্মের মধ্যে ডাইনোসারাস্ বেমন প্রকাণ্ড খরখের ছিল, আজকের মূগে তিমিও সেই স্থান জুড়ে আছে।

তিমি মাছ প্রায় ১০০ রকমের আছে। কিন্তু আগলে দুইটি বিজ্ঞপেই এরা বিতরু (১) the whale bone (২) the toothed whale। তিমি সাধারণতঃ সমুদ্র ও মহাসাগরের মধ্যেই লেগা যায়। এদের গতি বড়ার প্রায় ১৫ থেকে ২০ নট (knot) [নট হল সমুদ্র পথের মাইল]। লেজটাকে উপরে ও নীচে সন্ধানভাবে উঠিয়ে নাড়িয়ে এরা এগিয়ে যায় ক্ষুদ্রভাবে। জলের নীচে একটানা প্রায় ৮০ থেকে ১২০ মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। অজান্ত যে কোন জন্তুর চেয়েই এদের বঙ্গ বা মস্তক বড়, কিন্তু জাপনকি একেবারেই নেই। শুধুমাত্র জলের তলার দৃষ্টিপতি প্রচণ্ড প্রখর বলেই এরা নিঃশব্দের ব্যস্তত্ব সংগ্রহ করতে পারে।

জলের তলার বড় পথেরে যে জন্তু আছে-তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেকটির পথ-বারপই বিভিন্ন রকমের। (ক্রমঃ)

মুক্ত বেণীর তীরে

১৯০০ সালের ১৮শে অক্টোবর তুমি যোগদান করেছি
 গিরি। অল্প সময়ের মধ্যেই পুণ্যে: দিনের নির্ব-
 তিনপত্তী। আমি তখন হলদী ট্রেনে যুগের (নরায়ণ)
 ছাত্র। ছুটি ৭-৮ দিন মনে বাসনা জাগরণ প্রবোধী প্রবোধ।
 বয়েস অনেক গভীর করে ১৮০ সেপ্টেম্বর রওনা হলাম।
 এতই তেরে কোয়েই বের হয়েছিলাম, তাই
 ত্রিবেণীর তীরে যখন পৌঁছলাম তখন স্বর্গেরে তার
 সোনার রথে চড়ে বেগন বাসা হল করেছেন। মনেক
 বন্ধু ছায়ে ব'লু'র সন্তোষনাথ রত্নের কবিতা উচ্চারণ করে
 আত্মিক করে উঠল—

মুক্ত বেণীর গঙ্গা বেধার মুক্তি বিতরে রবে

আনন্দের বাগানী বাস করি সেই তীরে বসন্ত বহে।

বহুদিন থেকে মুক্ত বেণীর পুণ্য নীরে স্নান করার সোচ্চ
 ছিল। গঙ্গা বহু। সরস্বতী এখানে মুক্ত হয়ে তিন
 দিকে বাগেন। আর ত্রাঙ্ক মুহুর্তে ত্রিবেণীর তীর
 সন্নিবেশ অংশাধন করে নিম্নে বসে যেন ক'ল্যায়।
 স্নান সেরে উঠতেই দূর গর্বে পতিত হ'ল সত্য সত্য
 পরিণতিত এক চিঁপি। আর সান্নেই একখানা দীর্ঘ শিলা।
 সেকলার সন্ত-মাতা হৃদয়গুণ সেই প্রভবের উপর
 সুন-দিশুর দ্বিগে চলে গেল। সোচ্চ মুখে জ্ঞাত
 হ'লাম এখানেই নাকি নেতি বন্ধিনী ব'লু'র সন্তোষের
 বস সৌত করত! তার পরাক্রমের পুরস্কার সত্য সত্যই বহুলা
 সানী সন্ধিবেশের অ'বিস্ময় এখানেই আসন্ন নিয়েছিলেন।

এই মত বহুদূর ভেদা চলি গেল

ত্রিপুরীর জলে গিয়া অ'বিস্ময় হইল।

তিনদিক হ'তে এগেছে তিন নদী

গোদাম্বে যাবে কত না গাছ অ'বিস্ময়—পশুপুত্র

বেধার মত কিছু নয় তবু 'অন্তোন্নর আনন্দে' মুক্তবান
 করে উঠল। উপভোগ সাধিত তার বিদ্যালয় মত। বিদ্যুতি-
 ক্রমেরে উজ্জ্বল যেন পড়ল—'অন্তোন্নর আনন্দে' পাইতে

II. জীবনরত্ন কবিতা

হঠাৎ পৃথিবী খুঁজা বেড়াইতে হইবে তাহার মানে নাই।
 আমি বেগানে অ'বিস্ময় বহি নাই—আমি নতুন পা হিলায়,
 যে নদীর জলে নতুন স্নান করলাম—'আমার অ'বিস্ময়
 তা যে অ'বিস্ময়িত দেশ।"

এবার আমায়ের হংগেবরী হ'লি। বর্ষনের পালা।
 সন্তান করেছি—সকালের বাতাসে শীত শীত করে।
 পরতের সোনা বোম গায়ে গায়ে হাটতে মুক্ত ক'ল্যায়।
 ত্রাঙ্কবাস—ত্রাঙ্কবাসের ক্ষেত বেগে চললাম। পথের
 দু'পাশে বাগলা, সাঁই বাগলা। পথে বাগলা গেরিবে
 সগাই বাগবেড়িয়ার হাতির হ'ল। বেগলাম গড় দ্বিগে
 বেরা গগনচূরী বেটলটি। বাগাণীর স্থাপত্য শিল্পের
 অ'বিস্ময়ে নিমিত্ত রত্নোৎসব চূড়া সম্বিত মন্দির। বেগলামের
 গড়ে অ'বিস্ময় পুণ্যের চিত্র। বেগলামের মন্দির দ্বিগে
 প্রথম বাগলা; তার উপর বাগটি কাকারামের অ'বিস্ময়
 বিলাস। বৌদ্ধিক বটজের রহস্য বেরী হংগেবরী হৃদ-
 হৃদমিনী জগে বিলাসবান। বংগে শ্রী শ্রীরে নাকিগের
 উপর বাগবেড়ী উপবিষ্ট। নিম্নেই নিমিত্ত বেণীর
 বর্ষ নীল। অ'বিস্ময় বেগে বাগ বাগ মন্দির করলাম।
 গায়ে বাগবেড়ের বেগলাসটিও অ'বিস্ময় সৌন্দর্য্যবিত্ত
 টোকাটোর অ'বিস্ময়ে অ'বিস্ময়। এই প্রথম যেন বেগে
 উঠল জাহ্নবী প্রবোধবহুবার সাতারের স্নানোৎসবের পথের
 সুখবাণীবয়েবটি গাঙি—

"একটি আর কবে কোথায় বেগেছি। এত বেগল
 জগে নয়, এবে জগাতীত; এবে সবলের চেয়ে বড় শ্রী
 সন্তোষন বটোর কাকারাম। গড়ে মন, গড়ে বেগ!"

গড় পার হয়ে পথে পা দিতেই বেগেতে সোনার একখানা
 টোকা হাঙিরে। ত্রাঙ্কটোরকে আট আনা পাল। দ্বিগেই নে
 আমায়ের নিয়ে গেতে হাতী হ'ল। আমায় হুগটার যথো
 হলদী ট্রেনে যুগে পৌঁছে সেলাম।

কয়েকদিন পর ১৯ই সেপ্টেম্বর বাগলা গড়ে বেগলাম

উভয় বিনাম, “না তো?” সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথানা
 হিঙ্গা ভেঙে পাঠলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চার্চে
 পৌঁছে পেলো। পূজা তো? তটিনীর হাতে বী মনোরম
 নির্মা। জুতা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো। অন্ধনের
 চতুর্দিকে বিভিন্ন বর্ণের পাতাঝাড়া—সুঁতে পাতে লতাধ
 লতার রঙ খেরেইর ফুল ফুটে রয়েছে। দক্ষিণ প্রান্তে
 একটি কৃত্রিম পর্বত—তা থেকে কণা নেমে আসছে। সেই
 জলে রান্নার রঙ পাখনা খুলে বাছগুলো সেলা
 করে বেড়াচ্ছে। মাথাবায় ভাবলেন, “এস, লাই-
 ব্রোটা দেখবে।” ওঁর পরাচালনায় ক’রে এগিয়ে
 চললো। আলমারীতে কি জ্বল সাফল্য বই। দেখেই
 কক্ষণে তক্তকে। আগে পাশে গুস্ত পরিষ্কার পরিহিত
 পাতীরা খুঁতে বেড়াচ্ছেন। আমি কেমন বিশেষ করে
 পেলো। মন ব’লল, এতো গীর্জা নয়, কবির অগোপন।
 প্রাণের পরতে পরতে বহিষ্কার করা বস্তু বর্ণাক্ষরে
 সূত্রিত হয়ে উঠল—

বিপুল এ পৃথিবীর বস্তুটুকু আমি
 বেশে বেশে বস না নগর রান্নাখানী
 মাড়রের বস কীতি।

অনেকদিন বাওয়া হামি আর মাথাবায় বাওয়া।
 পূজার প্রাকালে বাজি ব’ড়ী। ব্যাণ্ডেল ভাকঘরে
 চুকলো। মাথাবায় বললেন, “অনেকদিন তোমার
 কথা নাই, জুই আমাদের ফুলে সেলা।” আমি
 অপ্রস্তুত হয়ে পেলো। ঐন আসতে তখন করেই মিনিট

দেবী। আমি বললাম, “তাই কি হয়, অপনো? আমার
 জ্বর-মেউলে জ্বর-গোঁড়ার মত বিরাক করছেন।” মাথাবায়
 হো হো বস্ত্রে হেসে উঠলেন। এমন সময় ট্রেনের হুন্ হুন্
 শব্দ। আমি ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠি—সেখি মাঝীয়া
 পাঁচেকের কি বেন হাতে মিলেন। বললেন, “কটি খিট্ট
 মিলায়, রংগর খেও।” আমি প্রণাম করে ঈত
 ট্রেনে উঠলাম। সন্ধ্যার মত টেনখনি একে একে
 চলতে লাগল। আমি একথানা খবরের কাগজে
 নিজেতে জুইয়ে মিলায়। ট্রেনটি এখন মধ্য রাত্তিতে
 নংখীয়ে চুকল তখন সেখি পেটটি খুঁজ চিন্ চিন্
 করছে। মাঝীয়ার দেওয়া পাঁচেকটা খুললাম। সেখি
 অথাক, নাড়কেনের নাড়ু, দুটকি-মত্তা। পুজার লগ্ন করছেন
 কিছু তিন জাতি এ তাপ্নেকে না দিয়ে থাকতে পায়েন
 নি। ‘সেখের সে মানে বহু মনানে বারেক ঠেকায় মাখা’
 তারপর আতে আতে সবগুলোকে খেয়ে ফেললাম।
 হাইমখির সেরেখ পুণ্যলোক বিদ্যাসাগর মদ্যের কঠে
 বর্ধ দিয়ে বলতে ইচ্ছে করল—“এই ক্রমটায় সৌম্যদুতি
 আমার জ্বর-খমিরে বৌদুতির তার প্রতিষ্ঠিত হইয়া
 বিরাজমান হইয়াছে।” আমার প্রাণেও বৃত্তি হ্রস্বের মৌল
 লাগল—

বে শ্রীতি পাইনি বন্ধুর পাশে মাঝীয়াগরে সেরে
 গ্রিক হাতে আশিরাছি তুমি কিরে।
 হুক করে গেছে গিরে বার বার কট্যালের গেরে
 অন্ন রস লভেছি সত্য দুক বেনীর তীরে।

“তোমার পাইনে কুল

আপনার মাঝে আপনার প্রেম

তাহারো পাই নে কুল।”

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

— ১৯৫৪ —

(৪৭)

সকল জটিলতা হুটমহার ব্রহ্মচরী জপ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী
পুতলী আমায়, তুমি চিন্তাচর অনন্তের অংশ তুমি
কলঙ্কের ভয়ানক পদবিয়া সকল লোকের অজ্ঞের দৃশ্য করিয়া,
সকল জটিলত্বের বন্ধন চিন্তিয়া উদ্ধারিনী বেশে অতি-
শান্তি হইয়া : স্বামী অক্ষরাক্ষর, বোধ বন ঘটা, লক্ষ্যবৃত্ত
কলঙ্ক, তারার আশার সটকাবীর্ষ : তোমার বস্ত্র সেই
পথে : যাহারা ঘরে অন্ধারের ব্যাঘ্র শুইয়া, তুমি তারার
কেউ নও : তুমি একা, একেবারে একা, চূর্ণের বস্ত্র :
আমি তোমার এই বৃত্তি বৃত্তে লইয়া অতিশয় চিন্তাচরী
জটিলতা হুটমহাই হই, তুমি সেই রসের অন্তিমস্ত্রী দেবী :
আমার বস্ত্রা বাধা লগ তোমার, আমিও তোমার আমায়
সেই গ্রন্থ মন বৃত্তি শক্তি অর্থ আপনার জন্ম না, সেই
তোমার : আমি উল্লস, একা : সেও তোমার : আমি
শূন্য নিশ্চিত : ১০ টার পর ঘটে বাই, কুমার সবে যায় :
১১ টার পর সত্য কার্য আরম্ভ হয় : এখার পরমনিম্ন
প্রকৃতি বস্ত্র আছে : ঘরের একটা গোলায় হইল :
বীরেনবাবু আসেন, তিনি ১১টা এট্রিল বক্তৃতা দিলেন :
আমার প্রত্যেক দিন বক্তৃতা দিবার কথা তিনি বলেন :
ইহারা খবরদারী বস্ত্রাধারী জোলুপ করিতে চান : বেণু,
উদ্যোগীও তাই, আর যারা যায় : যখনবাবু আসেন :
১২০০ টাকার বেণু তাহার নিজের নামে জারপা গিনিতে
গারিত, ইহা তিনি বলেন : আমি তাহার অস্ত্রে পাকা
অব্যবহৃত করিয়া দিব—এই বিবান তাহারে থাকিলে ভাল
হইত : উল্লসভারতের বেণারও এই আলোচনা বেণু যা
প্রকৃতি করিয়াছিলেন : আমি তাহাকে partnership
দিয়াছি : সেই তো সে নিজের হস্ত জল করিয়া করিয়াছে :
একজন তারই তো নয় : কব তাহাকে দিলে দোষ হয়

না : আর সেই যা কারকে বেণু ? যে বাহা সৃষ্টি করে,
সেই তাহার দ্বারা মাদির : বেণুর সৃষ্টি বেণু বিশ্বের সেবার
দাখাইবে ইহাতেই হইবে দাখাইবে : এই মার্চ

নিম্নাপোপাল, তুমি আমার সঙ্গে ছিলে, আর ও
খাতিবে, আমিও তোমার সঙ্গে ছিলাম, আমি ও খাতিবে :
তুমি আমার সঙ্গে কলঙ্ক, আমিও তোমার সঙ্গে কলঙ্ক :
যখন বেণু তুমি ছিলে, আর ও খাতিবে, আমিও তোমার
সঙ্গে ছিলাম, আমি ও খাতিবে : ওপো সন্ত, তোমার সঙ্গে
আমার প্রেমের বন্ধন : বেহে বেহে, প্রাণে-প্রাণ, মনে মনে,
বৃত্তিতে বৃত্তি, আশাতে আশা, নির্দায়ী এক হইয়া চিনি :
তোমার প্রতিভা গড়িয়া তুলিল, তোমার মঠকে বিকৃতি
হইতে উদ্ধার করিল—সেই অধিকার, হুগোপ, শক্তি আমাকে
বেহে : তোমাকে বিশ্বের মাঝে পরিচিত করিব ওপো
ব্রহ্মকণ : তোমার জন্ম হইল : বীরেন ভক্তার আসে,
আমার বক্তার চাপ বেহে : নির্দায়ী ও তাইন্টালিক
১৪০০-৮০ : ইহাতে মাঝে বৃত্তিতে পারে না বলিল : হাতিতে
ভেদন ভাল বুঝ হয় না বলিয়া হইতে পারে : ...১৪ টার সময়
উল্লসভারতের মাঝে মাঝের প্রবেশ পাঠ হয় : ...ঘটে আর
বাই নাই : ...নিখিলের হালাকারের মাঝে মাঝে দিয়া নৃত্যের
অভিনায়ে দ্বারা করিবার জন্ম আল্পান আদিত্যকে : দ্বারা
কর দ্বারা দল : বাই আর মরি দিতে হবে পাড়ি : সকল
সাহিত্যের কাহার দিক পূর্ণ হইয়া আছে : আরও কি
যদি থাকার অধিকার আছে ? চল চল চল : এই মার্চ

নিম্নাপোপাল, প্রলয়পর্যন্ত জন্মের বৃত্তি চিন্তিয়া তোমাকে
বৃত্তে লইয়া এক নতুন সৃষ্টি গড়িয়া উঠিতেছে—আমি এই
হবি যেমিতি : চারিধিকে বৃত্তের পর্জন : বিশ্বের বৃত্তের
মাঝে বস পাশ অনাচার হলাহল পুত্রীকৃত ছিল, সব আর

বাহিরে আসিয়াছে। ইহার দ্বারা বিদ্যা বিহিত হইবে পাণ্ডি
 ঐতিহ্য কিংবা মতি নৃতন স্তম্ভ উপস্থাপন নৃতন অঙ্গভাষ্য ক্রমে।
 নবীন স্তম্ভ। ওগো আমি মানব, তোমার আশ্রমে উৎস
 ইতিহাস আমি চিনি নবন স্তম্ভ নৃতন গায়ে মাথিয়া। তোমাতে
 প্রতিষ্ঠিত না করিয়া আমার মনুষ্যের আশ্রয় নাই।...
 কুমার পবিত্র সেনের বাসায় ছুঁইয়া যাবে। ১০ টায় দ্বার
 বিদ্যমান, ওয়াশিংটন টেম্পল, কীমার প্রকৃত স্থানে, কেহ
 হঠাৎ। তাহার পর তেজু বাহির হয়, হাইটসের
 পাবলিশিংয়ে যায়। মঠে গাই। উৎসবের প্রোগ্রাম করি।
 বিবে নিভাপোপাল ছাড়া আর কাহারও তো যেহি না
 বাহ্যিক বস্তুমান বুদ্ধ-মত্তা বসিয়া বুদ্ধে কুণিয়া লগ্না যায়।
 এমন অন্ধ-নিবন্ধক অন্ধ বিবে সাপেক্ষ কীমন তো আর
 যোগে না। আমি বহু। এমন ঘন বাহ্যিক আছে তাহার
 আর কুণ্ডলিনের? পূর্বে আমার বুদ্ধ কুণিয়া উঠে, নাই
 বা থাকিল ঘন ঘন, নিভাপোপাল তো আছে। আমার
 কুণ্ডলিনে যে বসে কুণিয়া, আমার কুণ্ডলিনে পানেতে চাই—এর
 জেরে সৌভাগ্য আমার আর কি আছে। আমি তাহার
 পাশে ঠাকুরিয়া বিবেক বাহ্যিকানে আসিয়া ঠাকুরিয়াছি।
 মোটা বিকটাই আমার বসিয়া যোগে হয়। উদ্ভাসভাষ্যের
 চৈত্র মাসের কণি আশ্রমে যোগে হয়। তেজু শাসনকে
 মঠ হইতে নিভা আসে। যে সব বৈদ্য, তাহারই সব হয়।...

১ই মার্চ

বিবেক কুণ্ডলিনে প্রকৃতি ও পুরুষ বসন য য বসন।
 নইয়া পারম্পরিক সঙ্গের চিত্র। তখন বিবেকে কালের
 পথ বসিয়া চলে, ইহা প্রতিষ্ঠিত বস্তু সংসারের ছবি দেখিলেই
 উপলব্ধ হয়। বিবেকে তাপ হইতে বুদ্ধ করিবার অন্ধ
 কুণ্ডি আসিলে একাধারে স্বাভাবিক—প্রকৃতিপুরুষ—অনিভা
 নিভা, অচৈতন্য-চৈতন্য, অসত্য, বৈতন্যেই হইয়া। কুণ্ডি
 নিভা কীমনে কখনও পুরুষভাবে, কখনও প্রকৃতিভাবে
 বেশিলে। বাহ্যিকের দ্বারা যে দ্বার হইবে না যদি না তাহার
 কীমনে সবভাবে পুরুষভাবে ও প্রকৃতিভাবে বিশ্লিষ্ট হয়—
 এই তত্ত্বই শ্রীমদ্বৈশ্বনবে কুণ্ডি প্রকাশ করিয়া গেল। শ্রীমদ্বৈশ্ব
 কখন কখন পুরুষ-প্রকৃতির আশ্রয়-পারম্পরিক অস্তিত্ব-
 মৈশ্বরের বুদ্ধে বিদ্যা এক তাপবতী স্তম্ভ গতিয়া কুণ্ডিবার

সংসার নইয়া। তোমার অন্ধ বুদ্ধি। লগ্নে লগ্নে পোরে
 আশ্রয় দেয়, আমিও কপালে দেই। 'সমকালীন' পত্রিকার
 'সত্য ও সত্য' প্রবন্ধ হইতে কিছুটা কুমার পড়ে।
 বেশ তথ্য সংগ্রহ। হরিদ্বারী পোরে হিবার আশ্রয়...
 ইত্যাদি পাঠ্য। ইন্দ্রলোভা আসে অমৃতি ও মিলি
 নইয়া। নীলু ও হরিদ্বার আসে। কল্যাণে লগ্না হয়।
 প্রবন্ধ নীলু গান করে, পরে তেজু তাহার লেখা 'আশ্রয়'র
 প্রবন্ধ (যোগের ২য় সংস্করণ) পাঠ করে। পরে আমি
 সৌর-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করি। আমি তো সব কিছু
 তত্ত্ব আমার মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া পাঠাইছি। কিছুই
 বাহির হইতে পারি করিয়া পাই নাই। তাই আমার
 দৃষ্টান্তে বসিতে পারি নাই। উহা যে আমার আশ্রয়
 মত লগ্না। তাপবত পত্রিকা রূপ-সৌন্দর্য পাই নাই, চৈতন্য
 চিত্তভাষ্য বা চৈতন্য তাপবত পত্রিকা মহাপ্রবন্ধে পাই
 নাই। সবলকে আগে পাইয়াছি আমার কীমনে, আমার
 অন্তরতম প্রবেশে। তাই সব কিছু আমার বসিবার
 মাগে, গুহ্যতম। পাওয়ার পর বই কিছু পড়িয়াছি।
 তাহাতে কতটুকু? আমার বুদ্ধ-মত্তা তত্ত্ব আমি বসি,
 আমি তার করিব কাহারও? এ আমার লেখা নয়, এ
 আমার পাঠ্য। মঠে আমি ও কুমার গাই। এক বস্তু।
 পড়েই আমি। প্রায় ৬টার দ্বারা আসে। অমৃতিকার
 পাওয়ার মত কুমার ছুঁ টাটা দেয়। অতিভাষণ লেখা
 শেষ হয়। সেবানন্দ লগ্নার পর আসিয়াছিল। ৮ই মার্চ

নিভাপোপাল, তোমাকে ঘরে বাহিরে পাইবার অন্ধ পথে
 বাহির হইয়াছিল। অন্ধের লগ্না মনোবুদ্ধিতে, বাহিরের
 লগ্না ঘটনার, পরিবারে, লগ্না, রাষ্ট্রে। বিবে তোমাকে
 মনস্তত্ত্বমতভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে পাইব—ইহাই ছিল লগ্না।
 তোমাকে বিদ্যা তোমাকে পাইতে হয় যেমন পূর্বের আলোকে
 সূর্যকে দেখিতে হয়। তোমার বুদ্ধি বিদ্যা তোমাকে পৃথকিত
 হয়, তোমার দ্বারা বিদ্যা তোমাকে উপলব্ধি করিতে হয়।
 আমি তোমার হইব, একান্ত হইব, একসঙ্গে, একপ্রাণ,
 অনন্তমন হইয়া তোমার বিবে-পূর্বের সৃষ্টি হইব, দ্বন্দ্ব
 হইব, তোমার লেখা করিব, তোমার বিবেক লেখা করিব।
 কুণ্ডি না হইয়া তো তোমার লেখা করিতে পারিব না—

ইহাই সেগর চরম পর্যন্ত সার্থক জ্ঞান। সেই সেগর
অদিত্যর আদ্যকে দেখে কুমার ইন্দ্রশিবে বাহু, ব্যাক
হইয়া ত্রিমুখাবে যায়, চক্রে আসে। নীরোদগাধুর ওখানে
যায়, দেখা হয় না। ছুটি। রেণু বাহু হটায় হটায়
বিভিন্ন, তার গাধুর, চাকগাধুর (কোডালগাধুর), বেশগাধুর,
গাধুরপেল ও নিখিলগাধুর ওখানেও যায়। চাকগাধুর সঙ্গে
দেখা হয় না। কেবল ছোটায় তাহার সহ আমি ও কুমার
মঠে যাই। তাহার বর্ষ, তাহার সঙ্গে তুলনা না হইলে
সেই কাহের কিছুই করা বাইবে না। 'সে'হম্ ইতি
বিচিত্র' কাক করিতে হয়। বর্ষ হইবে তাহাতে ঘন
করিয়া পাওয়া। মঠে নিত্যানন্দের শিষ্ট নরেন্দ্রনাথ তাহার
সঙ্গে প্রথম দেখা ও কথাবার্তা। সে বস্ত্র বেদিত্যে,
'ঠাকুর নিহিত কিংবা নিহার তান করিতেছেন। আমি
ছাড়া সেখানে কেহ নাই। আমি কখনও এখানে কখনও
ওখানে গিয়া বিশ্রাম করিতেছি, ঐকিতেছি। দিষ্ট
তাহার নিস্তা টুটিতেছে না। তাহার বিশ্রাম আমি
ঠাকুরের এই কণ্ট নিস্তা আনিতে পারিব। ও ঘাস পুঁবে
এই বস্ত্র দেখা। কে আছে বিপ্লবী নিত্যোগাণের আমি
ছাড়া। সকলেই ঠাকুরকে লইয়া পুণ্য সাধিত্যে।
আমি বিপ্লবের বননে যুকে লইয়া একা চলিয়াছি, একেবারেই
একা। তাই এই সস্ত্রাণের কাছেও আমি নিষ্প্রতিভ।
এদের নিত্যোগাণাল তো বিশ্ব-নাগরিক নম, ইনি যে
ঠাকুর-বাড়ীর প্রচলিত ঠাকুর মঠে। ইহাও বিদ্যা সন্তা-
শীকিত বিধের কি লাভ। এই বর্ষ

শ্রীনিত্যোগাণাল, আমার প্রাপন, জুনি সক্রিয় হও,
জাগ্রত হও। তোমার এই কণ্ট-নিস্তা ভাড়াইবার বস্ত্র
আমি কতই না বিশ্রাম করিতেছি, ঐকিতেছি। আমাকে
এই নগারে অসহায় অবস্থায় কেনিয়া জুনি নিস্তা বাণে।
তবে কেন আমার যুকের মাঝে এই ভাড়া। এ কি তু
আমার বেলা। তোমাকে ধার যুকে প্রতিষ্ঠিত করিই
এই রক্তাক্ত বস্ত্র সবল সমস্তর লম্বান-করে। আমি
তোমাকে জীবনে বন্ধ করিব, তোমাকে সকল বেগপ্রাণ
বিদ্যা বাধন করিব। আমি তোমার যোগে যোগিনী
হইব, বেদন অধির যোগে লৌহ হয় তেমনি। আমি

তোমার হট, শিবে তোমার করিব... 'শ্রীমদ্রত্ন'র
প্রাণ দেখ করি। কুমার 'রুলেণ'র বাহু, কলিকাতা
হাটটায় বিভি, তারকাধুরের কাছে হইতে কিরিয়া
আমাকে মঠে শৌচাটয়া গিয়া নীরোদগাধুর ওখানে যায়।
যেহু কোডালগাধুর প্রকৃত্ত হানে যায়, আমাকে আনিতে
হটায় পর মঠে যায়। প্রেসেও রেণু গিয়াছিল। হরিদাসগাধুর
সঙ্গে দেখা হয়। কাল সকালে হটায় দেখা করিতে
হলিল। মঠে নবোদয় তাহার সঙ্গে দেখা। কালীপদানন্দের
সঙ্গে তাহার সাক্ষর হয়। তাহার ডিক্স-প্রণালী আনুগিক।
মঠের অব্যবহারে ভক্ত উত্থত, সংস্কার চায়। আমাঙ্কের
সঙ্গে এখানে আসে। ও টাকা উজ্জল-ভারতের ভক্ত
যেহু... অতুল ১ সেট ব্রহ্মের বেনোপনিষৎ, ঘরে বাইরে
দিক্শ করিয়া ও টাকা আনিয়াছে। আমার জীবন বৎ জু-
মত, লাহনাময়। এত প্রতিস্থপতা ঠেলিয়া চলিতে হইতেছে।
আর বেশ পারি না। তবুও তো চলিতে হইবে।
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠায় তো কিছুই ঘরিতে পারিলাম না।
বৎ আমার মহানির্ব্বণ মঠে গিয়াছিল। সেখানেও স্থান
হইল না। তাহারো এমনই প্রতিষ্ঠাশীল। ১০ই মার্চ

নিত্যোগাণাল, আমার জীবনের সামনে, মাঝে বসত
রক্তাক্ত প্রকাশিত হওয়ার, জুনি প্রকাশিত হও। আমি
তোমাকে সব দিক হইতে সর্ব্বদা বিদ্যা আচ্ছাদিব।
তোমাকে লইয়া বর্ষে জানে তকিতে যোগে পড়িয়া
বাঁকিব—ইহাই আমার প্রার্থনা।...তোমার একাণের
জিত্য আমি প্রতাপিত হইব। জুনি প্রকাশ, আমি
অপ্রকাশ। আমার সব বিদ্যুৎ ব্যাপিত্য, বাসিত করিয়া
জুনি প্রকাশিত হও। আমার সব আবেষ্টন তোমার
প্রকাশে তোমার হউক। আবেষ্টন—ঘরে বাইরে—
যে আমার বৎ প্রতিস্থপ। বলা নিত্যোগাণাল, প্রাণ
আমার, আমাকে অস্বীকার কর... হটায় বসিয়া সাহা,
তাহার পিতা ও স্ত্রী আসে। শ্রীমৎকৃত ও শ্রীনিত্য-
যোগাণের মধ্যে antithesis ও synthesis-এর পার্থক্য
আলোচনা করি। হটায় পর কুমারসহ মঠে যাই।...
সহযোগিতা না করিলে, accommodation না হইলে
কাহারও কিছু করা যায় না।... ১১ই মার্চ

ঠাকুর, আমার মন তোমাতে আঁধার করিব, আমার
বুদ্ধি নিশেবে নিশ্চিতরূপে অকণ্ঠে অকণ্ঠে তোমার
কিহরে প্রবেশ করাইব, আমি তোমার কিতর গল করিব
তোমার ভক্তই হইবে আমার নিরানন্দকুমি। আমার
পরিচ্ছিন্ন এই অতর উচ্চ ভেদ্যর করে আমি উঠিব।
তুমি বতর নি যেমন আমি ততখানি তেমন হইব; তোমার
খাপকতায় আমার খাপকতা, তোমার গুণীকতায়
আমার গুণীকতা। যে বুদ্ধিতে তুমি বিশ্বনাশিত, সেই
বুদ্ধি আমার বুদ্ধির মতো অতন্তর বক্তক...তোমার
বিবজ্ঞান সত্যকে বিশ্বের কুচে ঝাঁড়িয়া, বিশ্বের সঙ্গে
আঁধারন করিব।...আমি ও তার পর মঠে যাই। কুনার
চটাই মঠে যাব।...টিনের চাপটিনের কিত বঁধার কাম
আমি আঁধার হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হইবার কথা উঠিল।
যেই উঠায় কি করে। এতটা পরিপূর্ণ বৈশ্বিক আঁধার
পাননে না খাবিলে উঠায় কিছুতেই সংঘত হইবে না।
ওখানে সোপানল স্তম্ভ করিয়া রাখাই উঠায় উঠে।
ইচ্ছা মধ্যস্থিত মঠ দ্বিধার কল্পনা বিস্তার। বর্তমান
দুপের চিত্তপ্রাণীর সঙ্গে ইচ্ছার কোনও সম্পর্ক নাই।
বর্তমানের সত্যতা তাহা লইয়াই ইচ্ছা আছে।
যেই সত্যকে সত্যের ঘোষণার ওখানে যাব। আমার
যে করে বাইরে বাধা পাইব, সে সত্যকে আলোচনা হয়।
আমাদের কাম হাছবে হাছবে প্রাচীন ব্যংগনকে কাছ।
তাই বাধা অনিবার্য। যেই সত্য। গটার পর স্তম্ভবাবু
ওখানে যাব, ওটাও নিয়া আসে। ১২ই মার্চ

ঐতিহ্যগোপাল, তুমিই আমার সত্য। নিবু হুজুম।
আমি সত্য শিখ হুজুমের পথে চলিব, সত্য শিখ হুজুম
বনিয়া দাইব। যাহা কিছু অসত্য, অশিখ, অহুজুম সে
সত্যকে 'পরিণাক' করিয়া চলিব। যাহা সত্যকতপূর্ণ, তাহাই
হুজুম। তোমার জীবন সত্যকতপূর্ণ। আমিও
তোমার স্পর্শে অতর বাহিরে সত্যকতপূর্ণ হইব। আর,
যে অপ্রাণী নিত্যগোপাল...তোমার পথই আমার পথ।...
আমাকে অবশ্য বৈশ্ব বেও, লাননা সহিবর অনন্ত দ্বিত
বেও, অল অটল গতি বেও, দুর্ভর সত্য বেও।...আমি
নিত্যগোপালকে বোকায়ে বিশ্বের লবণি সত্যতার সমাধান-

দ্বিত বনিয়া উপস্থিত করিতেছি, সেই রূপেই ঐতিহ্যগোপাল
অবস্থিত হইবেন।...বর্ষক্বে বৃহৎক্বে 'মামেবৎ পরণ-
ব্রহ্ম' দ্বারা চলে না। নিতর কামলক বিচার চলিবে না।
বেই নিতর কল গোছে না। যেই সত্যকে হইবে।

১৩ই মার্চ

ঠাকুর, আমি এখন আমার বেজে, আমি এখন আমার
টানে গতি, তখন সব কিছু তার হইয়া গিয়া। আমার
আমি তুমি সত্য, আমার তার আর আমি বইতে পারি
না। আমার দেহ এখন আমার, তখন উঠা তার। 'বেহ-
তার: অধিব্যবসায়'—আমার দেহ প্রাণ মন তোমার
সম্পর্ক করিয়া। বীণুরকতা বিবরণস্বর সব তখনই
তার, এখন উঠা 'প্রাণ' বনিয়া মনে কতি, তোমার হইলে
উঠা সবই লম্বু হইয়া যাব। তখন বিশ্বের তারও বহা
যাব। তখন বিশ্ব হয় লম্বু। আমার 'আমি'ই সত্য
'তার'ই সত্য। তোমার আমিই আমার সত্যিকার
আমি। ওগো আমার আমি! 'সোহৃদ'নি, 'নিত্য-
গোপালোহৃদ'। কাম্যাব্যাবু আমি নিয়া যান। এই
কালীর সংসারে প্রাচীন বস যে অতন্তর, আমার আঁধারের
পরিচ্ছিন্ন স্তম্ভে সেবি বনিয়াই 'যে তাহা এখনও ভাল হয়
বা মল হয়, তাহা আলোচনা করি।...দিক্কে কিছুই
আমার জোখে মল দিয়াও বুঝাইতে পারি না। আমার
বুদ্ধির অতন্তর করিয়া না চলিবে যে তাহার বুদ্ধিতে সে
পথে পথে কলিবে—ইহা বুঝাইতে আমি গলদ্বর্ষ।—
যেও পারি নাই। আমার এখানে ছিল বর্তমান হুজুমের
প্রাণ ও পথ চলিবার কোশল। নতন হাছবে, নতন
সত্য আমিয়াছে। অতীত ব্যংগর লইয়া চলিলে মল
কে ঠেকাইবে? নিত্যগোপালকে লক্ষ্যইয়া থাকিলে হয়
স্পর্শ করিতে পারিবে না। কুনার আমাকে মঠে দিয়া ও
নিয়া আসে। যেই সত্যকে ও দুপুরে দ্বারা করিয়াছে।
গোয়ার 'খ্যাকব' ও 'সাম্যিক ও নাগরিক শিক্ষা' কিনিয়া
আনিয়াছে। তাহার মধ্যে হুজুমের চলিবার ব্যাধার
খবর আছে। প্রত্যেক পরিণামের প্রাচীন স্পর্শে অপরিণামী
ব্রহ্ম কতি উঠিলে হাছবে বাহা হয়, তাহারই খবর এই সব
শিতরের বইগুলির মধ্যে আছে। ১৪ই মার্চ

নিভাগোপাল, বিশ্বদয় তোমারই আপন হওয়ার
মায়াবল দেখিতেছি। বিশ্বের প্রতিটি পরিণাম অগরিমানী
তোমাকে বৃকে বাধন করিবার ক্ষমতা লাগিয়া উঠিতেছে,
তুমিও প্রতিটি পরিণামকে অগরিমানী চক্ষুণে লক্ষ্য করিবার
ক্ষমতা দিবে দিবে অসংশয়িত হইতেছে। আর বিভাগোপালকে
লক্ষ্য করিয়া অবিস্মরণ্যাক্ষেপে অস্বপ্নমীমংসে প্রতিটি
করিবার ক্ষমতা তোমার দিবা মনোহর রূপ! তোমার কণ্ঠ
হউক!...আমারই কাছে রহিয়াছে নিভাগোপালের 'চাঁবি'
...এই কথা গুণ অগোচরে বহুবলন কতের শত অনিচ্ছা-
লভেও বহু বর্ষে উজ্জ্বলিত হইয়াছিল। ঠাকুর, তোমাকে
বৃকে লইয়া চলিবে। তোমার রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত
করিয়া তুমি আমাকে বিশ্রাম করিয়া দিয়াছ। তোমার
অনন্দের তো তোমার কথা শুনাইতে পারিতেছি না।
মঠে বাই, মঠে গেল ছিলাম।...

১৪ই মার্চ

নিভাগোপাল, আমি আমার, তোমার ছায়ায় বসে আমি
তোমার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত হইয়া থাকিব। তোমার
কাব্যের কথা কহিব, তোমার স্ত্রী দিয়া দেখিব, তোমার
চোলে চলিব, তোমার হৃদয় অধঃপতন করিয়া
চলিব।...তুমি পৌরুষেণে আনিয়াছিলে, পুরুষোত্তম-কেন্দ্রে
বিস্তরণ করিলে, বহার পূণ্য পঙ্গবর্গে দিলে বিশ্ব-মন্ত্রণকে
পুরুষোত্তম-ছাড়ে পড়িয়া তুমিবার ক্ষমতা। সাধো-বৈরাগ্য-
আবীণতার পূর্ণ বিগ্রহ পুরুষোত্তমই ছিলেন তোমার
স্বর। মায়া তোমাকে চায় নাই, তুমি মায়ায় মায়া
করিয়া কাঁদিয়া দিয়াছ। এমার তুমি এলো অবিভক্ত-
বৃকে পুরুষোত্তমকে গড়িয়া তুলিতে। আর তোমার মঠে
সম্রাটের চক্কে কি অবিভক্তের বেলা, কি অনাচার,
কি স্বতন্ত্রতা, কি ক্ষমতা! 'বিষ' এখানে তুমি দিয়া দিয়াছে।
ঠাকুর, আমি তোমাকে লইয়া বিশ্রাম। আমাকে পজি
সেও, তোমার জীবনের অবিভক্ত কর। যেহেতু ১৮টার বাহির
হইয়া বিনয় সেরে প্রবেশ-অভিভাব, চিত্তের শ্যাত ও বায়
ছাড়াইবার ক্ষমতা দিয়া আসে। কেন ১৮টার পর।
স্বপ্নের স্মরণে প্রকৃতি-হাস্যে হাস। রেণু আমাকে মঠে
পৌছাইয়া দেয়। নীলরতনধাম প্রকৃতি আমাকে উৎসর্গ
পত্র চায়। কিন্তু কাক করি-কেন্দ্র করিয়া? কাহারও

কোন আদর্শ বা বর্ধিত নাই, স্বপ্নও নাই, বর্ধিতও
নাই। অস্বপ্নের সত্য বর্ধিত নিভা আমি চলিলাম কেন
করিয়া? অস্বপ্ন! প্রতিপক্ষে বাধা দেখিয়া ছাড়া কি
তাহা করিবে? স্বতন্ত্র করিবার ক্ষমতা কাহারও আমার
কাছে থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজনে কাহার
প্রয়োজন, সেই শুধু থাকিবে। কাহারও ব্যক্তিগত
প্রয়োজন, পুণ্যে কাহার ক্ষমতা এখানে থাকা চলিবে না।
বিশ্বের নিষ্কলিতা আমাকে শিখা দেয়। সে বহু হুঁসী।
অস্বপ্ন বৃত্তি তাহার বস্তু কমা—ও নিভেয়ে হুঁসে নিভে
স্বপ্ন করিতেছে। আমি প্রাণপণ চানচান করিয়াছি।
ঠাকুরের প্রয়োজনে আমি থাকিয়াছিলাম। আমি যদি
বাইতেই বসিয়া থাকি, সে থাকিবার ক্ষমতা প্রাণপণ
করিতে তো পারিত। ঐক্য উৎসাহীদের বাহুতে
বসিয়াছিলেন, তাহার কি দিয়াছিলেন? সুনাম মঠে হইতে
আমাকে নিভা আসে।...১৩ই মার্চ

নিভাগোপাল, বন্ধু আমার, আমি আমার, পুরুষ আমার,
তোমার আচরণে অচল বৈরাগ্য তোমার মননে মনন
রাখিয়া তোমার পদাঙ্ক অঙ্গুলে করিয়া চলিবে। তোমার
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া আমার পুরুষ-বৃত্তি হুঁসে হউক,
তোমার মনে আমি অস্বপ্ন হইবে।...মায়া জীবন পক্ষে
পক্ষে কাঁদিলাম।...রেণু বাহির হয় না, আমাকে মঠে দিয়া
আসে ও নিভা আসে।...আমার কাছে যে থাকে সে
ঠাকুরের কাছেই থাকে। এখানে ছোটখাট অশান্তি আছে,
কিন্তু এখানে গোলাগের আবহাওয়া আছে। বাহার
এখানে থাকিবে, তাহার আমার উদ্বাহ অনাসক্ত প্রাণের
স্পর্শ অহরহ পাইবে। বিশ্বের পরিচ্ছিন্নতা এখানে নাই।
যে প্রাণ লইয়া আমি বাহ্যের চালাই, তাহা যদি বেদ লক্ষ্য
করে, তবে সে বস্তু হইবে। আমি আছি সব কিছু লইয়াই।
কিন্তু কিছুতেই তো আটকাইয়া বাই নাই। আটকাইয়া
বাইবার মতন অনেক কিছুই ছিল। ঠাকুর আমাকে কোলে
করিয়া আলাইয়া আনিয়াছেন। লবল বহুনের মাঝে
আমি গুড।...১২ই মার্চ

ঠাকুর, আমি তোমাকে তোমার অঙ্গই চাই, লবল
'কেব' চুকিয়া দিয়া তোমাকেই চাই। তুমি আমার

অগ্রয়োজনের বন, তোমাকে পাওয়ার জন্যই পাওয়া।
আমাকে অইকতব, অকপট, সরল, সহজ করিয়া দেও।
তুমি আমার স্বরূপ। তোমাকে পাইয়া আমি আমাকে
পাইব, বিবেকে পাইব, সকল অসিদ্ধি আমার সুচিন্তা বাউক।
বিচার বিতর্ক আমার পল্লি বাউক। আমি তোমাকে
নিবিচারে, নিবিতর্কে বুকে পাইয়া সকল স্বত, সকল লাঞ্ছনা
বুক চিরিয়া অঙ্গের হইব। আমার পঞ্চ-গুণের পক্ষ
তুমি।... 'গুণদোষবৃৎ' : 'যেহা গুণত্বত্ববহিতঃ' এই শ্রোত
অতুলনাথ অ'ত্বত্ব করেন এখন আমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
কৃষ্ণ সখ্যে অংশোত্তম বসি। সত্যায় কুমারের সখে
যঠে বাই... হুঁহুহুহু আনিয়াছে... সে যঠে বিয়াছিল
... সে তাহার চরম অসহায়তার বৈশনা বক্ত করিল।
'তবে কৃপাঃ হৃদয়ীকমানঃ' শ্রোতবী ব্যাখ্যা বহিঃশব্দ...
যঠেই পাই যঠেই সেবা করিয়াছি। আর ৪ মাস
পর্বত অতুল এখানে থাকে ও যায়। এখানে না থাকিলে
তাহার বক্ত বক্ত হইত। কিন্তু আদিও তো নিঃশব্দ।...
১০ই মর্চ

নিভাঃগাগল, তোমার 'বন'তীত সর্বস্বদা-বিত
শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিব হুঁহু হুঁহু শোকে আঁধারে
আশোকে। তোমার তপস্বী-বক্ত এই বর্ণকে আমি
জানবামি। তোমার স্বরূপ-পদা এই বিব আমার সেবার
সাম্রাট। আমি তোমার হইয়া বিরাজা হইব, বিশ্ব-
বর্ষ করিব। তোমার হাতে পড়া এই বিব আমার বক্ত
আরও। তোমার বিবে তোমার আসন রচনা করিব,
তোমার বিবেকে সাধাইয়া শুদ্ধাইয়া তোমার হুঁহু পড়িয়া
তোমার সামনে উপস্থিত করিব—ইহাই ছিল আবার সারা
অনন্দের স্থান জ্ঞান। তোমার বিব তোমার হইবে—তুমি
সেই আনন্দে আনন্দায় হইবে—ইহা যেবিবার কত সারা
জীবনে কামিনাথ। তোমার বিব তোমার হইক—ঠাকুর, এই
কর। অঃ যে দি হুঁহুহুহু শুভালে কেন্দু সকালে যায়।
শত-সাবিকীর স্বত ২০.২০ টাকা পরে যিবেন। বাউইখাউতে
আলব পড়িয়া তুপিণার স্বতও কিছু সাধ্য্যে করিতে পারেন।
৪০ টায় পর যেনু সহ যঠে বাই... যঠে পুণ্যবী নরেন-
বাহুকে স্থানচ্যুত করা হয়। তাহার বিবেকে অনেক অসি-

যোগ। যেন হুঁ পদমা আর করেন। ইহাই সর্বস্বের বাবদ।
চতা যোজা। মাধ্যমিক পূজা করে। যঠে আগা হইতে
গোড়া পর্বত সর্বস্বের অনাচারে যঠে তুবিতে বসিয়াছে।
যক্তিবিবেকে পানন করিলে কিছু হইবে না। চলিবার
পথের দ্বারা, constitutional-ই পরিবর্তন করিতে হইবে।
শূণ নীতির মধ্যে বিলাস আনিতে হইবে। ঠাকুর যে বিশ্ব-
নাগবিত, ঠাকুর কৃষ্ণ যে 'মাছুখ' পড়িয়া তে'না চ'তা আর
কিছুই হইতে পারে না, তিনি যে সত্যাস-কৌলীজ,
এ অক-কৌলীজ, কোন গুণ-কৌলীজ বা বর্ন-কৌলীজ কিছুই
উপর জোর যেন নাই, তিনি যথার্থে সত্যাসী বা গুণী,
ব্রাহ্মণ বা অদ্বাই হইবার কথা বসিতে আনিয়াছেন—ইহা
সর্বস্বের সুবিধা সেই অতুলনাথ পক্ত হইবে পানন ও পোষণ
করিতে হইবে। নরেনবাহুকে আপাততঃ বিদায় দেওয়ার
তামিলীবাহু কি দুর্জনতাই না প্রবর্ত করিতেছেন। অসি-
সম্পাতের বিজ্ঞ। ছব্র-ছব্রল এমন নাগবের মানেবার
হইবার কি কোনও অধিকার আছে? ঠাকুরের যঠে নই
করিতে যিলে ঠাকুর যদি অসি-সম্পাত করেন? সত্যায়
কুমার ও নিত্যব্রত ক্ষেত্র। সকলে জ্ঞাত-জাত বাইরা
বাউইখাউ যায়—পিলার তুপিণার মাল মল্লা যেনা
হইয়াছে। কাল কাল আরও হইবে। বয়েকদিন পূর্বে
অতীনবাহু আনিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর সেবাজ্ঞানে
কুঁহুতা হিতে বাইবার স্বত। পরে বাইব বসিয়াছি।
যমুনা হটাৎ আনিয়াছে। সে শতাব্দিকীর স্বত ছই বন্দরে
৬০. টাকা বিয়াছে। ১২শে মার্চ।

ঠাকুর, মারী যেন নিম্ন সজ্ঞানকে সাধাইয়া তাহার
বাহীর কাছে উপস্থিত করে, তোমার যঠে, তোমার সজ্ঞান,
তোমার বিবেকে তোমার হুঁহু তোমার আশ্রয়ে স্থখ্য করিয়া
তুনিয়া তোমার সামনে উপস্থিত করিব—ইহাই ছিল আবার
সারা জীবনের কাবনা। তুমি তোমার যঠে, তোমার
সজ্ঞানায়ের, তোমার বিবেকে হুঁহুকে তোমার নিম্ন ছবি
যেখিবে, ঠাকুরের বাহ্যে তুমি নিজেকে আশ্রয়ন করিবে,
এক করিয়া তোমার যঠে তোমার সজ্ঞানায় তোমার বিবেকে
যদি নির্ধন করিয়া তুনিতে পারিতাম, আমি স্বত হইতাম।
তোমার যঠে, তোমার সজ্ঞানায়ের সেবা করিবার স্বতই

তো নতবাধিকার সহ-সভাপতি (নিত্যোগোপাল সভাপতি) হইতে বীণার করিয়'ছিলান। গারিলায় কৈ? আমি তো গায়ে পড়িয়া কাহারও অধীনতা করি নাই। উৎসবের (মঠের পোতধের) vested interest-এ আঘাত লাগিতেছে, তাই উৎসব আবার উপর ভিত্তি। তুমি লাকী, বাহা হয় করিও। নিত্যরত ও কুমার বাঙাইয়াটি যায়।... ---নীলু ও হুতর আর ১২টার পর আসে, বার ৪টার পর। ৪টার পাঠ হয় (মাধবদেবের) 'চলার ধর্ম'-এর শেষ অংশ। পাঠের শেষের দিকে যদি পাঠকী আসে। অন্ন ও কুমার পথ বে তির, কুমার সাধনার যে অস্ত্রের সাধনা হয় না, অন্নও যে ঐনিত্যোগোপালের ধর্মে পূর্ণ, ঐরামকক যে বিজ্ঞাতের পণ্ডিত এবং ঐনিত্যোগোপাল অধিঃস্তর পণ্ডিত মাঝিরাছেন ইহা আলোচনা হয়। নীলু প্রথমে গান গায়। 'অ'বি ও রেণু মঠে বাই। বোধহয় — র-দল এক শোভার মারিরাছে মহা-নির্বাসে মঠের লামনে 'বায়াবাহিক নব্বৈত নিমাই ২-শে বাপ হইতে পাঠ হইবে মহানির্বাস মঠে। সদয় সত্যা ১টা হইতে ৬৭'। কি চরম খেজাচাষিতার পরিচয়! করুণক সকলে মিলিয়া এই অংখ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিরাট ব্যাধার প্রয়োজন। একবাণি কঙ্গরলহ খানার জাইরী কহার কথা বলিলাম। উৎসবের সময় ইহার। পোলমাল সৃষ্টি করিতে পারে। মঠে খোলা গ্রাম বলিয়া কিছু নাই।...কি ক্ষুদ্রতা! ইহার ঠাঁইয়ের চিহ্নিত নিয়! রেণু মঠ হইতে ৮-টার পর আমাকে লইয়া আসে। তিনের চালটার ভিত্তি সমস্ত-প্রায়। ঘনুনা ২। টার বার। সকালে উপেন খর আসে, ১ টাকার কমলা আসে। ৩ জন গ্রাহক বাবদ হয় মাসে ৬ টাকা নতবাধিকার অন্ন এখন ১ টাকা দিয়া বার। তাহার নিবট জমির কথা বলা হয়। ২-শে মঠ

নিত্যোগোপাল, আমার ছবরের গাছা, হাডাখিয়াও,

তোমার আয়তের গর বেন আমি জীবন দিয়া রক্ষা করিতে পারি। তুমি আমাকে ভাকিছা...। তুমি আমার মত ছোটকে ভালদাখিয়াছ—সারা জীবন বেন একথা মনে থাকে। আমার জীবনের প্রবৃত্তি, উত্ত'ল তরুণারিত সংসার-লাগনের মধ্যে তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া আমি চলি। 'তব মূখ সধা মনে জাগিতেছে লক্ষ্যপনে'। এই মনে পড়া একদিকে যেমন বেধনাদঃক, তেমনি সৌরবময়। তোমার আদরের মধ্যগা বেন স্পষ্ট না হয়, আমাকে দেখিয়া দাতব্য বেন তোমাকে টিক বুঝিতে পারে, আমাকে তেমন করিয়া নেও। তোমার যোগ্য হইগ। কুমার ভাতে ভাত খাইয়া থাক, নিত্যরত বার ১২টার পর। গিলারঙলি শেষ করিয়া ৩টার ক্ষেত্রে। উত্ত'ল নির্দল আসে। ৪টি পত্রিকার 'নব্বৈত নিমাই পাঠ হইবে'—এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রতিবার ছাপাইবার ৩৩ নীসরতনবাবু তারিখী-বাবু ও রেণু টা'জীতে বসে। পত্রিকাওয়ালারা ছাপাইবার প্রতিক্রিয়া করে। রেণু আমাকে আনিতে মঠে যায়। চিবানন্দ আমার সঙ্গে বাহা ইচ্ছা বলে। তাহার বক্তব্য বার্ষ হানি হইয়াছে। সে তো নিত্যোগোপাল বোধেও না, মনেও না। একটা তরু উঠিয়াছে। ইহারি তো চাখিয়াছিল। তারিখীবাবু নরেনবাবুকে ইহার মধ্যেই পূজারীর আসনে বসাইবার ৩৩ অস্থির। নরেনবাবু অকিসম্পাতে তিনি জীত। তিনি যদি নিত্যোগোপাল-ধর্ম বুঝিতেন, এতদিনে মঠ বিভক্ত হইত। আমি ছাড়া কে তার গাণে ঠাঁকাইল? অথচ তিনি চাখিয়া আছেন মলহাটির বিকে। বরিশালের চকু কবিরাঙ্ক বসিতেন, 'ধারে আমার টানে কল্যা হইয়া, তার ঠাঁও টাইনা করবি কি? সত্ব বোধের গুরু-বল আছে'। সত্যই, এইখানে আমি ধর্ম। রেণু ক্ষেত্রে রাতি ১০টার পর। ২-শে মঠ

ভারতবর্ষের গৃহ-চিত্র

॥ শ্রীবিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ॥

পৃথিবীর গৃহ-চিত্রের অশোভনায় ভারতবর্ষের গৃহ-চিত্র বিশেষ গুরুত্ব দিবে অশোভনায় বহু হয় না। অনেক দেশবন্ধুই ভারতবর্ষের গৃহ-চিত্রের উন্নয়ন করতেই কলঙ্ক করেন। গৃহ-চিত্র অশোভনায় ইংরেজের গৃহ-চিত্রই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তার পরেই স্কটল্যান্ড ও ইরান হয় আফ্রিকার গৃহ-চিত্র নাগার।

বর্ত্তত ইংরেজের গৃহ-চিত্র যেমন বৈশিষ্ট্য এবং গুণগত মানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমনি তার শিরশস্ত তাৎপর্য বিশালকর। এই সব গৃহ-চিত্র বিশ্লেষণ করেই জানা গেছে যে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগেই আদিম মানুষের মনে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। বর্ত্তত গৃহ-চিত্রের শিল্পে মানুষের বাহু-বিশেষের একটি অধ্যায় আছে। বাহু-বিশেষের হাত ধরেই মানুষের গৃহ অলমেন পা কেলেন কল্যাণশালী। বাংলার প্রত্নতত্ত্বের চিত্রশালার পায়ে পায়ে বাহু-বিশেষ বিহীন হয়ে আছে।

এর পরে পণ্ডিতজনদের সৃষ্টি পড়ে আফ্রিকার গৃহ-চিত্রগুলির বিবেচনা। আফ্রিকা মনোযোগ আকর্ষণ করে সংখ্যান্বিত্যের জোড়ে, তেমনি শিল্পগত মানও উন্নত। এক ভাষিণি চিত্র নাগার যত লক্ষ্যও চিত্র আছে, সাধা ভারতবর্ষের গৃহ-চিত্র শিল্পেরও সমদাম্যক হয়ে কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে।

তাই ধরে প্রাগৈতিহাসিক গৃহ-চিত্র আলোচনার ভারতবর্ষের গৃহ-চিত্রকে বর্ত্তত অবহেলা করা হয় বর্ত্তত ততটা অবহেলার যোগ্য কিনা তা বিচার করে দেখার দিন এসেছে। আমরা সাধারণতঃ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণে ইংরেজের সূত্রীত অহসরণ করে থাকি। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে আমাদের চিন্তা-ধর্মগত এই বর্ত্তত সূত্রীত আলো অপরিস্রবিত হয়নি। ইংরেজের পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের গৃহ-চিত্রগুলি

সুশাসনের বিশেষ কোন উচ্ছ্বাস গ্রহণ করেন নি। তার ফলে দেশের পণ্ডিতজনদেরও দেশের গৃহ-চিত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠেন নি। চরম উদাহরণে আছে ভারতবর্ষের গৃহ-চিত্রগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক বরছে যোগ্য শিল্প শিল্পিক ও সমাজতত্ত্ব বিশারদদের মনোযোগের পাত্র হয়ে ওঠার দর।

এখন গৃহ-চিত্র আবিষ্কার করেন স্প্যানিশ অধ্যাপক সান্তু গোলা। বর্ত্তত আবিষ্কারের খবরটা তাঁর বক্তারই প্রাপ্য। সে সন্তানের আলোতে ছায়ে বুনে বাঁকের ছবি দেখে ট্যাঙ্কো ট্যাঙ্কো বলে চীৎকার করে ওঠে। তার ফলে সান্তু গোলা সন্তান পান গৃহ-চিত্রের। বর্ত্তত গৃহ-চিত্র ছায়ে আঁকা অসংখ্য বুনে বাঁকের ছবি দেখে তার পেয়ে চীৎকার করে উঠেছিল মেয়েটা। ট্যাঙ্কো স্প্যানিশ ভাষায় বলা হয় বাঁককে।

তারপর থেকে শুরু হয় গৃহ-চিত্র আবিষ্কারের পান। গৃহ-চিত্র আবিষ্কারে নাজর এখন আশ্চর্যপ্রায় লাভ করে যে, ইংরেজ এবং আফ্রিকা গৃহ-চিত্র সন্ধান প্রায় শেষ বেশী হয়েছে। এখন এতখানি বলা যায় যে নতুন কোন গৃহ-চিত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা খোঁজলে এই দুইটি মহাদেশে আর নেই। ভারতবর্ষের চিত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহস্য। গ্রন্থদত্ত অহসরণদের ক্ষমতা এখন বোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ তৈরী হয়নি তেমনি কোন সুশাসনের চেষ্টাও হয়নি। গৃহ-চিত্র বা-পাওয়া গেছে তা নেহায়ে আকর্ষণিক আবিষ্কার। আশ্চর্য এই যে, প্রত্নবিদ্যাও প্রত্নসম্পদ আহরণ করতে দিয়ে বা অহসরণ পরে গৃহ-চিত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনার কথা কুলে থাকেন।

কিন্তু গৃহ-চিত্র নিয়ে আমরা আর উদাসীন থাকবো কিনা তা কেবে দেখার দরকার আছে। ইতিহাস রচনা, আদিম কালের জীবনযাত্রার পরিচয় লাভে এবং ধর্ম

দিত্যে, এমন কি আশ্বিন সমাজ-জীবন বিশ্লেষণে গুহা-চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষে যে সব গুহা-চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তারা যেমন ভারতবর্ষের বহু পন্থার ধারণা দিতে পারে, তেমনই পারে সভ্যসভ্যকে থেকে বিজ্ঞান অনেক গোপী ও সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস দিতে।

সাম্প্রতিক কালে কৃপালের লিট্‌টে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে “পুন্ডরীক বৃহত্তর” বিভিন্ন গুহা। ‘জীনের গন’ নামে বৃহৎ পাথর খণ্ড স্থানান্তরিত হওয়াতে আবিষ্কৃত হয় বিভিন্ন গুহাশ্রেণী। সংখ্যক প্রকাশ ছয় শতের উপর গুহা ইতিহাসে আবিষ্কৃত হয়েছে। আশ্চর্য যে, সব গুহার বেওয়ালই ছবি দিয়ে সাজিয়ে রাখা। এর ফলে ভারতবর্ষের গুহা-চিত্র সম্পর্কে এত দিনকার ধারণার পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার যেমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তেমনই হয়ত লাত করবে প্রাগৈতিহাসিক কালের নিম্ন-বিভাগ বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা।

গুহা-চিত্রের ইতিহাসে ভারতবর্ষের গুহা-চিত্র হ’ল পুন্ডরীক কাছে এক সময় বিশ্বাস। সে হ’ল ঐতিহাসিক যুগের অন্ধকার চিত্রমালা। পুন্ডরীক পণ্ডিতগণেরা এবং নিম্ন-মণ্ডিকরা প্রথমে লক্ষ্য অন্ধকার প্রাচীর অবতারণা করে থাকেন। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কালের উল্লেখ করাই হয় না। অবশ্য নিম্ন-বিভাগে প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহা-চিত্রের উল্লেখ মাত্র করা হয়ে থাকে। মূলতঃ গুহা-চিত্রগুলি আশ্বিন মাসের পরিসর এবং ইতিহাস রচনার উপায়ান ভগ্নে বৃত্তীত হয়। ভারতবর্ষের পুরাণ, মহাকাব্য এবং কলি গ্রন্থ-ভিত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ইতিহাস-রচনায়। এমন কি উপকথাগুলিকেও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। অবশ্য গুহা-চিত্রগুলি যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তা পণ্ডিতগণেরা লক্ষ্য করেন নি।

ভারতবর্ষে ছবি-আঁকা গুহা বা পাগুরা পেছা তার সংখ্যা যে বহু তাতে সন্দেহ নেই। সব চিত্রিত গুহার উল্লেখের যোগ্যতা বখাওঁই নেই। তারপর বেশীর ভাগ গুহা-চিত্রই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। সর্বোচ্চ অধ্যয়নে পাঁচমারী নথিরে সঠিকভাবে মনেও পড়ত গুহা, পাগুরা কোয়ার বৃহৎ-শক্তি

হুও, ভারতবর্ষ নথিরে বহু মাইল ব্যবধানে সিংহপুর ও কাবড়া পাখাড়ে, মির্জাপুরের কাইমুর পাখাড়ে গুহা, এ ছাড়া মানিষপুর, বোম্বাই, হোসদাবাদ, খালাসের এবং ষাটশিয়ার গুহা।

ভারতবর্ষে গুহা-চিত্র ছবিতে বাংলা বিভিন্ন জেলায় হলেও ছবি প্রায় এক ভাবে, বিদ্য বহু প্রায় এক। এমনকি ক্রাফ ও শোনের গুহা-চিত্রের মধ্যে কোন আদিল ঘটে নি। ব্যতিক্রম খেটুই তা হ’ল গৈরীয়ায়। এ ছাড়া এক গুহা থেকে অল্প গুহা-চিত্র আঁকার কিছু কিছু আলাদা বৈচিত্র্য আছে। যেমন ময়ূরগুপ্ত পর্বতের গুহার আঁকা মাস্কের ছবি। এতটা চোকা পাক্কো আঁকা আঁকা দেখার কাটা-কুটী করতে শিল্পী। মাথার বদীরে যিহেছে মিহুকের মত মাস্কের হুও। অথচ কাছাকাছি আর একটি গুহার মাস্কগুলি আঁকা হয়েছে মাস্কের মত বরোই লক্ষ্য লক্ষ্য হাত পা জুড়ে দিয়ে। মাস্কগুলিকে এত লক্ষ্য করে আঁকা হ’ল কেন তা বোঝা যায় না। অল্প আশ্বিন শিল্পীও আধুনিক যুগের শিল্পীদের মত অনেক সময় বিকৃত করে ছবি এঁকেছে মনের কাব প্রকাশ করার জন্য। যেমন দুটকু হরিন বোঝাতে হরিনের চাঁও দিল অনেকটা লক্ষ্য করে এঁকে। এ রকম লক্ষ্য করে আঁকার রীতির পৃষ্ঠা ভারতবর্ষের অন্যান্য গুহা আছে। এ ছবির দোশের পাওয়া যাওঁে কিছু উপত্যকার স্থানিতে পাওয়া যুগ্ম-প্রায়।

বৃহৎ-শক্তি-হুও গুহার আঁকা আছে কতগুলি ভিত্তিকের ছবি। ঐটা যুগ বিশ্বাসের যে পণ্ডিতগণেরা ভারতবর্ষের গুহার ভিত্তিকের ছবি আঁকা দেখেও মনোযোগী হয়ে ওঠেন নি। বর্তমানই প্রশ্ন ওঠে আশ্বিনের ভিত্তিকের লক্ষ্য বাড় কেনন করে লুপ্ত পড়লো বৃহৎ-শক্তি-হুও গুহার ?

ভারতবর্ষের গুহা-চিত্র আঁকা হয়েছিল কোন্ সময়ে এ নিয়ে মতামত আছে। অনেকেই একসঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মর্যাদা দিতে আগ্রহী নন। কিন্তু এ গুহা-চিত্রগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক নিম্ন ফলে বীকার করার অন্ধকার কোথায় ? ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক নথি একই ভালে কোন যুগেই এগোতে পারেনি। এমন কি অর্ধাঙ্গীন যুগেও কয়েকটি জনগোষ্ঠী বহুত পক্ষে প্রায়

নব্যগ্রন্থের সুপের জীবন বাগন করছে। তার কলে ভারত-
বর্ষে অ'ধুনিক সুপের পাশেই লালিত হচ্ছে মধ্য সুপ।
তেমনি অসত্য নহু প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালের জীবন
বায়ের নিদর্শন। অ'ধুনিক বিশ্বের পাশেই আছে লোক-
শিল্প। তেমনি লোক-বিশ্বের পাশেই বেঁচে থাচ্ছে আদিম
চিত্রকলা। দাঁড়তাল, ওয়াৎসুতা বা নাগা প্রকৃতি গোষ্ঠীর
নিদর্শক আদিম শিল্প কলার অস্তিত্ব করেই বিচার
করা হয়। তাই শক্তিকলনেরা এখন শুধা-চিত্রগুলিকে
নিছিয়ে খাণ্ডা জনগোষ্ঠীর বলে গ্রহণ করতে আগ্রহী, তখন
এ চিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক কালের বলে স্বীকৃতি লাভ
করায় অস্বাভাব্য কেবল? এ ছবিগুলো যে জনগোষ্ঠীর
অঁকা তাদের সমাজ-জীবন যে প্রাগৈতিহাসিক কালের
এ কথা স্বীকার করার কোন কারণ নেই। সময়ের

দাপকাঠিই যদি প্রাচ্যাত বেওয়া হয়, তাহলে শিহিরে
খাণ্ডা জনগোষ্ঠীর শিল্পকে আদিম করে গ্রহণ করে বিচার
করা হয় কোন্ মুক্তি অবশ্যন করে এ গ্রন্থ তোলায়
সমস্ত অধিকার আধারের আছে।

যত্নত একমাত্র এ কারণেই ভারতবর্ষের শুধা-চিত্র
বিশ্বের শুধা-চিত্র আলোচনার গুরুত্ব পেতে পারছে না।
প্রাগৈতিহাসিক শুধা-চিত্রের শিল্পগত মূল্যই বড় কথা নয়।
তার বিশেষ মূল্য প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠীর সমাজ
জীবন-বিচারে।

ঐক্য গুরুত্বের গুরুত্ব: রবীন্দ্র ক্রম বর্ষাধীনে বলেছেন
যে, অধিকন্তর অস্বাভাব্যের মাধ্যমেই শুধা-চিত্রের কাল
ব্যাখ্য নির্ণীত হতে পারে। একমাত্র এ পথেই ভারত-
বর্ষের শুধা-চিত্র তার যোগ্য মর্যাদা পেতে পারবে।

নানা-আমি

আবার জীবনবান্য একটা নয়,
'অনেক-আমির' সময়ের-পড়া;
অপরাধ জীবন পান্যপানি পেঁবে পেঁবে
সুপের দলন একটা প্রকাণ্ড বাসা
হয়ে উঠেছে, গাঁবা তবুও শেষ হয় নি।

আবার জীবনে কোন্টা-যে আবার সঠিক
সত্তা, পেলায় না হুসিল তার আঝো।
পেছন পানে চেয়ে যেমি সে-গৈলোয়ারে
যে ছিল নির্ভরশীল নিশ্চিত জীবন,
'সে আমি' হারিয়ে পেল যৌবনের প্রথম বহন;
সে এক বৈরাগী মন কোথা থেকে এস।

৥ শ্রীশান্তশীল লাল ॥

অনেক জনের হাথে নির্জন একাকী—
আপন খোলালে চলে চোখ মেলে এবারে ওয়ারে।
সবী সাবী কেউ নেই মনের মতন।

তারপর অনারণ্যে 'আর-এক-আমির' মধ্য:
কত না হাহুয় আপন যায়—

পরিচয় কত জন সাথে,
কলহব তহা পূহবা নি।

হাথে হাথে পূহ হয়—তখন আবার
সেই নির্জনতা হাথে উঠি মাঝে সে এক বাউল,
(সে-বাউল হারিয়ে গিয়েছে)
যৌবনের সে-বাউল মনের হাডুয় খুঁজছিল;

সেই বৃত্তি দেখা দেয়

'আর-এক-আনি'র রূপ ধরে।

এ বাউস অস্ত্র একজন।

আগুন ঐশ্বর্য নিয়ে (যে ঐশ্বর্য সর্বজনীন)

কাটার আগুন ঘরে বিনশুলো এক একটি ক'রে।

কী এক প্রেম হীমালোক

ছেয়ে থাকে জীবনটি তার—

সর্ব অতিবোধ আর সর্ব অতিমান

ধূয়ে অশ্রুত, বহুধূয়ে;

জীবনের সার্বকতা বৃত্তি এই প্রেম হীমালোকে।

নিতে যায় সে আলোক :

আবার আবার এক বিঘর জীবন ;

কাটার সে ক্রান্ত দিনগুলি।

পথ চেয়ে থাকে সেই অন্তত আলোর

যে ছিল, যে হারিয়ে গিয়েছে।

এমনি 'কত-না-আনি' দিয়ে বেধা আবার জীবন,

একটা সেমন করে বসি।

একটা জীবন যাকে 'কত না-আনি'র সম্মুখ।

আরও 'কত না-আনি' অংশে, আবার।

এ জীবন ঘিরে ঘিরে করবে রচনা

একটি সমগ্র মালা 'অপাং আনি'র।

কবি বিবেকানন্দ

১. অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য।

(১)

সাধারণ মানুষের মনে স্বামী বিবেকানন্দের যে বৃত্তি বা জীবন-বৃত্তি অঙ্কিত তা একজন বর্ষভক্ত বা ধর্ম প্রচারকের। জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন প্রান্তে যে অসংখ্য বর্ষভক্ত রয়েছেন, তিনিও তাঁদেরই একজন, তার বেধী কিছু নব—এমন একটা ধারণা ধানের আছে তাদের সংখ্যা খুব কম নয়। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকগুলি সম্যকরূপে আলোচিত হয়নি। তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার প্রতি আশ্রয়ের সকল মনোবোধ্য নিঃস্বপ্ন থাকতে তাঁর সমাজচিন্তা, সেবা-বোধ, স্বাধীনতা, তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যসাধনা খুব সহজেই আশ্রয়ের চোখ এড়িয়ে যায়। এইভাবে তাঁর দৌণ ভূমিকাটিকেই আমরা বুঝা যাবে যথেষ্ট।

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অসংখ্য বিবেকানন্দের অসংখ্য

ভূমিকা নয়, এমন কি সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্য-দৃষ্টিও নয়, কেবল তাঁর কবিত্ব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিবেকানন্দের সাহিত্যসাধনা নিয়ে সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক কৃষ্ণবরদন ঘোষ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যারিও সেটি পত্রবার সৌভাগ্য বর্তমান প্রবন্ধকারের হয়নি। তবে বিবেকানন্দের সমগ্র চৈতন্য, তিব্বত বক্তৃতা ও তাঁর 'প্রাচ্য ও পশ্চাত্য', 'শরিত্রাণ্ড' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে প্রবন্ধকারের এই ধারণা হয়েছে যে বিবেকানন্দ একজন বিদ্বৎ, সুরাসিক সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও বেগবান গদ্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন।

এই গম্ভীরতা তাঁর কবিতাতেও স্বাভাবিকভাবেই সন্নিবিষ্ট। আর সেই কারণেই বিবেকানন্দ সোমাইট

সম্মুখে তোমার....." ইত্যাদি এই অতি প্রসিদ্ধ পাংক্তি যুগল আশোচ্য কবিতারই অস্তিম পর্যায়। এ দুটি পাংক্তি এতই বিখ্যাত যে এরা হুতাবিত রূপে বাংলা ভাষার হাতী-স্পন্দ হয়ে গিয়েছে। সকল বিকৃত বাস্তবসী এই পাংক্তি দুটির দিকে পরিচিত। তখন প্রবান হচ্ছে কৃষ্ণ মাতার মৌল-পঙ্খেরে যুক্তিত পাংক্তিমা আনন্দের মনে করিয়ে দেয় ইংরেজ কবির বিখ্যাত পাংক্তিনিয়ম :—

He prayeth well, who loveth well
Both men and bird and beast.
He prayeth best, who loveth best
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all,

পরমতী কবিতা "নাটক তাহাতে প্রাণ"কে কবি বলতে চেয়েছেন পৃথিবীতে নানা বৈশ্বর্যের সমাবেশ দেখা যায়। কোকিল ও কমেট, হৃদয় ও কীলক রূপ পাশাপাশি রয়েছে। একদিকে যেমন আছে 'হৃদ হৃদ সৌরভে অ'হৃদ', তত অগ্নির জ্বলন, তর তরঙ্গলোচ, 'নদী, নদ, নদী দিল্লোল', বিহব কাকলী; অতর্কিত তেমন 'মেঘবস্ত্র কুলিন-সিদ্ধন', মহারথ, প্রসন্ন ভক্তি' অকৃত্য। একদিকে যেমন হৃদয়ের সজ্জিত গুণ, গুণশোভিত নীল সরোবর, 'সুভাগবে বীণার কণর', সোভবীর হৃদয় আনন্দ, হৃদতীর বিধাঘর, গ্রিহ মিনোজ্জ্বল, বিরহের জন্তুরীষ্যাস ও অস্ত, নামাধি তোম বাসনার বস্ত; অতর্কিত এই সব চক্ৰাক্ষ চিত্রের পাশাপাশি রয়েছে ভেতীর নিমেষ, অঘোর কঁটার, পোড়িতমাবী সজ্জায় ও গুহা। এই বিবিধ জিহ পাশাপাশি অকল বরে কবি বলেছেন মানব জন বহুঃবস্ত্রই কোকিল ও হৃদয় রূপের প্রতি আত্মী হয়। শীতল শব্দভঙ্গী ক্ষেত্রে কে যায় 'বহুঃ তলন-মাদা' গায়? 'হৃদ ভবে লম্বাই কাতর' কিন্তু তবু এই পৃথিবীতে আছে হৃদ, দারিত্র্য, ব্যাদি, জ্বালাতী ও গুহা। আর এই সব দেখে যদি কোন সৌন্দর্য শিলানী কোকল গ্রাণ করে অভিকৃত হয়, তবে সেই কোকল-গ্রাণতা কাহ্নলভ্যতার মামাজ। এই চক্ৰকতা ও কীলকসে পরিহার করে এসারকণী বহুভাষা

ফানীর কহরুপে বরন বরে নিতে পারায় যথো, বহুকে আদিকন করার যথোই প্রকৃত বীথক ও মতত্ব। তা যে পারবে সেই কমেট তারকের জ্বলন রূপেই পক্তি বস্ত্রা প্রাণা বৃত্ত করেন। এই কবিতাতেও কবি চলিত মাত্রার দীর্ঘ পরার বা মধ্যপদার ব্যংহার করেছেন, অদন্ত পূর্বের কবিতার ভাব এটিতেও তিনি সর্বম অজ্ঞানি রক্ষা করেন নি। যিৎবে বরে এই কবিতাতে এত দীর্ঘ পাংক্তি বিভাগ করাতে প্রতি চরণে সব ও পর্বাধের বিভাগ খুব স্পষ্ট নয় এবং সর্বত্র সমান মাত্রাও রক্ষিত হয়নি, গোথাও কোথাও বাইন মাত্রার ব্যংহারও আছে। চক্ৰকতার তাৎ অজ্ঞানী মনসেই তখন পথে ব্যংহার এই কবিতায় বেশী। আত্মর থেকে তৈরী মন কোথাও গুণ 'প্রাকাকল-জ্বল-কবির' পথে ব্যংহার রীতিমত বিদ্যর আদায়। 'পাই শীত ভনাতে তোমার' পেরিগ হচ্ছে বরনে লেখ্য দীর্ঘ কবিতা যাতে কবি বিবেকানন্দ অগেকা দার্শনিক বিবেকানন্দের সাফল্য বেশী পাওয়া যায়। নানা রূপ বস্ত্রের ব্যংহারে কবি অনেকগুলি বৃত্ত রচনা করেছেন। 'পাগর বসে' পুরোপুরি নিদর্শ কবিতা। এটিই একমাত্র কবিতা যেখানে বিবেকানন্দ গেনে আত্মর প্রেরণা রূপে নিদ্রক সৌন্দর্যবাহুত প্রকাশ করেছেন। নীচে নীল সনুত, উপরে নীল আকাশ, তাতে মেঘের রাশি কেনে বেড়ায়। অতলাবী হৃৎের শেখ রশ্মিজটায় প্রতি লে দেহরাশি জর ও ধীরে নানা রূপ ধারণ করে "দেখে লব আকাশে নিলায়," উপরে যখন এই সব বৃত্ত, নীচে তখন সনুতের বসতান। বৃত্ত ও শব্দ, রূপ ও রংয়ের সমাহার এটিতেই এই কবিতায়।

নীচে নিদ্রু দাধ দাদা তান ;

... ..

অজ্ঞানি বিখ্যাত তোমার ;

জ্ঞানি হারে কলম

দায় দেখা, না করে দর্শন।

(৯)

একটি আত্মবীর বিদ্য এই যে ইংরেজী ভাষাতেই বিবেকানন্দের কবি-প্রতিভা সত্যকৃষ্ণ দাত করেছে। আর কাল হযত এই যে বিবেকানন্দ যে সময় এই কবিতাগুলি

নিবেছেন সে সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর সম্বন্ধে আদর্শ (model) হিসাবে উৎকৃষ্ট বাংলা গীতি কবিতা খুব বেশী ছিল না। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পারচর খাটতে তিনি সমস্ত বিখ্যাত ইংরেজ কবির সঙ্গে কবিতাপ্রসূত্রে সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। ফলে বেধা বয়েছে ইংরেজী ভাষাতেই তাঁর কবিতা অনেক বেশী সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়েছে। এখানে পথ ও ছন্দের ব্যবহারে তিনি অনেক বেশী সচেতন। বাংলা কবিতায় তাঁর যে শৈথিল্য ও ঝড়োতা সেবা পেছে এখানে তা অনেকাংশে লুপ্ত। অত্যাধিক মুক্ত প্রচলিত ছন্দের বেদন তিনি ব্যবহার করেছেন, তেমন মুক্তছন্দে রচিত কবিতাও রয়েছে। কোথাও বৈদ্যাস্তিক বিবেকানন্দের আত্মজিজ্ঞাসা, কোথাও প্রাণ উন্মাদ ও উন্মাদনা, আবার কোথাও পতীর নৈরাশ্র ও আত্ম সমর্পণ—এই সব বিভিন্ন ভাব লীলাসিত হয়ে উঠেছে কবিতাভাসতে।

কবির একান্ত অস্বাস্থ্য ক্ষেত্রী মহারাণীকে উল্লেখিত কবিতাটিতে তিনি বলেছেন,—

If the sun by the cloud is hidden a bit.

If the welkin shows but gloom,

Still hold on yet a while, brave heart,

The Victory is sure to come.

এই প্রসঙ্গে তুলনীয় বাঙালী কবির “যে যে যে যে কেউ করিল নে ভর আড়ালে তার হৃৎ হৃৎ হৃৎ” কিংবা একই কবিতায় এখন দেখি :

No winter has but summer came behind,
তখন মনে পড়ে ইংরেজ কবির If winter comes can Spring be far behind? সঙ্গ কবিতাটিতেই এই প্রাণ আগবাহ জনিত হয়েছে। প্রায় সমস্তই তেজোবৃত্ত কবিতা The song of the Free, The song of the Sannyasin ও To the Awakened India যাতে প্রতিফলিত উপনিষদের সেই উদাত্ত সত্যের বাণী “উত্তীর্ণ জাগ্রত প্রাণা বরান নিবোধত”। নব্যোক্ত দৃষ্টি কবিতাতেই আছে ইংরেজী blank verse-এর সত্যের নির্ণেয়। বাণী ও বৈদ্যাস্তিক

বিবেকানন্দকে এখানে আদর্শ প্রত্যক্ষ করি। Angels Unawareও একটি দুখের কবিতা। কবিতার শেষ অংশে আছে ঈশ্বরের বিধান মাহুত লক্ষ্যন করে, তার পতন বা অলস ঘটে। গাছ বা পাতার কখনও কোন বিধান লক্ষ্যন করে না। কিন্তু গাছ বা পাতার বেথানে থাকে সেখানেই থাকে; আর মাহুত সংগ্রাম বরে নিম্নের কাণ্ডা বা হুড়গাকে ঘর করে এক স্বপ্ন বিধান ও বন্ধনের উর্দ্ধে উন্নীত হবার শক্তি ততু তাই আছে। অনেক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সে স্থান পায় পাশত পাশির অতঃতন গিছনে ডাকিয়ে একদিন যে অংশতনের কষ্ট সে সমাজচ্যুত হয়েছিল তাকে সানন্দ অতিবাহন আনায়।

আমেরিকা মুক্তস্বাধীনতার ঘোষিত হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই। মুক্তার কয়েক বছর আগে এক ৪ জুলাই বামী বিবেকানন্দ কালীয়ে কতিপয় দাকিনী শিল্পের সঙ্গে প্রদর্শিত ছিলেন। উক্ত দিনটির স্মরণে তিনি লেখেন To the Fourth of July কবিতাটি। এতে পরাবীনতার স্বাক্ষর ঘোষণার দূর করে বাবীনতার প্রত্যন্ত পূর্বের উদয় ও বাবীনতা সংগ্রামীদের আত্মদানের কথা আবেগময়ী ভাষায় নিশিথৎ হয়েছে। প্রথমতঃ প্রদর্শন করা যায় ১৯-২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই বামীন্দ্রী পরলোক-গমন করেন। আমেরিকার বাবীনতা দিবস ও তাঁর মৃত্যু দিবস একত্রে প্রথিত হ'ল “৪ জুলাইয়ের প্রতি” কবিতাতে।

The Cup কবিতার কবি বলেছেন বিদ্যা সর্বাধিক যে পথে চলতে গিয়েছেন, কবিকে সে পথ সেননি। অস্ত্র দয়ার পথ চরণ, মুক্ত ও বনোদয়; কিন্তু কবির পথ বন্ধন, ‘কৃত্তর দ্বারা নিশিতা ছরতারা’ দুর্গম সেই পথ। Cup এখানে কৌণের প্রতীকস্বরূপ ব্যবহৃত। অস্ত্র সকলের সোয়াদ আনন্দে পূর্ণ, কিন্তু কবির কৌণদ্যায় বেরনায় উচ্ছলিত। Peace কবিতার কবি শান্তির স্বরূপ উন্মাদটনের ডোকা করেছেন। শরাসাচাৰ্য প্রবীত ‘নির্বাপ হইকম্’-এর একটি দুখের ইংরেজী অস্বাস্থ্যও কবি করেছেন।

Kali the Mother কবিতার কবি ও সাধকের অপূর্ণ সদয় হটেছে। তরুণের মত যে সৌন্দর্য আছে

এখানে কবি তা চন্দ্রকান্ত ভাষায় ছুটিয়ে তুলেছেন।
'নাচুক তাহাতে ভাষা' কবিতায় যে মূল ভাবটি ছিল
এখানে তা তা'বে ভাষায় আরও সুন্দর সংহত রূপ
লাভ করেছে। কীর্তনের জুগে কই ও সর্বজন্যের কীর্তনতাকে
যে অগ্রান বদনে বরণ করতে পারে তার হৃদয়-সুপানে
ভাষা নৃত্য করুক—এই ছিল বাংলা কবিতাটির শেষে।
Kali the Mother কবিতার শুরুতে প্রকৃতির এক
ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা কবি করেছেন,—

The stars are blotted out,

The clouds are covering clouds,

It is darkness vibrant, Sonant,

In the roaring whirling wind.

কালী কালিকা ভাঙন নৃত্যে প্রলয় তথা নিজে
এসেছেন চারদিকে বৃষ্টি ও মহামারী ছড়াতে ছড়াতে আর
কবি তাঁকে আরাধন করছেন,—

Come, Mother, Come!

For Terror is thy name

Death is in Thy breath,

And every shaking step

Destroys a world for e'er,

সকল কিছু বিনি বিনাশ করেন তিনিই কাল (Time):
বা কালী। যে সাহসে তার করে হৃদয়-ধরাধাকে বরণ
করতে পারে, মহাকালীর ভাঙন বা প্রলয় নৃত্যে আশ
নিতে পারে তার কাছেই বা আসেন। কবিতাটি যে কোন
কাব্যসংকলনে স্থান পাবার উপযুক্ত।

কবির বিদেশী ভক্ত Goodwin এর দ্বারা লিখিত
কবিতাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়। বৃষ্টির পর Goodwin
এর আনন্ডিত আত্মাকে আপন নিঃশ্বাসে ফিরে যেতে
বলছেন কবি। তাঁর কীর্তনের ব্রত সম্পন্ন, এমন ভয়ঙ্কর
চরিত্র পাশে আত্মা ফিরে যাক, সমস্ত আন ও আশের

ব্যবধানকে বিনাশ করে যে, সেট যত্নে সৃষ্টি তত্নে পড়ে
বাগ শিচ্ছে, যেমন বিহব বিদূর্জনের পর যেনের উপর পড়ে
বাতে নিবেদিত অর্ঘ্যের স্তম্ভাদি।

আমাদের বাংলাতে শেষ কবিতাটি কবির বৃষ্টির সাত
বছর আগে আমেরিকা যাত্রার সময় তা ইংরেজি রূপে লেখা।
My play is Done একটি ত্রুটিপূর্ণ কবিতা।
মাতাধিনির খেলা শেষে ক্রান্ত শিত হয়ে ফিরে আসে তার
মা'র কাছে। কবিও কীর্তন সংগ্রহ শেষে ক্রান্ত হেঁচ
জ্ঞান হয়ে ফিরে যেতে চান আপন আলয়ে, যেখানে বিশ্ব
যাত্রার কোলে তিনি পাবেন আশ্রয় ও বিশ্রাম, শান্তি ও
সামান্য। ওপুস্তের ক্রীড়াধনে তাঁর খেলা শেষ। Kali the
mother-এ যে ভয়ঙ্কর মাতৃরূপ তিনি বেধেছেন এখন আর
সে মূখ্য তিনি সেখানে চান না—Turn not to me thy
awful face, 'tis more than I can bear,/Be
merciful and kind to me to chide my faults
forbear. কবি যেতে চাইছেন যেখানে সকল সংগ্রামের
অবগান, সমস্ত জুগ ও অঙ্গের সমাপ্তি, এমন কি যেখানে
পাখির আনন্দও নেই। আর যেন কোন পাখির হৃদয়ের স্বপ্ন
যোহ সৃষ্টি করে কবির চোখ থেকে মাতৃমূখকে আড়াল
না করে—Let never more delusive dreams
veil off they face from me/My play is
done O Mother, break my chains and
make me free! কবিতাটির দীর্ঘ পাক্তি-শিলাস,
হোশিয়ারিত হৃদয়ের বীর মরণ সক্তি, কোথাও কোথাও একই
শব্দ বা ভাবের পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করে কবির মতীর ক্রান্তি
ও বিদায় বা পাতক-চিহ্নকে সহস্য উৎসাহ করে বেধ।
যেন বিদায়ের হাসিনীর বকুল সূক্ষ্ম বা বা সহজেই সহস্র
হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে তাকে প্রবীভূত করে। আর এ
কমতা ধীরে আসে তিনিই ত কবি।

অহিংসা ও প্রেমের ধর্ম

॥ श्रीमच्छास्त्रकृताय नमः ॥

"অহিংসা এমন একটি শক্তি যা টুকরে ছাড়াই বিধে।
তা সাবাত্ম্য সংশ্রমে স্বাধিক সত্ত্বেরই প্রকাশ করতে
পারেন। অহিংসে ভীনের ঘন বলে প্রাণ ফুলতে লক্ষ
সত্ত্বেরই তা বিধে অত্যাশ্রিত করতে হয়।"

কণ্ঠী গাছীতির। অধিনায় নীত গাছীতির বাহে
 নিম্ন গাছীতির অধিনায় ছিল না, ছিল জীবন-ধর্ম।
 তাঁর জীবনের সাধনা সত্য অধিনায় ও প্রেম-ধর্মের গুণ
 নির্দেশ। বস্ত্র: সত্য ও প্রেম তাঁর বাহে সমার্থক বস্ত্র।
 সত্য ও প্রেমের সমার্থক বস্ত্রের মধ্যেই অধিনায় পূর্ণতা।
 কণ্ঠী গাছীতির ভাব-বৈশিষ্ট্য—

“সত্যের শক্তি ও প্রেমের শক্তি একই বস্তু ; প্রক্তি
 পদক্ষেপে আদ্যা তাই অতিথি অঙ্কণ করি। এই শক্তি না
 থাকিলে ব্যক্তিই লুপ্ত হ'য়ে যেত। প্রেমের শক্তিকে অবগমন
 করেই জ্ঞানীর জ্ঞান, লক্ষ লক্ষ জীবন বেঁচে আছে”।

পৃথিবীর অবিভাজ্য কবঃসংগ্রহের নাকখনে প্রাণ
 আপন শক্তিতে সীতমান। এই ঈশ্বর প্রেমের হারাই কাত,
 কীনের সন্তানবিশিষ্ট বিরোধ সন্তোঃ মন্ত্রণ উত্তরতর কীনের
 বিরুদ্ধে এসিয়ে চলছে। তার সখাঃ-বন্ধন ও সত্যতার
 ইতিহাস প্রেমের শক্তিতে গড়ে উঠেছে। প্রেমের ধর্ম দলী,
 কলস নর।

ଶ୍ରେୟେ ଧର୍ମ କି, ଦର୍ଶନା ବରତେ ମିତ୍ରେ ସାହୋଦି କଲେନ—
 “ଶ୍ରେୟ ସଦି କୌଣସେ ଧର୍ମ ନା ହ’ତ, ସୁହାର ନିକୌଣସି
 ନିବଞ୍ଚିତ କୌସେ ଅସ୍ତିତ୍ବେ ସାବତ ନା । ଶ୍ରେୟ ଡିହକୌସି” ।

অধিগ্ৰাহকে গ্ৰাহীমি তাঁর জীবনকর্মকণে গ্রহণ করবেন
বশেই এই সত্য তাঁর চোখে প্রতিফলিত হ'ল যে, পৃথিবীযাত্রী
অজ্ঞান, অসত্যের ও বিশ্বেষের বিক্ষেপে মাছের একমাত্র
শ্রেণের নজিরেই থাকতে পারে। সপ্তম নজির থাকা
অজ্ঞানের প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু অজ্ঞানকে নির্মূল করা
যায় না। প্রতিদিন্দো হিংসারই নজির করে। যিনি

মহিলাদের চাকিত, তিনি প্রবেশ কর নিজেই অস্ত্রের
সম্মুখীন হন। অশ্রুতে আঁধার করা বা অস্ত্রের ঘা
হুমিত করা ঠিক হয় না। আপন সেহে আঁধার বরণ
করে তিনি অস্ত্রবানের ঘা। অস্ত্রের অংশের ঘটন।
প্রের অস্ত্রেরও বহিষ্কৃত করতে না পারতো, তবে হিংসার
মুখে মাতল নিশেবে কীটন হয়ে যেত।

পাণ্ডিত্য পত্তনীধনেব সবে মানবজীৱনৰ তুলনা
কৰেহেন। তিনি বলেহেহে—“পত্তৰ সৰ্ব্বাভ্যৰ্থ হিংসা,
মাত্ৰেৰে সহকাৰ প্রকৃতি অহিংসা। অহিংসা মানবধৰ্ম,
পত্তপতি অপেক্ষা মনোবক্তাৰে শ্রেষ্ঠ। বিচাৰ দ্বাৰা হিংসা-
পত্তিতে আমি পরাকৃত কৰেছি এৰা এই নিত্যতে উপনীত
হয়েছি যে, প্রেমেৰে ধৰ্মে পত্তপত্তিৰ দ্বাৰাভিতিক কৰাই
মানবজীৱনৰ একমাত্র উদ্দেশ্য।”

গ্রেম বখন কীৰ্ত্তনের বস্ত্রণ এবং উদ্বেগ, ভবন গ্রেমই
 নত। গাভীজির উপলক্ষিত তাই। তিনি বললেন—
 অতঃপর আমি বেবেতে সেলাম যে, সত্যের সন্ধানের বা
 কাঙ্ক্ষাকৃতি তাইই নাম গ্রেম। আমার কাছে নত। ও
 গ্রেমই ইহা। ইহাযের বস্ত্রণ বর্ণনা করতে গিয়ে গাভীজি
 বললেন, “আমি কীৰ্ত্তনবে উপলক্ষিত করতে পারি যে,
 আদির চরণাঙ্গের সংবিষ্ট সত্য পরিবর্তীয়া ও বহুবিধ
 হ’লেও এ’ সত্যের অনবদ্যিত একটা কীৰ্ত্তন শক্তি আছে,
 যা অক্ষয়, অধায়। এই কীৰ্ত্তন শক্তির নামই ইহা”।

“আর এই নক্তি কখনকার, না তিথ্যবপরাণ ? আমি
ত’ একে সম্পূর্ণ কখনোআমোই দেখি। আমি মেঘেছি
যে কুসুর মধ্যেও স্বীকরণের অঙ্গান দেখিত হচ্ছে। অসত্যের
মধ্যে সত্যের প্রতিব রহেছে, আর অন্ধকারের মধ্যে তার
আলোকের ছাতি বিদ্যুত। আমি তাই বলি যে,
ঈশ্বরই প্রাণ, সত্য ও আলোক, তিনিই প্রেম।

গান্ধীজির এই সত্যানুভূতি—যে অস্বকৃতিতে তিনি

বোধছেন যে, এই নিত্য পরিবর্তমান বিনামূলীয়া জগতের কোথাও, কোন এক ব্যক্তির এক মহাপ্রতি হওকে, যা দ্বারা প্রাণবন্ততার অশেষরিত প্রচলিত, বিনামূলীয়া দৃষ্টিতে পরিবর্তিত করছে, যে শক্তির আত্মপূর্ণ পৃথিবী ধর্মের মূলে দাঁড়িয়েও জীবনের অমর বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য।

গান্ধীজি জীবন-দর্শনের এই চেতনা লাভ করেছেন হৃদয়ের কবিত্ববাহুর চিন্তাধারা থেকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা বৌদ্ধদর্শনের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

অজ্ঞানের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো

সেই ত তোমার আলো,

সকল স্বপ্ন বিরোধ মাকে অগ্রস্ত যে তোমার

সেই ত তোমার আলো।

গান্ধীজি কথারই প্রতিধ্বনি—“অজ্ঞানের মধ্যে তাঁর আলোকের জ্বলি বিদ্যুৎ-বিস্তৃত।”

গান্ধীজি এই সংহতিদৃষ্টিগামী শক্তিকে প্রেম বলে ভেবেছেন। তিনি লিখলেন—“বিজ্ঞানীরা আমাদের বলে যে, আমাদের এই পৃথিবীর মূল উপস্থান—পরমাণুগুণের ভিতর একটা পারমাণবিক সংহতি-শক্তি না থাকলে পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যেত। অতঃপর্যন্তের মত চেতনার অগন্তেও শক্তির এই অস্তিত্ব না থাকলে মানুষ এবং মানুষের সমাজ ধর্মের মধ্যেই তলিয়ে যেত। নিরন্তর শক্তির এই শক্তির নামই প্রেম।”

ঈশ্বরোপাসিত যে প্রেমের পথেই সম্ভব, একথা আমাদের ধর্মে পূর্বপুরীরা অনেকবার বলে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি—“জীবন হ'লে বরষেই জন, সেই জন লেখিছে ঈশ্বর।” সর্বদীনে সেবার অর্থ প্রেমকে এক থেকে বহুর মধ্যে প্রসারিত করা। ১৯৩৬ সালে হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি লিখেছিলেন—“তপস্বানকে তার দৃষ্টির দ্বারা দেখা এক তার মনে একান্ত হওয়াই তাঁকে পাওয়ার

একমাত্র পথ। সর্বভূতের সেবার দাবিদেই কেবল তা সম্ভব হ'তে পারে।” এই সর্বভূতে প্রেম বা বৈদ্যবোধ অগন্তম সূত্রের তাৎপর্য—

মাতা যথা নিঃস পুত্রং

আত্মা এতপুত্রংহৃদয়ে

এতস্মি সর্বভূতেষু

মনসং তাবধে অপরিমিতং।

প্রেমিক কখনও অশ্রের অনিষ্টভিষা করতে পারে না। প্রেমের পায়ের সর্বদীপ স্তব্ধতামনেই তার একমাত্র চিন্তা, যা যখন নিরন্তর তাঁর সত্ত্বানের মঙ্গল কামনা করেন। সত্ত্বানের হৃদয়ে জননী হ'ল। তিনি কি পারেন সত্ত্বানের প্রতি বিধেবর তাকে শোষণ করতে? গান্ধীজির কথাও তাই। তিনি বলেন—অহিংসার অর্থ সীমাহীন প্রেম; এমন প্রেম যা নিজেতে নির্ধাতনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে, অপরিসীম বৈধে ধার দ্বিত্য, অপ্রমিত অগন্তে বৈদ্যবোধের মধ্যে যা প্রতিষ্ঠিত।

অহিংসার নীতিতে প্রেমের সত্যকে বিবরণ করতে গিয়ে—ইং ইতিহাসে (১৯২২) গান্ধীজি লিখেছিলেন—“মানুষ যখন নিজেকে অহিংস বলে দাবি করে, তখন আত্মত্যাগের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তার সাজে না। অহিংস ব্যক্তি আত্মত্যাগের অপরিকার্য্য করেন না। তিনি সকলেরই মঙ্গল চান। পরিপূর্ণ অহিংসার অর্থ হ'ল, সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি আচরণে সর্বপ্রকার বিরোধ ও বিরূপতার উল্লেখ করা। অহিংসা তাই নিজের ধর্ম, নিজের প্রাণমান বৈদ্যবোধকে শক্তির শক্তি বলতে হ'বে। এবং এই শক্তির অপর নাম সত্যপ্রেম। যে মানুষ বর্তমান প্রেমিক, ঈশ্বরবোধের পথে সে তত বেশী এগিয়েছে। প্রেমের ধর্মই মানবধর্মের প্রকাশ এবং দ্বিত্য।

• ‘আকাশ বাণী কলিকাতা’ থেকে প্রচারিত।

কাণ্টিয় দর্শনে নীতির আদর্শ

। জনাব রেজাউল করীম ।

মানুষের জীবনে নীতির যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে তা প্রত্যেক ধর্মমত পণ্ডিত স্বীকার করেন। এক জন লোক বিশ্বাস ও জ্ঞানী হ'তে পারেন কিন্তু তাঁর কর্ম যদি নীতি বা "মরালিটি"র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তিনি পশু। নীতিহীন মানুষ নিতাই জেদী। তাঁর কিছু কেবল এতটুকু স্বীকার করলেই নীতি দখল হয় বলা হয় না। ধর্মশাস্ত্রে নীতির প্রশ্ন নিয়ে নানা রূপ পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত আছে। নীতির উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই সব মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা পাঠ্য করব না। নীতির আদর্শ সংক্ষেপে ধার্মিক-একশ্রেণি কাণ্টের অধিকৃত নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। কেন আমরা নীতি পালন করব? নীতির প্রশ্ন কখন মনে জাগ্রত হয়? প্রয়োজনের তাগিদে কি মানুষ নীতি পালন করবে? এবং তাহলেই নীতির নিয়মাবলী রচনা করবে? এই সব প্রশ্ন নিয়ে কাণ্ট বিস্তৃত আলোচনা করেছেন— তাঁর দুটি গ্রন্থ *Fundamental Principles of the Metaphysics and morals* এবং *The Critique of Practical Reason*। এই গ্রন্থের কাণ্ট বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্বে কখনোই মানুষের অন্তরে রাখা থাকে নীতির আদর্শ। নীতির দ্বারা তার ইচ্ছাকে শাসন করা উচিত। কাণ্ট নীতিকে স্থানান্তরিত বিভিন্ন উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তিনি বলেন হয় যেহেতু যে নীতি-জ্ঞান মানব-জন্মে বহুদূর হয়ে থাকে সেই নীতিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত বস্তুজ্ঞান বা আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। এ বেনে বিদ্যাত্মক প্রথম একটা আবেগ, এবং এই আবেগ কোন ব্যতিক্রম ক্ষেত্র স্বীকার করে না। একেই তিনি বলেন *Categorical Imperative* বা চূড়ান্ত নীতির নির্দেশ। নীতির দর্শন হল এই—কেন করে মানুষের কাজ করা উচিত। প্রত্যেকটি

কাজের উচিত্যের প্রশ্নই তার নিষ্কট মুখ্য প্রশ্ন। মানুষের মনের সাইকোলজিকাল অবস্থার কথা, অর্থাৎ কেনন করে (How) মানুষ কাজ করে—এসব প্রশ্ন নীতির প্রশ্ন নয়। কি হয়ে থাকে তা নীতি দেখবে না। কি হওয়া উচিত, কি করা উচিত, এইটাই হল নীতির মৌল কথা। কাণ্ট মনে করেন যে, এই যে তিনি উচিত্যের উপর ঘোর দিয়েছেন, এর দ্বারা তিনি মানুষের কাছে নৈতিক আবেদন তুলে ধরেছেন। সমাজে বেনে মানুষ বিনা দর্শে এই নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। নীতি পালন করলে কি সুবিধা হতে পারে, নীতি ত্যাগ করলে কি অসুবিধা হতে পারে এ সব প্রশ্নের দ্বার দিয়েও তিনি যেতে চান না, নীতির ক্ষম নীতি এই হল তাঁর নীতির আদর্শ,—একেই তিনি বলেন *Categorical Imperative*। কাণ্ট মনে করেন যে যদি কোন সুস্থিৎস্বামী মানুষ সব হয় তা হলে সে এই আদর্শকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করবে। অগতঃ "বিনাসদর্শে উৎকৃষ্ট বস্তু" হচ্ছে *good will* তাহেজ্জা অথবা মহৎ চরিত্র। মানুষের কতখণ্ডনি গুণকে আমরা ভাল বলে মনে করি, যেমন সাহস বৈরাগ্য। কিন্তু এসব সন্তুগুণও মহৎ কাজে প্রযুক্ত হ'তে পারে। স্বতঃসিদ্ধ গুণগণকে বিনাসদর্শে সন্তুগুণ বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু একটা *good will* বা গুণেজ্জা বা স্বস্তিগুণ্যজন থেকে প্রাপ্ত হয়, তা নিজেই একটা সন্তুগুণ। এই *good will* বা গুণেজ্জার শেষ পরিণতি কি তা সে দেখে না। এই গুণেজ্জা একটা মনি-মুক্তার মত, যা নিজের আগাতেই আলোকিত।

কাণ্ট "মহৎ পালনী" নির্দেশের কথা বলেছেন। এটি কি তা বুঝতে গিয়ে তিনি কতকগুলি দূর রচনা করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত প্রধান দুই হল "তুনি এমনভাবে কাজ কর তা বেনে পার্থক্যহীন প্রকৃতির আইনের মত হয়—যদি উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক মানুষ কাজ করতে পারবে। অর্থাৎ এমনভাবে কাজ করতে হবে যে

তা যেন সার্বজনীনভাবে প্রতিপালিত হতে পারে। তাঁর এই দৃষ্টিতে তিনি চারটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। মনে একন, কোন দেশ আত্মরক্ষা করতে প্রস্তুত হ'ল। প্রত্যেকভাবে দেখা যাচ্ছে যে এটা অত্যন্ত পবিত্র কাণ্ড। কারণ যে আত্মরক্ষা করতে চাইছে, সে এটা নিত্য চার না যে এই আত্মরক্ষার কাজ প্রত্যেকটি মানুষ করত, এটা সার্বজনীন বিধি হউক, প্রত্যেক আত্মরক্ষা করত। কারণ যদি এইরকম হ'ত, যদি প্রত্যেক মানুষ আত্মরক্ষা করে তাহলে পরিশেষে আত্মরক্ষা করবার মত লোক পৃথিবীতে থাকবে না। সুতরাং আত্মরক্ষা করাটা universal law of nature হতে পারে না। এই কাজ ব্যক্তিগত পরামর্শ দ্বারা। অতএব ইহা নৈতিক কাজ হতে পারে না। তিনি দ্বিতীয় উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে—একন একজন লোক আর্থিক দৃষ্টে পড়েছে, সে তখন অপর একজনের নিকট কিছু ঋণ চাইল এই প্রতিক্রিয়াতে যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের সে ঋণ পরিশোধ করবে অথচ সে মনে মনে জানে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই ধরনের কাজ অন্যায্য, কেন না একজন যদি সার্বজনীনভাবে চলে, এবং প্রত্যেক মানুষ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঋণ চায় কিন্তু তা শোধ করে না, তবে কেউ কাউকে ঋণ দিবে না। সুতরাং এই ধরনের কাজ সার্বজনীনভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। আর সার্বজনীনভাবে বা করা চলে না তাই নীতিবিরোধী। সুতরাং তা অনায্য।

ক্যাটের "Categorical Imperative-এর দ্বিতীয় সূত্র এইরকম—"Trust every human being, including yourself as an end in himself, and not as a means to the advantage of any one else" অর্থাৎ নিজেকে সত্যনিষ্ঠ কর, অপর লোককে নিরপেক্ষভাবে সম্মান কর, এবং কোন লোককে ঋণ দিয়ে নিজের সুবিধা করে নিও না। পূর্বস্বার্থ উদাহরণগুলিও এখানে প্রযুক্ত করা যেতে পারে। আত্মরক্ষা করা অথবা অপর জীবন বাঁচান করা এ সম্বন্ধে অর্থ হল নিজের নৈতিক দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতা। এই প্রকার জীবন হল নিজের প্রতি দায়বদ্ধতা। ক্যাট

বলেন অতীতি (feeling) এবং কামনার সহিত যখন কর্তব্যের বিরোধ বাধে তখন তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করা কোন অধ্যাত্মেই উচিত নহে। অপরের নিকট মিথ্যা কথা বলা অথবা কাউকে সাংঘাত্য করতে অস্বীকার করা—এগুলি হ'ল সেই সব বাস্তব উদাহরণ যেখানে তুমি তাদের সুবিচারের ও দায়বদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য আনতে অসমর্থ হয়েছ, এবং তারাও যে end in themselves তাদের এই অধিকার পূর্ণ করতে প্রস্তুত হ'বেন, এবং সেইজন্য তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পারনি। অতএব এই কাজ নীতি বিরোধী।

ক্যাটের নীতির তৃতীয় সূত্রটি এই রূপ—One should always act as if one was a member of an ideal kingdom of ends in which every one would be at the same time sovereign and subject এর অর্থ হ'ল এই যে প্রত্যেক মানুষকে স্বতন্ত্র সত্ত্বাধারী কাজ করতে হবে এবং অপর লোকের আচরণের সহিত সমন্বিত হ'লার ব্যয় কাজ করতে হবে। এই মূল লক্ষ্যের স্বাক্ষরে প্রত্যেককে rationally বা স্বতন্ত্র-অনুসারে কাজ করে যেতে হবে। এই স্বাক্ষরে আইন বা বিধি প্রত্যেকের দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিপালিত হবে। প্রত্যেকেই নিজের জীবনের প্রস্তুত হবে এবং এমন সব বিধি আবিষ্কার করবে যা নিজেই প্রমাণ দ্বারা পালন করবে। ক্যাটের এই দৃষ্টি একটি অদ্বৈত স্বাক্ষর। কোথাও এরকম সমাজ গঠিত হয় নি।

মানুষের ইচ্ছা-শক্তিকে তখনই বলা হবে বাধ্যতাবদ্ধ যখন তা নৈতিক বিধির দ্বারা পরীক্ষিত হয়। একথা সত্য যে কোন মানুষ এই জীবনে পরিপূর্ণভাবে তার কর্তব্য করতে পারে না। তার পরামর্শবিরোধী আবেগ ও বাহ্যিক অবস্থা নীতি পালনে তাকে বাধ্য করে। তবুও মানুষকে নীতির আদর্শ অনুসারে কাজ করে যেতে হবে। ক্যাট বলেন "Thou oughtest, therefore thou canst" অর্থাৎ বা তোমার করা উচিত, তা তুমি করতে পারবে। এই নীতি অনুসারে চললে নীতির অনেকটা কাজ করা হবে। ক্যাট বলেন যে, মানুষের চরমতম বধ্যাণ হ'ল

নীতির বিধি অগ্রসারে চলে। তাঁর মতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাহাই চান সুখকে পের অধিকারী। যাত্রা নীতির আদর্শ যেনে চল, তারাই হবেন। সাধারণ জীবনে কোন যাত্রাই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নয়, তাই স্বাধীন হবার ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত হবার ক্ষমতা অধিকৃত রাখা করে যেতে হবে। যথেষ্ট সহিত নীতির সম্পর্ক লক্ষ্যে কাট যলেন যে যথেষ্ট ক্রিয়িত হচ্ছে নীতি-জ্ঞান। যথেষ্ট নৈতিক ক্রিয়িত হলে absolute অথবা অস্ত নিরপেক্ষ। একটি ব্যক্তি ভাল এ ভুল নয় যে তার থেকে ভাল কল পাওয়া যাবে, অথবা এ ভুল নয় যে তাছাড়া বিজ্ঞতম ব্যক্তি। তাঁর মতে কাছটা ভাল এই ভুল যে ইহা বর্জ্যের আভ্যন্তরীণ প্রেরণা থেকে করা হয়। এই আভ্যন্তরীণ প্রেরণা আন্যদের ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত

প্রেরণা থেকে আসে না। ইহা আসে অস্তরের আভ্যন্তরীণ প্রেরণা থেকে। কাছের মতে পৃথিবীতে যিমান্তে ভাল হচ্ছে তাই বা করা হয় নৈতিক বিধি অগ্রসর করে। এই নীতিগোষ্ঠ থেকে উপক-বোধ প্রাপ্ত হয়। আন্যদের নৈতিক জ্ঞান আন্যদেরকে জানিয়ে দেয় যে যতদূর পত্তাতে একজন সচেতন ঈশ্বর আছেন। তা হলে যেথা যাচ্ছে কাছের নীতির আদর্শ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিধান এনে দেয়। পাত্যাত্য দর্শনে নীতির গ্রন্থ নিয়ে বহু দার্শনিক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কাছের আলোচনাটা মানা দিক দিয়ে তুলনীয়। হুঃধের বিধি আন্যদের যেনে নীতির গ্রন্থ নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয় না। এ বিষয়ে যতই আলোচনা হবে, ততই যাত্রার নৈতিক চৈতন্য প্রাপ্ত হবে।

ভগবান আছেন ?

॥ ঐকান্তিক দাস সাহা ॥

এই সেই যনোজ ? ভিনতে আমার কই হলে। অতি কষ্টে যনোজকে আবিষ্কার করলাম। ভাবলাম—মনোজ, এই যনোজ, ওমহ যনোজ ?

ভিন ভিনটে ব্যক্তি ভাবতে কেমন যেন উপাধি দ্বারা তা কানো একবার। তারপরেই হুঃধি দিয়ে নিয়ে গেল।

আমি আমার ভাবলাম—মনোজ।

আবার ভাবলাম, যা টিপে টিপে এগিয়ে এসে। হুঃধি ভাব করে উঠলো—মনোজ ? কে যনোজ ? কোথায় যনোজ ? উত্তর নিয়েই দিয়ে দিল, যনোজ নেই, যনোজ এখন এগার বছরের কয়েক।

পালক-প্রায় পোকের যেমন উক্তি ঠিক ভেতন। তখন লালছিল না আমার। আমার ভাল লাগা না লাগাতে কই কি আসে যায় ? ও বলে চল—যেতে পাছ না কি

হুঃধি ভাব। তোরা কণ্ডের কতরা আর প্যাট পরেছি। কি হুঃধি পোঁক দাড়ি। বলছিল আর আমার দিকে কেমন দুই দিয়ে যেন দেখছিল।

ভাল লাগছিল না। কালোয় আনই বা কেন এসে ? এই তো লেবে কাল দিয়েছি। কিবেছি আগরতলা থেকে—দীর্ঘ প্রায় এক বছর পরে। এই তো বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন হওয়ার মাহবের যে কী আনন্দ তা যেনেছি আগরতলা থেকে। এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে কী ন্যায্য দিতে হয়েছে বাংলাদেশের মাহবকে তাও দেখেছি। আগরতলার সেবারেই খুশেছিলাম আমার, আমারের লক্ষ্য। পাক-স্বাধীন আর তার পরেই ট্যাংকে বাধিনী নির্দিষ্ট অত্যাচারে বলে বলে মাহব আসছিল, মাহবের মোত যেম বেবে এসেছিল। এখনে আসছিল তুমি হিঃ-

মূল হিম্বু। মানবতার কাছা নিয়ে। এমন পরিহার নেই
বার অস্তিত্ব একজন না হারিয়েছে। এমন পরিহার নেই
বাসের সর্বব গোষ্ঠা না গেছে। একটি পরিবারের না আর
যেয়ে এসেছে তবু, বাড়ীর সন্তের জনকে ভাগি করে হস্তা
করেছে। স্বামীহারাের কাছার প্রতিশ্রুতি উঠেছে আকাশে
যাতাসে। অনেকের পত্নী বা দেবদেবের ছিমিয়ে নিয়ে
গেছে। আসন্নপ্রসঙ্গা মহিলা আর পিত্তরা ভারতে আসন্ন
নিতো জন-জনন দিয়ে হেঁটেছে তো হেঁটেইছে। এত হুঃ
বট্টের মধ্য দিয়েও অনেক পৌঃতে পারেনি তারতে—
পাক-বাহিনীর বেশিন পান পূর্বে উঠে অনেক লাগ কেলে
দিয়েছে মাটিতে। পিতা-মাতা-সন্তান-ভ্রাতা-ভগ্নী-প্রিয়জন-
হারাের কাছা তবু কাছা। পরবর্তীকালে সে কাছা হিম্বু-
মূলমান সকলের। আর হাংবার তবু এক নুই আরের।
স্বর্গে মুখে বতটা সন্তব আর তুলে দিয়েছি, বতটা সন্তব
সাক্ষ্য দিয়েছি। এক বছরের দিনগুলো হুঃখপ্রে কহা—
আমিও আমার বেবনার সাক্ষ্য।

গেহান থেকে কিংবে এ আশার কি দূত বেবেছি মনোহের ?
মনোহ জেসে—আলিপুর জেসে। মোহাং আবেটীর
ভেতরে মনোহ ও বাইরে আমি। জিজ্ঞাসা করলাম—
আমাকে ভিনতে পেরেছ ?

সেও দুঃখের বার বার মাথা ঘেঁষিয়ে বলে উঠল
তোমাকে ? তোমাকে ? হ্যাঁ তোমাকে চিনি—তুমি
নির্দলান্য তাই না ?

হ্যাঁ, আমি নির্দলান্য তাই।

তুমি যে এখানে এসেছ ?

হ্যাঁ, তোমাকে দেখতে এসেছি।

আমাকে দেখতে ? অথাক বিক্রে মনোহের চোখ-
মুখ বিবাহ-মসিন হয়ে ওঠে। বলে চলে—তুমি আমাকে
দেখতে এসেছ ? চোয়কে দেখতে ? তাকাতকে
দেখতে ?

হ্যাঁ, তাই শুনেছিলাম, আগরতলা থেকে কিংবে তাই
জেনেছিলাম। লোকে বলেছিল মনোহ হুঃি করেছ
তাকাত করেছ ; শেষে বরা পড়ে কেল-হাংগতে গেছে।
কখনো কেউ কেউ বলেছিল, মনোহের অর্ধ ঐতিক অবস্থা

তাল বাছিল না। হুঃি বরা ওর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল,
তাকাত না করে উপায় ছিল না।

নিকপায় হলেও মনোহ করবে হুঃি। পত প্রয়োজনেও
শে করবে তাকাত। বিবাহ বাছিল না আশার। তারপ
মনোহকে তো আমি চিনি। একে কলেজের ছাত্রাংগা
খেতেই জানি। ও আমার সহপাঠী। হুঃনেই একদমে
পত্ৰতাম হুঃজনাংগ কলেজে। 'যতাত হুঃতার মধ্য
কেটেছে আমাদের জীবন। একদমে চলেছি, খেলেছি,
ঠে হুঃতাক করেছি। ওর আত্মশ্রুতি, ওর সত্যতা, ওর
ভারগানের প্রতি ওর অহংগাপ লক্ষ্য করেছি। কখনও
কখনও ওকে তত্ত্বয় হয়ে দেখেছি। হুঃনেই কলেজ ছেড়েছি
—পথ আমায়ের ভিন্ন হয়েচে, কিন্তু বিচ্ছেদ আমায়ের
কোনদিন হয়নি। মাঝে মাঝেই আমায়ের সেগতনা
হয়েছে, হুঃনের সাদিগা ঘটেছে—কিন্তু কোনদিন সে গুণা-
কলীর ঘটিতি বেধিনি। মনোহ হুঃি করেছে, মনোহ তাকাত
করেছে—লোকের একথা আমি বিবাহ করতে পারিনি।

মনোহকে তাই বললাম—সিখো কথা।

মনোহ বিলম্ব দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকালো।
লক্ষ্যকর্মে বললে—না, সত্যি কথা। সবাই জানে সত্যি
কথা। এবানকার প্রত্যোগটি করেই জানে, আমি হুঃি
করেছি, আমি তাকাত করতে গিয়ে বরা পড়েছি। তাই
করেইদের বদন আসন্ন বলে তখন অনেকই আমাকে
অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। বলে—তোমাকে যেখে তো
মনে হয়, বাসা তুমি নীতিগুরুগণ ব্যক্তি। তুমি কেন
গেলে হুঃি করতে ? যদি বা গেলেই বরা পড়লে কেন ?
এপ্রশ্ন কত প্রশ্ন করে তারা। মনোহ বলে।

আমি বললাম—বে বা বলে বলুক। আমি জানি তুমি
হুঃি করনি, তুমি হুঃি করতে পার না।

ও তোমার বিবাহ, নির্দলান্য তাই।

হ্যাঁ, আমি বিবাহ থেকেই বলছি তুমি হুঃি করনি।

এবার কেন পত্নীর দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকাল
মনোহ। এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু লোহ-
প্রাচীর বাধা দৃষ্টি করল। বলে পড়ল মনোহ। আমিও
বলে পড়লাম।

এতই উচ্চ বসে উঠল—তুমি বলছ আমি ছুঁই
কিনি! তুমি একা বলছ আমি ছুঁই নহিনি। না না,
তুমি একা নও, আর বলছেন আমার যা!*

এতই খেমে বিজ্ঞাসা করল—আবার মাতের ধরে
জান? কেনন আছেন আবার যা? ওর শরীফটা
কেনন?

প্রকৃত অবস্থা বাই থাক না কেন, নিশ্চিত করতে
বললাম—তাল আছেন তিনি।

ওর চোখ দু'খানি তাপলা হয়ে এলো। তাপলা হয়ে
এলো আমার চোখ দুটোও।

জাকলাম—মনোঃ।

বাধা ছিল, বলল—মনোঃ আমি নই, মনোবের দ্বন্দ্ব
হয়েছে। আমি এখন এগারো বছর করেছি। এগারো
বছর করেছি বলেই কেতা আমাকে।

আমি বললাম—না, তুমি আমার কাছে মনোঃই। ও
নায়েই তাবখো তোমাকে।

মনোঃ বলে জাকবে আমাকে? করেছি বলে না?
তুমি বলছ আমি ছুঁই কিনি? বিদ্য কোণ্ডলোর দুই
কি বলছে? যেহেতু শরীফটা বৃত্তি আবার আর
তোমার দিকে? কী রকম উৎসাহ দুই? কেন জান?
তোমার আবার কথা বখা-বার্তা কী করে সম্ভব তা ওরা
জানতেই পারছে না। তুমি সেক্ষণ বলনগরিহিত সন্ন্যাসী,
আর আমি তোমার বিনয়ীত—জোর, ভাব্যত। বলে
চলল মনোঃ।

আমি বললাম—ওরা যা তাবে আবু? বেশবানার
বদন চুকছি তখনও এই দুইই দেখছি। আমি কি করে
বেশবানার আসতে পারি—কারও কারও মনে এই
বিজ্ঞাসা। ওই ওরা বুকে না—আমাদেরও তালবানার
সম্বন্ধ থাকতে পারে, আমাদেরও সময় আছে, তাহ'লে
পানীও আমাদের কাছে অশুভ নয়। আমাদেরও বর্তম-
নস্বাধীনতা আছে। না বৃহৎ। হু'এক অব নে যা তাবে
আবু? ওরা তোমাকে বা দুই তাবতে পারে। বিদ্য
আমি জানি তুমি চোর নও, তুমি ছুঁই করনি।

তুমি বলছ নির্দানব তাই? তুমি বলছ আমি ছুঁই

কিনি? ঘটকের তেতর খেকেই আমার হাত দুটো
জড়িয়ে বসল মনোঃ।

আমি ছোর দিয়ে বললাম—হ্যাঁ, তুমি ছুঁই কর নি, তুমি
চোর নও।

এবার কয়েক কোটা অল্প ওই ভিত্তি ভিঙিয়ে দিল।
আমার চোখ দু'খানিও অশুভ হয়ে উঠল।

সংক হয়ে এলো মনোঃ, সংক থেকে সংকতর।

এই হুগোপে বিজ্ঞাসা করলাম—আমাকে বলতো তাই,
এমন দশা কি করে হলো তোমার? পি করে তুমি এলে
এখানে?

উড়ান থেকে বেন লাঞ্চারে উঠল মনোঃ। বলল—না,
না, তা আমি বলতে পারব না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব
হবে না।

আমিও হাত চেপে বরদাম। বললাম না, মনোঃ
তোমাকে বলতেই হবে। চাক্ষো না আমি তোমাকে।

কেনন বেন পরিবর্তন হলো। বলল—চাক্ষে না
আমাকে? বলতেই হবে আমাকে? তবে পোন—
বলেই শুক করে দিল সে-কাহিনী।

প্রতিদিনের মত সেদিনও অস্থিম্বকে গজাঙ্জি।
অস্থিম্ব নবম শ্রেণীর চার। অজ্ঞাত বিধে মোটামুটি
ভাল, তবে পণিতে মোটামুটি কাজ। তাই পণিতের
উপর আমাকে এতই বিশেষ ছোর দিতে হয় আর তা
নিরে আলোচনা করতে হয় রোজই। পুরানো বিবরণ-
পুনঃ আলোচনাও থাকে তাতে। সেদিন আশ্মিত্তি নিয়ে
আলোচনা করছি। ভিত্তিরে যে কোন ছু বাহ যে ততীয়া
বাহ অগেকা সংস্কর তা আমাকে হৃদয়ে দিতে বলেছি।

বৃকতে পারছি অস্থিম্ব সমুদ্রে বা গড়নও গুহুবেয়
অষ্টম বলে গড়েছে। আমি বিদ্য না বলে ওর আশ-বিখাল
জাণিয়ে কুলতে চাইছি। চাইছি অষ্টম জল থেকে ও মুলে
উঠে আবু? ওর দিকে আমার তাই দুই নেই। আমার
জড়ি আক্টে হলো একটি আসোনার ব্যা। সে
আসোনার কথাবার্তা যেহিহে আসছিল পাশের ঘর থেকে।

প্রথম বর্ষ—ছোট বড় বড় আলম যেখবন বশাই,
সবকসোই অবর্ণনীয় আচ্ছাদনা। কোন কাম ক্রম

না বর্ম করলে না গুণ থাকে। সে বাঁধাও আবার গরম মাথা বেছে। ওরা এক কথার পরগণা।

এ বর্ষ আবার পরিচিত। বুকেতে তাই অস্থিমা চলে না, এ বক্তৃতা অভিযানের বাবা অস্থিময়।

দ্বিতীয় বর্ষ সন্ধ্যা সন্ধ্যা বলে উঠল—তু কি বাণীয়া নশাই, এবেবারে রাজার হাতে বাঁধা। ভোগের উপর কোপ! আর নবকল আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সন্ততাবেই বলা যেতে পারে জোড়ী সন্ন্যাসী। নিজের বলন না হলে চলে না। পুণী-বিভাগী না হলে তাদের হয় না। পাড়ী ছাড়া এখন থেকে ওখানে চলা যায় না।

তৃতীয় বর্ষ—সেবার্ষম সন্ধ্যা বিজ্ঞ বিজ্ঞ কান করে গম্বুহ নেই। কিন্তু কি প্রয়োজন আছে সে-জনসেবার? ততটুকু নৃশা আছে তার? ততটুকু কান করে তার চেয়ে বেশী তারা যায়। নির্যাসিনী হলেও বিশিষ্ট উপব্রত না হলে তাদের চলে না। ঢাকা ঘি না হলে তাদের বাওয়া হয় না।

এসব শুনে মনটা আবার ব্যাথা হয়ে গেল। এত সব অভিযোগ আমাকে আঘাত দিল, বলল মনোজ। আবার যিকে দৃষ্টি নিষেধ করে বলল—কারণ আমি তো তোমাদের দেখেছি। তোমার সঙ্গে অনেক সাময়িক সেবাগেজে গিয়েছি। বাহুবীরে বিপদে-আপদে বন্ধা-বন্ধা-ভূমিকম্প-ভূমিক আয় মহানারীতে তোমাদের অবস্থান তো আমি বলতে দেখেছি। মানবতার কাছায় তোমরা কীভাবে বাঁচিয়ে গড় তা তো আমার অবস্থান নেই। তখন তোমাদের চোখে দুখ থাকে না, দুখ ক'টা হয় না! এগন দেখেছি মনেই ওয়ের আলোচনা আবার কাছে অস্ব লাগছিল। বলে চলল মনোজ, আর একটি স্থান উপব্রত ফুল ধরল।

সে বেতে একটি আশ্রমে। মাঝে মাঝে বেতে। সে আশ্রমের পরিচালিকা এক সন্ন্যাসিনী। একবার সেখানে গিয়ে তার জর হয়ে গড়ে। সে অবস্থায় সে সন্ন্যাসিনীর কী পরিচর্যা, কী ভীর ওজ্রবা। মনোজকে একা ছাড়লেন না সন্ন্যাসিনী। সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়ী পৌঁছে দিলেন। কিন্তু কিয়র সেলেন না শুদ্ধি। পরিচর্যা আর সেবা ওজ্রবার যথো নিষেধে নিয়োগিত করলেন সন্ন্যাসিনী। আশ্রমে কিরণেন শুদ্ধি গরে বংগ জর হয়ে উঠেছে মনোজ।

মনোজের প্রশ্ন—এখন জরবৎতার কি কোন নৃশা নেই? এর প্রয়োজন নেই সমাজে? প্রয়োজন নেই মানবতার সাজার মাশে এদিয়ে বাওয়া? প্রেম-প্রীতি ভালবাসার নৃশা নেই সমাজে?

মনোজ বলে চলল—তোমরা তো জান, বললে থাকে কানীনই আমি নারীবৃত্তার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু মার্কস-বাদে বর্নের যে বাণী রয়েছে এই জরবৎতা আর বর্মীর উন্নয়নের বাণী। দু'জো পাইনি তাতে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গীও কোন মর্ধন দু'জো পাইনি জনসেবা-মূলক আন্তর্যায়ের কথা নিয়ে বর্মীর অগ্রনীলনে। সেই নেতৃত্ব বলতে এই সব বর্মীর প্রতিষ্ঠান নৃশোচয়েরই ব্যয়, নৃশোচ্য চিন্তা-ধারাই এসব প্রতিষ্ঠানের স্তরী মূল। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এখন দৃষ্টিকী মর্ধন করি না, আমার মার্কসবাদের মতো আমি মানবতাবাদ দু'জো পাই।

মনোজ চলেছে মনোজ। আখিন বিমোহিতের মত শুনে দাঁড়ি, ওর মানসিকতার উত্তীর্ণে আমি আনন্দ পাচ্ছি।

মনোজ এংর অস্থিমের কথা জুলল। অস্থিম তখনও বুঝতে পারেনি যে, মিস্ত্রের যে কোন ছ' বাছ একবাগে তৃতীয় বাছ অপেক্ষা বৃহত্তর। এ সত্য অস্থিম জানে, কিন্তু বুঝতে পারে না। অনেক সত্য অনেক জানে, কিন্তু মনে রাখে না। এখন কেবে বুঝতে গেল মনোজ। কিন্তু পারল না। পারেন যেরে আরও কথাবার্তা তাতে যির থাকতে দিল না।

অস্থিম জিজ্ঞাসা করেছিল—অপনার শরীর আখ ভাল নেই, মাইরমশাই?

মনোজ কী বেন বলতে দাঁড়িল, বলে কেলো—হ্যা, তাই, ভাল নেই। চলি আমি আদ।

বেহিরে এলো মনোজ। কেতে ক্রোধে ও কাঁপছিল। বেহিরে যেরে এখনই পুতিনে বংগ দেবে সে, সবলকে জানাবে।

মনোজ এসব বলে চলেছে আখকে।

কিন্তু বেহিরে যেতে পারল না মনোজ।

এই এলা—কে ?

যে কাছে ব্যক্তিগেছিল সে তাহেই উত্তর দিল—

আমি মনোহর চৌধুরী।

কে ? মাঠায় মশাই ?

হ্যাঁ।

আপনি এখন এখানে ?

পড়াতে এসেছি।

এখন পড়াতে ?

হোম কী ! ব্যতিক্রম হতে পারে !

যেহেতু তবুও আছন আপনি।

এসিয়ে সেল মনোহর। ধরে চুপস। এয়ার কন্ডিশন ঝর।

তিনজনে তিনটি সোকার বসে। প্রত্যেকের পক্ষে প্যাট

কোট-সেকটাই। সবার সম্মুখে পাশে পাশে বানাবিধ

আহার্য। কোর্স পোলাও কোন্ডা বিহিমানী। সব

আবার রঙীন পানীয় আর রাস। এবং বেবে তো—

মনোহরের চুই সিং !

অবিস্মরণ্য প্রশ্ন—আপনি কখনেই কিছুর ?

নিশ্চয়ই শুনেছি।

আজি সেতে শুনেছেন কেন ?

না, আজি সেতে তো শুনিনি। পড়াতে পড়াতে

শুনেছি। বলে বলে শুনেছি। কান বড় রাবা লম্বা ছিল

না বলে শুনেছি।

কী শুনেছেন আপনি ?

যা বলেছেন তাই।

আপনাকে বলতে হবে।

বলে দাত ?

বলেবেন না আপনি ? আমাকে চেনেন আপনি ?

নিশ্চয়ই চিনি। একদিন স্মিতাম অধিব্যবহার বাধা

অবিস্মরণ্য রূপে, তখন প্রস্তা করতাম। আর আম পরিচর

পোলাও মুনাকপোর, কালোগাছারী আর সত্যাবিরোধী রূপে

—এমন ভূগা করি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—আমাকে চেনেন আপনি ?

নিশ্চয়ই চিনি—আপনি নারীশক্তি ব্যাপারে অসহায়ী,

দৃঢ় আপনি।

তৃতীয় ব্যক্তি—আমাকে চেনেন ?

নিশ্চয়ই, আপনিই বা যাবে যাবেন কেন। আপনি

কোমলবাহু, রোশ্নীর তবুও আর শিল্পর ব্যক্তিত্ব তেমন

নেহান আপনি। আপনি সমাজবিদ্যারী আপনি ভূগা।

তিনজনেই ক্রোধিত হইল !

মনোহরও বসিষ্ঠ, তবে এতটু চিত্তাকুলও। প্রতিমায়ে

একটা টাকা গার সে এ টিউশনি থেকে। বেবার মনোহর

সে টাকা বড় উপকারে আসে।

ইনারার মনোহরকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন অরবিন্দ-

বাবু। বসলেন—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কাজকে কিছু করতে পারবেন না। তার বিনিময়ে—বলেই

একটা টাকার একটা ব্যক্তিগ মনোহর সাধনে ধরলেন,

বললেন—শুণে যেখান, পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে এতে।

মনোহর তুলে নিল টাকার ব্যক্তিগটি, কিন্তু দু'ভে কেসে

দিল পর স্মৃতিতে। বলল—টাকা দিয়ে বিনেবন আমাকে ?

তুল করছেন আপনায়।

কেহে যেখান মাঠায়। মনোহর হারাবেন না।

তুল আমি করিনি, —অরবিন্দবাবু।

এই আপনায় দেখ কথা ?

হ্যাঁ, এই আমার দেখ কথা।

সঙ্গে সঙ্গে কোনটা তুলে নিলেন অরবিন্দ বাবু। হ্যাঁহো,

বড়বাজার বানা ? কার্ট অফিশার বলছেন ? আমি

বল নবর রঙেন বোস সেনের অরবিন্দ চাটোজী বলছি।

আমার ব্যক্তিগে ডাকাত গকেছিল, ধরে কেনেছি। কেনটা

নিরে নিল, কীলসীর পুন্ডিন ইন্সপেক্টর পার্টাইন—কো

কারণে না :...কী বলছেন ?...হ্যাঁ, কীলসীর পার্টাইন।

মনোহর শুনে তো বিহ্বল হয়ে পড়ল। বিষয়ে জেদে

পড়ল।

পুন্ডিন ইন্সপেক্টর আসতেই অরবিন্দ বাবু পরিচর করিয়ে

দিয়েন—এই সেই আপনায়, নাম মনোহর চৌধুরী। হীলের

একটি খোলা আলমারী মেথরে বললেন—এই যে পাঁচ

হাজার টাকার ব্যক্তিগ যেখেনে এটা সহ আলমারীর

পোনাগন্ধা নিয়ে পালাবার সময় হাতেনাতে ধরে কেনেছি।

চাখিটা যেখান—নীজেই পড়ে রয়েছে।

অরবিন্দ বাবু যেমন যেমন বললেন পুলিশ ইন্সপেক্টরও
তাইরীতে তাই গিছে নিয়ে মনোজ্ঞতে এ্যাটেই করলেন।
মনোজ্ঞ বাণী দিল, বলল, আমার বক্তব্য শুধুন।

অরবিন্দবাবু বর্ধ—ওর কোন বক্তব্য গোমবার
প্ররোজন নেই—ইন্সপেক্টর সাহেব।

হুঁওন সাক্ষী বে লাগবে!

হুঁ বন্ধুকে ঘেঁষে দিয়ে অরবিন্দবাবু বললেন—এহাই
তো সাক্ষী। এখা দেখেছেন। আমার পাণের ঘরে
ছিলান—বিশ্ব তা বৃত্তে পারেনি আগামী।

অরবিন্দ হুটে এসে বলে উঠল—মাস্টার মশাইকে
পুলিশের হাতে মিলে কেন থাকা?

পুলিশ ইন্সপেক্টর অরবিন্দবাবু দিকে তাকিয়ে বললেন
আপনার ছেলে যে বলছে আগামী ওর মাস্টারমশাই!

গৃহ-শিক্ষক বলেই আমার বাড়ীর আটঘাট সব জানে
আগামী—কোথার আমার টাকা আর কোথার সোনা
গয়না। সবালে পড়াবার কথা, রোগ তাই আসে—বিশ্ব

আম এসেছে রাতে—কেবেছিল আমরা কেউ বাড়ী থাকব
না। আমাদের কারও আজ বাড়ী থাকবার কথাও ছিল
না। বলে অরবিন্দবাবু এশু থামলেন, তারপরই আবার
বললেন—আপনি কিছু তাৎপর্য না, ইন্সপেক্টর সাহেব।
বত লাগে আপনি দেখ। আপনি শুধু কয়েক বছরের ভুল
জকে ভেলে পুরে যিন।

মনোজ্ঞ আর তেলে!

কাহিনী বলতে বলতে মনোজ্ঞের চোখে অশ্রু বড়ো
আমিও চোখের জল ধবে রাখতে পারিনি।

জেলখানার সময় সংকেত থেকে উঠে।

বিদায়ের পোষা ওর চাতকুটো ধরে সাক্ষ্য দিলাম,
কিন্তু সাহসার কাবা পেলান না।

বেরিয়ে এলাম। কাহিনী বার বার মনে হতে লাগল।

আমি সন্ধানী। তবুও—সেই মুহুর্তে আমার মনের কোণে
এক দেখা দিল—তপস্বান আছেন?

কবি চিত্তরঞ্জন : আজকের চোখে

৥ ক্রীতবেশ দাস ৥

কোন কোন প্রাক্তন একাধিকবার এসে আমাদের
ছদ্ময়ের অঙ্ককার ককে অংলোর বলাক দিয়ে তোলপাড়
করে চলে যান। হয়তো বা সে আলো তাত্ত্বিক বক্ত
তুলে খেবে থাকে, নিশ্চয় অন্তর্ নিষ্কলের মতো। কিন্তু
একত তা নিষ্কল নয়। যখন আমরা তখন আলোর
কলকানিকে বৃত্ত করে তুলতে পারি না আমাদের চোখের
সামনে তখন বৃত্তে হয়ে আদর্শই নিষ্কল নিশ্চয়।
আমাদের বা কিছু সৌরবের বিঘ্ন তাকে পারিত কৃপার
মতো উর্ধ্বে তুলে কোন বিশেষ কল্পে কিংবা ভ্রমকণ্ঠে সর্জন
করে ওঠাই আমাদের নৈমিত্তিক শব্দ। জাতীয় জীবনে
তখন শব্দ এগু ধাক্কিয়েছে সুচরার বিকৃত রূপ ধরে। বৈশ-
কল্প পতনবে সেই শব্দই আগে উঠেছিল এখানে সেখানে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে আশ্রয় গ্রহণের মতো করে
যে ভাবনার মোহের মধ্যে উঠেছিল এই লোকের বাংলায়,
তাতে বৈবেশের মতো অল্প হলো সবলগেই কিছু না কিছু
আরতি দিতে হয়েছে সেই তাৎপর্যে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও
তখনই কবি বী শক্তি নিয়ে ১৮৮০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত
আমাদের উৎকণ্ঠ পাঠটি কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। এই
কাব্যগ্রন্থগুলি ধ্যাত্বে ‘মালক’, ‘মাল্য’, ‘সাগরসংগীত’,
‘অজ্ঞানী’, ‘কিশোর কিশোরী’। এ ছাড়া পড়নে ছাত্রাবস্থায়
তিনি কিছু গানও রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে
উপশ্রবণ গণ্যাপাণ্ডায় সে গানে স্মারোণ করেন। ওর
উক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি কবিতা তথা গদ্য সংখ্য
গানগুলিতেও ঐক্যবাহুত্ব অপরূপ শক্তির স্বরূপ রয়েছে।

অপার ভিত্তিতে অসম্মত বোধেন। বরং অমন মূল
মুক্তির পরিণতি এই কথাই বলা যেতে পারে যে আত্মতের
কীধন-সংগ্রাহের দূর ছন্দাবলার দিনে চিত্তাঙ্কনের মতো তকি-
শ্বতাব্দের আত্মতের দিক্ত করে বেগটাই আত্মতের তকনের
গ্রাহীত্ব এবং সেইখানেই চিত্তাঙ্কনের কতি-শক্তিধের শক্তি।

স্বাধীনতির ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ কঠোর সংগ্রামী হইতে
চিত্তাঙ্কনের মতো শ্রীমদ্বিধা যোগ, অধীনমুখার দ্বত,

গ্রন্থ ব্যক্তিগত দিক্তাঙ্কন কতিতা রক্তার হাতে দিহেদিয়েন।
তুগনামুগত বিচারে এছের মধ্যে চিত্তাঙ্কনের গ্রন্থ সাহিত্য
গ্রন্থন শার্ভে গনি হিসেবে চিত্তিত করা যায়। বৈদিক
তুগাঙ্কন বিংবা আধুনিকতার বড়াই না করে যোগেজ্ঞান
সেন, কামিনী রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, বঙ্গ-নিবাস বন্দ্যো-
পাধ্যায় যদি শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকেন, তাহলে চিত্তাঙ্কনও
শিল্পই কীংবাণ আত্মতের মনের গঠনে শক্তিও থাকবেন।

স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ

॥ সৌন্দর্যদানন্দ চক্রবর্তী ॥

বিশেষী গ্রন্থের মূল্যমূল্য হয়ে আনবা ছা'সনটি
বহুর অতিক্রম করে এসেছি। যে কোনও জাতির ইতিহাসে
অন্তই ছাল্লিগ বহুরকে একটা কিছু কীং সনয় বলা গেনে।
তবুও এই কালের মধ্যে স্বাধীনতা-শিত তার বৈশিষ্ট্য ও
বৈশিষ্ট্য উত্তীর্ণ হয়ে যেখানে পদার্পণ করেছে এবং নানা
ক্ষেত্রে তার প্রসার বা ব্যাপ্তি দক্ষিত হয়েছে। একদিকে
কয়েকটি পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘেণের অর্থনৈতিক জীবনে
বেদন মূল্যগ্রন্থী পরিবর্তন এনেছে তেমনি সমাজ ও
সংস্কৃতির চিত্তাঙ্কন বিবর্তন যারই নিশ্চিত আলোকিত দৃষ্টি
করেছে। বহুর বিপত পঠিত বহুরের মধ্যেই আত্মতের
যেণে মানবিক বৃত্ত পিঙ্গ বা কলকারণানার প্রতিষ্ঠা,
জাতীয় সড়ক নির্মাণ, বিস্তার নবীতে বৈধ প্রস্তুত প্রণয়ের
মাধ্যমে সেত ব্যংবার উন্নয়ন ও বিদ্যায় উপাধন বহুর
হচনার প্রায় প্রতিষ্ঠা হাওয়া একাধিক বিবর্তিত্য, উচ্চ-
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক প্ৰবেষণার স্থাপন ইত্যাদি
যেণের সাহায্যে আনবাভূত অতুতপূর্ণ বৃত্তাঙ্কন এসে দিহেছে
এবং বর্তমানপূর্বতার ক্ষেত্রে তার বৈদিক পদমুখারশক্তির
তার দ্বাধন করেছে। অধিকন্তু আত্মতের স্বাধীন কারতের

গঠনতন্ত্র বা বীণাশ, শিক্ত অশিক্ত নিম্নেণেণে যোগে
প্রত্যেকটি প্রাপ্ত বহুরকে ছোটাদিকার প্রদান করেছে
এবং নানা বর্ষ ও বিংশতের মধ্যে যোগেজ্ঞন বহুর উচ্চত
বর্ধিত্রিগেণতা অ'প্রর করেছে, অপ্রর এবং অপ্রর
সকলকেই বদান বৃত্তাঙ্কন প্রদানের উচ্চত 'কল্যাণ হাট্টে'
আত্মত যোগবা করেছে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও যৌ-
অধিকারের নিম্নেণেণ সনয় উপহার দিহেছে, যিহের ইতিহাসে
তার তুলা বৃদ্ধি পাওয়া যায় না। তথাপি আত্মতের বিবর
এই যে আত্মতের স্বাধীনতা নিব্ববল্লিগ ও অবিদিত্র বহুর
কারণ বৃত্তে পড়েনি। কোথায় যেন একটা বিচাট কীক
যেহে খেছে বার বহুর এন বহুর যেণের প্রত্যেকটি সাহায্যে
অ'প্রর বহুরে পাবেনি, বৈদিক দৃষ্টিযের গোতর অ'প্রর-
শিক্তি উপায় হযেছে আত্মতের পূর্ববর্তী মহা-অ'প্রর
যেহে হানবোনে, বিচালাপ, বহুরতন্ত্র, বীণাশ, বহুরতন্ত্র,
বহুরতন্ত্র, অ'প্রর, বহুরতন্ত্র অ'প্রর। তিহক, যোগে,
বহুরতন্ত্র, বহুরতন্ত্র ইত্যাদি বিচাট হতে স্বাধীনতার
যে হু ও বহুরে আত্মতা দীক্ষিত হয়েছিলান সেই সাহায্য
'অ'প্ররতন্ত্র' সেই কারতন্ত্র 'অ'প্রর' সেই বহুরতন্ত্র

যা 'দিয়ে আর নিবে মিলিয়ে মেলায়ে' নব নতুন হবার উপক্রম হয়েছে। যত্ন বিদ্যা, উচ্চ আদর্শ এবং সমন্বিততার পরিচর্যে আর দিকে দিকে স্তূপ বিস্তার, বীন প্রাথমিকতা, চক্রে সাম্প্রদায়িক বিষয় যাবা চাড়া দিয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার এই বিবরণে প্রত্যেক ব'য়ে আর তারতম্যের প্রত্যেক চিত্ত:শীল ব্যক্তি ব্যথিত। লক্ষ লক্ষ বীরের আত্মত্যাগ ও কামীর নাকে জীবন বসিমানের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হ'ল তার এই পরিপত্তির কথা কে বলে চিন্তা করেছে? কেন আর বেশ স্বাধীনতারোত্তর পটিন বস্ত্র পরেও হৃৎকান্দে নবুদীন হল এই প্রশ্ন তুললে যেমন তা অসমীচীন হ'লে! তেমনি পটীরকাণ্ডে চিন্তা করে এর কারণ অস্তিত্বের দ্রষ্ট: করলে সহুভব পেতেও নিমগ্ন হবে না।

আমাদের স্বাধীনতার সূচনাই হতেছিল অশুভ এক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। যে তারতম্যে তার স্মৃতির আধিগম থেকে ধ্বংসাত্মক পাশত প্রত্যক হয়ে বিগাহমান ছিল যা। ভ্রম বহন করে তলে কবি যেয়েছিলেন— 'পাশ্চাত্য সিদ্ধ ভাষ্যট মারোঁ! হ্রাদিত উৎকল বদ দিষ্টা বিদ্যাসল সূচনা পশা' ইত্যাদি, তাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ উপায়ে ও নিষ্ঠুর ভাবে বিবাকিত করা হল। এই পশের প্ররচিত করার ভজই যেন স্বাধীনতারোত্তর জনসাধারণের হৃৎকান্দে ক্রমবর্ধমান আকার ধারণ করল। তারপর দ্বিতীয় সূচের বীজ বপন করা হল তারতম্যের ত্রিগন্ত ঐতিহ্য সংস্কারকে পরিচ্যাপ করে 'পর্ষনিরপেক্ষ' হাট্ট নামক এক অলীক ও উচ্চৈ বহনায় আশ্রয় গ্রহণ করার। আধুনিকতার প্রত্যেক লব থেকে বের হ'লিহা, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ শীতা, চরী, তাপসত ইত্যাদি যে তাবনা তারতম্যেতিহাসের নানা পতন অত্যাচার এবং আবর্তন বিবর্তনের মধ্যেও দেশের প্রত্যেকটি মানুষের হাং শিরা বন্যীতে হতবাক্যেত্তর বত প্রবাহিত ছিল তাকে চিত্তব্যয়ের ভ্রম বৃন্দিয়ে দেবার অপচেষ্টা অথবা জাতির স্বর্জ থেকে তাগে আদৌ মুছে কোলার কুজিগর্ভে আবার স্বাধীনতার স্বাক্ষকে তিক্ততার পরিণত করেছে। তারতম্যশীল হাট্টই ছিল ভারতীয় বর্ষের অস্ত্রশাস্ত্রী এবং এই ভারতীয় বর্ষ তার মূল মূল পঙ্কিত মুনি-কবি তপসী ও মনীষীর সাধনার দান। আধুনিক শিক্ষার

আলোকে ও বিদেশী সভ্যতার নিকটে আলোকিত এবং অকিঞ্চিৎকর হাট্ট হুয়েছিলে তারাত এই বর্ষের মহিমাকে কীভাবে বরে নবুদ্বৈর উপাধাশী করে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রচলন পেয়েছিলেন, রামমোহন ও বিবেকানন্দ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বাধীনতা ও শ্রীমদবিদ্য এই স্বর্ষাধারায় বহিঃ প্রাচীর কোনও দিন চোরা করেন নি। তথাপি স্বাধীনতা লাভের পর হাট্ট আবারের হাট্টের স্বর্ষার হলেন তাঁরা যে পথ নিলেন তার ফল হল যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মন থেকে বীরে বীরে পুরাতন চিত্তব্যোরা মুছে গেল। তারা অধিকমাত্রায় একমাত্র নিজেদের ব্যক্তিসত্তায়েই নিজেদের সামনে তুলে বসতে লাগল: নবুদ্বৈর মতো যে দ্বাদশতা আছে তাই নানাপ্রকারে দেশের প্রত্যেকটি জনসাধারণের চিত্তব্যোরা অস্ত্রশাস্ত্রী হয়ে গেল। স্বাধীনতার জ্বর চক তপের হৃৎকান্দে গতিতে ঠেলে নিয়ে গেল অকিঞ্চিৎ চিত্তব্যোরা। তাদের হৃৎকান্দে বীরে বীরে শব্দ করে, মননশীলতাকে ধারণ করে, আত্মনিহনার চকানিমাণ ভাবের বর্ষ হুহু করে ধারে ধারে প্রবেশ করল কলে আর কালের মধ্যে তাদের মুষ্টিককী বিচারহুঁচিৎ দাবিকুহুই আদ্য পরিবর্তন ঘটল। যে মানুষ নতুনবর্ষের মহিমা ছাড়া আর কিছুতেই আত্মাশীল ছিল না সে হয়ে ইত্যাদি পাশবিকতার স্বর্ষার, তার মন আত্মার হুঁচকি বহন করে নেমে এল দেশের অতিশয় নিরপেক্ষ, তার হৃৎকান্দে ও পরিণীত মুষ্টিককী হুঁচকি ও বিকৃত তাবনাকে আল্লা করল। মস্তকবের যে সূচ্যোধ্য হুঁচকান্দ-কাল ধরে তারতম্যশীল পথের সূচন হলিহে প্রাণ করে জীবনপথে অগ্রসর হয়েছিল সেই ত্যাগ, হুয়া বাহা, কদা তিতিকা পরোপকারিতা আভিচার্য্যে নব বিদ্যুৎক অগ্রগো-কনীর জ্ঞানে পরিচ্যাপ করল। শুকনব্রকে নিরবক বলে প্রবাহিত করল। বর্ষের যে আদর্শ ও নীতিকে অলম্বন করে প্রত্যেক ছাত্র অধ্যাপকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করত অথবা শিত্র শুকনব্রকে আল্লা লাভ করত, 'স্বয়ং বদ বিদ্য প্রমাণে' তাকে বর্ষ করতে কেউই মুষ্টিত হল না। আবার স্বাধীনতারোত্তর লাগন বত হাট্ট গ্রহণ করলেন তাঁরা তাঁদের সম্মিত নীতি হাট্ট ও স্বর্ষানকে ঠেকাতে

স্মরণে না। যাহা করে আজ দেখময় বিকোভ।
 কি শিক্ষা কেহে, কি সমাজের অস্তিত্ব ধারণা-পন্থা
 আজ চিরতন কারসামা যেন অনিত্য হয়েছে যেন এক
 মোহিনী মগ্নায় মগ্নায় আজ আজায়। অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক,
 স্বাভাবিক মগ্নায় আজ উন্নতির দ্বার দিত বিধিকে যুগে
 বেঁচেছে। আন্তর্জাতিক মস্তকের আর অপারের কথা
 চিন্তার আকাশে নেই। দিন যাপনের রানি মুখে ফেলতে
 যে বতই ছন্দার ও বন্ধার আশ্রয় নিজে ততই জীবনের
 ধাক্কাপড়া ও ভীতিভা বেড়ে থাকে। সারিহোর বসন্তের
 তার মন হয়েছে নিঃশব্দ, নীতিবোধ নেই। অর্থাৎ
 মস্তকের আর বিচার পথ বোঝায়। কে তাকে সেই পথ
 দেখায়? আদর্শ ও নীতির প্রতি নিষ্ঠা, আত্মসম্মতি
 পুনর্জন্ম, আত্মা ও বেগ উন্নতির সমর্থিত মহিয়ার
 আস্থা স্থাপন, পাশ্চাত্য মূল্যবোধের নব মূল্যায়ন তার
 আশা পূরণ হলে? নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মস্তা বা
 রাষ্ট্রের শাসকবর্গের দ্বারা নয়—বরং প্রতিদিন স্তোক
 বাক্য, মিথ্যা আশ্বাস, শূন্য প্রতীক্ষা, ভগ্নমানবী বা

দিয়ে দেপের মস্তকে কৃষ্ণের বেধে তার মস্তকে পশু
 করে তুলেছে তার নয়। আর দেপের প্রত্যেকটি দীক্ষিত
 মস্তকে মৃত্যু করে অহিংসা সত্যবাদিতা নীতিনিষ্ঠা,
 স্বাভাবিকতা, প্রজ্ঞা, সচ্ছন্দতা, সচ্ছন্দতা, সচ্ছন্দতা, সচ্ছন্দতা
 অস্তিত্ব করতে হবে—দেপের প্রত্যেকটি কল্যাণার্থী
 সংস্কারে অগ্রগতি হবে নব জীবনের মূল্যবোধকে বের
 করার সারিহোর প্রদেয় বরতে হবে—যে সব মনোবী ও মনোবী
 সামগ্রিক জীবনধারণের উন্নয়ন দৃষ্টান্ত বেধে পেছেন
 দেপের বরদ প্রদায়-সমর্থিত ব্রতী প্রদায় ব্রত ই সব
 সংস্কার কর্মপন্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই মস্তকের
 মহিমা পুনর্জন্ম উৎসাহিত হবে ও স্বাধীনতার অক্লান্ত
 আদর্শ প্রদেয় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পূরণ হবে। মানবিক
 মূল্যবোধের পুনর্জন্মের ব্যতীত মস্তকের বিচার অস্ত পথ
 নেই। বিবেকানন্দের 'জীবিত শিবের গল্প', রবীন্দ্রনাথের
 বিশ্বব্রহ্মের গল্প, জীবিতবিশ্বের Life Divine-এর
 কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার একমাত্র উপায় আজকের
 মস্তকের মনবিক মূল্যবোধকে নবতন করে দীক্ষিত করা।

নিজস্ব

কিছুদিন আগেই "উন্নয়নভারত"-এর ছাপার খরচ বাড়িয়াছে—সম্প্রতি কাগরের
 দামও বাড়িয়া গেল। এ অবস্থায় "উন্নয়নভারত"-এর বার্ষিক টাঙ্গা ও বিজ্ঞাপনের
 হার বাড়ান অপরিসর্য হইয়া পড়িল। পত্রিকার সপ্তবিশ্ব বর্ষারম্ভ আশাবী
 জামুয়ারী ১৯৭৭ হইতে বার্ষিক টাঙ্গা ৬.০০ (ছয়) টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০
 (এক) টাকা এবং বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ করা যাইবে—

পূর্ণ	পৃষ্ঠা	৮৫.০০ টাকা
অর্ধ	"	৫০.০০ "
এক চতুর্থাংশ	"	৩৫.০০ "
দ্বিতীয় তৃতীয় প্রেক্ষণ	"	১০.০০ "
চতুর্থ	"	১১.০০ "

উন্নয়নভারত-এর প্রোডাক্ট, অফ্রাডাক্ট ও বিজ্ঞাপনস্বাতন্ত্রের নিকট হইতে এতদিন-
 কার মতই সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা রাখি। —সম্পাদিকা, উঃ ভাঃ

অথ মংকুলী কথ।

॥ দ্বিতীয়াতি সাক্ষাৎ ॥

১: বাগানের ম্যানেজার এই সুবেশ্বরগাভুর প্রত্যাপে নাকি বাধে করতে এসে ঘাটে ভাসে বাধে— কর্মচারী থেকে বুক করে হাজার হুনার তেতরে কে না এর প্রমাণ পেয়েছে? ঘরের প্রত্যাপই কি সুবেশ্বরগাভুর কথ? খনসতি সুবেশ্বর যেন সুবেশ্বরগাভুর ওপরে পূর্ণ দৃষ্টি বিহীন। সুবেশ্বরগাভুর স্ত্রী বিমলা দেবীও এই অকলে খুঁই পরিচিত। কর্মচারীসুদের তেতরে তা সে ছোট বড় বাই মোত প্রত্যাপের বাড়িতে প্রাইতি তিনি দিয়ে থাকেন। বড়গাভুর স্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কীতিমাধানে সখান প্রদর্শন কর্মচারীসুদের পরিচয়ের প্রত্যাপই করেন। এবং তিনিও পতির অধিকারের মোটেই কারো ভাল মন্দ সুবেশ্বর ওপরে বলে দিতে এতটুকু কতক কখনো করেন না। সুবেশ্বরগাভুর প্রসঙ্গটা লাগের আশা'র আশেই বিমলা দেবীর গুণকীর্তনেরও পক্ষমূ।

চরিত্র বহুর হল দ্বিতীয় স্বামীও চা বসানে চাকরী করেন। বিয়ের কিছুদিন পরে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্রে এসে আসে। পহর জীবনের বিভিন্ন পরিবেশের তেতরে দ্বিতীয় কত হয়েছে। শ্রমজীবনের পরিবেশেই দ্বিতীয় কতই একসাথে নতুন। কিছুটা সেপাঙ্গণও সে নিখেছে, পান বাজনাও জানই কানে। পত্নীপতিও মেসৌ চিত্রা'বাসা থেকে বনে দ্বিতীয় একই আশা'বাধের মধ্যে পাশাপাশি কোঠারের কর্মচারীদের গিরায়া সবচেয়ে অগম্যে প্রাইতি শ্রমজীবীর কাছে আসেন; নানা গল্পগল্পের তেতরে দিয়ে তাদের স্বামীদের কৃতিত্ব, স্বামীদের ঘরের পরিমাণ, শাক্তী গল্পনার বিবরণ নানা মুখোচক আশা'র গল্প করে দান। তার মধ্যে খুঁই ঘনিষ্ঠ পায় ম্যানেজার সুবেশ্বরগাভুর স্ত্রী আসোচনা। বিমলাদেবী নাকি খুঁই উচিত বক্তা। কারো অস্তিত্ব বেধে তিনি তার প্রতিপক্ষ না হয়ে থাকেন না এমন কত কথা! কোন্ ঘরের বউয়ের

কতখানি স্বামীজি তাই ম্যানেজারের নাকি তিনি নারীদের মূল নিয়ন্ত্রণ করে কথা তখন তার আসোচনা করে থাকেন। অথচ কোন্ ঘরের বউ কি পারেন তার স্বামীজির পরিমাণ বাড়তে পারছে না তা নিয়ে উচিত বক্তা বিমলাদেবীর মনে কোন প্রশ্ন চাপে না।

দ্বিতীয় বেধ কয়েক মাস হল স্বামীর কর্মক্ষেত্রে বাগা-বাড়িতে আছে কিন্তু চারমিককার পরিবেশে যেন সে ইংগিত উঠেছে। চারমিককার হাওয়া যেন তার কাছে বড়ই শুকনো লাগে! প্রতিবেশী বাগা আসেন তাঁদের এই এক-যেমনী গল্প, স্বামী আর শাক্তী গল্পনার গল্প। এ ছাড়া যেন এত বড় বিষে আর কোন বক্ত নেই। দ্বিতীয় ছেলেমেসৌ পরে বেধেছে প্রতি দ্বিতীয়, কি পুত্র কি নারী কি খুঁই কি বৃদ্ধ প্রত্যাপের, একতানে অত্যাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঠাঁড়বার বক্ত জীবনের কী প্রতিতি। দ্বিতীয় তার মতে বেধেছে পাড়ার পাড়ার মহিলা সমিতিতে যোগ দিয়ে নারী সমাজের ব্যাপারগুলি কাজ করতে। আর বিয়ের পর সেই দ্বিতীয় এ কোন্ বেধে এসেছে? দ্বিতীয় কানে এ বেধে কি ইংরেজের কত শাসন নেই? তাই কি এখানকার মেসৌ কত সুবেশ্বর বহুরই বেধে? দ্বিতীয় স্বামীদ্বি আসল মনে সুবেশ্বর গাভুর আর তার হাওয়া বহুর শ্রমজীবীর থেকে মেসৌ বিবাহের একটা অংশকে উল্লসভাবে আঁকিয়ে বেধে। এর আসে দ্বিতীয় পাহাঙ্ক পর্বত বনকও বেধে দি। পর্বতমাগার পূর্বের ক্রিয়ার মাথে মাথে নানা হঠক বৈজি। দ্বিতীয়কে বক্ত করে, আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় উল্লস হয়ে যায়। আর তার এই আনন্দনা তাই দ্বিতীয় স্বামী পেরণগাভুর চোখে বক্তা পড়ে যায়, তিনি প্রতি পদে দ্বিতীয় স্বামী হারে খুঁই বক্ত করে যেন যেন অগতির মতো বাড়িতে চলে। দ্বিতীয় কোঠারের শাসনে বিয়ে খুঁই মেসৌ তাই

কাজ শেষে যখন নিজেদের ঘরে ফেরে, শিগানী তার ঘরের বাহ্যিকায় ঝড়িয়ে তাড়ের তেত জেতে কথা বলে। তাড়ের বরফার বর নিতে ওর যেন ভাল লাগে। সুদী ম'য়েয়া তাড়ের ছোট শিশুরের কেনন করে শিটে বেঁধে নিয়ে লব রক্তম কান চাঁচিয়ে বাধ দেখে সে অথক হয়। আরও অথক হয় যখন এসের সুখ থেকে ওয়ের হৃৎকের কাছিনী খেনে। হাতকাটা অম দিয়েও ওরা প্রাণাচ্ছিন্নের লক্ষণতা আনতে পারে না; কুট্রি দিনে খড়ের চাল দিয়ে জল পড়ে, হাতে ছাতা মাথায় দিয়ে বলে থাকে। শিগানী ওদের বলে “ভোবরা বড় বাবুকে তোমাদের হৃৎকের কথা জানাও না কেন” ? ওরা তার উত্তরে জানায় “আমরা ত সুদী-আমদী, আমাদের হৃৎকের কথা জানালে যাবু গালি যেন। জান ত হাইকী! মনিকংবাবু খুব কড়া লোক”। শিগানী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আর তাবে এখানেও তা হলে ইংরেজের শোষণ প্রকৃতির কাব্যকারিতা অগাহিত। প্রতিবেশী মহিলারা শিগানীর এই সুদী-শ্রুতি আড়চোখে ঘেঁষে আর বিমলা দেবীর কাছে নানা কাব্যের গল্প বলে আসে। শিগানী ত জানে না যে ওপানকার তরুণদের মুখোদই হচ্ছে সুদী শ্রেণীকে দালক মঃসিতির চোখে দেখা।

সত্য জাপা থাকে না—কিছু দিনের তেতয়েই শিগানী কানামুখা গুনতে পায় হৃৎকেরবাবু কারখানার ঘোটা লব্যাপন চুড়ির দায়ে বধা পড়েছেন। ঘরে ঘরে এ খালোচনা চলি অতি পোপনে। কিছু মেহাশয়েরও ত কান আছে সখার কাছে বধন কথাটা ছড়িয়ে পড়ল শিবদী তখন বুঝে পায়ল এই বাবে পুরুতে এক ঘাটে জলবাঁওরানো প্রতাপনারী মাথুখটায় কাছে সুগেরের খনসিঁড়ের ছড়ায় কি তাবে বুসে গেছে। প্রাইই বেধা পেল হৃৎকেরবাবু মাকে মাকেই এখন ওখানে থাকছেন না, তাছাড়া বিমলা দেবীরও আগের মত লগায় ঘরে ঘরে হাড়ির বধর নেবার উদ্দেশ্যে যেন আর নেই।

এই হৃৎকেরবাবু শিক্ত-পরিচয়ের বহিরে ঘরের সন্ধান কিছু বুদ্ধিতে পতিয়ী তার খুব প্রথমতা ছিল—পারোয়িক বলও প্রাণসন্দী ছিল। এও পানি বায় প্রাণ বরাদ্দ বস্ত্র-পত্ন শাক্ত শিকার করে তাইই বিকস লভ অর্থে সঙ্গার

চালাতেন। তারপর এই গম প্রান্তির পর আঙ বনপতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। পাশে নাকি আছে “দ্বী ভাগ্যে ধন”—বিমলা দেবীকে দিয়েও পর থেকেই নাকি তার এই অর্ধসংবের গম বুসেছে, বহিরে সে গম বহুখানি জুস্বয় বা অজুস্বয় তার বিস্ময়ের তার শিবতার ওপর। বাবু সে কথা। ঘটনার প্রোত অনেক বুর গড়িয়ে চলল বটে কিন্তু সেবে শোনা পেল তিনি তার বীণেরের এত বড় ঠাক: কাটিয়ে উঠতে শেয়েছেন। শিগানী ঘরের কোণে বসে কাণে এ ছুনিয়ার লগ হয়, এর সেলার তার ব্যতিক্রম হবে কেন? কিছুদিন বাবে বেধা পেল তিনি বীণবর্ণে কথাখানে পুরবার বহাল হলেন!

এদিকে বহাংয়ের মত ওখানে জর্জোৎপদের আনন্দ এবার তেমন করে বৃষ্টি হবে না এই ছিল লক্ষণে আসত। কিছু বধন শোনা পেল এবার জর্জোৎপদে বিমলা দেবী তার বাবীর বিশুদ্ধির বস্ত্র দেবীর কাছে মানত করেছিলেন, তাই তিনি তার বুকের বস্ত্র দিয়ে এগার মাংয়ের পূজা করলেন। কি একাত্ত কথা! ঘরে ঘরে বাবুবা পড়ে পেল! বিমলা দেবীর আশর্ষে লগল নারীরের উষ্ম করবার বস্ত্র অতি-জাৎকরা তৎপর হয়ে উঠতে থাকলেন।

করত খালত তেতয়েই শিগানী সুদীরের তেতয়ে যেয়ে পুঙ্খ লগার লগেই বেশ আশাশ ভদিয়ে নিয়েছে। তারিও তাড়ের সুখ হৃৎকের বধর শিগানীর কাছে আসিন ভনের মত ব্যক্ত করে। অর কিছু দিন হল এগেছে মংক নামে একটী ছেলে। মংকপ্রদেশে তার বর বিয়ে লয়েছে অর বাসে, সুদী মেয়ে আছে, তাড়ের হারিতা বউ ইত্যাদি কত কথাই শিগানীর মাখে হয়। ছোট্ট দিন বছরের মেয়েটা লগ, তা ছাড়া থেকেও দিতে পারে না। এখানে এসে কাজ নিয়েছে কিছু দক্ষতা আর নতুন কারের বস্ত্রই হোক ‘দ্বী হারিতার’ বা পায় ভাতো মেয়ে পাঠাবার মত কিছু থাকে না। মংক কেবোহে এবার পূজার সে ‘দ্বী’ বাবে, খুব বড় করে ঠাকা বাঁচিয়ে রাখা বরত জোপড় করবে:

পূতাপদকে ওখানে শাক্তী পয়নার আমদানি ও খালোচনা এক অভিনব ব্যাপার। মনিকংবুর

প্রতিবেশিতার প্রকাশ করে করে। শিবানী শুধু জাবে ওই মংকর কথা। মংকর বহু বসে টাকা ছোপাক করছে পুতোর ঘেলে যাবে বলে, কিন্তু ওর বড়ি শিশু হুঁচকি বাদে ও কি নিয়ে যাবে? শিবানী প্রাণে বেদনা পায়। তাই শিবানী মনে মনে ঠিক করে রেখেছে মংকর থেকে অস্তি গোপনে তার হৃৎকরের মনের মত পথ করে বেনা ছোট শাড়ীখানা দিয়ে দেবে। আর সে যুগেপ যত করলও তাই। সন্ধ্যার ঐ শব্দে মংকর ভেবে শাড়ীখানা হাতে দিয়ে বলে ফিল তোমার ঘেরতে গিয়ে দিও। মংকর বিজ্ঞতেই তা নেবে না, কিরিয়ে নেবার মত কত কাহুতি মিনতি। পাছে তার এই বেধার কথা শিবানীর স্বামী বা অন্য কারো গোখে যথ। পড়ে যায় শিবানী সেই করে তাকাতাড়ি কেতরে চুকে পড়ল। নিঃশব্দে একমন সামন্ত কুণীর গপরে ওই নাইজীর এত বেধে মংকর মনেতে জাঘেত অগাক হয়ে পথ চলে। 'মং' গিয়ে মং একটা ঘেরতে ক'হিতে পারবে, আর তার অন্ত নেমেটা এখন ঠাণ্ডে তখন যে কি বলে শাবনা দেবে তাও মনে মনে ঠিক করে নেয়। বলবে, 'কুনি ওর চেয়ে বড় তাই এংগ পুতোর কবে দিলাম—পরের পুতোর বৈশিষ্ট্যটা গোপন করে তোমার আরও ভাল শাড়ী দেব' ইত্যাদি বক্ত বক্তনা মংকর মনের কেতরে তোলাপাক করতে লাগল।

এদিকে হৃৎকরের বাবুও স্ত্রী বিদ্যাসেবী পুতোর বিশেষ আয়োজন করে চলেছেন। দেবীর পাট নাকি মীনা করে তৈরী হয়েছে। তা ছাড়া নিজের বাড়ী থেকে পাত্রা বলির আয়োজন অনেকই করছেন। সংগ্রহই যুগে এক কথা—বিদ্যাসেবীর বুকের বক্ত দিয়ে পুত্রে হবে। এমন আগ্রহ পুতোর প্রতীকার সবলে অবীর আগ্রহে বসে আছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হলই প্রায় প্রতিষ্ঠিত বর্জ্যারী-গিরীণা বিদ্যাসেবীর কাছে গিয়ে পুতোর কাণে বক্ত:প্রবৃত্ত হয়ে নিজের কাক করবার তার নিয়ে আশেন। এই কেতরে বাব থাকে শুধু শিবানী। শিবানীর এই অগ্রহণিত বিদ্যাসেবীর ঘরলেও যেমন আশোচনা চলছে তেমনি শিবানীর নিজের ঘরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। অপরাধের বহিঃ-দেয় বক্ত শিবানীও বেন বিদ্যাসেবীর আগ্রহতা লাভের

মত চেষ্টা করছে না বার করে হৃৎকরের বাবুও শিবানীর স্বামী পরেশবাবুর গপরে শূন্য থাকেন না এই আগ্রহের পাবে-বাবুও করে এসেই চলে শিবানীর সাথে কথা কাটাঝাটা। এদিকে পুতোর ঠিক ছু'দিন আগে মংকর এসে শিবানীকে জামিয়ে সেল সে আচ্ছই তার বেধে বক্তনা হবে। হুঁচকি বিকল প্রায় ওটা মাগদে শিবানী বক্ত:প্রবৃত্ত হাজার মিক থেকে একটা আর্ন্তনায় গনতে পার। বুঝ থেকে বেধে ওখানে অনেক লোক জমা হয়েছে, এক বক্ত:প্রবৃত্তার শোনা হচ্ছে। শিবানী উত্তরা হয়ে ওঠে ঘটনাটা জানবার মত। পাশের বাড়ীর জাকার-গিরী বক্ত:প্রবৃত্তি শিবানীকে বক্তনা দেয়—নতুন করে আনা কুণী মংকর বেধে বাবার মত তার পোটলা-পুটলী নিয়ে পালাছিল—রতন ভৌমিয়ারের মতের পড়ে গিয়ে বক্তা পড়ে যায়, আর হৃৎকরের বাবু কাছে গিয়ে এসে হাজির করলে তিনি হৃৎকর বেন 'আচ্ছা যার বাও ওক'। কোশানী টাঙ্গা বক্ত করে 'হিচ্ছু' করে বুঝ বেধে কুণী সংগ্রহ করে। তাই তিনি কোশানীর হিতার্থে কুণী পালাবোর ব্যাপারেও অত্যন্ত লজ্জা থাকেন। বক্ত:প্রবৃত্তি বললে, লোকটাকে ভীয়ে বেশে পরদার বলি দিয়ে নাকি বুঝ মারা হয়েছে। অবশেষে মারের চোটে বক্ত সে স্ত্রিমিহে পড়েছে তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদে শিবানীর আর চোখের জলের বঁধ মানে না। জাকার-গিরী শিবানীর কাছে মংকর মত জল বেধে অগাক হয়। মনে মনে ভাবে কারখানার বক্ত:প্রবৃত্তি তৎপরেরই উচিত। সামান্য একটা কুণীর এ অত্যন্ত নিষ্ঠার ওকতর অপরায়। তাই শিবানীকে তিনি বলেন—এ তোমার বাড়ীবাড়ি! একটা ছোটমোকের এ অত্যন্ত কী বক্ত:প্রবৃত্তি মইতে পারেন? শিবানী উত্তরে বলে, মংকর কতই কী অত্যন্ত বক্ত:প্রবৃত্তি! নতাই কি অত্যন্ত বক্ত:প্রবৃত্তি? প্রাণের চোখ দিয়ে দেখলে কিছু ভায় অত্যন্তের বিচারের মত আশাযা হয়ে নেত। তা ছাড়া যে মারের পুতোর মত এত আয়োজন চলছে, বিদ্যাসেবীও যে মাকে বুকের বক্ত দিয়ে পুত্রে করবেন সেই মারের দৃষ্টি দিয়ে সবাইকে দেখতে পারলেই ত তার অত্যন্ত বোখার বক্ত:প্রবৃত্তি তা বরা পড়ে

বার হুৎলাদি। আর শক্তির মাত্রাও তাতে ঠিক করা যায়। শিগানী উজ্জ্বলিত হয়ে বলে উঠল, হুৎলাদি, জান, আমি'র যেন মনে হয় মা'র পুত্রা তরবার উৎসর্গও তাই-ই হওয়া উচিত। মা'র দুটি লোক করাই আমাদের সপনের একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিত। মা'র দুটিতে দেখলেও মংকলি কি ঐভাবে মারা উচিত হচ্ছে? মা'র পুত্রের এত আয়োজন হুৎ হুৎে তাই তো বার্ষিক হতে বসছে! হুৎলাদি এ ধরণের কথা শুনে যেন অস্বস্তি দুটিতে শিগানীকে দিচ্ছে তা'র দিকে থাকে। যেন যেন তবু মা'র কাছে ত সবাই নিম্ন পরিবার নিম্ন সন্তানের মতল কামনা জানিয়ে থাকে। সবার মত বিশ্বাসের তুলি প্রার্থনা এ আবার কেমন কথা।

পুত্রের আনন্দে আর উৎসাহের কারণে ব্যস্ততার সকলের ঘুমে চোখে বিস্তৃত ভাব। পিতৃতা বলে বলে মগনের সামনে ভীত করেছে। চাকের পথে সাধা বাপান মুখরিত। সারা'দিনের নিবন্ধ আনন্দের মধ্য দিয়ে সপ্তমী পূজো সমাপ্ত হল। পরদিন মহাঈশ্বর দিন মংকলি বাবু'র স্ত্রী হুৎের রক্ত মা'র চরণে বেধেন। সারা'দিন বিদ্যাদেবীর কাছেই সকলের আনাগোনা। বিদ্যাদেবী নতুন লাল শেফে গরুর পাঠী পরে উপবালে আছেন। পুত্রের আগে সকলে তাকে দিচ্ছে আছেন। তাকার উপস্থিতি আছেন। পাখা নিয়ে মা'র কাছে কেউ বা বসে আছেন। শুভ লগে স্রেত দিচ্ছে বিদ্যাদেবীর হুৎের থেকে বয়েস ফোটা রক্ত বার করা হল। শব্দ বটা ঢাক ঢোল খেয়ে উঠল—মেয়েরা উল্লুসনি করতে লাগল। এর কেতল দিচ্ছে বিদ্যাদেবী তাঁর মানত করা রক্ত হান করলেন।

শিগানী তার ঘরের দারাবার ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাজনার পথে সমত ঘটনাটা যেন মানস চোখে দেখতে লাগল—এর মতোই সে ঘেঁষে হুৎ থেকে মংকলি মত কে যেন লাগিয়ে ভর করে ঝোঁকতে ঝোঁকতে তাকার খানার দিকে এগিয়ে

যাচ্ছে। একটু এগিয়ে শিগানী ঘেঁষে সভাই মংকলি এক দিনের কেতলে তত যোগ্য হয়ে গড়ে। চলতে পারছে না—মা'র দিনে মা'র চেটে নিষেধ পা'র শক্তিতে চলবার ক্ষমতা নেই—লাগিয়ে তবু সেরে উঠিয়ে চলছে। কিন্তু তাকার ত দেখানে নেই তাকার হুৎে যে বিদ্যাদেবীর রক্ত দানের মত যদি কিছু হয় তাই হুৎের হুৎের মা'র মা'র উপস্থিতি থাকেন। শিগানী দেখতে পেল মংকলি তাকার খানার দারাবার পথে পড়ল। খানিক দূরে উঠে তার ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছে, মা'র পেলার হুৎ থেকে শিগানীকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে মংকলি আনিয়ে বা'র দীর্ঘ চলে পেল। শিগানীও নির্বাক দুটিতে মতল হুৎে দেখা যায় তা'র দিকে থাকল।

পরদিন রামসিং মংকলি'র কাছ থেকে শিগানী খবর পেল হাত প্রায় ১২টা লাগান মংকলি বার রক্ত পায়খানা করবার পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। শিগানীর চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে যা'তে পড়ল। বিশ্ব-জননীকে জানাল মংকলি'র বেদনা! বিদ্যাদেবী তার খানার মতল কামনা (যদিও সে কামনা ছিল শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি কামনা) রক্ত হান করেছেন, আর মংকলি সে তার জীবন দিয়ে পেল এই পুত্রের দিনেই! ছু ফোটা চোখের জল মা'র চরণে দিচ্ছে শিগানী প্রার্থনা জানাল শত শত মংকলি বেদনার পরিচায়ক মত। যেন মংকলি জীবন-বানে তেমন শিগানীর এই নিবেদনে ঢাক ঢোল শব্দ, উল্লুসনি কিছুই হল না—জানল। ওখানকার একজন মা'র মত। মংকলি অপরীক্ষা আত্মা হুৎে এসেছিলেন শিগানীর কাছে—জানাতে এসেছিলেন দা'র বিশ্ব-মংকলি উল্লুসনি বার মহিমা'র, শুভ নিউজের, মত নিবেদনের কোণে লাগাবার মত শত শত মংকলি দলা টিপে রেখেছে, মা'র মত শক্তি তাদের জীবনকে ছিন্নমূল করে রেখে। সেদিন অমৃত।

পাণ্ডিত্য জীবনে ধর্ম

সংস্কৃতী বাহ্যগোপাল আচার্যীর মতে Sanskrit is the symbol of India's seniority among the nations of the world. হিন্দু ধর্ম ও ধর্ম-
 তত্ত্বের বাহক ও বারক হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। যাহাযের
 ধর্মবোধ ও তত্ত্বের ইতিহাসে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা নিঃসন্দেহে
 প্রমাণিত ও স্বীকৃত। ইতিহাসেরে এতটা নির্দিষ্ট দস্তা এই
 যে অগভীর সমুদ্র ঘেরের মধ্যে আদি হিন্দুধর্মকেই বেগবর
 দব চ'ইতে বুপে বুপে ব্যাবহার প্রচলিত আবার সজ করতে
 হয়েছে, এবং আজও তার শেষ নেই। বুপে বুপে হিন্দুধর্ম
 বৈশ্ব হয়েছে, আরও তার বিপুলমুক্তি হটে নাই। উত্তর-
 আশ্চিন্দ সীমান্ত থেকে পাজাব কাছীর ও সিন্ধুর বিতীর্ণ
 জেল আজ হিন্দুস্থান। কিন্তু কেন হিন্দুধর্মের উপর এত
 আকোশ ও আক্রমণ ?

এই বর্ষ কার্যের মধ্যে একটা এই সার্বজনীনতা ও
সার্বিকতা। সার্বিকতা ও সার্বজনীনতা কখনই উভয়কে
রাষ্ট্রকে প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না।
সাম্প্রদায়িক বর্ষের প্রধান দৃষ্টান্তস্বরূপ—অর্থিক দুরি-
ত বলি হোক সংস্কারভিৎসন। হিন্দুধর্ম বর্ষজীবনধারণের
এক অবকাশ নেই, কারণ প্রকৃত হিন্দু প্রতী বাহ্যিকের
স্বপ্নের মনে করতে হবে। হিন্দুধর্মের অঙ্কুরাত এই
স্বপ্নের ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা যেমন একমুখে ত্যাগ
হবে ও বৈশিষ্ট্য, তেমনই অস্বপ্নকে এড়ানি তাঁর দুর্বলতা
স্বজন্মভেদতা (vulnerability)-এর অনিবার্য কারণ।
হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। যে বিশেষ করে
স্বাধীনতার উপর হিন্দুধর্মের ভিত্তি তা হল—

- ক) হুতি অর্থঃ সন্তোষ
খ) ক্ষমা
গ) দয়ঃ (মানসিক সংহম)
ঘ) অতেরহু (অ-ক্রোধহুতি)
ঙ) সৌম্য (চিত্তা ও বর্ষে পরিভ্রাতা)

॥ निधिलग्नम वाक् ॥

- চ) ইঞ্জিৰ নিগ্ৰহ (ইঞ্জিৰ সংৰক্ষণ)
 ছ) বী (গ্ৰেফা)
 জ) বিজ্ঞ,
 ঙ) তপ: (সংল, অসংলগ্ন জীৱনধাৰণ)
 ঞ) সহায়

ভারতীয় প্রাচীন-কালের এই উনার হিন্দু ধর্মে মণ্ডীর্ণতা
 তেরহুই ও সাম্প্রদায়িকতার নাশক পর্বত বাকার কথা
 নয়। তবু যে বাতব প্রয়োগ ক্ষেত্রে—সমান-জীবনে—এই
 উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রক্ষিত হয় নি, সে দোষ কুনের
 ক্ষেত্রে চাপানো চলে না। বিরাট হিন্দুধর্মে আছে
 নানা মত ও নানা সম্প্রদায়। সমাই সমীচরণে ও
 সম্মানে নিম্ন নিম্ন প্রত্যয় ও পদ্ধতি অহুসারে বর্ষ পালন
 করতে পারতেন—কোন বিষয়ে বা সংঘর্ষ বাকার কথা
 ছিল না। শেখ, শিখ, বৈদ্য, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতিরা তো
 আছেনই, সবে সবে পুঁঠান হুগলখান জরুজিরোও হিন্দু
 মতের সাধিন হয়েছেন “এই ভারতের মহাদানবের
 সাধারণতঃ”। সহাবস্থান ও সমাবস্থার এমন উচ্চ পূঁঠান
 ভারত ছাড়া অন্যত্র বিরল। নবনী হাংকুক তাঁর “Hindu
 View of Life” গ্রন্থে বিবেচন করি সইখ সঙ্গি ব্যাখ্যা :
 “Hinduism is more a way of life than a
 form of thought. The theist and the
 agnostic may all be Hindus if they
 accept the Hindu system of culture and life.
 Hinduism is not a sect but a fellowship
 of all who accept the law of right, and
 earnestly seek for truth”। প্রেম পরিব্রতা ভার ও
 সত্য পথের শবিক-মণ্ডল মাঠেই এ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের অমূল্যভূত।
 হিন্দুধর্ম মানব ধর্মেরই নামাক্তর। কিছু যে কারণে
 সামাজিক জীবনে এ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ছিল না এবং আজও
 সংঘ হয়ে আসে নি—সেটা এ গ্রন্থের বিষয় নয়।

আর সন্তানাদিও ধর্মকে অস্বীকার করতেন। তাহের মধ্যে এ বিশ্ব-সংসারের মূল কোন ঐশী শক্তি নেই, আছে শুধু সামান্যনিক বস্তুর জিহা প্রতিজিহা। সামান্য-দীর্ঘা মার্কসবাদের লোহাই দিয়ে খণ্ড ও টুকরো বরংব করিতে চাইতেন। কিন্তু মার্কস একেশ্বরের সামান্যবাদের চাইতেও বহুগুণে উন্নত জ্ঞান বাণী উল্লীত হয়েছে উপনিষদে:—

ঈশাবাক্তমিদং সর্বং বৈবিক্তিঃ সগত্যং সগৎ।

তেন তাতেন তুতীঃ মা গুণঃ সত্ববিদ্যনম্।

মার্কসবাদের ব্যক্তিগত মানিক্যের বিধোবা। কিন্তু মার্কসীয় বৃত্তি পাখির মূলভার উল্লেখ্য না, বস্তুর মূলভার বাহিরে প্রসারিত হয় নাই। মার্কসবাদের অধ্যাত্মিকতার বীজিত পাণ্ডা দুঃখ। কিন্তু উপনিষদের বাণী মূল বস্তুর উত্তীর্ণ হয়েও পতীতভন শান্ত সত্যকেই প্রকাশ করেছে। তাহলে উপনিষদের সামান্যবাদ এক প্রোভিত, উন্নততর সামান্য নহে কি?

বিশ্ব-সংসারে কোন বস্তুতেই তোমার স্বয়ং নেই, মালিকানা নেই। সবই ঐশ্বর্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সম্পত্তি। বা কিছু তোপা সবই ত্যাপের আত্মনে অভিভূত করে তোপা। *Enjoy it in a spirit of renunciation.* সংসার জীবনের পূর্ণ মূল্য দিয়েও বস্তুর মূলভার অতীত ও ইন্ড্রির অতীত মাহবের অধ্যাত্ম সত্যের পূর্ণ বীজিত দিয়েছে উপনিষৎ। চলমান জগৎ সংসারের ক্ষেত্রে নিবেদন করেছে শ্রীমদ্ভগবৎগীতা:

অরঃভাবি কৃতানি পৰ্ণভায়সমগং।

বজঃভবতি পূৰ্ণন্যো বজঃ কর্ণসমুৎপৎ।

কৰ্ণ ব্রহ্মোৎপৎ বিধি ব্রহ্মাক্ষর সমুৎপৎ।

তস্যং সৰ্বপতঃ ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিক্রিয়ম্।

জীবনের আর হইতে করে; যে বা বৃত্তি হইতে পতাবি জন্মে, বজ-মূল হইতে বৃত্তি হয় এবং বজ (অর্থাৎ sacrifice) যেমিবি হইতে উৎপন্ন হয়। কর্ণ বেস হইতে আর বেস পরব্রহ্ম হইতে জন্মিরাছে। অতএব যে ব্রহ্ম সকল জগৎ জুড়িয়া আছেন, তিনি সর্বদাই যজ্ঞে বর্তমান আছেন।

ধর্মের এই বৃত্তিসিদ্ধি অথচ উহার সর্বার্থ বখাবধ গ্রহণ

করতে পারলে তৎপারিত আধুনিকতা বা নেতিবাচক মতবাদের শূন্যগর্ততা প্রমাণিত হবে। ধর্ম ও মার্কসবাদের মূল পার্থক্যও নীতিগত হয়ে আসে। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক সামান্যবাদ মণেকাও উন্নততর এবং মহত্তর জীবনান্বয় নিহিত ছিল আমাদেরই কাগজত গীতা উপনিষদের ধর্ম ও ধর্মনে। তাই এ সামান্যবাদের মূলেও আমাদের গীতা উপনিষৎ, আমাদের ধর্মন ও ধর্ম জড়ল, অকেছো বলে বর্ণনীয় নয়। আমাদের এই উন্নত বর্ষের যে ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ-বিধি সম্যক জীবনে উদাহৃত হক; করতে পারে নি, তা আমাদের সত্যিকারের গীতা উপনিষদের ধর্ম নয়। নিজের ধর্মের সত্যখনকো ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে পর সম্পদের জ্ঞান লাভাশ্রিত হয় তারা যেমন বাস্তব, নিঃস্বার্থ অস্বীকার করে অশ্বের ধর্ম ব্যাখ্যা আত্মহুতি দেয় তাহাও তেমনি অসমর্থ। যিমিই চ্যাবটিকায় মোড়কে ঢাকা নানা-বিদ্যা এর চিত্রার আনন্ডা আন বিজ্ঞের হয়ে নিজস্ব সম্পদকে হারিয়ে বসেছি। কিন্তু এক উন্নত ও বিশ্বজনীন ধর্ম আমাদের ঘরেই ছিল।

আমাদের বর্তমান দুর্গত ও সমগ্রার মূল আছে এক অজ্ঞ ও অজ্ঞতাগ্রস্ত পণ্ডিতগণ-প্রণয়তা। বিধকে কাছে টানব, পরকেও আগুন করে নেব কিন্তু নিজের প্রতিভা ও লাভের কিত্তিতে। অজ্ঞ অজ্ঞকরণে সর্বনাশের পথই প্রণত হয়—কল্যাণের পথ নয়। ধর্মের নামে সর্বাধিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদবুদ্ধি সর্বতোভাবে বর্জনীয়। আমাদের ধর্মে যে প্রেম, যে আনন্দ ও সত্যের আদর্শ রয়েছে, তাকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে বসতে হবে, তার প্রতি অস্বাধ বিবাসে ও অবিদল নিষ্ঠায় জীবনের কল্যাণকর বনিয়াদ রচনা করতে হবে। আধিকার দিনে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সেই পথের উদাহরণ দিয়ে প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা দ্যান ও পরপথ আমাদের পথের অতি স্পষ্ট নির্দেশ প্রদত্ত আছে—

জগৎ জুড়ে উদার হয়ে

আনন্দ পান বাজে।

সে স্বয়ং কবে পতীর হবে

বাঁজিবে হিরা বাজে।

আকাশ বল বাতাস আলো
সহায়ে কবে বাসিব তোমো ।

হলর সত্য সত্যি ত্যাহ
বসিবে নানা সাহেব ।

হৃদয়টুকি মেশিলে কবে

পরাণ হবে বুপি,

যে পথ দিয়া চলিছা যাব

সহায়ে যাব তুমি ॥

রয়েছ তুমি জীবন যাবে

এ কথা কবে সহ্য হবে

আগনি কবে তেঁনারি নাম

কানিবে সব কাছে ।

এটা বিশ্বব্রহ্মের প্রতি তারত আত্মার উদার, মূর প্রেমের
আত্মা ।

পান্ডিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মনীষী বাস্তবায় আর্থিক
ইয়েনবী একই তাবের আত্ম :

Religion means the overcoming of self-centredness in both individual and communities by getting into communion with the spiritual presence behind the universe and by bringing our wills into harmony with it. For a true and lasting peace (on earth) a religious revolution is a sine qua non.

উদার ধর্মতত্ত্বের বিশ্ব আর্থিক মাহাত্ম্যের চিত্র পান্ডিত্য ও
আত্মবাহুল্য হয়ে উঠুক । ও নমো মাহাত্ম্যায় ।

পুস্তক পরিচয়

দীপায়ন : নিমিত্তক : প্রকাশক শ্রীনিবাসেন্দ্রের
বাগটী, ৭ জি বেন্দ্রুত ; ১২ রোলাও রোও, কলিকাতা
২০ । পরিবেশনে আনন্দ পাণ্ডিত্য প্রাঃ লিঃ, ৪৫
বেনেটোলা সেন, কলিকাতা ২ ; শ্রীঅরবিন্দ আলম
প্রকাশনী বিভাগ, পট্টচেরী ২ ; শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির,
১৫ বিন্দু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ । প্রথম প্রকাশ
মুদ্রণ পুঁজি ১০০০ । দ্বিতীয় বারো চাট ।

অন্যতম কবি নিমিত্তক কবি হিসেবে বস্তু বড়ই হোন,
সাংক হিসেবেই তাঁর জীবনের পার্শ্বকতা ও পরিণতি । সেই
পরিণতিরই জীবনের শেষ রূপ এই 'দীপায়ন' পালাকীর্তন ।
এই কাব্যখানি যে পালাকীর্তন সে কথা বই-এর প্রথমে
উল্লেখ করা নাই, অষ্টম পালার শেষে পালাকীর্তন সমাপ্ত
হলে উল্লিখিত হয়েছে । এমন হতে পারে যে প্রথমে
উল্লিখিত থাকলে পাঠক পাঠের আরম্ভ থেকেই সেক্ষেত্র

নিমিত্তক তৈরী করে দৃষ্টি করতো । এমনও নয় যে কবি
নিমিত্তক পালাকীর্তন রচনিতা হিসেবেই এদিকি লাভ
করেছেন । আত্মব্রহ্মের মনে হয় কবি নিমিত্তকের অপরাপর
রচনার সাথে যে পার্শ্বকতা কাব্য হিসেবেই প্রথমে মনে হবে,
সেটা পূরণ হয়ে যাবে যখন এই পুঁজিগুলি সহ-সংযোগে গীত
হবে । নিমিত্তকের কাব্যের বিমূর্তকায়ী জনি যাদের কানে
লগে আছে, কবির মরণপর্যন্তমের তাঁর সব বাসনায় শেষ
পরিণতি কৃষ্ণ-বর্ণনিক তিনি যে কাব্য রচনা দিলেন, যেন
বনে হয়ে এই কি কবি নিমিত্তক ? যেন 'ছায়ার তরিল না' ।
পরে বোকা যাতে পালাকীর্তন তো পাঠনেই শেষ নয়, অথচ
সহ-সংযোগের অপেক্ষায় আছে । সহ-সংযোগিত হলেই
কবির জনি-মাহাত্ম্যের অপূর্ণতাই পূরণ হয়ে যাবে বলে মনে
করি । সুতরাং উল্লেখ থাকা হয়তো আরও স্পষ্টতা দান করে
আবর্তনীয় করে তুলতো ।

কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-নাম পুংলিঙ্গ হইয়া—স্বাধিকার উপলব্ধির
মধ্যে তাঁর নব নব কল্পনায়। 'কথা শুনাইল তাঁর নাম' বলে
নন্দীয়ার 'নিমাই'র আত্মলিঙ্গ মানব-জীবনোপলব্ধির এক
অক্লান্ত আশ্রয়। বর্তমান কালব্যাপিতে সেই কৃষ্ণ-কথা
কৃষ্ণ-নাম এক নতুন আবেগেই উপস্থিত এখানে তিনি মূলী
মনোহর। 'যে কথা মাং প্রপঞ্চস্তে তাংতুংলিঙ্গ কথামাহম্'
যোগেশ্বরী তাঁর সে যোগেশ্বর বারবার হুগে হুগে কথা বলে
আসছেন। তাঁর মূলীতে কি হুগে তিনি বাঁধিয়েছিলেন,
কিবা বাঁধিয়ে আসছেন, বিশেষ অণু পরমাণুতে অচল্যত
সে হুগে কে কতটুকু করতে পারল? মূলীধারী কেন কি
কাবে মনোহর হয়ে আসছেন, তাই বা কে কতটুকু বুঝল?
তবু তিনি আকর্ষণ করেন। এ আকর্ষণকে ছাড়াও বাহ্য না
উকে বোঝা না গেলেও। কৃষ্ণ তাই সাধা জীবন করে
উকে নিষেধ সাধ ও সাধামত করে দেখিয়েছেন।
একের গৃহ-সেবতা মূলী মনোহর অনেকের আশ্রয়ের
মধ্যে এসে ক্রমে এই "নীলগর" কবোয় রক্ত দিয়েছেন।
গৃহ-সেবতাকে বিপ্ল-সেবতা করে তোলায় এ প্রয়াস সার্থক
হবে কেন না তিনি যে কৃষ্ণ। হুগে হুগে করে তাঁর বিভিন্ন
বিচিত্র আশ্রয় হয়ে এগেছে, আরও কত হবে। আমরা
"নীলগর" কবোয় এ আশ্রয় ও তাহু প্রকাশ-প্রকাশকে
বাগ্মত জানাই। তাঁর বাঁধিতে কি হুগে তিনি বাঁধাচ্ছেন
আমরা সকলের আশ্রয়ের মধ্য দিয়ে তাই ক্রমেই প্রায়ী।

মনে হাজিল মূলীমনোহর প্রথমে যেখানে ছিলেন সেই
'যে হুগে হুগে', সেখানে থেকে তিনি ভাষ্যবিদ্যায়
কল্পনাময়িত্রী দ্বাৰা উত্তরণ করেছেন—সেখানে
তাঁর বারবার নিবাস রচিত হয়েছে হুগের কথা, কিন্তু তাঁর
আত্ম আবির্ভাব-স্থানের কি হল, সেখানে উকে [বিরে যে
পদমাত্তরের সেবা-ভীর্ষ রচিত হল, এ সংগ্রহটুকু 'নীলগর'
কাব্যে থেকে গেলে 'মো-সোপলজ্ঞ-বৃত্ত' কল্পনাময়, মূলী-
মনোহরের পূর্ব পরিচয়টি রচা বেত।

"নীলগর" পালা কীর্তনের এই অল্পবয়স্ক কথার
পরে আদি বহিরকে—সেখানে বইটী যে হুগে
আত্মপ্রকাশ করেছে তা উচ্চাঙ্গের হয়েছে সে কথা
ধর্মমাত্রই উপলব্ধ হবে। কৃষ্ণ-কথা আত্মকাল কেউ
করের এত চালা খরচ করে প্রকাশ করেন, এমন মানুষ
আমরা আসছেন এটা সচরাতর ভেবে পড়ে না। কিন্তু এ যে
নাড়ী টানপোড়েন—জীবনের সব কিছু যে উকে ঘিরেই।
তাই আত্মকের দিনেও এ সম্বন্ধ হয়েছে। অতিমাত্রার
মধ্যে বইটি খুব সহজেই তার স্থান করে নেবে বলে আশ্রয়ের
কৃত নিবাস। তদুপরি ভিন্ন-শিল্পীর নৈপুণ্য তাঁর ব্যতিক্রম
বহমান রেখেছে, কাব্যবৃত্তিকের উচ্চতরে তুলে দিয়েছে।
সে দিক থেকেও মাহবকে এ তুলি দেবে। আমরা বইখানির
ব্যোচিত সমাধির আশা রাখি।

সাময়িকী

ও

সরকারীয় আশ্রমসংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট

১৯১০ :—সাধারণ সভার ১৯১০-এর সভার সমাপিকা
বক্তৃ উপস্থিত করা হইল।

বহুপদ,

আমি আমাদের বার্ষিক মিলনের দিন—বহুর একবার

আমরা সকলে একত্রিত হই হিসাবগণ ও কাঙ্ক্ষার পরিচয়
সেইসাথে বেকারের কল। বহুর একবার মাত্র মিলিত না হয়ে
যদি আমরা কয়েকবার মিলিত হতে পারতাম, যদি
আমরা মারে মারে এসে কাঙ্ক্ষাজনি ভাব্যক করতেন,
হুগে পরামর্শ দিতেন—যারা হুগলি ও সাইরেয়ীতে
কাঙ্ক্ষ করেন তাদের কাঙ্ক্ষা মেখে আশ্রয় আসোনা
করতেন, তাহলে সব কাঙ্ক্ষাই অগ্রগতি হতে সাহায্য

হয়। কিন্তু আমি প্রতিবারই আশ্রয়ন জানালেও কাউকে পাই না। আমি এগিয়ে এলে কালের ভিতরে চুকবেন, বোঝা-বহন নেবেন, বৃষ্টি পড়ানন্দ নেবেন : আত্ম আহারও আমি আশ্রয়ন জানাই—মাগনারা আশ্রয়ন, আলোপ আলোচনা করুন, দেখুন, এখন : আশ্রয়ের কালের প্রতি স্ফাটভূতি অনেকেই আছে জানি, হুবে কাছে অনেকেই ক্রীতদাসের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেখান হুবেই সভা—সকলের সেই সভা : হাজরা এই সকল কাজ চলার পক্ষে এতটী মজার সহায় এ কথা প্রাণ পূলে স্বীকার করেও বলবে যে, যাকে যাকে উপস্থিত হয়ে কালের দেখাশুনা করার বৃষ্টিপাতের দিকে সক্রিয় পরবেশিতা করার পোষ পাওয়ায় বড় সহকারী হয়েছে—এ কথা আমি ব্যতীত জানাই।

আশ্রয়-সংস্কার পদ্ধতি বস্তুর মধ্যে পত এক বছরে বামিকতা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ব্যাপ্তি বিংশ হুবেই স্থানিহু বাওয়া আসার সমস্যাতে দানের কিংবা কর্মে বা চিন্তার সহযোগিতার পক্ষে অবস্থিতি হয়েছে এমন পাত জন সমস্ত এখন নেই; তাঁদের স্থানে ৪ জন কন্যাসী ও স্থানীয় সমস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে অধিকতর সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া বাবে আমরা এই আশা করছি। এই নৃতনের মধ্যে রয়েছেন ঐন্দ্রিয়রতন দত্ত, ঐন্দ্রিয়পূজার দাশ, ঐক্যবিশাল দাশ, ঐক্যবিশ্ব কট্টাচার্য ও ঐক্যোক্তিপ্রদায় সংযোগ্যদায়। বহুবর নীলরতন দত্ত দ্বাণের নিয়ন্ত্রণাধী বিভাগের কনকনের বিশাণে দায়বর্ত আনা-বিশ্বকে কর্মে সাহায্য করছেন। অস্তরের কাছ থেকেও ক্রমে ক্রমে অধিকতর সহযোগিতা পাও এই আশা নিয়ে আছি।

আর ব্যয়ের বিশাণ আশনারা অভিটরের রিপোর্ট ও ঘালাল শীটে লেখুন—আমি প্রতি বিকাশের ভাষ্যকর্ম সম্বন্ধে কিছু বলি।

মহানারায়ণ প্রাণাধার : এটি একটি প্রাণীক প্রাণাধার। ১৯৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৮-৯-এ মরকারী বীজিত গায়। বর্তমানে ৩১, ৩, ৭-এ সভা সংখ্যা ৮২

৩১, ৮, ৭-এ " " " ১১৩

+ অগ্রপস্থিত সমস্ত ১৫ জন বত

৩১, ৩, ৭-এ বই সংখ্যা ৩৭০

৩১, ৮, ৭-এ " " " ৩০১

৩১, ৩, ৭-এ প্রবর্ত বই সংখ্যা ৩০০৮

৩১, ৮, ৭-এ " " " ৩৫০০

৩১, ৮, ৭-এ পত্রিকা ৩৮

প্রতিমানে কেনা হয় পত্রিকা ১টি মৈনিক, তাছাড়া Career Digest : Competition Master : Science To-day : শুকতার।

পত এক বছরে মোট এই কেনা হয়েছে ৪০০৮৮ টাকার অর্থাৎ গড়ে প্রতিমানে এই কেনা হয়েছে ৩৬৪৪ টাকার। এছাড়া ধানো বা পত্রিকা কেনার খরচ আছেই।

প্রাণাধারের সহকারী প্রাণাধারিত হিসেবে ঐক্যবিশ্বদায় জেনবী পত জেনবী দাস থেকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছেন। পত ছুটাই দাস থেকে প্রাণাধার সভ্যদের প্রতি মানে একটি করে আলোচনা বা বিতর্ক সভা করার প্রচেষ্টাও তিনি আরম্ভ করে দিয়েছেন। প্রাণাধারের সভা সংখ্যা পত ৩৪ মানে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। কিন্তু প্রাণাধার পুঙ্খের স্থানের সমস্ত বিশেষ অবস্থিতি ঠাণ্ডা। বই ও পত্রিকা রাখার জন্য আরও আগদারী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বৃষ্টি আলমারীর কেনবের টাকার থেকেও আগদারী রাখার আরপর অচাং বেশী হয়ে পড়েছে। আমি এ বিষয়ে আগদারের কৃতি আকর্ষণ করছি। সবলে মিলে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করলে আমরা প্রাণাধার খরচি ব্যক্তির নিতে পারি। এ কথা বোঝ হয় লুচকাং বলা যায় যে মরবারায়ণ প্রাণাধার একটি প্রাণীক প্রাণাধার হয়েও বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল বই রাখছে তা সুদীর্ঘস্থায়ী। বইগুলি বিভিন্ন নয় শুধু, একই বেশ উঁচু মানেরও। অত্যন্ত নিরদানের পর উপল্যাপও এ প্রাণাধারে রাখা হয় হয় না। অন্য বিষয়ে তো নয়ই। এই আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রাণাধারের সাহায্য পেতে পারছে বেশী। ১১৩ জন চানু সভ্যের মধ্যে ৬৫ জনই স্থল ক্রয়নের বৃত্ত নিয়ে থাকে। আগদারী স্থানীয় জনসাধারণের সম্পদ এই প্রাণাধারটি সম্বন্ধে আরও সচেতন হয়ে উঠবেন, আগদারের কাছে এই আবেদন করি।

নয়নায়ায়ন বহিরা দিগ্ন শিক্ষা কেন্দ্র :

এ বিভাগটী মোটামুটি তালুট চলছে। বর্তমানে ছাত্রীসংখ্যাও তালু—এই আশয়ে ৩৪ জন। ভিত্তোমতে ১২, সাধারণ ক্লাসে ২২। তবে গত বছরের মত এ বছরের জিগোয়ার পরীক্ষার ফল সন্ধ্যাধীনক হয় নি। গত বছরে সেটা সেলাই শিক্ষিকা এবং ছাত্রী সকলের কাছে অজানবীর ছিল। এ বছরে শিক্ষিকার বক্তব্য মেয়েটা নিম্নমিত ক্লাসে করে না। জিগোয়ার কল দেয় হতে দেয়ী হয়, ততদিন তো তারা আসেই না, কল থেরে হবার পরেও তারা নিম্নমিত ক্লাসে আসে না। এ সবকে শিক্ষিকাকে শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। গত ১৪ বছরের মধ্যে এই ছুইয়ার জিগোয়া পরীক্ষার ফল খারাপ হল। সাধারণ ক্লাসে ৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিল, ৬ জনই উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই ছুটটিকে আরও বাড়ান যেতে পারে কিনা, শিক্ষার্থীদের সেলাই শিক্ষার্থীকে ছেড়ে বেড়াই হয়, তাহের আদেয় কোন পথ করে বেড়াই যেতে পারে কি না—সর্বাংশে বিত্তী থেকে কেট্টা সোতাপ ওয়েলকেয়ার বোর্ড বারিক যে সাহায্যটা বেশ, তা কোনো দিন বন্ধ হয়ে গেলে নিজেই তোরে ছুটটা চলতে পারে কি না আশাধের এ সব জেবে যেযতে এবং দায়িত্ব নিজে করতে অগ্রবোধ জানাই।

নয়নায়ায়ন নিয়মনিয়মী বিত্তিলি : বর্তমানে এই ফুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা নিম্নলিখিত :

Class I A 44 Class III 50

B 45 Class IV 36

Class II A 40 Class V 13

B 41 মোট 269

এই সংখ্যার মধ্যে ১০০ জন নৃতন। এ বছর তত্তির চাপ বেশী থাকায় ছাত্রীর প্রেক্ষিতে 'খ' পাখা খোলা হয়েছে, একজন নৃতন শিক্ষকও নেওয়া হয়েছে। কিছু ফুল বোর্ডের চক্রান্তে সেই দার্দ মাস থেকে এ পর্যন্ত তার অহমোয়ন আসে নি। ফুল বোর্ডের অহমোয়নও সময় মত আসে না—এতে যে অহমিবাটা হয় সেটা কাটিয়ে ওঠা বাজে না। স্কলের নীলময়নগার এই ফুলের সব কর্মিত্তির আয়োজন হয়ে অবধি এই টাকা ঠিকমত পাওয়ার পরও বোর্ডের অহমি

যাতায়াতে পরেছেন করেকরাই—কিছু কোন কল হয় নি। নৃতন শিক্ষকের অহমোয়ন কিংবা অহমোয়নটা অহমোয়ন পরেও এই দুই পাশেই যদি কেউ এগিয়ে এসে আশাধের সাহায্য করেন—তবে বড় উপকার হয়।

ফুলে গড়ে উদ্ভিত ১০০ জন উপস্থিতের সংখ্যা আরও বেশী হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি শিক্ষক শিক্ষিকাদের এ বিষয়ে আমি আরও সচেতন হতে অহমোয়ন ওঠাটী। বারিক পুণ্ডার বিতরণ লড়া এ বছর ২২শে এপ্রিল হয়েছে, এতে দেয়ী হয়ে ওঠাটা আমি ঠিক নয় বলে মনে করি। এপ্রিল মাসের পরেই খেলাপুলাটা এতৎপরেই প্রাপ্ত নয় বেতসাতী মাসের মধ্যে এই বারিক অহমোয়নটা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। এ বছর নীঃসর সময় বাসানে কিছু লড়া হয়েছিল, তবে তার পরিমাণ তালু যায় নি, এবং তা থেকে কল পরলা ফুলের আর হয়েছে তাও জানা যায় নি। আমার মতে পরিমাণ বা টাটকা বড় কথা নয় একথা বলেও বলব যে ছেলেরা মেয়েরা এ কাছটা নিম্নমিত ওকল, পাছ-পাছটা খোনার নিম্নমিত ওকল, তাহের নাম ওকল, মাটি কি করে তৈরী করতে হয়, কোন্ পাছ কখন বুনতে হয়, বাগান পরিচার করা—এগুলি তারা শিখুক। এইগুলি তারা বতটা শেবে তা আমি জানি না—তবে তেমন তাহের যে শেখান হয় তাহ পরিচার পাই নি। এ ছাড়া ফুলের বাগানও তো করা যায়। যা বড়টুকু এটিকে করা হয়—তা কি উত্তরবোন্দা কিছু? আমার তো চোখে পড়ে না।

চরকা কাটার ব্যাপারেও আমার এইটুকু বক্তব্য—দুতো পর্যন্ত তো কল পাওয়া যায়ই না—কিছু ছাত্র-ছাত্রীরা কাটতে শিখল কি না, চরকার প্রয়োজনীয়তা তারা জানল কি না—আমার মনে হয় সে বিষয়ে কিছুই হয় না। তুলোর পাছ করা—তুলো ধুনি, পাছ করা, সে সব তো আশাই করিনা, —তবে তুলোর পাছ তো করা যেত? আমি শিক্ষক-শিক্ষিকা যের এ বিষয়গুলিতে আরও অবহিত হতে অহমোয়ন করি।

এ বছরে একটি ক্লাস বাড়ানর ভক্ত একটি বরও করে নিতে হয়েছে। ওপরে টানী এবং চারপাশে বীণের থেকাতে ভেতন খুব অহমিবাধ কথা নয়, তবে মেয়েটা বীণাতে না পারলে বর্বার বড় জিহে ওঠে, তাতে বড় অহমিবা হয় শিখের।

প্রাক দুনিয়ারী বিতরণের : এ ফুলে পড়ে ৪ থেকে ৪.৫ বৎসর বয়সের শিশুরা। এবারের বৎসরের প্রথমে বসন্তজন শিশু ভর্তি হয়ে ছিল তা থেকে এই ৮ মাসে মনজন বয়ে এখন আছে ৩৭ জন। পড়ে ৩০-৩২ মত উপস্থিত থাকে, দুইজন ঠোঁট টিটার, দুই জন অল্প স্ট্রোক। চার জনে এই অল্প সংখ্যক শিশুর খুব চমৎকার করে নানা ভাবে তৈরী করার অবসান হয়েছে। কটনে বা বাবুতা আছে সেগুলির সত্যতার ভ্রম মান কতটা কি হয় আপনাতা এগিয়ে এসে তা দেখুন, এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ! আরও একটা কথা বা আনার মনে হয়েছে তা হচ্ছে ফুলটিতে বহুবার গরি বহুর কোন অচুটান হয় না। শিশু-বহর ফুলে লাগা বহুবার কোন অচুটান হয় না—এটা ফুলে সঙ্গত নয়। অন্ততঃ একটা অচুটান খুঁই উচিত। এ ছাড়া বিশেষ দিনগুলিকে শিশুদের নিয়ে পালন করার উচিত—কিন্তু সে সব কিছুই হয় না। এই ফুলের শিশুদের বেলার ভক্ত মাঠ রয়েছে, সে মাঠে শিশুরা খুব কর্মই খেলা করে—হোপনার তামা কোনদিনই চড়েছে বলে আমি জানি না। তিনটে কাল বহর যে পড়ার ক্রম হয় সেখানে যে ভাপটার শিশুরা কিছুই জানে না তাহের সংখ্যাই বেশী। এতে তাহের কিছুই করে ওঠার সুযোগ হয় না। তিন-কটার মধ্যে পড়ার সময়টা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে কিছুই যায় জানে না অথচ অ, আ শেখার বয়স হয়েছে, তাহের সংখ্যা কনিয়ে তাহের আর একটু মনোযোগ দেওয়া আনার কাল বলে মনে হয়। এক কথা আবার মনে হয় ফুলটিতে

সব বিষয়ের মানই অনেকটা বাড়ারই বেশ অবকাশ আছে। এটা আবার পকে আরও শিল্প করে ওঠা সম্ভব নয়—আপনাতা এগিয়ে এসে এ বিভাগটিতেও আরও উন্নত করে তোলাও কাজে সাহায্য করুন—এই অনুরোধ।

যেথতে যেথতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কোন জন্মের পনের বোল, কোন জন্মের প্রায় ৭৫ বৎসর হয়ে গেল। আমি সাধ্যমত এতদিন যেখানার চোটা বয়েছি, এখন আপনাতা এগিয়ে এসে তার নিম্ন আপনাদের কাছে এই সকালের প্রার্থনা জানিয়ে এবং সেই সঙ্গে এই সবগুলির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমানন্দ অবস্থত মহারাজ মাহুব গড়ার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগুলি করেছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষার কথা একটু তনিয়ে আবার বিবৃতি শেষ করি। এগুলির পরিকল্পনাতে ছিল—“বিশেষ আকাশে বাতাসে আলো পোষক-মূর্তি পুরুষোত্তমানন্দ পায়ের শব্দ। তাই সর্বত্র ব্যতন্ত্র বীকৃতির মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের প্রেরণা।…… জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সোপানকন, সমস্ত বিকল্পকে পরিণাম-কারী প্রাক-বর্ণনকে, সমস্ত বর্ণনকে রূপ বিহার প্রেরণার…… বহার বৃক প্রাপগ্রন্থ পতিবর্ধন পুরুষোত্তম-কৃতিকে স্থাপন করিবার প্রচেষ্টায়…… সামগ্রিক জীবনবাহকে ব্যক্তিগত জীবনে পরিণতে, সমাধে, হাটে, সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়া বিশ্বকে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার” আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই সব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি পত্তন করে গিয়ে ছিলেন। আপনাতা নৃতন মুক্ত পরিহার সমাধ রাষ্ট্র পত্তমার চোটা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রুতি সাধন করুন।

প্রতি সংখ্যা ০.৮০ ; বার্ষিক ৪.০০ ; শারীরা ১.৪০

শ্রীরত্ন মিত্র কর্তৃক নবন্যায়াল আশ্রম, গ্রাম বাগুইবাটি, পোঃ অধিনীনসর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দ্বি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, বোলবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
গ্রহণ করুন।

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

for Your requirements of :

Superphosphate, Sulphuric acid,
Sulphate Alumina (ferric & iron
free) Cryolite, Lime Sulphur Solution
and Granulated Fertilisers mixtures
of all grades

Contact :

THE PHOSPHATE CO. LTD.

14, Nataji Subhas Road,
Calcutta-1

Telephone : 22/0771/73

Gram : Superalum

শ্রীমৎ স্বামী পুরাষাভ্যাসক অবধুত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র



শ্রীশ্রীনিভ্যাগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সম্বয় আত্ম-অনাত্ম সম্বয় :

জ্ঞান-অজ্ঞান সম্বয় : সাকার-নিরাকার

সম্বয় : জাগর-নিদ্রাকার সম্বয় ।

সাকার-সাকার-নিরাকার সম্বয় ।

ভূত-অভূত সম্বয় : চৈতন্য-

অচৈতন্য সম্বয় : বৈত-

অবৈত সম্বয় ।

সর্ব সম্বয় ।"

"আমি বিশ্বনাগরিক

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

অগ্রহায়ণ-চৌষ ১৩৮০, ১৩৭৩

সম্পাদিত - রেণু মিত্র

৬ষ্ঠ
২৬-তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

★ আজই সঞ্চয় করুন ।

★ ভাৱ বৃদ্ধি কৰুন ।

বক্স সঞ্চয়কৰ প্ৰকল্প গুলি জানুন

- ১, ২, ৩ ও ৫ বছৰ পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিট প্ৰকল্প—বাৰ্ষিক সুদ যথাক্ৰমে ৬%, ৭% ও ৭½% ।
- পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক একাউন্ট কৰমূলক বাৰ্ষিক সুদ ৪% । সমগ্ৰ আৰ্থিক বছৰে ন্যূনতম ১০০ টাকা জমাৰ শতকৰা ২৫% সুদ ও ২ ও ৩ বছৰেৰে বন্ধ আমানতৰ ক্ষেত্ৰে শতকৰা ৪৫% সুদ ।
- ১০ বছৰ মেয়াদী কিউমুলেটীভ টাইম ডিপোজিট প্ৰকল্প কৰমূলক বাৰ্ষিক হাৰ শতকৰা ৫.৮০ টাকা (চক্ৰবৃদ্ধি হাৰে) ।
- ১৫ বছৰ মেয়াদী পাবলিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড প্ৰকল্প কৰমূলক চক্ৰবৃদ্ধিহাৰে সুদ ৫.৩% ।

[কিউমুলেটীভ টাইম ডিপোজিট এবং ১৫ বছৰ মেয়াদী পাবলিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড প্ৰকল্পে আয়কৰ ৰিবেটও পাওৱা যায় ।]

বিস্তাৰিত বিৱৰণৰ জন্ত নিকটবৰ্তী পোষ্টঅফিস বা জেলা সঞ্চয় অধিকাৰিকৰ চফ/সি, ডাঃ সুবীৰ বোস ৰোড, কলিকাতা-২০, ২২, ইউ, কে দত্ত ৰোড, দমদম, কলিকাতা-১৮ ও ০১, ৰিভাৰ সাইড ৰোড, ব্যাৱাকপুৰ ও বাৱাসতে উভয় ১৪ পৰগণাৰ অতিৰিক্ত জেলাশাসকৰ অফিসৰ সহিত যোগাযোগ কৰুন ।

২৪ পৰগণা জেলা তথ্য ও জন-সংযোগ সংস্থা কৰ্তৃক প্ৰচাৰিত



উচ্চলভারত

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, খ্রি: ১৯৭০

২৬-তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

যুগ-সমস্যা ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীমৎগু নিম্ন ॥

ও নমো তপস্বতে নিত্যানোপাশত,

ও নমো পুরুষোত্তমানন্দায় ।

আমি এই নবনাস্ত্রায়ণ আশ্রমে আপনাদের সমবেত হারছেন ধীকে স্বাগত করে সেট শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অধুত মহারাষ্ট্রকে আপনাদের সকলের সঙ্গে আদ্যা প্রণাম জানাই। আপনাদের আশ্রয় তিনি শ্রীতি লাভ করেছেন— তাঁর হয়ে আপনাদের সাধের সম্ভব জ্ঞান করি। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এই আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবনধর্মের আলোচনা আপনাদের সঙ্গে বলে কতবার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। সুখের কালের যাবের অল্প বেশি দাওয়া ও সহযোগিতায় এই আশ্রমে বর্তমান সভ্যতার বহুবিধ সমস্যার সমাধানের সুসূত্র রচনা করে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে—আমি এই সুযোগে তাদের সবাইকে আমার প্রাণকণা কৃতজ্ঞতা ও শ্রীতি জানাই। আশ্রমের দিনের এই অষ্টমিক বারের সাহায্য ও সাহচর্যে সম্ভব হয়ে উঠেছে তাদেরও আশ্রমের পক্ষ থেকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও শ্রীতি নিবেদন করি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অধুত মহারাষ্ট্রের এই ১১-তম ত্রয়সরে আমরা তাঁর জন্মস্থান বোলাচাঁর ভগবান শ্রীশ্রী-নিত্যানোপাশদেবের জীবন-ধর্মের আলোক দুঃসমস্যাকে ও তার সমাধান হিমায়ে সমগ্রবিশ্বকে ব্রহ্মার প্রকাশ করতে সমবেত হয়েছি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের প্রায় ৭৫ বৎসরের জীবনকাল তাঁর সমস্ত জ্ঞানের আদরণ স্বাধীনতার যথাযথ একটা তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। সে তত্ত্ব হচ্ছে মানুষের মনস্তত্ত্ব-স্বাধীন একটা সর্বাঙ্গীণ প্রকাশমানতা ও তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য-প্রকাশ। সুস্থ

মানসিকতা মানে কোন কিছুই স্বাধীনতার নিগ্রহও নয় আবার কোনটাকে ইচ্ছা বুঝিয়ে ঐকান্তিক করে তোলাও নয়। বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি বা গুণ—যা কিছু দিয়ে তপস্বান আমাদের তৈরী করে পাঠিয়েছেন, আমার পঞ্চম বা সুবিধামত তার কিছুকে আমি সভা বলে ধীকে ব্রহ্ম আর ব্যক্তিগতিকে মিত্যা বলে প্রাণসঙ্গে প্রাণের ভরব একটা জীবন্ত মস্তক নয়। তপস্বানের বেওয়া বৃত্তি বা গুণগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিকশিত করে জীবনের মধ্যে তাদেরকে ব্রহ্ম হানে ব্রহ্ম মানে পাঠিয়ে গুড়িয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পঁচাত্তি হচ্ছে সুস্থ মানসিকতা। মানুষের কেতরে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটা চাহিদা আছে যাতে অল্প তার মধ্যে একপেয়ে হয়ে যাওয়ার প্রাণেরতাও রয়েছে সেই পরিমাণেই। তাই এই সর্বাঙ্গীণতা ও সামঞ্জস্য দুইই কঠিন ব্যাপার।

ব্রাহ্মণ্যপন্থি এবং তপস্বীর দুটিনাটিতে বিভ্রম বিলম্ব বলে তাবতে ও আরোপ করতে অত্যন্ত আমাদের কাছে এ দুটোর মিলন সহজ নয়। কিন্তু এতদ্বয়ের দুইটি আছে—সেই হুজুমান কামের পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, এই একগুণ বৎসরের মধ্যে বোলাচাঁর ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যানোপাশে। এই সর্বাঙ্গীণতা ও সামঞ্জস্যকে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শেলেন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর শ্রীভক্তবৈবেও কাছ থেকে আর পরোক্ষভাবে ঔপনিষৎ বেদান্তধর্ম ও গীতা। তাপস-পন্থ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ থেকে। আমকের দিনের জীবন-চেতনার সঙ্গে মানুষের ভিত্তে এই দুই সীমান্তের একত্রী-করণের আশুতি। ঔপনিষদিক প্রাণ এর কিত্তিবৃত্তি। ঔপনিষদের মূখ্যপ্রাণ বা মহাপ্রাণেরই বোঁচার আমকের

...কড় অকড় সম্বন্ধ, আত্মা স্বনাম্বা সম্বন্ধ, সৰ্ব সম্বন্ধ',
 তিহা নিখলেন, 'অকড় অকড় পূৰ্ণ, অবিদ অবিদ পূৰ্ণ,
 পৰিত্ত সজ্ঞানাম্বা পূৰ্ণ, অবিদিত সজ্ঞান-
 ম্বা পূৰ্ণ...', তিহা 'সাক্ষাত ব্ৰহ্ম নহ, বাক্য ব্ৰহ্ম',
 তখন দেখিনেৰ কেটু কি এ সত্যত্বা বুদ্ধি-
 আতাই সত্যকন বুদ্ধিভেদ বৈদ্য বিজ্ঞান পদার্থে পতন
 লম্বাছে নুতন তামো বোণ করে বিবেকে অকড় বিএট
 হুটু তিহা এ ঘটনাত নই কি বুদ্ধিভেদ বা বুদ্ধি
 বে, একজন বিবিগ্ন সমাধি পূৰ্ণ তেন তাঁর মতে
 যেহেতু স্থান বিবেচিলেন তিহা বুদ্ধিহীন সমাধি একজন
 কি করে সৌম্য পতিত চিত্তপথে এখন প্রাণ তেন
 তালগাণ্ডে পাবেন? তিহা কেবল সতীন বৈজ্ঞানিক
 তত্ত্বাচারী হলেও প্রাণের পেলের তাঁর চক্ৰ নই হুয়া
 না, আদি প্রাণের তাঁর সত্যপথে পড়ত না? আনন্দের
 অকড় স্বত্ব তাহে তাহে অকড় অকড় অকড় এ সব
 ঘটনায় এলে আর বই পাই না হুটু প্রাণের—বিবিগ্ন
 সমাধি হওয়া ও সত্য বৈজ্ঞানিক হওয়া—এই হুটু
 প্রাণের পতিত পাই যে সত্য হওয়া এতে তাহে যে
 মাত্মী সত্যের মুক্তি—এই একটাই শ্রীমতাপোপাদ কীর্তনে
 বসন্তে চিত্ত হুয়া হুয়া এই সমাধি কায় খণ্ডাই
 মাত্মবোধ উপাধি কাটে। উপাধি বন্ধন উপাধি মুক্তি
 মুক্তি। মুক্তি অকড় অকড় কীর্তনের পৰিপোষক নহ
 কোন বস্তু বিজ্ঞে আত্মক বাস্তবাই মাত্মবোধ উপাধি।
 তখনই বিজ্ঞে সৰ্বকোণ তাহে বিকশিত বা প্রস্তুত
 করে তোলা ঘটন না। তখনই মাত্মবোধ বিজ্ঞে বিজ্ঞে
 পদ করে তোলে, সেই পথেই অগরের অর্থবোধ
 কাণ হুবে বাস্তব সে। সেই পথেই অগরের বীজিত।
 অগরের বীজিত সে হয় করে—এই তাহেই মাত্মবোধ বাস্তব
 মাত্মবোধ পোষণ অকড় তাহে হয়। এই পোষণ
 বস্তু করতে হলে যে পোষণ করে এম্ব বাস্তব
 পোষণ কয়া হয় হুইয়েই মাত্মবোধ পৰিবর্তন প্রকোপন।
 যে পোষণ করে সে বস্তুকন হয় করে যে পোষণ
 মাত্মবোধ অতিথি বাস্তব বা বুদ্ধি হুয়া এতে তার তিহা
 যায় আসে না—তাহে বাস্তব দিয়েই পোষণ কয়া অতিথি

বা বুদ্ধি অগাধত্ব বাস্তব পাবেন এ পোষণ, তত্ব
 সে পোষণ পদ করে না অকড়িহে যে পোষণ
 হয় সে অকড় হুয়া বিজ্ঞে যে পোষণ বেনে মো
 না—এই প্রতিপদ কামা—বিশ্ব তখন করে প্রতিপদ
 কামালে যে পোষণের সত্যকন অকড় মাত্মবোধ বিজ্ঞে পদ
 হয় না বা সমস্ত সমাধির মুক্তি টানত পড়ে না এ সব
 আত্মক সে কামতে পাবে নি এ কামতে পোষণ হয় নি
 সত্য হুটু পদকে অকড় পদকে এতে পোষণ হয়
 যে তাহা তাহেই পদকে পদকে, অকড় তাহা তাহা
 পদকে—এই হুটু সমাধি পদকে, প্রাণের তাহেই
 অকড় এম্ব মাত্মবোধ এম্ব এম্ব এম্ব এম্ব এম্ব এম্ব
 অকড় মাত্মবোধ না, সমাধি পদকে, তাহে পদকে তাহে
 তাহে অকড় বিজ্ঞে টান পড়ে শ্রীমৎ পুৰুষোত্তমানন্দ
 পিত সমাধির কীর্তনেই টানতই মাত্মবোধ পদকে
 কামতে মাত্মবোধ পদকে পদকে মাত্মবোধ পদকে
 কামতে পদকে। সমাধি বা তাহেই করে পদে অকড়
 পদ দিয়েই মাত্মবোধ করে তাহে অকড় বিজ্ঞে পদকে
 তাহে—মাত্মবোধ পদে এই বা বিজ্ঞে অকড় তাহে
 হয়। একজন বাস্তব অকড়, অকড়, অকড়, অকড়
 অকড় অকড় করে পদকে, অকড় তাহেই বাস্তব বিজ্ঞে
 বাস্তব। কীর্তন করতে, বেনে বিজ্ঞে, একটাই
 মোটামুটি স্থান দিতে মাত্মবোধ কয় তাহে পদে বিজ্ঞে
 অকড়ের তত্বকে একটাই পদ কীর্তনে মাত্মবোধ
 তদন্তে পোষণে যে, হুই পদ বলে বিজ্ঞে নেই—হুইয়ে
 মিত্রিহে একটাই পদ, একটাই পদ, একটাই মাত্মবোধ
 সত্য আছে? অকড় পদকে অকড় অকড় যে সে
 কি হুইয়ে যে সে-ই একটা সমাধি নহ, একটা নহ—
 তাহে মাত্মবোধ বিজ্ঞে অকড়ের অকড় অকড় সত্য বস্তু
 কেটু তাহে যে অকড় করতে পাবে না, কেবল
 তাই নহ, একতাকেই অকড়, অকড় এই তাহেই
 হুতে হবে। একতাকেই অকড় হুতে যে অকড়ের সত্য
 পদাধি করে সত্যকন পদকে—এম্ব এই একটাই মাত্মবোধ
 অকড় শ্রীমৎ পুৰুষোত্তমানন্দ কীর্তনে পদকে পদকে শ্রীমতা-
 পোপোপো কীর্তন-কতকাক অকড় পদকে। সেই মাত্ম

সমাজ সৃষ্টি করবার পথ হিসেবে তাঁর প্রতিদিনের জীবনীতে এই আশা আছে। প্রতিটি রাত—‘বহার বুলি হোক ব্রহ্মবুলি, বহার মাহুত হোক ব্রহ্ম-মাহুত’। প্রতিদিনের অংগভঙ্গ অদৃষ্ট বহার প্রতিটি বুলিগণ্য যে ব্রহ্ম, প্রতিটি মাহুত যে ব্রহ্ম এ সত্য প্রতিদিন প্রতিষ্ঠিত না হলে, ততদিন নূতন সমাজ তৈরী হবে কেমন করে? প্রত্যেক মাহুত এখন প্রতিপূর্ণভাবে বিতর্কিত হবে শুধু এই যে নিজের জীবনকে রক্ষা করেও অন্যের স্বাভাবিক ধর্ম করবে না, অন্যকে বহুত্ব দেখেই তার সাধে বিস্মিত হবে। এবং শুধু এই যে শুধু অন্যকে সোপান করা থেকে নিবৃত্ত হতে পারে। এই বহুত্ব ব্যক্তি ও সমাজ একত্বের ধর্মই—

—ঐক্য পুরুষোত্তমানন্দ সমাজ জীবন ধ্যাননৈবেদ্য বা প্রত্যেক করে সেছেন আত্ম ও তা অস্বাভাব্য বস্তু—কিংবা একবারে অস্বাভাব্য বস্তু নয়—তবু একজন আত্ম যেদিন বহুত্ব দ্বাধীন সার্বিক ব্যক্তি বহুত্ব স্বাধীন সার্বিক সমাজ সৃষ্টি করবে। একবারে অস্বাভাব্য নয় এইজন্য যে তবু-নিজের অস্বাভাব্য সত্যকে কেউ আর অস্বাভাব্য করবে না, কিন্তু তবুনিজের যে সমাজের কথা বলতে পারে নি, প্রতিপক্ষের সত্য দ্বাধী প্রমাণন করতে গিয়ে প্রতিপক্ষকেই যে সে চূড়ান্ত ও সমগ্র করে ফেলেছে, তবুনিজের সত্য বিধো ঘটনাবলী থেকে তা বোঝবার মত আবেগই তো সৃষ্টি হয়ে গেছে। তেমনি আশা অজস্রবার-সত্য চিত্র সংগে অজস্রবার আবেগে বরকে, সত্য অজস্রবার অজস্রবারে বহিমা বোঝা করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে। অথচ প্রত্যেকের স্থান ও স্থান নির্ণয় করে, রক্ষা করে ছাড়িয়ে যিশে গিয়ে একটি তৃতীয় নূতন বস্তু হয়ে উঠেছে না আশঙ্ক। ছুইয়েই সত্য অস্বাভাব্য তো এইটেই প্রমাণ করে যে ছোটো আলাদা ভাবে সমগ্র সত্য নয়, তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে পরস্পরের পরিপূর্ণ হয়ে সমগ্র হতে চাইছে এবং এই ছুইয়ে যিশে সমগ্র হলেই পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের সোপান বস্তু হতে পারে। এই কারণেই ঐক্যসাধারণের মত ঐক্য পুরুষোত্তমানন্দেও অজস্র ও অজস্রবার উল্লেখই তবু ও দাবিদার পাতক্য থাকে। এই অজই সত্যসী হয়েও পুরুষোত্তমানন্দ স্বাধীন

করেছেন, কেন না বেশ ও বেশের দুঃখ-দৈন্য সমাজে উৎসাহীন থেকে নিজের আত্মিক মুক্তিকে স্থা করে তোলাকে তিনি স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ও সমগ্র জীবনের সঙ্গে অসত্য বলে বোঝ করতেন; স্বাধীন বস্তু দিন তাঁর স্রষ্টাশ্রমের তাঁর সাথে সাথে বেশের বেশের সেবা করেছেন, ততদিন সত্যসী হয়েও তাদের থেকে ছুই স্বাভাব্য প্রয়োজন তিনি বোঝ করেন নি। এই ভাবে সামগ্রিকতা সামগ্র্য ও সমগ্র দাব্য জীবনে প্রয়োগ করে তিনি পোষণহীন ব্যক্তি ও সমগ্র তৈরীর ভিত্তি পত্তন করে যুগ-সমাজের সমাধান রেখে গেছেন। এককে বাধ দিতে, অস্বাভাব্য করে অন্যের স্বাধীনতা দিলেই তো পোষণের পথ পাকা হয়—তা মাহুতের ক্ষেত্রেই হোক বা বৃত্তির ক্ষেত্রেই হোক। পুরুষোত্তমানন্দ কারো স্বাধীনতা, কারো অস্বাভাব্যতা, কারো উচ্চ স্থান, কারো নিম্ন স্থান বহুত্বতঃ এই দ্বিত্বত্বকে নাকচ করেছেন একবারে গোচ্ছাই। মাহুতের ছোট বস্তু তার জাতিতে নয়, বর্ষে নয়, আর্থে নয়, স্থানে নয়, পাতিতে নয়। কে ছোট কে বড় তা বিচার করতে হবে তার মতত্বের বিকাশ দিয়ে। আমি যদি পরম পবিত্র হয়েও অন্যের মর্যাদা হানি করি, আমি যদি মর্যাদা হানি হয়েও অন্যকে ছোট জাতি বলে ছোট মনে করি, আমি যদি অন্যকে বহুত্ব করে নিজের ঘন বৃত্তি করি, আমি নিজস্ব ছোট লোক—অর্থ-আবহের দ্বিমে ছোট বস্তু উচ্চ নীচ। একটি মাত্র মানব—সে হচ্ছে মাহুত। সেই মানবকেই আশা মাহুতের বিচার করতে হবে।

এই মত কথাই ঐক্য পুরুষোত্তমানন্দ বলেছেন তাঁর মনত্ব রচনায়, তাঁর জীবনের ঘটনায়। তারতীয় প্রমাণ জয়ের তার রচনায় তাঁর এই সৃষ্টিকলা দিয়েই। বরো বাইরে রাঙে সমাজে সোপান বস্তু করতে প্রতি কেহের ঐ re-arrangement ছাড়া আর পথ নেই।

চিন্তাধারা এই নূতন কাঠামোটা মাহুতের কাছে কুলে বসতে গিরদী ঐক্য পুরুষোত্তমানন্দে। বহু। মাহুতের জীবন নিয়ে তাঁর চিন্তা—মাহুতের মনত্বের পত্নীকে তার করে এই সৃষ্ট সোপানহীন তাৎপর্য। ছুইয়ে সেবার

[illegible]

সার্বিক কবে তুলসে, 'যহার পূজি হবে ত্রুড়-পূজি যহার
ম'তল হবে ত্রুড়-ম'তল'। এই ত্রুড়-ম'তল না হলে ম'তল'বে
ক'ল' ম'তল'ের শেখব ব'ল' হবে না। কা'ল'ন, যা'ল' আ'ম'রা
দু'টাই নিলে নূতন বাস্তবের নূতন সমাজ তৈরী'র সম'স্ত
নেই এই শুভ পূণ্য কল'টতে—শ্রীং পুণ্য'ভব'ন'ব'শে
যত এস'লি শি'য়া'ট ও সা'ব'ল্লি'ক'ভাবে বিস'লি প্রাণের
আত্ম'ব'শে'র পূণ্য বাস'তে।

महम्मदस्य वादीः त्रिभ्यः पुरुषोत्तमानन्दः

॥ श्रीअरेदकम् ॥

अथवा यथा—

১২ম্বর শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ সমাক প্রকারে শ্রুত
 তাহে অর্থ। অর্থ (অন্ত-+অর্) অর্থে অন্ত-
 গমন বা স্পন্দন প্রকার। (আপাত) ত্রিভুজ ত্র্যম্বর
 বস্তু বা ব্যাপারসমূহের মধ্যে সঙ্গতি (যিলম,
 গাৱেখ)। এই অন্ত বৈজ্ঞান্যের বিশেষ অর্থ বৈজ্ঞান্যই
 নাই—বৈপন্নীতও আছে। এক অর্থত, খনি মজি,
 মগধী সঙ্গামী, মজি মজি, মজি পুত্র, জ্ঞান অজ্ঞান
 পান পুণ্য, সাতার বিহাভার, বৈত অবৈত, বস্তু উপদান,
 জীবন মৃত্যু, সিংহ মজি, অলো কায় আছে। তত কি
 —সীমাহীন বৈপন্নীত। অর্থও এই ভগতে আমরা
 বিপন্নীতের ব্যাখ্যা অর্থের হয়ে গতি—যা প্রায় মনে করি প্রায়
 মনে করি তাহেই আশঙ্কিতে চাই। তিত্ত পাই কি? মধ্য-
 কবি এই চাওয়া পাওয়ার ব্যর্থতার উল্লেখ করে বলেছেন
 'বাহ্য চাই, তাহা কুল করে চাই। মধ্য পাই তাহা
 চাই না।' এই অর্থই। পল্লবী গোড়ার। এই অর্থ বা
 বৈপন্নীত মূল এমন তাহে মিলনের গীতিভাষা বেঁধে আছে
 যে তাহের একটাকে ধরলে আর একটা ভাঙে না।
 কোথার পাইবন রাহিমী হিবদ, পৈতন্নীত ভগ্ন

কায়ার শিখনে ভার্যর মত যথের শিখনে আছে কৃষ্ণ, কীর্নে প্রভাতের বেদ কব সুদৃঢ় সজ্জার। নীমাহীন কুন্ততার আছে বিষ্ণু, সপিত-শায়র হলে বিষ্ণু অশ্বিষ্ণু আছে বিষ্ণু পরিমাণ নাই এত সুত্র : বিষ্ণু এই বিষ্ণুকে ছুটিয়ে পাই রেখা। রেখার বেষ্ট দিগে পাই তল। তলের বেষ্টনে পাই বস্তুসের, তাকে বাহারে পাট পর্নিতের অনীদ : রশ্মি মাশ্রুও চলছেন—অণোরশ্মি—অণু থেকে অণু, ছোট ছোট আরো ছোট—সমস্ত সজ্জা ও ডিঙ্কা-শক্তি যেখানে পরাকৃত হচ্ছে কুন্তকের সেই নীমাহীন প্রোকে আছে বিষ্ণু, কীর্নাশ, ব্যক্তিপ্রাণ। বিষ্ণু এই ব্যক্তি বিষ্ণুর হলকে ব্যাক্তে ব্যাক্তে এনে পৌছাই দিবারে, সমগ্র প্রাণে—ঈশ্বরে—মহতো যদীহান্ন অনন্তে : Infinity to the minutest তখন infinity to the grandest—এ প্রকাশ হয় : পৃথিবীতে বহির্বিষে এত যে রতের খেলা—সমগ্র জগল মীল হালু এই তিন যন্তেই বিভিন্ন বাহার মেলামেলা। বিজ্ঞান-শাস্ত্র হলেছে—বস্তুবাত্রেই এক অসি উপাধানের পতিটন ডিউটন ইলেক-ট্রনের বিভিন্নভাব্যর সমষ্টি : এত যে সূর্য্য চক্রে প্রাণ নক্ষত্র, সব এসেছে আদি নীমাহিকা থেকে ।

হওয়ার একটি চিহ্নজন আকর্ষণ এখন সেবা বাস বিচ্ছিন্নতা
যথেষ্ট, তখন সেই আকর্ষণকে খীকার করে নিয়ে
আমরা চিহ্নজাত মীমাংসা জেয়িগ:প্রায় নিয়ে না করে
সমগ্রতার পথে অরুদে সার্থক মীমাংসা হবে।

শ্রীমতঃগোপালেশ পূর্ণিমা সম্বন্ধবাদের সার্থক উদ্ধৃতিদ্বিতীয়।
শ্রীমতঃগোপালেশ পূর্ণিমা সম্বন্ধবাদের—সংলাগে, সম্বন্ধে
স্বাক্ষরিতভে, শিল্পে স্বাক্ষরে, বর্ণে, আভরণে পূর্ণিমা সম্বন্ধ
সম্বন্ধ ও স্বাক্ষর সম্বন্ধ—বর্ণাঙ্ক উদ্ধৃতিদ্বিতীয়।
শ্রীমতঃগোপালেশ পূর্ণিমা সম্বন্ধবাদের—সংলাগে, সম্বন্ধে
স্বাক্ষরিতভে, শিল্পে স্বাক্ষরে, বর্ণে, আভরণে পূর্ণিমা সম্বন্ধ
সম্বন্ধ ও স্বাক্ষর সম্বন্ধ—বর্ণাঙ্ক উদ্ধৃতিদ্বিতীয়।

শ্রী ২২তমের মতে "গম্বার বেগম ডেট, ডেটএরও তেমন
গম্বা হওয়া উচিত। এক তরফা গম্বার ডেট হাঁলে ডেটগুলি

হয় বাৎসরিক ভাবে সত্য, (আদলে) অনিত্য; আর
পূজা হয় পরমার্থিক ভাবে সত্য, নিত্য।—টেই বলিতে
যদি একটি দ্বার খণ্ড টেট না বুঝিয়া অসীত বর্তমান
কল্পিতের দ্বাৰ টেটের প্রাপ্যবোলা সম্বন্ধেতা তুচ্ছ, তবে
হইতে পারে টেট ও গম্বার ব্যাপ্তি।" কালী রূপে তুচ্ছ
নাই, আবার তুচ্ছ কালী নাই—কিন্তু এইই ত্রুষ্ছ নিজে
তক্তের কাবনা অদ্বায়ী তুচ্ছ, কালী, শিব রূপে প্রকাশ
করিয়াছেন এই লীলাধার বীকার করিয়া কালী তুচ্ছ ত্রুষ্ছ
এক বলা চলে, কিন্তু তাকে রূপ অরূপ বহু রূপের সম্বন্ধ
বলা চলে না। ইহাকে বুঝ জোর অস্ত্রের মতবাদে প্রমাণ,
সহিষ্ণুতা (toleration) বলা চলে। প্রকৃত সম্বন্ধের কথা
এই—কালীরূপের মধ্যে আদ্যবদী সত্যের যে শক্তি ও সূত্র-
ভাব প্রকাশ দেয়—তা স্বার্থ সত্য বলে বোধ করা
এবং যেহেতু সত্য অতএব তা আদ্যেরও মত বীকার
করা, সেই সঙ্গে তুচ্ছ রূপের মধ্যে উপরেই যে সূত্র-
ও আদ্য ভাবের প্রকাশ তাকেও নিজ মত বলে বীকার
করা। এই অদ্বয় জগৎ কোন কাহেই একান্ত ভাবে
সূত্রহীন নয়। লক্ষ লক্ষ ত্রুষ্ছ ও সূত্র হচ্ছে, রূপও হচ্ছে
—আবার কোটী কোটী ত্রুষ্ছ ও বর্তমানও আছে সবখানে।
কাহেই অরূপ নিজেই যেমন সত্য, অবিচ্ছেদ্য বর্তমান এই
জগৎ-রূপও তেমন সত্য। কাহেই রূপ অরূপ, কালী-
তুচ্ছ, উপর আদ্য পদ, তুচ্ছ অতুচ্ছ, যেমন অতেন্ন সত্যই
এক, সবই সত্য এই দৃষ্টি ব্যাপ্তই সম্বন্ধী সত্য। ত্রিনিতা-
সোপানের এই পূর্ণাঙ্গ সম্বন্ধবোধের স্বার্থ উভয়বিধকারী
ত্রিমা পূর্ণোত্তমতম।

ਸਮਝਾਵਾਸਿ ਪ੍ਰਕਟਿਤਾਤਪਾਨਿਯਾਃ ਕੀਰਨਾਟਯ—

[illegible]

পড়িয়েছেন যদি তাকে স্বার্থান্বেষী ঠাকু কহান যায়।
পুণ্ডরোক্তানন্দ স্বামী ছিলেন কিছু তিনি ছিলেন বিশ্বের মত
সংসারী। তাই পাছে তাঁর স্ত্রী সামাজিক অসুখাগলে
অনিচ্ছায় এই দহিত, জেলখাটা, উদারীন স্বামীতে অশ্রুত
হয়েও তাঁকে নিয়ে থাকতে বাধ্য হন, তিনি স্বীকে জানিয়ে
ছিলেন তাঁর চেয়ে বেগাতর স্বামী যদি তাঁর স্ত্রী পান তিনি
অন্যখানে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন। বত বড়
সমস্বয়ী বৈশেষিক চিন্তাধারা। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল
আদর্শ। তিনি স্বীকে পতীর তাগেই ভালবাসতেন এবং সেই
দাম্পত্য প্রেমেই বিশ্ব প্রেমে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন—
স্বীকে শিখিয়েছিলেন ‘তোমার ও আমার মধ্যে এখন এক
দিকে বিশ্ব ও আর এক দিকে বিশ্বনাথ থাকবেন তখনই শুধু
তোমার আমার প্রেম সার্থক’।

চিন্তা অহিংসা ও রাজনৈতিক মত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে
তাঁর মত ছিল আমার বর্ষ ও আমার রাজনৈতিক মত না
বীকার করলে মরতে হবে—এই বাধ্য। ঠিকতে পারেন না।
মামুলের সমাজ কি পত্তর সমাজ যে, যে মিত্র নর সেই শত্রু
পারমত সত্যিকৃ হতে হবে। আর যা ভাল তা নিতে হবে।
রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও বহির্ভূত হতে হবে। এখানেও তিনি
সমস্বয়মী। তিনি বলছেন রাজনীতি ক্ষেত্রেও লুণ্ঠার
কেনে রেখে কেবল বর্ষ-সংসার জাতিকে অবিকতার স্ত্রী
করবে। তিনি মহাবিরোধী, কয়েকবার জেল খেটেছেন,
দারিদ্র্য ও নির্ধ্যাতন ভোগ করেছেন। তাঁর তাৎপর্য
ছিল বহি নরকলের আধার—

“মন এক হাতে বীকা বীপের বীপসী
আর হাতে রণ তুণী।

সমস্বয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন Logic ও চিন্তা-
প্রণালীর পরিবর্তন

জাতীয় দর্শন বিশেষ করে বেদ, বেদান্ত, শ্রীকৃষ্ণ,
শ্রীমদ্ভগবত, শ্রীমদ্ভগবতগোপাল প্রভৃতি গুরুগণ সকলেই সব বিদ্যা
বহু, বৈশেষিকতা ও স্বর্ষের মূলত: তত্ত্বত: সমস্বয় বীকার
করেছেন। কিন্তু এ হল মধীর ডেউ, দূর্ব্বের আলো অথবা—

‘কারে কুই বসুবি রে পর
সবাই নোয়া প্রেমে বীধা তাই

বিশ্বের স্বার্থ শত্রু হয়ে

সবার গুরু প্রেমে গোলাই’।

আচার্য্য নিত্যগোপালের মন্ত্রিত্ব শ্রীপুণ্ডরোক্তানন্দের
সমস্বয়মী এর চেয়ে বাস্তব, প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। সেই সত্য
বৃত্তিতে হলে চাই চিন্তা-প্রণালীর পরিবর্তন, বৃত্তি ও
বিশেষণ স্ত্রীতির নতুন ব্যাখ্যা। এর বক্তা চাই সমস্বয়-ভক্ত
আচার্য্য। ‘স্বর্ষ দেবতার তেজের সঙ্গী হইতে মহা-
বিরোধী দেবী দুর্গার উৎপত্তি সত্য হইয়াছিল.....
স্বর্ষকে এখন সমস্তের দূরী হই সেই সমস্বয় সমস্তের সর্ব
ক্ষেত্রেও অধ্যয়ন। সেই সমস্ত সমস্তের কথার বক্ত
নিজস্বের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা চৌকি আত্মক বনেন এবং যেহেতু
এক ক্ষেত্রে প্রধানদের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রে প্রধানদের চিন্তা-
ধারার তফাৎ থাকে সেই হেতু এক ক্ষেত্রে প্রধানরা
সমস্বয়দের যে পথের কথা বলেন অন্য ক্ষেত্রে প্রধানরা
অন্য কথা বলেন। এই অস্বয়র এমন একজন ব্যক্তি
আবিষ্কার হয়, বীকার মতে সর্বস্বতের প্রধানরা দেখিতে
পান তাঁতাদের সর্বস্বতের মতকে মানা হইয়াছে।’ এই
সেদিন পূর্ব্বক আমার দেখেছি—জাতীয় কংগ্রেস ছিল
রাজনৈতিক platform যেখানে সর্বস্বতের রাজনৈতিক
মহাস্বয়ী, পূর্ব্ববাহিনীস্বয়মী, মহাবৈশেষিকতা, বিদ্রোহী,
সবাই ছিলেন। একজন ইংরাজ, একজন আইনিক মহিলা,
জগদ্বদলাল, নেতাজী—এক বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার
মাধ্যম হয়েছিলেন সত্যাপতি। বর্ত্তমান অস্বয়মী, বর্ষ-
কলম্বাহী সত্যাতনবর্ষ মহাস্বয়কে পরমবহু, বিত্তকে বৃত্তকে
অবতার বলে বীকার করেন। পৈন শাক্ত বৈষ্ণব তাত্ত্বিক
সব সাধনার স্থান এখানে আছে,—প্রত্যেকেই সমস্বয়মী;
শুধু রাজনীতি, সমাজ ও বর্ষ নহ—জীবনের সর্বক্ষেত্রে
বৈশেষিকতা ও বৈচিত্র্যকে সমস্বয়মী দিয়ে তাকে বীকার
করে—তারা যে সত্য তাই এক তাই বীকার করাই
প্রকৃত সমস্বয়মী। আমার মত না বীকার করলে তোতল
কথা হবে—এটা আর দাঁইহোক সমস্বয়মীও নহ, বিশ্ববর্ষও
নহ।

এই ভাবের মহামানবের লাগুর নীচে—সব পথের
মধী, সব ক্ষেত্রে বল, সব দম্ভতার সমস্বয়মী খেটেছে, খটছে

এক অকৃত দিগ্বতে। তার ভক্ত রূপে রূপে রূপেবতায়ের
আধিক্যই আছে, এ রূপে ঘটেছে শ্রীহৃৎকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের,
শ্রীনিভরূপাশাল-পুলকোত্তমানন্দার; শ্রীমহাবিশ্বের অত্যাশী
আবার বর্মেই রাজ্য, সত্যের রাজ্য, মৃত্যুয়ের রাজ্য
প্রতিষ্ঠা হবে, বস্তুত তারত এক হবে। বিবেকানন্দের আশা
হিঙ্গুযন্ত্রিত ও মূল্যহীন বৈরাগ্য (সংস্টি পক্তি) নিয়ে তারত

পুনরায় বিপ্লবের প্রথম ভাবে সমগ্রই শান্তি, সমগ্রই
চলান।

যে মহান বিপ্লবী, আচার্য, বৈদ্যক সাংঘ প্রচেষ্টায়,
সংঘর্ষে বর্ষশিকার নিষেধ জীবনকে উৎসর্গ করে গিয়েছেন
—আত্মপূরণ করেছেন, সেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে
স্বপ্নের অনাবিল প্রভা ও প্রগতি জানাই।

জন্মত পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীশান্তশীল দাস ॥

কী অশান্ত চাখিবার! মাজের মনে এতটুকু
শান্তি নেই, শান্তি নেই—বস্তুত আরও মজব;
অনেক অনেক পথ ঘেঁটেছে সে, তবু পথশীমা
পায়নি সে—হতাশায় তাই আত্মমুগ্ধমান হচ্ছিল।

কেউ বা বিচ্যুতচিত্ত হুটে চলে উন্মাদের মত,
পায় না তির্যক হুঁক—জানে না যে কী যে প্রয়োজন;
তবু করে কোলাহল—তারপর অংশর হয়ে
দিন গোলে হতাশায় জীবনের অভিন্ন মনের।

অসহিষ্ণু অস্তরঙ্গ—স্বতন্ত্র করে না বিচার,
জলে করে কেসে লব, অগত্যা মনে না কেন করে!
কেহ চুরে খান খান করে কত অমূল্য সম্পদ—
পথপ্রান্তে অবিরোধী পায়নি জীবনের আশ।

এই লব মাজের পানে চেয়ে কী দেখনা জাগে;
কে দেখাবে পথেরকা, বেহুজুর কে দেখে আশ্রয়?
সোনাবের উদ্যত কর্তে পরিপূর্ণ জীবনের পান,
লব নিয়ে যে-জীবন সমুদ্রের সর্বত্র দৃশ্য?

সেই জীবনের পানে সেরেছিলে তুমি প্রেমকরে,
জন্মে মনে গিয়েছিলে সেই প্রেম যে এসেছে কাছে,
প্রেমের কী প্রসাদ সৌম্য বিহু ওই স্মৃতিবাণী!
সেয়েছি সেদিন তুমি ছিলে ও আশ্রয় আদ্যে করে।

রূপের সমস্ত; কত, কোন্ পথে তার সমাধান—
কত না লব্ব করে বলেছিলে প্রসার অথবা;
হুঁ করে গিয়েছিলে জীবনের নানা মটিলতা;
কী সিঁড়ি ছিল ওই শ্রিতবীণ জ্ঞাননে তোমার।

পৈয়কবলনধারী—সংসারবিহারী তবু লব,
লবের সাধে মিলে গেতছিলে হৃৎক সংসার;
সে সংসারে ছিল নাক কোন সত্য, লবাই আত্মীয়,
তোমার লবের স্পর্শ গেলে বস্তু হয়েছিলে লবাই।

মাঝে মাঝে পে-সংসার স্পর্শ আমি গেরেছি, যখন
গিরেছি তোমার কাছে, হুঁহাতে টেনেছি ওই বৃক,
আত্মা খেদ সেই তাপ অহুত্ব করি মনে মনে,
যখন অগ্নি করি ওই দিবা স্মৃতিটি তোমার।

তুমি নাই, চলে গেছে। যেহাশক ওই জন্মের
স্পর্শ অগ্নি পাব নাক—এ কথা ভাবতে ব্যথা বাজে।
উৎসবের এ অগ্নি আশ কত মাজের ভীক,
নেই, তবু তুমি নেই, সেই সেই মূর্খতা আর
জীবন-আশ্রয়ে তরা সেই দাঁড়, আর আশ্রয়—
শ্রুতি আত্ম শ্রুতি তবু স্বপ্নের মণিরে আলিঙ্গিত। •

• বাণীধার ১১ তম জন্মদিনে প্রকাশিত।

মহাত্মা শরৎকুমার ঘোষ

॥ জীৱনদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

সেটি খোচি মাত্ৰ আপছে আবার ডাঃ গোপাল
মিলিয়ে বাজে—কত উত্থান পতন ঘটছে কে তার হিন্দাব
রাখে? কিন্তু এই সংসার-সমুদ্রের বোলাকুনে এমন এক-
একজন উদ্যম তরঙ্গ তুলে পতীর দাগ কেটে বান বান
পুণ্যকাহিনী মহাকাশে ঘৰ্ব ঘৰ্বে লিখে রাখেন। জন সমুদ্রে
এরা এক নব আদর্শের আলোক বহিষ্কা হতে সবচেয়ে
মাছদেবে অসুতের বন্ধে পরিচালিত করেন। এই রকম
অদ্যায় পথ থেকে প্রকৃত পথিকত্ব রূপে আদ্যায়ের আলোকের
পথে টেনে নিয়েছেন যিনি তিনি হচ্ছেন মহাত্মা শরৎ-
কুমার ঘোষ—ঐহিক বাণী পুণ্যবোতবানন্দ অমৃত।

এই পৃথিবীতে কেউ একজন, কেউ দ্বিজন, কেউ আবার
শতজনকে প্রভুত্বিত হয়ে অপরাধ হুজুত বিকীর্ণ
করেন। আদ্যায়ের বাণীকী শেখোক্ত ঘোষ। তিনি
যেমন পালক্কের দ্বাৰা উঠত তেমন ছিল তাঁর আবার
অনাধার পাত্ৰজান। কবি কলোক্তম কালিদাসের দেব
তাৰাৰ বলা যায়—

আকার লগ্ন প্রজ্ঞাঃ প্রজ্ঞা লগ্নাণামঃ

আগমৈঃ লগ্নায়াত্ আৰত নকুশাযঃ ॥

তাঁরার বেদন আকৃতি ছিল, বুদ্ধিও তরঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ ছিল।
বুদ্ধি অরুণ শাস্ত্রজান ছিল। শাস্ত্রজান লগ্ন কার্যাহতান
ছিল এবং কার্যাহতানের অরুণ কল দাত হইত।

মহাত্মা যে শুণে গুণাধিত হন—দরশনতা, সহন-
শীলতা, মহতী প্রজ্ঞা আদ্যায়ের বাণীকীৰ জীবনের পর্বে-পর্বে
সেগুলি পূর্ণপদ প্রকৃতিত হয়েছে। অমৃত মহাত্মা জীবন-
যাপী কোন কাহ্নেই না পরশিল ছিলেন? শিশু পয়-
কুমার কুলের হুজুত পর যখন বাঁকী কিরতেন তখন আপন
মনে যতুল কুল বুদ্ধির কী দত্ত না মাগা বেঁধে কাণ্টায়েদ
গলায় পরিচয় দিতেন। আদ্যায়ের বক্ত বেধের গোপা—
তার বাহ্য ভাল থাকত না, সেজন্য বাণীকীৰ অনীম

দয়। কখন বলে মেরেকে নিয়মিত পড়াতেন, আবার
নিজেই বলতেন,—“গোপাল আনি মাত্ৰদেবে বেদান্ত পড়াব
তা না দি, এ, টি চ্যাপ্ট পড়াকি”। ছোট বালিকাকে
লেখা পড়া বিষয়ে কী আদ্যায় দয়; কি তাঁর প্রাণের
কথা! তাই তো দত্তরে ছন্দে উজ্জ্বল রাগে—

কত অনাখের বেহ ছায়েৰ দাক্ষ্যে অতর পানি

জানোজনে ছিন্ন ক'রেছ অজ্ঞানতার ছানি।

বৈশ্বশিতার কথা বলতে গেলে অমৃত মহাত্মা
ছিলেন বৈশ্বের দূর্ত বিগ্রহ; আত্মবন গুরু-প্রদানিত পথে
কি বেদনা লাগনা-ই না গেরোছেন। দ্বিতীয়তী সামাজিক
কাঠামোকে বেড়ে দ্বিত পতি সমন্বিত সামাজিক তিজির উপর
সমাজ পড়াব ভক্ত কি তাঁর লখনশীলতা! এই প্রসঙ্গে তাঁর
জীবন নাটোর একটি দৃষ্ট কুলে বসি—কলকাতার তাঁর
গুরু ঐশ্বিন্যোগোপালের সমাধিস্থান মহানির্লিপ যত
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এক সময়ে অমৃত মহাত্মাকে সেই
মঠের টাটী করার প্রতাব উঠল। কিন্তু কয়েকজন গুরু-
জ্ঞাতা তাতে মত দিলেন না। প্রায় জানেন তিনি সে
আখ্যাত লক্ষ ক'রলেন—এমনি তাঁর দ্বিতীয় মত বৈধ।
তিনি ব'লেন, ‘ওহা আদ্যাকে টাটী করল না—জালই।
কলসাম ঠাহুরের ইজ্ঞা—আমাকে একাই কাছ করতে
হবে’। কবিত্তর স্ববুদ্ধীনা বেন তাঁর দ্বিতীয়গায় কভার
কুল—

যদি তোয় ডাক তনে কেউ না আসে

তবে একলা চলবে……

এই প্রসঙ্গে ঐশ্বিন্যোগবক্তের একটি কদিক পাণ্ডি
য়েলে ছুটে উঠে—‘কিং হুংলং হু হুংলং বিহুং কিম্ব
উপেক্ষিত’। লগ্নপণের হুংলং বিহুই নাই, জাণিপ কিম্বই
অপেক্ষা রাখেন না।

মহতী প্রজ্ঞা? মহতী প্রজ্ঞাতেই তো আদ্যায়ের বাণীকী

আগমনর জনের গুহা-নিঃস্থানে অবস্থিত হয়েছেন। কি করে মাহাত্ম্য সর্বাধোদয় হুত্ব হইবে—কেনন করে সম্মান পরতের নির্দগ্ন আকাশের নত তলে আদ্য হইবে—এই তো তাঁর একমাত্র রক্ত, সাধনা। এই মহতী বৃদ্ধি নিজেই তো বাহ্যিকমানের অধনে ব্যর্থ ব্যর্থ গিরে তনিয়েছেন তাগবত কথা—বৃদ্ধাশ্রমের অশ্রুতের ক্রম থেকে অল আনিতে নিঃসেহন আশিকার। সত্য-পন্থ-প্রদায়ের উপাসক ছিলেন তিনি—প্রতিটি সংসারকে গবেষণে চেয়েছিলেন তাই—সম্মানার্থ-পন্থের আশ্রম, পাণ্ডি নিম্ন বৈষ্ণবগণে।

বীর সত্যানী খানী বংবোদন্য মহাত্মকে নৃতন বিদ্রুতিতে বিদ্রুত করেছেন—“Him I call a Mahatma whose heart bleeds for the poor”। তাঁকেই বলি আদ্য মহাত্ম্য বীর অস্তর দ্বাঃস্তর অস্তর আদ্যন্য বীরে। এ বিদ্রুতিতেও আদ্যের অকৃত মহা বীরের অল বিন্দিত ছিল। তাঁর আশ্রম-কীর্তনের একখানি চিত্র এঁকে বসি—চাঁদীদত্তে তখন নত-নায়ারণ আদ্যন। হঠাৎ সেখানে বাতাসের কীর্তন পুদিন নামে এক বৃৎক খাম্বীকীর পায়গায়ে পতিত হ’ল। নিঃসের অদ্বা বসে সেবে দীক্ষা গ্রহণের অভিসাদ্য ব্যক্ত বহল। বহুপাশন মহাত্মকী পুদিনের এই দুর্দগ্য বেধে করণ্য বিপ্লবিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, “নর পরে বেধা থাকে—দুবেলা খেতে আগে হয় হও তো”। সেদিন থেকে পুদিন আশ্রমের একজন হয়ে রয়ে গেল। দশমাল পরে যখন আশ্রমের আদ্যল পরিবর্তন হল তখন পুদিন খেতে বাঃগার সক্তি অর্জন করেছে। তদু খাম্বীকী তাকে দণ্ড টাকা দিলেন। সাধারণ বসিরের প্রতি অদ্বত মহাত্মকের এদনি ছিল বৃৎক-ভার বহর! সত্যই আদ্যের খাম্বীকী বেন পণ্ডিত হোম শিবা। তাঁর পূর্ণ্যপর্ণে কত পুত্বের প্রাণের প্রদীপ যে প্রদীপ হয়ে উঠেছে তা শুধু শেষ করা যায় না।

ঐন্দ্রজংকীভার মহাত্ম্য সত্যে তপসান ঐক্যের বেদ্বিন্দিত ব্যক্তি সেই জ্বালন্তী মোকটিও উদ্ধত করি—

বর্ণণা ভগ্নাভ্যে জ্ঞানবান্ নাং প্রপণ্ডতে
বাহুযেব সর্বাধিতি স মহাত্ম্য ব্রহ্মর্ষকঃ।

বহুযেব সত্যের কলে তত্ত্বজানী শেব সত্যে ‘চর্যার বাহুযেব’ এতপ বেনে আদ্যর তত্ত্বনা করে—এতপ মহাত্ম্য ব্রহ্মর্ষক। তপসনের এই অদ্বত-ভারতী অদ্বত মহাত্ম্যের কীর্তনে যেমন বর্ষে বর্ষে সত্যে জ্ঞানিত তেমনটি ব্রহ্মাণি বৃষ্ট হয় না। ঐগাহুযেবই তো ছিল তাঁর অস্তরের উপাত্ত দেবতা। পুত্বোক্তকের গোবৎসন তত্ত্ব-প্রচারের অস্ত তাঁর তিরোধান পর্যন্ত কি প্রাণের আতি! নিখিল বিশ্বকে কিভাবে বাহুযেবের লীলা নিকন্তন মধুর বৃদ্ধাশ্রমে গড়ে তুললেন এই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। মর্ত্যে সর্বাংশু হুত্ব কিভাবে আদ্যে আদ্যে আদ্যের অদ্বাংকী সেই তপসার ছিলেন আদ্যন মর।

সার্কৌম্য বসি রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’

গ্রন্থে লিখেছেন—“পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অস্তের মধ্যে প্রাণের কঠোর সক্তি এবং অস্তকে সম্পূর্ণ আপনায় বসিরা লইবার ইচ্ছাশাল ইহাই প্রতিভার নিচয়”। কবিত্বের উক্ত ইচ্ছাশাল প্রতিভাও মহাত্ম্য শরৎ কুমার বোয়ের কীর্তনে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর গ্রাম্যে তাঁর কীর্তন-পাঠ্যের একটি পাঠ্য খুলে বসি—আধ্যাত্মিক দার্শন্যে তিনি যেমন ছিলেন ঐশ্বিনীভা-গোপাল প্রদিত পথের পথিক তেমনই আদ্যর স্বাধীনতা কুকক্ষেত্রে মহাত্ম্য-পাঠ্যের সৎযোগী সৈনিক। বৃষ্টিপ কংসকে কংস করার অস্ত পুত্বোক্তক ঐক্যের মত আদ্যের পুত্বোক্তকন্য মহাত্ম্যেরও ছিল ব্রহ্মর্ষক পন। সত্য্য ভারতবর্ষে বহুযেব মহাত্ম্য বেধে উঠেছে, পূর্ববৎকও প্রতি-
জনিত হচ্ছে তাঁর জ্যো নিম্নাঃ। শরৎবান্ বসার মত আদ্য যিহে হুটে চলছেন গ্রাম থেকে গ্রাম্যবরে। হৃক্তি বজের অগ্নিহোত্রীর অগ্নিকর্য বহুতায় প্রবল বজার ভাঃ নেমে আদ্যে জনজোত। আদ্যনর আদ্য গ্রোবের অস্ত তাই একদিন পুদিন টাকে প্রোতার বহল। বসিমাণ খেল থেকে বসিমাণ পর আদ্যীপুরে স্থানান্তরিত হলেন। সত্যালে শরৎবান্ বসন চীমারে উঠতে যান্নে তখন একজন মররা কিছু মিত্র, একজন কলগালা কিছু কল এনে তাঁকে সেবা করতে বহল। বোম দস্যর পরমা যিতে গেলেন কিছু তাঁরা তা নিতে নারাক। শরৎবান্ বসলেন

“নাও না, এ পরশ। তো আমার নয়—সরকারের।” কিন্তু কিছুতেই তারা পরশ নিল না। এমন দিলেন আমাদের বামীকী আপামর জনের আপন মানুষ—আম্ভার আম্ভীর। তাই তো হৃৎকষর মানুষের সত্যোক্তনাথ দত্তের বর্তে বর্তে মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়—

পর যে মন্ত্রে আপনায় হয় সে মন্ত্র তুমি জান
বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ মূর্তি অনেয়ে আপন করিয়া আন।

আর একদিনের ঘটনা—চাঁদপুরে অগ্রহায়ণ মুনীশের স্ত্রী পূর কস্তারের উপর অকথা অত্যাচার হয়েছে। পরবর্তী তখন সেমহাড়া। চোদ্দদিন পরে এলে তিনি এত সস্তা আশ্রম করলেন। বাস্তুশিল্পে কঠোর কঠোর কঠোর করলেন। সকলে একথাবোলে হরতালে সন্তুষ্ট হ’ল। কিন্তু একজন মহাজন (তারাইকন) গোপনে রায়ে হরতাল না করার জন্য সমবেত হল। অবশেষে মহারাজ বিদ্যুৎ প্রতিভা সেখানে গেলেন। তিনি কহুগঠে বললেন,—“আপনারা সকলে মহা-প্রবুধ তত্ত্ব,—নির্ধ্যাতিত অগ্রহায়ণ নয়—নাও কি মহাপ্রবুধ আপন জন নয়? তাহের অর্থে আশ্রম হেনে কি আপনাদের অর্থে আশ্রম জানি হইনি?” বামীকীর হরহাম্বাধ বর্তের কথায় মহাজনের মন দ্রবীভূত হ’ল। তারা তখন হরতালকে ঐকান্তিক ভিত্তি সর্জন করিল। এ ব্যাপারে বেদের শব্দ বেদভার একটি পুঙ্খ নৃতিগটে বতাই ফুটে উঠে—

লবতুমি বিন্তকীনা পুনতো
কর বীরা মনসা বাচনু অক্ষত।
অর সন্তা সন্তানি জানতে
তত্ত্বাং নন্দী নিহিতাবি বাচি।

“ভাতু যেমন ছাটনিতে ছাতে তেমনি মনের খ্যাতি জানি থাকে বলে যেখানে, সেখানে সন্তান সন্তান থাকার করে। তাঁদের মনে তত্ত্বাং নন্দী নিহিত।”

দ্বিগুনপুণ্ডরীক জীৱন-দর্শন আলোচনা করা আমাদের সাধ্যাতীত—কারণ আমি তাঁর পার্শ্ব, তত্ত্ব, সত্যাত্ম নিষ্ঠা এই মন্ত্রায় আমার জ্ঞানের সীমা সীমিত। তিনি আমিরে সেতেন—“প্রাণীক আমিরে বেধো মানুষ আপনবে”। তাই হরতো এই আলমের পুণ্য উটক অর্ধে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু ব’লব সে আশা নিয়ে নয়। উৎসর্গ হয়ে দুঃ-তথ্য কিছু লেখের ভক্ত। বেদুগের তাহায় এই আলমের আমি আপন জন। সেই আত্মীকতা নিয়েই পরম পুঙ্খের পরম্পরে তত্ত্বাংময় দিক ব্যাচিৎ একটি ভি কবিতাকলি অর্পণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—
আমার এই মন্তব্যেতে ঠেকাও তোমার পুত পাণি
আলোকের সব বেধিয়ে নাও দিশারি আমার টানি।
বারে বারে আমি তোমার আলমের এই আত্মিকতাতে
লকারি বল, ও মহারাজ, দুইয় লগা দাও না হাতে!
স্পর্শনি, আমার এই সৌধ-দ্বার স্পর্শ কর,
তোমার এই বিশ্বাসের নিঃস্বপনে তত্ত্ব কর।

বিস্তৃতি

কিছুদিন আগেই ‘উজ্জলভারত’ পত্রিকার ছাপা খরচ বাড়িয়েছে, তাহার পর কাগজের দামও বাড়িল। এ অবস্থায় ‘উজ্জলভারত’-এর বার্ষিক চাঁদা ও বিজ্ঞাপনের হার বাড়ান অপরিহার্য হইয়া পড়িল। পত্রিকার সম্প্রদায় বর্ধারস্ত্র অগ্রহায়ণী ১৯৭৪ হইতে বার্ষিক চাঁদা ৬০০ (ছয়) টাকা এবং বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ করা যাইতেছে।

পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৫.০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা ৫০.০০ টাকা
এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা ৩৫.০০ টাকা

দ্বিতীয় তৃতীয় প্রচ্ছদ ১০০.০০
চতুর্থ প্রচ্ছদ ১১০.০০

উজ্জলভারত-এর গ্রাহক-অগ্রহায়ণী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট হইতে এতদিনকার মতই সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা রাখি। সম্পাদিকা, উজ্জলভারত

বাস্তব জীবন সমস্যার পুরুষোত্তমানন্দ

॥ श्रीगुरुनमो ॥

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ,

বৎসগাত্রে আহার আরো। অজ্ঞাতের এই হিন্দীতে শ্রীঃ পুরুষোত্তমদেব অশ্রুত বহরাজের ভয় বাগেই আশ্রয়ের লবণতে আশ্রয়ের সাধর আশ্রয় জানিতে গেলে এবং দিলিতে গেলে নিজেদেরই বড় মনে করি! আশ্রয়দের সকলের সাথে তাঁকে সৎসর্গিত গ্রন্থে জানাই। গ্রন্থে জানাই তখনই শ্রীমতিগোপালদেবকে বৈদী ঠিক ১০ বছর আগে ভারতের মাটিতে এসেছিলেন অজ্ঞাত-বাহী ভারতবর্ষে অজ্ঞাত পরিচাকারী অজ্ঞাতজ্ঞের দ্বিধা মিলনের বাণী ও জীবনধার্মি নিয়ে। সেখান তিনি এসেছিলেন নিজেদের সম্পূর্ণ আকাশে রেখে। বিহের আকাশে বলে বেঁচে সেলেন দানব জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশের আর পরিপূর্ণ মিলনের দ্ব্যর্থক সেই বাণী। সেই বাণীতে বাণীর হয়ে শ্রীঃ পুরুষোত্তমদেব বহরাজের পত্নীগ্রন্থে আদোষিত করে সার্বক পিতামাতা নীলকমল হুতকৌমুদীর কোলে ভয় পরিগ্রহ করলেন পরমভূমার যোগ নামে। ঘরে ঘরে এই পরমভূমার ভগবান শ্রীমতিগোপালদেবের শ্রীঃসম্পর্কে নিজেদের পক্ষে তুললেন পুরুষোত্তমদেব জ্ঞান, অংশধন করলেন পুরুষোত্তমদেব হিন্দীজ্ঞান অদ্বত সাগরে। তাঁর জন্মে কারণ বিশেষ করতে হলে তাঁর কথাতেই বলতে হয়—“আমার জন্মেই ভিতর তাঁহার ভয় যদি অবতরণ করে আমি যদি তাঁহার জন্মে ভিতর পূর্ণতার ভয় গ্রহণ করি, তবেই আমার জন্মে অর্থ হয়। আমার বাগ্যভীত ও সর্ব-কালিক পুরুষোত্তম যদি আমার অজ্ঞাতের মধ্যে অবগত করেন, তবেই আমার জন্মকাল সার্থক। তাঁহার ভয় হুকু লইয়া আমি তোষাবিগতক নৃতন করিয়া পাইব, নৃতনতপে বিগত-পত্নিয়া তুলিব্যার ভয় নৃতন করিয়া দাতা হুকু করিব। এই দাতা গণে তোষা-আমার বড়, লগ

୩ ମ: ୩: ପୂର୍ବୋକ୍ତମ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବଳ ହେଉ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ସି. ସମ୍ବଳ ହେଉ ।

বর্তমানে এই তপস্বীগণ বাস্তব আদর্শ। সমস্ত উপদ্রবকে কলিযুগের ঘোরাই দিয়ে তপিতবৃত্ত নিজেদের কলিযুগ-হৃত অসত্য আনন্দকে কলংকিত বলে ভাবনের সঙ্গল সত্য। সম্ভাবনাকে ছুটিয়ে তোলাবার ইচ্ছা-শক্তি-বহিত হয়ে বলে আছি। কিন্তু যে বাস্তবতার জগৎগণের আদর্শ। একত্রিত-হয়েছি তিনি কিন্তু কোন একটা। কালেই নিজেকে ছাটকে রাখেননি তাই তিনি প্রার্থনা জানাবেন সর্বগণসম্বন্ধিত এবং সর্বগণাভীত পুরুষোত্তমের কল্পে নিজে কল্পের সার্বভৌমতার কথা। তাই আদর্শকে বস্তুই তাঁকে দেখতে পাবার যোগ্যতা পেয়েছি তাতে দেখেছি তাগণ্যতা।
 কল্পে জগৎগণ বাস্তবতা সারা ভাবন বিশ্বের সমস্ত মনুষ্যের কাছে তাঁর এই অঙ্গ-ভাবের ধর পৌছাবার জন্য আবুল আবেদন রেখে গেছেন। লেগকালের সমস্ত আবেদনকে পরিণাম করে কেন্দ্র করে বাস্তব বাস্তবজীবনের সঙ্গল সম্ভাব্য সত্য পথে, সম্মুখের পথে সম্মানিত করতে পারে, পুরুষোত্তমবান্ধব তাঁর ভাবন ও অসংখ্য বাস্তবকে সেই ধর রেখে গেছেন।

পূর্বাভাসমানমের ঠিকশের জীবনের চলার পথে তাঁকে
সেবা পেতে ভেদন হেন আপন ভোলা পথবা, কিসের
একটা বিরাট বেদনায় যেন তিনি তারাকান্ত, জেঁটু হাঙ্গাই
নিবিসের হাফাকার যেন তাঁর কানে বেলে উঠেছিল, ভাই
অপত্যাংকে ঠেসে ঠেসে লতা শিব লুপ্তের হাফো দকে
তোলাবার লজ কিসের দালকের প্রাণে ছিল শুধু মূ-
বেদন।

এমন করে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘেঁষা গেছেন
 বিন্যাসবিক্রয় তপস্বানী শ্রীনিভ্যাপোশাল ঘোষের, শেষের নির্দেশ
 গেলেন সত্য পিণ্ড স্বপ্নের হাজির, গভীর ২২ ৩

চবি গেলেন তাঁর জীবন ও বাণীতে। দশ দেবদান্ধিই পুত্রযোক্তবানন্দ সবে উঠিলেন বাণী পুত্রযোক্তবানন্দরূপে, সমস্ত রহম অভ্যাচারের দূর্য্য প্রতিদান রূপে, গড়ে উঠিলেন বিরহী পুত্রযোক্তবানন্দ রূপে। স্বর্ণিণিরে পড়লেন ভারত শোষণ কুটিলের ওশরে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের জন নেতাক্রমে ছড়িয়ে পড়লেন সপনের মধ্যে। সকল গুণের মাহুকের কাছে সেদিন এসিরে এলেন পরম বন্ধুর মত। সর্গাধীশ মুক্তির সাধনার সাধক পুত্রযোক্তবানন্দ কুটিল হিংস্র ভারতকে সঙ্গে ভারতের মাহুকে তাগবতী চেতনার উদ্বুদ্ধ করার কাছে ছাশন ব্রতও গ্রহণ করলেন একই সঙ্গে। শোষণকারী কুটিলরাজ সেদিন তাঁকে বারবার কারাগারে নিক্ষেপ করলেন, নানা প্রকার কঠোর শাস্তি দিয়ে তাঁকে দমন করার চেষ্টা করলেন। তাঁর একঘন বিজ্ঞ বুদ্ধ পুত্রযোক্তবানন্দ সবকিছু বশেছিলেন, ঘারে আশা টেনে কইলজা খইরা, তাহে ঠাঁই টাইজা করণিকী! সত্যিই তাই; শ্রীনিয়োগোপালের আশেবে জেহনবা পুত্রযোক্তবানন্দ কোন আত্মহিক শক্তির কারণেই নিম্নের জীবনের লক্ষ্যকে একটুখুও ছাড় করেননি। তাই তাঁর হাতনৈতিক জীবনে যেখানে পাই কোন এক ঘটনার কোটাছুঁয়া বাণ'য়ে পুত্রযোক্তবানন্দ ধরন যেখানে বুদ্ধির চতুর্ভাষা বিখ্যা কোটও সমবিত হাচ্ছে তিনি তৎক্ষণাৎ সরে পাড়লেন সেখান থেকে। হাতনৈতিক প্রতিষ্ঠা সেদিন তাঁকে প্রস্তুত করতে পারেনি। তিনি হুকেছিলেন এবং কথিং বাবীন ভারতের চবিও তাঁর কাছে সেদিন প্লাই হয়ে উঠেছিল যে, মাহুকের গ্রাণের সত্যতা বহি ক'গ্রা না হয় তাহে শোষণ ব্রিটশ এধেণ থেকে চলে গেলেও শোষণ করার বনটি এধেণ থেকে অন্তর্হিত হতে প্রবু পদাহত। আশ আদরা প্রত্যক্ষেও দেখছি তাই যে বাবীন ভারতের মাহুদ আদরা। আশও পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে শোষণের হাত থেকে অব্যাহতির সব খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু সর্গলক্ষ্যতার কর্ণে ব্রতী পুত্রযোক্তবানন্দ সর্গ ক্ষেত্রের শোষণের পরিবার্তে শোষণের কোণলের ধরন এবং তা প্রতিষ্ঠা মাহুদের জীবনে আচরণ বহাবার ব্যাভুল আবেদন বর্তমান হুগের মাহুদের কাছে মেখে গেছেন।

রেখে গেছেন ভারতীয় গ্রহানন্দরের ভাস্কর্যর রূপে পুত্রযোক্তবানন্দর অন্তর্ভুক্ত ও অপরাধ সমবিত দর্শনের ভিত্তিতে অপূর্ণ বৈশ্বিক দর্শন দাঃ আলোকে বর্তমান ও ভাবীকালের মাহুদ হুহ ও প্রবুদ শবের বিশদাণা মেখে ইহ জীবনের সকল বাগ্বেদ রূপে উৎকর্ষ করেও দিগ-জীবনে প্রকাশিত হতে পারে।

তাই দেখেছি সন্ন্যাসী-পুত্রযোক্তবানন্দর কাছে পরিবার-জীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন, বিশ্বজীবন ও বিশ্ব-ভিত্ত জীবনের অপূর্ণ সমগ্র, কোনও একদেশ-দর্শী মতবাহ পুত্রযোক্তবানন্দর কথা নয়, বা নাস্তি দীর্ঘ হুপ ঘরে ভারতের হুকে চেপে বসে আছে বাহ কলে মতবাহ ধন-ভাঃ মাহুদ আশ প্রবু বিবেচন করেই বিবেচনের দীনাংলা চাইছে। তিনি প্রত্যেক মতবাহের ধনাত্মক ও মান বীকার করে বিবেচন গড়ে তুললেন অপূর্ণ নিলনের পাথর রূপে। সেখানে তাঁর চলার ছক্ষে বেধি সংসার ব্রতে তিনি নিপুণ সংসারী, সমগ্র-ব্রতে তিনি নিপুণ সমাজদেবী, রাষ্ট্রব্রতে বেধি তিনি নিপুণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, সন্ন্যাস-ব্রতে বেধি তিনি স্বভাঃ সন্ন্যাসী। তাই ত সেদিন তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে পাণ্ডীজি বলেছিলেন, পরংবাহু এতদিন কহ সন্ন্যাসী ছিলেন কিলে? হুহ থাকে বয়েও যে জীবনযাত্রা বজ, শুদ্ধ নতিমানন্দ পুত্রযোক্তবানন্দে অব্যাহত থাকতে পারে, পুত্রযোক্তবানন্দ তার মলক দুটো। কবি পেয়েছেন "রাণাকাজের কাঁকি বোল থেকে বোল সেলে বোলেই থাকে বাকি" এরই ব্যাখ্যান পাই পুত্রযোক্তবানন্দ-জীবনে ও বাণীতে। প্রাণদর্শনের প্রাণ-কুটি পুত্রযোক্তবানন্দ ঐক্য-জীবনের সকল গুণে যেমন তিনি খণোদার নন্দন-রূপে বোল আনা, ব্রজগোপীর কৃষ্ণরূপেও বোল আনা, আবার অর্ধচন্দ্রের সাইবিরূপেও বোল আনা, তেমনই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কালেরও বোল আনা পবিত্র, দ্ব্যর্থান্বিত—এই অনন্ত ধার অবস্থা কত হুদয়! সমস্ত হিংসা-বিষের সেখানে শুদ্ধ হয়ে যায়, সংসার ও সমাজ তখন অন্ততম হয়ে ওঠে। মাহুদ সব হয়েও কিছুতেই সে হুয়িরে যায় না। এই বোল আনা হতে পারাই জীবনের চেতনের আনন্দরূপে উপলব্ধি করা। পুত্রযোক্তবানন্দ এই

আনন্দের আনন্দময় হৃদয় ভ্রম বিবের মাহুকে তাক দিয়ে
 গেছেন। স্বপ্নমহাদুতি শ্রীমত্যাগোপালদেবের হাতে সজা
 কীর্নো-সারক পুরুষোত্তমানন্দ ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের
 ভক্ত তাঁর সাধনামৃত এবং বাতব পরিবার-নীতি, সমাজ-
 নীতি, রাষ্ট্রনীতি, অধ্যাপননীতি, আভিগা-নাভিগা-নীতি,
 জড়-জড়োক্ত নীতি অর্পণ ধার্মিক ভাষার যুগোপযোগী
 বৈজ্ঞানিক কিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর অমূল্য
 অমূল্য তথ্যে পেরেছি, “এক চাকী প্রান্তঃকালে মার্টে
 বাবার সময় তার স্ত্রীকে বলল ‘ই’ বানা দাও ত। তার
 স্ত্রী তখন যা থেকে লাফলগানো বের করে দিল—
 আবার সেই চাকী ছুপুর বেলা যখন ঘরে ফিরে বলল ‘ই’
 বানা দাও ত—তখন তার স্ত্রী গম্ভীরবান্যে দাঁড় করে দিল।’
 অর্থাৎ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ‘ই’ বানান
 মত সব কিছুই ভিন্নও যে বয়স্কালে হয় নতুনা মাহুত তত্ত্ব
 কাল-আগেইনে বিস্তৃত হয়ে যায় তেমনি যা কিছু অতীত
 হুগে এতদ্রূপ ব্যবস্থা, জব বিবর্তন তা যদি
 কীর্নোপোযোগী না হয় তা হলে তাকে হুহু গ্রহণ
 করা কীর্নের ওপরে প্রকাণ্ড ছুদু হয় দাঁড়ায়।
 যেমন পাশ্চ-বর্ণিত বর্ণশ্রম ব্যবস্থার দেখতে পাই ব্রাহ্মণ
 ত্রিসংখ্যা পায়ত্রী না করলে তার হুহু যোনিতে ভয়ের
 বিধান আছে। কিন্তু বর্তমানে যে সব উপজাত হুগে
 আনন্দা হলে কথিত তাত্তে করমন ব্রাহ্মণের পক্ষে এ পায়
 পাশন করা সম্ভব হচ্ছে? যে ব্রাহ্মণকে তোর কর-
 হুগের উদ্দেশ্যে বান্দা না করলে তার দেহীতে উপস্থিতির
 ভক্ত যেমন কাটা যায় দাঁড় কলে তার বৈমন্নি সাংসারিক
 বরত চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তার পক্ষে কী ব্যবস্থা
 হবে? যেমন লোকালে লাইন দিয়ে দাঁড় পায়ত্রী দিন কেটে
 বাবার অন্তরা হয় তার পক্ষে কথি প্রচাণিত এ বর্ণাশ্রম
 ব্যবস্থার পাণ্ডি কে বোধ করবে? হ্যাঁ, তারও প্রতি-
 বিধান করানোর বিবরণী মাহুকের কাছে হুগে রয়েছে।

প্রাণুগুণিত সব কিছু বেগলে আর কথি করবার টিক
 কৌশলটি খরতে পারলে কীর্নের কাছে সব কিছুই অর্থই
 বহলে দাঁড় এবং সবল বহুনের দাঁড় থেকে দৃষ্টি পাওয়া
 যায়। উপস্থিতির হুগ থেকে এই ভারতেরই হুগে এই প্রাণ-
 বর্ণন কীর্নের কীর্নে বাক্য দিলে। কিন্তু তাকে খরতে
 পারার অযোগ্যতা এবং এর বিবরণীনা তা হুগের
 কাছে প্রচাণিত না হওয়ায় দাঁড় দাঁড় মনগড়া বর্ণন দিয়ে
 মনগড়াতে খণ্ডবিখণ্ডিত করেছি। দাঁড় কল আভ্যের এই
 কলহুগের কলিহুগ।

তাই কলিহুগ মাহুগের প্রাণ যেমন দেহভেদে
 সংসারেতে কোলাতে প্রাণী না হয়ে নিজে অতি
 বিবর্তন দিয়ে সত্যের হুগ সত্যি দাঁড়বার ভক্ত তত্ত্ব
 বহু, শ্রীম পুরুষোত্তমানন্দ টিক তেমনি সবল চাকিতক-
 ময় প্রোণাগাণ্ডার আভ্যে বসে এই প্রাণ বহুগের উপাদানে
 সবল মাহুকে সত্যের মত সত্যি ও সাধন পথের খোঁজ
 দিয়ে গেছেন। সব কলিহুগেই কৌশল তথা দাঁড় কিন্তু প্রাণ
 বহুগের কৌশল তথা সম্ভব নয়। একে কৈতর থেকে আগাতে
 হয়।

তাই তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নরনাগায় আভ্যের মাটি
 হুইজন ‘কলবান মাহুগ’ ‘মাহুগ কলবান’ শ্রীমত্যাগোপাল
 পুরুষোত্তমানন্দে চরণদুগি হুগে নিয়ে আভ্যে সকলের
 প্রতীকার বিশ্বের দিকে তারির আভ্যে এবং অনন্ত কাল
 থাকবেও এই আগার যে তিনি বলেছিলেন “যদি বা
 রেখে পেলাম তার ভক্ত বিশ্বের মাহুগ একদিন আসবে।”
 মাহুগকে ব্রহ্ম-মাহুগ বিশ্ব-মাহুগ হতেই হবে এ দাঁড়া
 নহুগা সত্যতার অগ্রগতির অস্ত পথ নেই। আভ্যে সবলের
 পাণ্ডে বসে তাঁরই চরণে এই প্রার্থনা জানাই শ্রীম
 পুরুষোত্তমানন্দে সেই বিদ্যা আভ্যে প্রতিষ্ঠিত নরনায়ীর
 ভেতরে সত্যিত হোক। তিনি আনন্দিত হোন।

তোমার বরণমালাখানি

॥ শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ॥

সেদিনও দুইটা উঠেছিল দুইদল নীলিমার দ্বিত্বেরবা
সিঁদুর বটে রাঙিয়ে দিয়ে। বনবিহীন উজ্জ্বলিত বনগাবনী,
শিশির-নিধিক ঘন দুর্বারলের ভাবনিম্ন, ধোঁয়াপোত
অসীম আকাশের অশ্লষ চাহনি ধোঁয়া বটেছিল একটি
চিরজীবিত নবজাতকের মস্তেয় মহাশয়। আকাশের পেলে
সূর্য মেঘের লুকোচুরি—বংশীর সুকে আলোচ্যার বিভিন্ন
দীপা—বাহুরে হিম্বোদিত সোনালী গানের স্তম্ভ—শিউলী
শব্দা তাতা গন্ধের মোহিনী মায়ায় সঙ্গোপনে পাতা মেলা
এক মহীকরের মস্ত সন্ধান। কত কড়ের কত ধোঁয়া, কত
ধাত্যাবিস্ক্রম অগ্নি সংকেতের নির্ঘন পরিহাস ব্যত বয়েছে
তার অস্তিত্বের স্মরণকে। তবু তারি মাতে আশ্রম করের
হৃদয় প্রত্যয়ে সে সূর্য হয়েছে, পাখা প্রপঞ্চের বিপুল
বিস্তারে প্রকাশ করেছে সেই শব্দত সত্যতা—“আমি
হিমেয়,—আমি আছি,—আমি থাকব”।

মহীকর চিরদিন উপস্থিত থাকে না আশ্রম বস্ত্রশে।
অথচ অনন্ত ‘আছি’র চিরন্তন অনিবার্যতা বয়ে চলে বীজের
রূপান্তরে জীবিকালের অন্তরে। নতুন পথিক নতুন
পারদর্শনে নতুন যিনের রক্ত বোমার, পুরোণো হর
আরও নতুন নবজীবনের পূর্ণতার।

আমরা সেই জীবিকালের পূর্ণমরতার এক এতটি
বিজিহ্ন অংশ, এক অশব্দতার আর প্রকাশিত হয়েছি
মহামহীকর শ্রীম পুরোণোমানবের জীবনবেদের পারদ্রবীণে
তার পর দিলে, আর একটি অকণাঘের হৃদয়তাত্ত্ব। এমন
করে কালের গতিবাহার বয়ে গেছে ২০টি পূর্ণাতিবি।
কত স্নো অনোর্য ভিত্তে প্রান বয়েছে তার অন্তরতর
আনন্দে, কখনও বা বোঝা অতিব্যক্তিতে রক্তাক্ত হয়েছে
তার অন্তরতম আশা ধনমানসের অচেতনতার। তবু
জীবনের দীপটি জ্বলে এলিয়ে চলছেন বিবেচনের দৃক

করে বিশ্ববনের সন্ধান, আর শিছনে ছড়িয়ে দিয়েছেন
অভিমতের অসংখ্য আলোক মাল্য। তার চলার পথ
ছিল না কুসংসীর্ণ, মাথার ছত্র বহনিন কোন ছত্রমা
প্রবর সূর্যের শানিত ত্বরিত ফলকে। তবু পথের বাঁধনে
না মিলিয়েছেন আপন চেতনার গভীরতার অনন্ত আনন্দো
অধ্যানে কড়ের সুতে চৈতন্তের অবগোচনে।

যদি প্রশ্ন করি কোন্ সে আলো জাগিয়েছিল তাঁর
হৃদয়প্রের বোঝা,—কোন্ আলোক-রশ্মিমাতে পরিপূর্ণ
হয়েছিল তাঁর বৃত্তপার আকাঙ্ক্ষা? সে আলো তদমাঝে
বাসের কাগপারে নবজাতকের অন্তরে বিদ্যলোকো
দীপ্তিতে—মায়ায় বিখ্যাতগতে শব্দত নতুন বিশ্ব রচনা
অসীকারে। সেই আলোকের হাত ছানিতেই শ্রীম
মহীকর বাণকব একদিন যাত্রা করেছিল বৃহত্তম
সন্ধান। অতীত প্রাণ-প্রাচুর্যের বারি দিকনে উৎস ম
পেল সূর্য কোমল বাতের গরম—রক্তাঘের সাথে বিস্তারি
হল অভ্যাসের। পরমত সহিত্ব হয়েও এতদিন যাত্রা ছি
সুদূর বাধ্যানে বস্ত্র, প্রাণ-সাধকের জীবন সাধনার অসীম
একাধার হয়ে গেছে তার। পরম্পরের গভীরে অবগাহনে।

কবি-প্রাণের বিভিন্ন আশ-লাগিতো যে পৃথিবী আত
প্রকাশ করে সে দুঃখ। “এই যে আশ্রম, বিপদ
মাত্র, যত্র সূর্য মাত্রি”, এই যে বিশ্বের প্রতিটি মাহুই
সত্তা একাধার হয়ে আছে এক দ্বারে, তার প্রতি সন্ধিখো
অভিগুরুত্বের গোপন বাসনা যেখানে সর্বদা হতে আত
স্বীকরের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে নিছক ব্রহ্মবাদ্য
পূর্ণতার, দেখানে হঠাৎ করেই এক দিন শুক বেলাকুণি
পেল সাগরের ছোঁয়া,—বহাদাগরের চেতনে ফেলে এ
অবৃত্ত বাঁধ, “বরষা দ্বি হউক ব্রহ্ম-দ্বি, বরষা মাহুয় হউন
ব্রহ্ম-মাহুয়।”

বিশ্বশিখার বিদ্যমান বস্তু বিচিহ্ন। ঐহিক অস্তিত্বভিত্তিতে তিনি তাঁর উদ্ধারের অতঃপরই কু সেন, চার বেওয়ারিসের তোল পতী ঠাঁতে রাখবে। তাঁর মুক্তি নেই “কল্যাণের বেগ-লয়ের কোণে”, তাঁর মুক্তি উহার আকাশে, মুক্ত খাতাশে, সীমাহীন প্রাচ্যে। ঐহিক মুক্তির নিশি নেই হুহু কেন্দ্রিত শব্দার আশ্রয়ে—বিশ্রাম নেই হীরা দাখিল। প্রতি হৃদয়-ভলে। কল্যাণ-কীর্তি জনপদে বহু পথে অগ্নিবনের দৃষ্টপথে হুহু হুট্টে ঠাঁতে চমকে হর অনন্ত আনন্দের অনুভবায় পদ পড়ে, যে পদে ভক্তের হৃদে ভাগে চক্রনা—হাসির তিমিরা কণ্ডিরে জেগে ওঠে অথবা আলোর বিদ্যুৎ—জ্যেষ্ঠ বার কণ্ঠের কান্নার সৌর বণাট।

ওগো সেই আলোক-কীর্তি-পবিত্র! তোমার পদ-দ্বন্দ্বপথে তোরে আনয়। এগিয়ে চলছি তোমার প্রাণে গণ ঘেঁষতে। তোমার চন্দ্র হৃদয় শেষ। আশ্রয় ছুঁ চলেছ আমাদের জীবনে তোমার চন্দ্র আভন দাখিলে। এঘনি কোরে অনাপত্ত কাল ধরে তুমি চলবে স্নেহ-চক্রনার ধাপে ধাপে। আত্ম ভক্ত-চক্রনের সময়ে গন্ধিরে আমরা পেয়েছি তোমার গুণ আবির্ভাবের স্বপ্নতা। তাই তোমার অঙ্গ-সনের এই ২১-তম দিনটিতে ঐক্য নিতে চাই সেই অগ্নিধরে, যে অগ্নিধানে নবজাতক আর জিনীকীর্তের পূর্তা।

হে মহান! আর বসন্তকান সোনালী প্রভাতের

আলিত: মুক্তির দিগে আমাদের দ্বারে প্রতিজ্ঞাত হও মহাবিরের উত্তম নিধি। বেগমহার পরিসমাপ্ত হোক নীপক-রাসের স্বভায়ে। জীবনের একতারাতে বেগে হাও লগ্নহরের ঐক্যতান।

ওগো বহু! আর যে কালশাসর তোমাকে অতিবিক্রমতে এগেছি সে তোমারই স্নেহে। পদাশ্রয়ের অস্ত্র এনেছি যে পদাঙ্গল সে তোমার। পূজার ব্যাকুলতার দ্বি-ভাতে মিলে থাকে কৃষ্ণাটী চোখের বল তবে সেটুকুই প্রাণ তোমো এ দীনের পূজার একমাত্র উপকরণ বলে।

ও আমার জীবনধেঁতা!

হুহু পেউলে পেতেছি আসনবাণি
নয়নের ভলে বিশেষ চরণ খোঁজতে,
হে প্রাণের স্নিহ বসন্তে যেখান আমি
জীবনের আলোর বেগে গৌ আঁধার ঘোঁরে।
বিশেষ দ্বারে তুমি ছি নির্ভর
বেদনার দ্বারে তুমি এ দীনের হিয়া
ওগো হুহু! গানি আমি তব জয়
বা কিছু আমার লগ্নি তোমারে দিয়া।

ও পূর্বদ্বার: পূর্বদিক: পূর্ণাং পূর্বদ্বারভ্যন্তে
পূর্বত পূর্বদ্বার: পূর্বদেবোঃ পূর্বদ্বারভ্যন্তে।

ও শান্তি

আগামী জানুয়ারী ১৯৭৪ হইতে উজ্জ্বলভারতের ২৭-তম বর্ষ আরম্ভ। গ্রাহকগণকে তাঁরা পাঠাইতে অনুরোধ জানানো হাইতেছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

॥ শ্রীজিতেন গঙ্গুলী ॥

প্রাণের সহানুভূতি, তত্ববুদ্ধি, উপস্থিত তত্ত্বমগ্নতা, যা ক

গোনেরা,

আমি স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ১১ তম জন্ম
জন্মদিনে আনন্দা তাঁর অচর্য্য, তত্ববুদ্ধি এ আশ্রম
প্রাঙ্গণে সম্মেলিত হয়েছি। আনন্দা সকলে আমাদের
আন্তরিক প্রীতি ও অর্থ্য প্রদান করছি। তিনি তা গ্রহণ
করুন—শান্তি ও বহন মুক্তির পথে তিনি আমাদের সহায়ক
হউন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে এখানেই আমার দেখার
সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, অগাধ শান্তি ও
বাহিত্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই হাতে হাতে
এখানে আসতাম। কিন্তু যে বিনিময়ী আশ্রমে বিশেষভাবে
আনন্দ প্রদান সেটা তাঁর উচ্চতা, তাঁর টানে কেউ
একান্তে পারতো না। বস্তুতঃ এ তারতম্যই পুণ্যভূমি
কত সাধু সন্তের পায়ে হুলোয় বজ্র। কত অবতারের
লীলাক্ষেত্র। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পর-করেকলত বছরে হিন্দু-
বর্ধের সান্নিধ্যন সম্রাটের চারদিকে ছাপিয়ে উঠলো—
সাধারণ মানুষ বর্ধের প্রতি আস্থা হারাতে লাগলো—
সে মূল-সঙ্কট—এসেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীমহাত্মকবেশ।
তিনি জনসাধারণের মনে আস্থা কিরিয়ে আনলেন—
বর্ধকে মৃত্যু করে সম্ভাষণ করলেন তিনিই মহামন্ত্রের
মাধ্যমে—(১) মৃত মৃত তত্ত্ব গণ (২) মৃত জীব তত্ত্ব গণ
(৩) সর্বমর্ষ সন্তরা। তিনি যে বৈদ্য উপনিবদ এর
অস্বনিহিত বাণী—সহস্র মরণ ভাষার সাধারণের কাছে
সাধারণ ভাবে ব্যক্ত করলেন কিন্তু তবুও যে দার্শনিক
বিরোধ তা সামগ্রিকভাবে প্রকাশ পেলো শ্রীশ্রীমহাত্মকগণ
নিবিত্ত দর্শন তত্ত্বমগ্নিত নিত্যক দর্শন, তত্ত্ববোধ দর্শন
প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থাবলির মধ্যে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীশ্রীমহাত্মকগণ

একজন তত্ত্ব নিম্নপুরুষ ছিলেন এবং শ্রীশ্রীমহাত্মক
আমিত্যেবের তিনি সমগ্রমন্ত্রিত। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ
মহারাজ শ্রীশ্রীমহাত্মকগণের প্রাণপ্রিয় শিষ্য। তিনি প্রাঙ্গণ
ভাষায়, সাংবাদী ভাষায়, তবুও নিম্নপুরুষ নিম্নপুরুষকে
বিরোধ করেছেন। সে সব অমূল্য ভাষা নরনারায়ণ আশ্রম
তত্ত্ব থেকে তত্ত্ব: প্রকাশিত হচ্ছে। এখনও কয়েকটি
ভাষ্য অর্থ্যভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি—আগুনদেহ
মহারাজের অর্থ্যতত্ত্ব: এই অমূল্য সম্পদ জনসাধারণের
জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি।

স্বামীদেব—সাধারণ মরণ বর্ধ তবুও চুল-চেরা হিসাব
নিকাশ নিয়ে ব্যত নয়—তাহাড়া সম্রাটের বস্তুত, জ্ঞানের
পরিধি সীমান্ত তাই আনন্দ। তাই সহস্র মর্ষ—জীবনের
পক্ষে যা সহস্র—shortcut made easy—
সেটা হলো—জ্ঞান মার্গের নেতি নেতি ভাবনা নয়—অত
তত্ত্বমার্গের পথও নয়—চাই হুই এর সহস্র। এই সহস্র
তবুও বিরোধই করেছেন স্বামীদেব। এ পথে চলার
মাধ্যম হল প্রাণতত্ত্ব। এটাই অনেক স্বামীদেবের মূখ্য, সেখানি
তাঁর চাল চলনে, উপস্থিত করেছি তাঁর গাঢ় আলিঙ্গনের
উচ্চতার—তাঁর প্রতিটি কীরে প্রতি যে অক্লান্ত আল-
বাসা তার থেকে। আশ্রমের বিভাগীও বাদ যায়নি।
তাই প্রাণতত্ত্ব ঐচ্ছিক বহি আনন্দ। বিবের প্রতিটি
কীরে মূখ্য সম্পর্ক স্থাপন করে পারি তাহলে সাধারণ বহন
বিরোধিত এ বিষয়ই বহন মিলন মঠ হয়ে উঠবে—স্বামীদেব
কাজে কিন্তু এইটুকু মনেছি।

সবশেষে আবারও তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি
আমাদের অত্মের আনন্দিত হউন—এবং মহাদেব মঠ
প্রাণতত্ত্ব হউক। বঙ্গপ্রাণী

শ্রীজিতেন গঙ্গুলী (আজমত)

ব্রহ্মসূত্র সমন্বয়-ভাষ্যের সহজীকরণ

॥ স্ত্রীসত্যব্রত যোষ ॥

[ঐন্য পুরুষোক্তনাম অর্থতঃ 'ব্রহ্মসূত্র'ই যে সমন্বয়-ভাষ্য ১২১২-এ লিখে যথেষ্ট সিদ্ধান্তিলে, বর্তমান আলোচনাতী তার পরিপূরক রূপে মনে করে এইখানে তাঁর ভঙ্গিম সন্ধ্যা-অংশ প্রকাশ করা হল।

স: উ: ভা:]

বর্তমান যুগে হাজা চার্মাফোন তার মধ্যস্থ বোধ্য হর্ষনের পক্ষ তৎপরে বাংলা অঙ্গবাদ করিয়া নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার ভিত্তিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন এই পথই হইতেছে উপনিষদ এবং বেদান্ত সম্বন্ধ চলায় পথ।

হাজা রামচন্দ্রের হায়েব এই সম্বন্ধের সঙ্গে বর্তমান যুগে সমন্বয়গানের প্রথম প্রবন্ধ। ঐশ্বর্যমুক্ত ঐশ্বর্যমোগ্য-বেব একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বক্তব্য হইল সমন্বয়বাই হইতেছে উপনিষদ এবং বেদান্তসম্বন্ধ চলায় পথ।

ঐশ্বর্যমুক্তদের প্রদান পিতৃ হিসাবে বামী বিবেক'নাম বেদান্ত হর্ষনের কোন ভাষ্য লিখিয়া বান নাই।

ঐশ্বর্যমোগ্যগানের পিতৃ বামী পুরুষোক্তনাম অর্থতঃ মহারাষ্ট্র হইতেছেন এই যুগে প্রথমতঃ ব্যক্তি তিনি সমন্বয়গানের ভিত্তি করিয়া অর্থতঃ ভাষ্য নাম দিয়া বেদান্ত হর্ষনের একখানা ভাষ্য লিখিয়া দেব করিয়াছেন ২০শে শো ১৩২৬, ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে।

এই যুগে সমন্বয়গানের ভিত্তি করিয়া বেদান্ত হর্ষনের ভাষ্য লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তিক এবং পথ বেদা বার নাই। এই প্রকার অবস্থায় বামী পুরুষোক্তনাম অর্থতঃ মহারাষ্ট্র লিখিত ভাষ্য একমোগ্যদ্বিতীয়। তখনানের স্ত্রী হইতেছে জালী যাহা, তাহারা অসং। এই অসং যান বোধ্যক সভ্য করিয়া জোলায় তার পথে পরবর্তীঃয়ের উপর।

উপর উক্ত নিম্ন অংশের একমোগ্যদ্বিতীয় বামী পুরুষোক্তনাম লিখিত অর্থতঃ ভাষ্য অনেক অসম্ভবিতা বামী বামীদ্বি এবং তাহা আভ্যে; কলে তাহাকে বোধ্য করিম। এই কথা বামী পুরুষোক্তনাম অর্থতঃ মহারাষ্ট্র ভাষ্যের দ্বিতীয় পথে ভূমিকার নিম্নোক্ত ভাষ্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"নূতন পথের বোধ বরিতে হইত চিন্তা প্রণালীতে অজ্ঞাতপথে অনেক তিলু অসম্ভবিতা বামীয়া দিয়াছে। বামীয়া এই পথে গলে আনিবেন তাহারা যেন ইহাকে সংশোধন পরিবর্তন এবং পরিবর্তিত করিয়া লন। আনি লন তিলু বোধ্য লোদ্য এইরূপ বৃত্তি আদ্য নাই। সত্যের absolute ও relative রূপের সম্বন্ধ আমি বুঝি। যাহা সভ্য তাহা যুগে যুগে প্রতি মানবে মানবে তাহাই মত আদ্যপ্রকাশ করিবে ইহা আমি বুঝিয়াছি ও বিশ্বাস করি। কাজেই অর্থতঃ ভাষ্যে নূতন করিয়া পড়িয়া জুগিলে আদ্য আনন্দ হইবে। সত্যের সত্যন বেদ্য হইল বুঝিয়া কৃতার্থ হইব।"

অর্থতঃ ভাষ্যের চতুঃস্থলী প্রকাশিত হইয়াছিল ২০শে শ্রাবিক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। এই চতুঃস্থলী প্রকাশিত হইয়াছিল ২০শে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। এই প্রকাশ করিতে হইয়া বহুবার বইখানাকে আদ্য পড়িতে হইয়াছে এবং কঠিন পাঠিয়াছে এবং বহুবারে অসম্ভবিতা আভ্যে গলিয়াও মনে হইয়াছে কিন্তু তাহা কি সেই সময়ে তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর বহু বৎসর চিন্তা দিয়াছে। বর্তমানে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থতঃ ভাষ্যে নূতন করিয়া পড়িতে হইয়া এই বইয়ের অসম্ভবিতা-ভূমিকা পড়িতে ব্যাকার এই বইকে নূতন করিয়া লিখিবার কথা মনে হইয়া অর্থতঃ ভাষ্যকে সত্য এবং সমন্বয়গা করিয়া লিখিবার প্রণালী হইয়াছি এবং ইতিমধ্যে ৮৫টি

দুত্বের উপর আমার বক্তব্য সেবা সেবা করিয়াছি।
আমি ইংরাজী ১৪শে নবেম্বর ১৩৭০ খ্রীঃাব্দে শ্রীমৎ
পুণ্ডরোত্তমানন্দ অশ্বপুত্র মহারাজের ১১-তম জন্ম বার্ষিকীতে
অনুষ্ঠিত আচার্যে মহোদয়ের নিমিত্তে বাইরা কনষ্ট্রাক্টর
কাম হইয়াছি তাহার বিচারের জন্য বোম্বে দপ্তরের প্রথম
দুত্বের ব্যাখ্যায় আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা আপনাদের
সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম, ঋতি, শ্রুতি এবং পুরাণ নামে
তিন ভাষায় এই আদে তাহাতে বিতর্কে সমাজ গঠন করা
হইলে সমাজকে ভালভাবে চালাইবার পথ তাহার কথা বলা
হইয়াছে। এই শ্রুতির ভিত্তি আচার্য হই তাগ আছে।
বেশ শ্রুতিতে ব্যক্তিগতভাবে প্রাধান্য দিয়া সেবা হই-
য়াছে তাহা দৃষ্টান্তে সংহিতা বলে অপর পক্ষে যে সব
শ্রুতিতে সমাজ গঠন এবং বিশ্বজনীনকে প্রাধান্য দিয়া
সেবা হইয়াছে তাহা দৃষ্টান্তে বর্ণন পাঠ বলে। পূর্ব
মীমাংসা দর্শন সাংখ্য দর্শন বৈশেষিক দর্শন জ্ঞান দর্শন এবং
যোগদর্শন এই কারণে শ্রুতি ভাষায় হই—অনুত্তর
কারণে বেদান্ত দর্শনও শ্রুতি ভাষায় হই—এজ্ঞে
কিষ্টি, করিয়া সমাজ গঠনের কথা বলা হইয়াছে
মহাবি বৈদ্যনী লিখিত পূর্ব মীমাংসা দর্শনে—বৃহস্পতীর
পরিচালনার পথের সমীচেষ্টা দিয়া কাজ করা হইয়া লইবার
পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ চালাইবার কথা বলা
হইয়াছে মহাবি বর্ণন লিখিত সাংখ্য দর্শনে—একাধারে
বুদ্ধিমানী এবং পটীর সমীচেষ্টা নেতৃত্বে কাজ চালাইবার
পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ চালাইবার কথা বলা
হইয়াছে মহাবি বর্ণন লিখিত বৈশেষিক দর্শনে—পরিচালনা-
জ্ঞানীদের পরিচালনার ভাষায় জ্ঞানীদের দ্বারা কাজ
চালাইয়া লইবার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া সাংসারিক
কর্মকে ব্যবহারিক ভাবে মানিয়া লইয়া সমাজ চালাইবার
কথা বলা হইয়াছে মহাবি সৌভম লিখিত জ্ঞান দর্শনে—জ্ঞান
যোগকে প্রদান করিয়া সাংসারিক কর্মকে ব্যবহারিক ভাবে
মানিয়া লইয়া সমাজ চালাইবার কথা বলা হইয়াছে মহাবি
পতঞ্জলি লিখিত যোগ দর্শনে। এতদ্ব্যতীত যে পাঠ্যবস্তু শ্রুতি
ভাষায় বইয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহাও সবসঙ্গে বিবি-

দর্শনের পথের পদিক অর্থাৎ ঐদর্শ দর্শনের প্রেক্ষায়
সমাজের সমস্ত মাত্রাকে প্রথম ব্রহ্মদর্শ্য আশ্রয়ের সাধন,
তাহার পর পার্শ্ব আশ্রয়ের সাধন, তাহার পর ব্যাপক
আশ্রয়ের সাধন, তাহার পর সত্যের আশ্রয়ের সাধন
এরূপ করিবার পরামর্শ দিয়া সিদ্ধাচেন।

সিদ্ধান্তভাষ্যের দ্বারা সেবা সিদ্ধান্তে বিবিধার্গের পথের
সাধনাদ্বারা সর্বকালের সর্বসমস্তের সমাধান সম্ভবপর নহে।
বিবিধার্গের পথে সমাজকে চালাইতে গেলে যাহা যাহাই
সমাজে বিদ্যমান স্ত্রী হই, সমাজ প্রাথমিক হইয়া পড়ে।
এই প্রকার অসংসার রূপদর্শ, বর্তমান কালের আচার, বিধি
বাদের পথের—অর্থাৎ প্রথমে সত্যের সাধন প্রথম আশ্রয়ের
সাধনার অন্তর্গত মহা কালী তত্ত্বের সাধন, তাহার পর
পার্শ্ব আশ্রয়ের সাধনার অন্তর্গত মহাপটীর তত্ত্বের
সাধন—তাহার পর ব্রহ্মদর্শ্য আশ্রয়ের সাধনার অন্তর্গত
মহাসরস্বতীর তত্ত্বের সাধনার সিদ্ধান্ত করা ব্যক্তির
প্রয়োজন হয়।

এই যে উক্তন্থ এবং নিম্নের বিবেচনা সাধনাত্মক বিশ্ল-
বাসী সাধন পদ্ধতির কথা বলা হইল তাহার উপর ভিত্তি
করিয়া সমাজ গঠন করিতে গেলে তি কাহে তাহা করিতে
হইবে তাহার কথা বলা হইয়াছে মহাবি বৈদ্যনী লিখিত
বেদান্ত দর্শনে। মহাত্মার তত্ত্বের দৃষ্টে ভারতবর্ষে অগণ
হিন্দুর অগণনা ঐক্যের নেতৃত্বে সমাজের সর্বক্ষেত্রে
যে নীতির ভিত্তিতে মহা বিশ্লব ঘটয়া গিয়াছিল তাহার
জগৎব্যাপী প্রতিক্রিয়া সিদ্ধাচেন কৃষ্ণচৈতন্যের বেদব্যাস তাহার
নিমিত্ত বেদান্ত দর্শন গ্রন্থে। এই হিসাবে বেদান্ত দর্শন হই-
তেছে বিশ্লব ভিত্তিক সমাজ গঠন করা যি কাহে সমাজ তাহার
পাঠ্য সর্বকালে এক সমাজ সমাজের সর্বতত্ত্বের বিশ্লবকে
জাতিব্যাপী আচার প্রয়োজন হয় না। ফলে সেই কালের
বিশ্লবীদের কাছে বেদান্ত দর্শনের পূর্ব জগৎ প্রকাশ পায়
না। এই কারণে বর্তমান কালের লোকেরা বেদান্ত
দর্শনের যে ব্যাখ্যা সমাজের কাছে উপস্থিত করেন তাহাও
যুক্তির দিক দিয়া পূর্ণাঙ্গুরি বেলে না।

মহাবি কৃষ্ণচৈতন্যের বেদব্যাস ছিলেন জীবন জগৎব্যাপী
ঐক্যের তত্ত্বের প্রচারক। এই কারণে—কোন বিশ্লব অন্তর্গত

—কোন যেহু বা অত—ব্রহ্ম: জিজ্ঞাসা—এই তিন যান-
হুত অথ+অতঃ+ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দ্বয়বাহা এবং আরও
করিয়াছেন।

অঙ্গসূত্র সমন্বিত ভাস্ক ১ম সূত্র

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

অথ+অতঃ+ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

অথ পথে অনন্ততঃ—অতঃ পথে যেথর্থে—ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসা অর্থ ব্রহ্ম বস্তুকে জানিবার ইচ্ছা। সেজন্য বিহুত
অনন্তর কোন যেহু বস্তুকে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা।

অথ অতঃ সাধনা। যেনে যখন অতঃর মানি উপস্থিত
হয় তখন পুরুষোত্তমের আবির্ভাব হয়। এই পুরুষোত্তমের
নেতৃত্বে যেনে হাট্ট বিসম উপস্থিত হয়। সেই সময়তে
পুরুষোত্তমের চোনে তাহার পুরুষোত্তমের অম্বর নিধন
কামের সঙ্গে হুত হয়। তাহারে আচর্য্য পংকর-ভবিত
সানন্দসুখ—নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক (অর্থ্য নিত্য
কি অনিত্য কি তাহা অংগণ করা), বৈরাগ্য (ঐহিক
মানসিক বিষয় ভোগে বৈরাগ্য), শম (বহিঃপ্রিয়ের সংযম),
দম (অন্তঃপ্রিয়ের নিগ্রহ), উপরতি (বিষয় অমৃত্য হইতে
বিরত থাকতা), তিতিকা (শীত গ্রীষ্ম নিবিচুতা), সন্ধান
(আত্মতত্ত্ব মনঃসংযোগ), শ্রদ্ধা (ভক্ত থাকতা এবং বেদবাক্যে
বিশ্বাস), মুখত্ব (হুজি পাইবার ইচ্ছা) প্রভৃতি সাধনায়
সিদ্ধি লাভ করা প্রয়োজন। এক কথায় উপরি উক্ত
সাধকদের মহাকালীর অতঃর সাধনার সিদ্ধি লাভ করা
প্রয়োজন। চতী রায়ার এবং মহাকালিতে হাট্ট বিসমের
কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। চতীর বেদী দুর্গা, রামায়ণের
রাম এবং মহাকালীর চিত্রকের নেতৃত্বে অম্বর নিধন কামের
সহী হিলাবে যে সব বিমরীয়া হুত হইয়াছিল তাহারদিগকে
কিভাবে শিক্ষিত করিয়া পুরুষোত্তমের অর্থ্য প্রতিষ্ঠিত
করা যায় তাহা বলার জন্য যোজ্য দর্শনের পটী।

যেহু দর্শনের প্রথম সূত্রের অথ অতঃর, এক কথায়
মহাকালীর অতঃর সাধনার লিখিত ব্যক্তির সাধনার
সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক প্রভৃতিতে
সাধন্য প্রদান করা প্রয়োজন। আচর্য্য পংকরও অথ

অতঃর সাধনার ব্যাপারে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক প্রভৃতি
সাধনে নিযুক্ত থাক। প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
বিসমবীরীরের চতীর পথের নির্দেশ করাটাই হইতেছে
উপস্থিত সঙ্জ্ঞাগুলি উপস্থিত করার মূখ্য প্রয়োজন।
কিন্তু আচর্য্য পংকর সেই প্রয়োজনে এই ভূমির উল্লেখ
করেন নাই। তিনি ব্রহ্ম সত্য ভগবৎ বিদ্যাধিক প্রচার
করিবার জন্য যোগ্যতম সমন্বিত সংসার-ভাগ্য হইবার
জন্য উক্ত সঙ্জ্ঞাগুলির প্রণয়ন করিবার কথা বলিয়া যোজ্য
দর্শনের মূখ্য অর্থের পরিবর্তে গৌণ অর্থ করিয়াছেন একথা
বলা চলে।

তাহার পর—অতঃ অতঃর সাধনা। মহাকালীর অতঃর
সাধনার সিদ্ধিলাভ করা গেলে যেনে চাক্রনৈতিক স্বাধীনতা
আসে। তখন যেনে অর্থ নৈতিক দিক দিয়া পূর্ণগঠন করা
প্রয়োজন হয়, মহাকালীর অতঃর সাধনা ধরিতে হয়।
সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তমের বিসম অর্থের সহী হিলাবে বাহ্য
হুত হইয়াছিল তাহারদিগকে যেনে অর্থ নৈতিক দিক দিয়া
পূর্ণগঠনের কামের উপস্থিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। এই
যাংখা না নেওয়া হইলে পুরুষোত্তমের বিসমকর্মের সহীধের
দুর্ভোগের লজ থাকে না। পুরুষোত্তমের বিসম আশ্বাসনের
সহী হিলাবে বাহ্য হুত হইয়াছিল তাহারে তিতর বাহ্য
একভাবে বিদ্রী এবং কর্তব্য তাহার যেনে অর্থনৈতিক
দিক দিয়া পূর্ণগঠনের কাজে কর্তব্য পায়। বিসম আশ্বা-
সনের পরে যে সব বিমরীধের সঙ্গে মহাকালীর অতঃর সাধনে
শিক্ষিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, তাহার যেন পূর্ণগঠনের
কাজ বাহ্য পায় তাহারে বিবেক কথা বলে। আচর্য্য
পংকরের মতে মহাকালীর অতঃর সাধনার পর মহা-
কালীর অতঃর সাধন হিলাবে বস্তু তিত্তিক অর্থ করা
প্রয়োজন এবং যেহু বস্তু তিত্তিক অর্থের বল অর্থ এবং
যেহু তাহাও অর্থহীন সেইহু তপস্বীর অর্থহীন
তোলে বিরত থাক উচিত। এইভাবে বাহ্য নিঃস্বার্থ-
ভাবে বস্তুকর্ম করেন তাহারে সঙ্গে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার
অধিকার হয়।

কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা যেবা বিদ্যাছে আচর্য্য পংকরের
এই কথা যাক আনন্দিক সত্য, পূর্ণাঙ্গুর ঠিক নহে।

বর্তমান সম্বন্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং যে সব ব্যক্তি তাহাদের সম্বন্ধে তাপ করিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন তাহাদের ভিতরে যাহারা একাধারে শ্রমী এবং কৰ্ম্মস্ব তাহাদের হাতে দেশকে স্বর্ধনৈতিক দিক দিয়া স্বাধীনতা করিবার তার গড়িল। তাহাদের উপর দেশের স্বর্ধনৈতিক পুনর্গঠনের তার গড়িল এক কথায় তাহারা স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম করিবার করিবার পাইল তাহাদের নিগুপ্ত প্রচুর টাকা পয়সা। সুখ দুখি পাইবার পথ খুলিয়া গেল, এক কথায় স্বর্ধনৈতিক জীবন করিবার স্বাধীনতা হইল এবং বহু বিপ্লবী এই এই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না; এক কথায় স্বর্ধনৈতিক জীবন তোপে লাগিয়া গেল—ফলে তাহাদের পতন হইল।

অতঃপর এক দল স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম নিঃস্বার্থ করে করিল। তাহারা অসং উপায়ে স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম গ্রহণ করিল না কিন্তু তাহাদের পক্ষেও দেশকে স্বর্ধনৈতিক দিক দিয়া স্বাধীনতা করিয়া তোলা সম্ভবপর হইল না। এককথায় ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের স্বাধীনতা হইল না। আত্মা সেবিয়াহি দেশকে স্বর্ধনৈতিক দিক দিয়া পুনর্গঠনের কাজ বড়ই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই সং এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশ বিদেশীরা স্বজাতির স্বাধীনতার সঙ্গে যুদ্ধ ছিল কিন্তু মহানন্দীর তরে আটকাইয়া আছে; তাহাঙ্গিলকে ঐ সব স্বর্ধনৈতিক হইতে বিদায় নিতে হইতে লাগিল।

এই প্রকার অবস্থার কারণ হইতেছে মহানন্দীর তরে স্বাধীনতা। একটি মহানন্দীর তরে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই তরে নাই—ফলে স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম তাহারা আটকাইয়া গড়িয়াছে তাহারা জোগ করুক অথবা ত্যাগ করুক কোন কালেই তাহাদের অব্যাহতি নাই। আচার্য্য পঞ্চরের মতে—অর্থ জর—অর্থ্য নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনে সিদ্ধি বাহ্যবের হইয়াছে এক কথায় বাহ্য। সংসার-

ত্যাগী হইয়াছে তাহাদের অর্থ্য-পরের সাধনা অর্থ্য্য স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা আছে। আত্মা এই মুহুর্তে সেবিয়াহি অনেক সংসার ত্যাগ করিয়া উক্ত জ্ঞান পাইবার জন্য কিছু পুঙ্খ বলিয়া কথিত পোষকের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রভৃতিতে গমন করেন এবং মহাপুঙ্খদের নির্দেশিত পথে এক কথায় স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম নিমুক্ত হন।

আচার্য্য পঞ্চরের মত হইল স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম কর্ম্ম লাভ। কিন্তু এটা দেখা গিয়াছে আচার্য্য পঞ্চরের পথ অনুসারে তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সাধুদের আশ্রমে বসবাস করেন এবং তাহাদের নির্দেশ অনুসারে কর্ম্ম করেন এক কথায় স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম নিমুক্ত হন তাহাদের স্বর্ধনৈতিক প্রাপ্তি হয় এই প্রকার দৃষ্টান্ত নাই। পঞ্চরের পুঙ্খবস্তুর অর্থ্য্য নিম্ন কর্ম্মের সঙ্গী হিলাবে তাহারা স্বাধীনতার স্বর্ধনৈতিক কর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ থাকেন এবং দেশকে স্বাধীনতার হাতে হইতে মুক্ত করেন, দেশের স্বাধীনতার স্বাধীনতার পর দেশকে স্বর্ধনৈতিক দিক দিয়া স্বাধীনতার ব্যাপারে শুদ্ধপূর্ণ দায়িত্ব পান, তাহাদের পক্ষে প্রচুর স্বর্ধনৈতিক পাইবার পথ খুলিয়া যায়। এক কথায় স্বর্ধনৈতিক পাইবার পথ খুলিয়া যায়। এই প্রকার অবস্থার স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম কর্ম্ম লাভ হয় বলিয়া আচার্য্য পঞ্চর যে কথা বলিয়াছেন তাহা স্বাধীনতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আচার্য্য পঞ্চরের মত মহানন্দীর নিম্ন হিলাবে সংসার ত্যাগী ব্যক্তিদের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। আচার্য্য পঞ্চরের যে যে স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম তাহাকে স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম করিবার জন্য প্রচুর পথ স্বর্ধনৈতিক পাইবার পথে এই কথা বলিয়া ব্যাখ্যা নিতে হইয়াছে। এক কথায় আচার্য্য পঞ্চরকে স্বজাতির স্বর্ধনৈতিক কর্ম্মের ফলে স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম করিবার সৌখ স্বর্ধনৈতিক কর্ম্মে বলিতে হইয়াছে—উপরি উক্ত কথায় স্বর্ধনৈতিক কর্ম্ম তাহারা পক্ষে বলা সম্ভবপর হয় নাই।

(কথনঃ)

বর্তমান সমাজে ব্যক্তির গুরুত্ব

সমাজ ও ব্যক্তিঃ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা বহু পুরাতন ও বহু পরিচিত। তথাপি এই বহু পরিচিত বিষয়টাকে আমরা নতুন ভাবে আলোচনা করতে চাই কেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এই সঙ্গে আরও একটি কৌতূহল স্বাভাবিক—বর্তমান সমাজের কোন ছবি আমাদের মনে প্রথম জড়িয়ে চুলছে?

ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তিকে ব্যর্থ দিয়ে সমাজের কোন ক্ষতি হতে পারে না। সমাজ বলতে কয়েকজন ইচ্ছিমের ব্যক্তিকে বুঝায় না, আবার সমাজ বলতে ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি বুঝাতে পারে না। কোনো দেশের সমাজ বলতে সেই দেশের অসংখ্যক সমস্ত ব্যক্তিকেই বুঝায়। Each and every individual-এর সমষ্টি হলো সমাজ। এ ছাড়া সমাজ একটি abstract বলিয়া মাত্র। এই সঙ্গে কোনো সমাজের তালোম, উন্নতি ও অবনতির মাপকাঠি হলো ব্যক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি ও অবনতির মাপকাঠি দিয়ে আমরা সেই সমাজের প্রগতিককে বিচার করব। এই পরিপ্রেক্ষিতে “বর্তমান সমাজে ব্যক্তিঃ গুরুত্ব” বিষয়টি সত্যিই আলোচনার বোধ্য।

আমরা যে সমাজে বাস করছি তাতেই বর্তমান সমাজ বলছি। আমাদের আলোচনার মূল কথা হলো—এই সমাজে ব্যক্তির সম্বন্ধেই কোন গুরুত্ব আছে কিনা? এবং থাকলে তা কতখানি?

প্রতিটি মানুষ চার জীবনের উন্নতি। দেহ ও মনের অভিজ্ঞকে সুস্থভাবে বলায় রাখতে চার প্রত্যেক। কিন্তু কেহেই মানুষ একাকী আপনায় বসে অবিকশিত সমাজে বিকশিত করতে পারে না, সেইকেই সে অগতির সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেছে। সহযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যেকেই লাভবান হয়। তাই সহযোগিতার

॥ জীঅন্তলি চক্রবর্তী ॥

কিত্তি হলো সমাজের কিত্তি। সহযোগিতা ছাড়া সমাজ তার অভিজ্ঞকে বলায় রাখতে পারে না।

কিছু আগের সমাজের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি এক বিরাট সংকট বার মূল হয়েছে সহযোগিতার অভাব। অকপট সহযোগিতার অভাবের জন্যই আমরা পশ্চিম কাউকে বিবাল করতে পারি না, সর্বত্রই সমাজের সংকট। এই মনোভাব সমাজের ভিত্তিকে করেছে দুর্বল, সমাজের বাহ্যিক আচ্ছন্নতা পোষিত। এর পল্লব কোথায় তা ভাববার জন্যই আমাদের আলোচনার বলা।

যে কোন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে নির্ভর করে সেই দেশের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থাও এখানকার রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে নির্ভর করছে। দ্রুততায় এসে দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে জানতে হলে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোটা জানা প্রয়োজন।

বৃষ্টিপ-পাসন-বৃষ্টি তারতম্যের সাপেক্ষে ইংল্যান্ডের পাসনতন্ত্রকে অনুসরণ করে সংসদীয় পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সংসদীয় পদ্ধতি প্রতিনির্দিষ্টতাকে নির্দেশ করে। এতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার আছে—এবং জনসাধারণ পছন্দমত ব্যাক খুন্সী ভোটে সরকার গঠন করতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশের জনসাধারণ পছন্দমত সরকার নির্বাচন করে আসছেন। রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা এই দেশের কাঠামোটি করে আসছেন। স্বাধীনতার ২৫ বৎসর পরেও জনসাধারণ পছন্দমত সরকার নির্বাচন করেও খুন্সী থাকতে পারলো কি? আপনায় পছন্দমত জীবন ত্যাগ বেছে নিতে পেরেছে কি? সমাজের দিকে একবার মাত্র চোখ মুলানোই দেখা যায় সর্বত্রই অসন্তোষ। কেন এ অসন্তোষ? কোথা এর পল্লব?

এই প্রসঙ্গে সামনে রেখেই বলব—এ লগন সংসদীয় গণ-
তন্ত্রের মধ্যে। আশাযে কোটাধিকার আছে সত্য, কিন্তু
এই অধিবেশনের আধু নির্মিষ্ট দলীয় অস্ত্রের ব্যাপটগারে
একজানি কাগজ কেলে ঘিরেই তুরিয়ে যায়। এতদর্শে বহু
পার্টির সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় এখানে গণতন্ত্রের 'বহু জন
ও বহু মত'কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মত
হল জনসাধারণ যে পার্টিতেই ভোট দিবে না কেন, সেই
পার্টি বা প্রতিনিধিকে বিশেষ প্রয়োজনেও নির্দিষ্ট সমস্রের
আগে গণভূত্ব করা যায় না। প্রতিনিধিকে বলা দিয়ে
কথা না রাখতে পারার ক্ষমতা, কাকের জঠরী ক্ষমতা কোন
জীববিধি করতে হয় না। জনসাধারণ তখন এতদ্বারা
অসহায়। এই জনসাধারণই নির্বাচনের আগে পার্টির শালন
কায়ম করতে সাহায্য করে এবং ভোট দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা
পার্টি প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করে, পরে তাদেরই কাছে
কিন্তু চাও, তাদের বিস্ময়জনক অগ্রগ্রহ শেলে যত হয়। এ
অসহায় সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের
ভিক্ষুকণ খোচে না। প্রতিনিধিত্ব তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা-
টুকু ভেঁপলে হরল করে তাদের আঙ্গুল ভিক্ষুক করে বাসেন।
নির্বাচনের আগে আসে আসে আবার দুল হয় জনসাধারণকে
তোলাবার নানারকম প্রতিশ্রুতি, ভুতি বেলা।

এ পর্যায়ে রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোতে সাধারণ লোক
পার্টিনেতাধের ও আমলাধের হাতের পুতুল। মাঝে মাঝে
অবশ্য এরা বহুদলীয় হটকট করে, তিকা চাইতে পারে,
গ্লোগান ফুলে হাজতবনের ঘারে বিকোত জানিয়ে বীহু
জাহির করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অকৃত্রিম কাছে মাথা
হুটে যায়।

হাট্টনেতাধাই জনসাধারণের তাদের কর্তব্য। রাজ-
তন্ত্রে যেমন রাজার বোলাপুখারী উপর প্রচার তাসা ও কর্তব্য
দ্বির হতো, আশঙ্ক্যে প্রতিনিধিধের সর্বময় কর্তৃত্বের উপরেই
সাধারণ মানুষের ভাষা নির্ভর করেছে। তাই এই জনসাধারণ
চিরকালই সাধারণ হয়ে গেল, নেতৃত্বের শাসনের আড়ালে
রয়ে গেল ভিন্ন নাথালক, এসের দৃষ্টি দৃষ্টি আছেও সত্যি
ভাষা হুটলো না।

সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো হলো প্রতি-

যোগিতাব্যবস্থার অর্থনীতি বা বনতান্ত্রিক অর্থনীতি,
মালিক ও শ্রমিকের দল কদাচিৎ, লগল ও দুর্বলের
সংগ্রাম। এই অর্থনীতিতে লোকের উদ্বেগেই পণ্য
উৎপাদন, সব মতবাদের নিভা চাহিবাকে মোটাঘর হুত নয়।
এই অর্থনীতি বেসামান্য ও দারিদ্র্য পূর্ণ করে।

এ ছেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উপরে
আমাদের হাট্টব্যবস্থা পড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ সব
কিছুর হুতট উপর দিকে ছা তবু ছেয়ে আছে যখন
বা উপর থেকে চাপতে তাই বেনে নিতে বাধ্য
হাচ্ছে। তখনও হুতট চীৎকার করতে, কিন্তু আইনকে
বদলাতে পারছে না, যে আইন তাদের অত্যাচার মিটায়ে,
তাদের স্বপক্ষে কাজ করবে ও জীবনের নিরাপত্তা এনে
হাজিলা দান করবে, সেই আইন তৈরী করার ক্ষমতা জন-
সাধারণের নেই, বহি থাকতো তবে সার্বভৌম ক্ষমতার
বর্ধারতা প্রমাণ হত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রতিটি সমাজই কিছু আইন
ও নিয়ম সুচলার উপর নির্ভর করে গাঁড়ার। আইনগুলির
সাহায্যে সমাজের সম্পর্ক নিরস্ত্রিত হয়। কাজেই বর্তমান
সমাজে আশঙ্ক্যের এত দুঃখ ও দারিদ্র্যের হুত তরেকটি
আইন দায়ী, হুতদিন না এগুলিকে বদলিয়ে বিলম্ব আইন
তৈরী করতে পারছি হুতদিন এই হাজিষের দৃষ্টি দুঃখ
থেকে গোধ করি যেতাই নেই।

জনসাধারণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা নেই বলেই দেশের
দুল সমস্তা নিয়ে ভাড়া মাথা ঘামার না। দারিদ্র্য ও
বেতার সমস্তা হুগতে, প্রত্যেক দুহুর্ভে সেই বেলনা
জানাকে, কিন্তু কারণ অজলজান করে না, কেবলদ্বারা
লরকারকে দোষারোপ করেই নিশ্চিত থাকে। দেশের
কোন পার্টির নেতারাও সমস্তার দুল সমস্তে জনসাধারণকে
কাথান না, কেননা নেতারাও সে লকল কাথনা চিন্তার ভায়
নিরয়েছেন!

তাই উপর থেকে সহযোগিতার আদান এসেও তারা
তা গ্রহণ করতে পারে না, কারণ প্রাচীন কালের সমাজ-
ব্যবস্থা ও বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর হুতট আইন
চিন্তা-কাথনা লগল পেয়ে গেছে। সর্বকণ তারা ছেয়ে

আছে সবকায়ের দিকে। এই ব্যবস্থাই জনসাধারণকে পরদুর্ভাগিনী করেছে। এই পরদুর্ভাগিনী যাহাদের সমাজে ব্যক্তি কি কলম থাকতে পারে ?

এ সকল সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিগত থাকতে পারে না, তাই ব্যক্তিগত বোধের অভাব, আর অভাব ব্যক্তির গুরুত্বকে হীকার করে।

উপরে যে বাস্তবতার জগতের আলোকে জোর যেমন
সম্মুখ না, তেমনি ব্যক্তির দৃষ্টিবোধও অজ্ঞাতে পারে না।
উদ্ভূত পরিবেশ ছাড়া। যে পরিবেশ দায়বদ্ধতার দৃষ্টিবোধ
হতে দৃষ্টি করে সেই সমাজের ব্যক্তির গুণও আছে
এবং উদ্ভূত দৃষ্টিবোধ ও অর্থবৈজ্ঞানিক কঠোরতা ভেঙে
করে এই পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

আমাদের অধীনস্থিত ও রাষ্ট্র গণতন্ত্র। তি এই উপন্যাস
পরিবেশের কাঠামোতে তৈরী হয়েছে। যদি না হয়, তবে
এই সমাজে ব্যক্তির গুরুত্ব ও হারিষ কেবল এইয়ে পড়া
দুখের কথা। মরিচ, কাজের কথা নয়। কারণ বর্তমান সমাজ
পার্থক্যভাবে আমাদের কানে কানে বলে দেয়, “তোমার
কোন হারিষ নেই, সুস্থ হারিষ তাদের হাঙ্গা। থাকেন উপ-
ভাষ্য, তোমার কথা কেবল হারিষ ভাগ্য করে তারা। হ্যাঁ
করছেন যার।” সুস্থ হাঙ্গা এইয়ে পড়া শিকার ব্যক্তির অসংখ্য
হারিষ ও গুরুত্বক বীকার কলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের
সমাজে সে পরিবেশ নেই। তাই এইয়ে পড়া কথাকে
জীবনে সত্য হতে দেখি না। উপদেশে নীতিমান হতে
শিকা দেয়ও জীবনের পরিবেশে নীতিহীন ও অধীনস্থিত
করে তোলে। স্বাধীনতার মত আমাদের গণতন্ত্রেও অ-
স্বাধীনতার “অসংগত সার্বভৌম অধিকার”কে তর্কিত বীকার
করা হয় না। তাই আমি যখন কবি আমাদের বর্তমান
সমাজে ব্যক্তির গুরুত্ব নেই।

যে সময়ে ব্যক্তির জন্ম নেই, সে সময়ে ব্যক্তির
হাতিশ পরিহাসের বিষয়। ব্যক্তিকে নিয়েই যেহেতু

সদাশ, সেহেতু ব্যক্তিগত জলদহনও। সদাশের অবনতি
হিসাবেই নির্দেশ করে।

পরিণেবে একটি গ্রন্থ হাকতে চাই যে, বর্তমান
সমাজের প্রোভেই তি আয়না না ভাগিয়ে দেব? না কি এর
উত্তরণের সব দুঃখ? আজ ভাবের সময় এসেছে
কোন সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের কাহা—বে সমাজ-ব্যবস্থা
যক্তির গুণ ও অতিথি সঙ্গী সত্তার মধ্যে হারিয়ে
যায় সেই সমাজ-ব্যবস্থা? অথবা যে সমাজে যক্তি
বস্ত অতিথি ও গুণকে বহির রেখেও সমাজের প্রত্যেকে
স্ব-যক্তিগতকৈ স্বাধিক হিয়ে বিকশিত করে তুলতে পারে,
সেই সমাজ-ব্যবস্থা?

যদি প্রথমটি কথ্য হয়, তাহলে ব্যক্তির গুরুত্বের ভ্রম
স্বাস্থ্যসাধনা চলেবে না। পার্টি ও পার্টিনেতাঘের হাতে
নিজ অস্তিত্ব ও গুরুত্বকে সমর্পণ করতে হবে। বাক্য বিতীর্ণটি
কথ্য হলে যখন কখন তাহেরকে বর্তমান সৃজনের
বিষয় একটি আদর্শ সত্যের তৈরীর ভ্রম সৃষ্টি-সংকল
হতে হবে।

এই আদর্শ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এমন হবে যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ভরস্বে অধিকার হিসাবে জীবিকানির্ভারের জন্য একটা বা একটা উপায় পাবেই, যাতে তার মানবীয় সকল বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণ হতে পারে এবং কোনো ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে পারে।

এই আদর্শমনাষের রাজনৈতিক কাঠামো এখন হতে
 বাস্তব প্রত্যেকে প্রত্যাকভাবে তার মর্মেতৌদ ক্ষমতাকে
 প্রয়োগ করতে পারে, এবং স্বাধীনতা পিরাগামী নৃত্তিক
 পরিষ্কৃষ্ট করতে পারে।

একম সমাধ-বাবুহাতেই ব্যক্তিগত গুরুত্ব প্রকৃতিতে
সার্বজনীন জগৎবিরিত হয়ে বলে আশা করি।

मायसिकी

প্রীতিপাঠ করেন। আরও কয়েকজনের পানও হয়। বিকেল ষটার এক সতীর প্রিয় পুত্রস্বাস্থ্যানন্দ প্রীতিপাঠ-সোণাশেখর সম্বয়-বসন্তে বিভবো দান্তবের কীনের লখন তবের প্রোজো কবিতার প্রকাশ তাঁহার কীদন দিত্তা করিয়া গিয়াছেন তাহা আলোচনা করেন প্রিন্সেসোবকুমার অধিকারী, প্রিন্সীকেন দে, প্রিন্সসরজন কাব্যকীর্ত্তি, প্রিন্সাত্রাভ বোম, প্রিন্সভেন গাঙ্গুলী, প্রিন্সীতি সঙ্গাল, প্রিন্সিল কুমার চক্রবর্তী। প্রবোধ প্রিন্সেরজন স্তম্ভ মহাশয় সতাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সতাপনে প্রিন্সের সঙ্গাল, প্রিন্সিভ মহলানবীণ ও প্রিন্সিল স্টোপাখ্যায়ের সহপুত্র স্বকীতে সবদেই সমধিক প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

সূচীপত্র

১। কৃষ্ণ সমভা ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র	১৯৭	৬। তেঁওয়ার বরদমানাবানি শ্রীমদেব চক্রবর্তী	২১৩
২। সমভারমাদী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীদ্বীকেশ দে	২০১	৭। জন্ম'রূপি শ্রীভিক্তেন গাঙ্গুলী	২১৪
৩। অমৃত পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশান্তদীপ দাস	২০৮	৮। ব্রহ্মসং সমভার-ভাষ্যের সহজীকরণ শ্রীগভাস্রত বোজ	২১৬
৪। মহাভা শরৎচন্দ্রার ধোষ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কায়াকীর্ষ	২০৭	৯। বর্তমান সময়ে ব্যক্তিগত গুরুত্ব শ্রীঅরুণি চক্রবর্তী	২২০
৫। কান্তব জীবন সমভার পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীসুনীতি সাত্তাল	২১৬	১০। সাহিত্যিকী : পুরুষোত্তমানন্দ-অমোঘ্যসং	২২৩

শ্রীমতী মিস্ত্রী বর্ষক নন্দনাথান আত্ম. গ্রাম বাগাইবাটি, পো: অধিনীনগর, ২৪ শরণগা হইতে প্রকাশিত ও
 বি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, বোম্বাইবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

শ্রীভাষাঙ্গী মনসী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	মুদ্রলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
ঐশ্বর্য (গীতার জ্যেষ্ঠ সংস্করণ)	৮'৫০	বায়ামে বাঙালী ৪'০০
ঐক্য ও ভাগবতধর্ম	৭'৫০	বীরবে বাঙালী ২'৫০
কর্মবায়ী	১'৫০	বিজ্ঞানে বাঙালী ৪'৫০
ঐশ্রীচণ্ডী	২'০০	বাংলার স্মৃতি ৪'০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬'০০	বাংলার বিদ্যাবী ৬'০০
Soul of India Speaks	৬'০০	বাংলার মনীষী ১'৭৫
শিক্ষার্থীর বর্ষশিক্ষা	১'৫০	জীবন গড়া ১'৫০
পকেট গীতা	৪'০০	স্বাভাবিক রামমোহন ৩'০০
		আচার্য জগদীশ ১'৫০
		আচার্য প্রমুদচন্দ্র ১'৫০
		ভূগোষ্ঠার বিবেকানন্দ ১'৫০
		রবীন্দ্রনাথ ৩'০০

শ্রীশ্রীলিঙ্গা ঘোষ, এম. এ., বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ

২'৫০

বিভাগসঙ্গ

৩'০০

প্রথম পৃষ্ঠা ৩ নং বর্ণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক লক্ষ্যকোষ ১৯৩০

প্রসিদ্ধি লাভের পর : : ১৫, কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা-১২

যখন ডংকশই বিবেচ্য!

মূল্যে



এম্বিকিউটিভ ইঙ্ক

পছন্দমত রঙে পাবেন—

পার্বত্যনগর :

শু. শ্যাক ও মেরি শ্যু

সুপার শ্যাক ও হার্ড হার্ড

গুজরাত :

হরদাস শ্যু ও এস.এল.এস. প্রিন্স

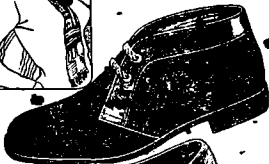
জয়দেব রোড ও ক্রিস্টান গার্ডেন

মূল্যে ও স্টার্কস লিমিটেড

কলিকাতা ও দিল্লী



পথ চলাতেই আনন্দ



মোজা নং ০৪
০৮-১০



মোজা নং ০৫
০৮-১০

মোজা নং
১১-১৩



মোজা নং
১২-১৩



আমাদের মতো...
বাড়িতে বেহাল এই
পথ চলায় আনন্দ।
সুষ্ঠু সোলিংয়ের সঙ্গে
জিপ্সোর এক মনোমুগ্ধকর
শাইল। পথে পথে সঁজিবের
আনন্দ। যতটা স্বস্তি
আনন্দময় হবে তাকে
কিছু মনেই নেই।
এই পথ, বেহাল।



কৃষকে কৃষির বাণী উপলব্ধি উপলব্ধি পূর্ণতা। যেহীন ঋতা যেমন অধ্যাত্ম, কৃষির কৃষির উপলব্ধিও তেমনি ঋত্বীন। ইংরেজ একত্র করিয়া পাঠাই পাঠাই চরিতার্থতা। সে কৃষক আছে নীচের বৈজ্ঞানিক।
 earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.

'Occasional Speeches'—Raddhakrishnan

—দায়িত্ব কি করে বিবর্তী হতে পারে, কি করে এক-সংগে চরিতার্থতা, যাহা-যে-কিছু মাছের শোষণ
 দূর করার কঠিন নিষ্পত্তি হতে পারে, তাহা ইত্যাদি পঠনের নীচের বৈজ্ঞানিক—

ঐশ্বর্য পুস্তকালয়াদি অবস্থার

মুদ্রিত

পাঠ্যপুস্তক

১। ব্রহ্মসংহিতা (অনুবৃত্ত কায়)

১। ব্রহ্মসংহিতা উপনিষৎ

২। হাথোপা উপনিষৎ

১৮ বৎ (চতুঃপদ্য)

২.০০

৩। ব্রহ্মসংহিতা উপনিষৎ, পঞ্চাঙ্গী, তাল ইত্যাদি

২৪ বৎ (২৪ অধ্যায় পদ্য)

৮.০০

৩৪ বৎ (৩৪ অধ্যায় পদ্য)

১.০০

২। ইশোপনিষৎ

২.০০

৩। কৈশোপনিষৎ

১.০০

৪। কঠোপনিষৎ

৩.০০

৫। জৈমিন্যোপনিষৎ

১.০০

৬। ঐতরেয়োপনিষৎ

১.০০

মাতৃকোপনিষৎ

৭। বেতাবতরোপনিষৎ

২.০০

৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

৩.০০

মুক্তকোপনিষৎ

৯। ঐনিত্যোগোপনিষৎ—ঐশ্বর্য পুস্তকালয়

৩.০০

১০। ব্রহ্মসংহিতা পুস্তক

০.৫০

১১। ব্রহ্মসংহিতা

০.৫০

১২। ব্রহ্মসংহিতা (পুস্তক)

০.৫০

১৩। ব্রহ্মসংহিতা উপনিষৎ (পুস্তক)

০.৫০

১৪। ব্রহ্মসংহিতা উপনিষৎ (পুস্তক)

০.৫০

(পাঠ্য-আবৃত্তি-বহুত প্রকাশিত)

১৫। ব্রহ্মসংহিতা

১২.০০

প্রতিভা সাক্ষর

১। নারী-প্রগতির সম্বন্ধে

১.২৫

২। ঐশ্বর্য পুস্তকালয়াদি-পত্র নিত্যগোপাল

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

০.৫০

৪। ঐশ্বর্য পুস্তকালয়াদি

০.৫০

ঐশ্বর্য পুস্তকালয়

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

০.৫০

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

০.৫০

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

০.৫০

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

০.৫০

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

০.৫০

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

০.৫০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রন্থ : বাণেশ্বরী শো : অধিবাসী, (স্মারক—ফেব্রুয়ারি, কলিকাতা-৫২) ২৪ পরগণা

উল্লেখ্যতর প্রতি সন্ধ্যা ০.৫০, দায়িত্ব ০.৫০